সুনান আবু দাঊদ

৪র্থ খণ্ড

সুনান আবু দাঊদ

[চতুর্থ খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রধান কার্যালয় :
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট : ২০০৮
শাবান : ১৪২৯
ভাদ্র : ১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত পঞ্চাশ টাকা

Sunan Abu Dawood (Vol. IV)
Translated by Mawlana Muhammad Musa and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus (1st floor) Dhaka-1000 1st Edition August 2008 Price Taka 350.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাঊদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ মুসলিম ও জামে আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাঊদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাঊদ-এর প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর এবার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হলো।

সুনান আবু দাঊদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাঊদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে– এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন, যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়-১৬ ঃ জিহাদ

অধ্যায়-২০ ঃ ওয়ারিসী স্বত্ব ॥ ২৫৮

অধ্যায়-২১ ঃ কর, ফাই ও প্রশাসন ॥ ২৮১

অধ্যায়-২২ ঃ জানাযা ॥ ৩৮৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১৬

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ হিজরত ও যাযাবর জীবন সম্পর্কে

٢٤٧٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّىْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

২৪৭৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ হায়! হিজরতের ব্যাপারটা খুবই কঠিন। তোমার কি কিছু উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এর সদাকা (যাকাত) আদায় করো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি নদীর ওপাড়ে থেকে কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তোমার কাজের সওয়াব থেকে কিছুই কমাবেন না।

٢٤٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُوْ اِلٰى هٰذِهِ التِّلاَعِ وَاِنَّهُ اَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَاَرْسَلَ اِلَىَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا

عَائِشَةُ أُرْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ.

২৪৭৮। আল-মিকদাম ইবনে শুরায়হ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বনে-জঙ্গলে চলে যাওয়া (ইবাদতের জন্য নির্জনবাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্জনবাসের জন্য এই উচ্চভূমিতে যেতেন। তিনি একবার অরণ্য ভূমিতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি আমার কাছে সদাকার একটি উট পাঠালেন যাতে কখনো আরোহণ করা হয়নি। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। কেননা সহানুভূতি ও অনুগ্রহ কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে। আর সহানুভূতি উঠে গেলে তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।

بَابٌ فِي الْهِجْرَةِ هَلْ انْقَطَعَتْ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ হিজরত কি শেষ হয়ে গেছে?

٢٤٧٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

২৪৭৯। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (কুফরী রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে) হিজরত করা শেষ হবে না– যতক্ষণ তওবার দরজা বন্ধ না হবে। আর তওবার দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হবে।

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

২৪৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ (আজকের পর থেকে) হিজরত নেই (কেননা

মক্কা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে)। কিন্তু জিহাদ ও সৎ কাজের সংকল্প (সব সময়) অবশিষ্ট থাকবে। যখন তোমাদের জিহাদে যোগদানের জন্য বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয় তখন বেরিয়ে পড়ো।

٢٤٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتّٰى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

২৪৮১। আমের (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র কাছে আসলো। তখন তার নিকট কিছু সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। সে তার কাছে এসে বসলো এবং বললো, আপনি আমাকে এমন কিছু অবহিত করুন যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপরাপর মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই প্রকৃত মুসলমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করেছে সে-ই প্রকৃত মুহাজির।

بَابٌ فِىْ سُكْنَى الشَّامِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সিরিয়ায় বসবাস করা সম্পর্কে

٢٤٨٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتَكُوْنُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ اَهْلِ الْاَرْضِ اَلْزَمُهُمْ مُهَاجِرَ اِبْرَاهِيْمَ وَيَبْقٰى فِى الْاَرْضِ شِرَارُ اَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ اَرْضُوْهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللّٰهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ.

২৪৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (মদীনায়) হিজরতের পর আর একটি হিজরত (সিরিয়ার দিকে) সংঘটিত হবে। দুনিয়ার যেসব লোক এসময় ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে (সিরিয়ায়) সমবেত হবে তখন তারাই হবে উত্তম। তখন দুনিয়ার অন্যান্য এলাকায়

খারাপ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের আবাসস্থল তাদেরকে স্থানান্তরে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদেরকে খারাপ জানেন। আর আগুন তাদেরকে বাঁদর ও শূকরের সাথে একত্র করবেন।

٢٤٨٣- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ قُتَيْلَةَ عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيْرُ الْاَمْرُ اِلٰى اَنْ تَكُوْنُوْا جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَاِنَّهَا خِيَرَةُ اللّٰهِ مِنْ اَرْضِهِ يَجْتَبِىْ اِلَيْهَا خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَاَمَّا اِذْ اَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوْا مِنْ غُدُرِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَوَكَّلَ لِىْ بِالشَّامِ وَاَهْلِهِ.

২৪৮৩। ইবনে হাওয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে যখন জিহাদের জন্য সুসংবদ্ধ তিনটি সেনাদল গঠিত হবে, সিরিয়ার সেনাবাহিনী, ইয়ামানের সেনাবাহিনী এবং ইরাকের সেনাবাহিনী। ইবনে হাওয়ালা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি সেই যুগ পাই তবে কোন দলের সঙ্গী হওয়া আমার জন্য কল্যাণকর মনে করেন? তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই সিরীয় বাহিনীর সাথে যোগদান করবে। কেননা তখন এ এলাকাটাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম হবে। আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের এখানে একত্র করবেন। যদি তুমি সিরিয়া যেতে রাজী না হও তবে অবশ্যই ইয়ামানীয় বাহিনীর সঙ্গী হবে। তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের কূপগুলো থেকে পানি উত্তোলন করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার উসীলায় সিরিয়া ও এর অধিবাসীদের জীবনোপকরণের যামিন হয়েছেন।

بَابٌ فِىْ دَوَامِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ.

২৪৮৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একদল লোক ন্যায়ের পক্ষে অনবরত জিহাদ করতে থাকবে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, তাদের সর্বশেষ দলটি ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করা পর্যন্ত।

بَابٌ فِيْ ثَوَابِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াব

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْمَلُ اِيْمَانًا قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللّٰهَ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ قَدْ كُفِيَ النَّاسُ شَرُّهُ.

২৪৮৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন ধরনের মুমিন ব্যক্তিরা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আর যে ব্যক্তি (জিহাদে অক্ষম হওয়ার কারণে অথবা কঠিন নৈতিক বিপর্যয়ের সময়ে) তার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ রাখার জন্য কোন গিরিখাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে।

بَابٌ فِى النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ভবঘুরে জীবন অবলম্বন করা নিষেধ

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوْخِيُّ اَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِيْ بِالسِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِي الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৪৮৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঘুরেফিরে বেড়ানোর (যাযাবর জীবন অবলম্বনের) অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের যাযাবর জীবন হলো মহামহিম আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْقَفَلِ فِي الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ জিহাদশেষে প্রত্যাবর্তন এবং তার ফযীলাত

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ بْنِ مَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ.

২৪৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিহাদশেষে প্রত্যাবর্তনও জিহাদেরই মত (সওয়াব)।

بَابُ فَضْلِ قِتَالِ الرُّوْمِ عَلٰى غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় রূমীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ফযীলাত অধিক

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُوْلٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتِ تَسْأَلِيْنَ عَنْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ فَقَالَتْ اَنْ اُرْزَأَ ابْنِيْ فَلَنْ اُرْزَأَ حَيَائِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّهُ قَتَلَهُ اَهْلُ الْكِتَابِ.

২৪৮৮। আবদুল খাবীর ইবনে সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, একজন স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তার ডাকনাম ছিল উম্মু খাল্লাদ (রা)। তিনি ছিলেন ঘোমটা (মুখমণ্ডল আবৃত) অবস্থায়। তিনি তার নিহত পুত্রের কথা জিজ্ঞেস করতে (খোঁজ করতে) আসছিলেন। তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কতিপয় সাহাবী বললেন, তুমি মুখ ঢাকা অবস্থায় (পর্দা করে) তোমার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছো (এতো কঠিন অবস্থায়ও পর্দা রক্ষা করেছো)! তিনি বললেন, যদিও আমার ছেলের বিয়োগব্যথা আমাকে পর্যুদস্ত করেছে, কিন্তু আমার লজ্জা-শরমকে পর্যুদস্ত করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ছেলের জন্য দু'জন শহীদের সমান সওয়াব রয়েছে। তিনি (উম্মু খাল্লাদ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন ঃ কেননা তাকে আহলে কিতাবরা হত্যা করেছে (এজন্য দ্বিতীয় সওয়াব)।

بَابٌ فِيْ رُكُوْبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য সমুদ্রযাত্রা

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ بِشْرٍ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ اِلاَّ حَاجٌّ اَوْ مُعْتَمِرٌ اَوْ غَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا.

২৪৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যেন হজ্জ, ওমরা অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য ছাড়া সমুদ্রযাত্রা না করে। কেননা সমুদ্রের নীচে আগুন রয়েছে, আর আগুনের নীচে সমুদ্র রয়েছে (সমুদ্র হচ্ছে বিপদসংকুল)।

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اُخْتُ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَّرْكَبُ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ فَاِنَّكِ مِنْهُمْ. قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ.

قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ. قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ ابْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِى الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ.

২৪৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মিলহান-কন্যা এবং উম্মু সুলাইমের (আমার মায়ের) বোন উম্মু হারাম (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সহসা তিনি ঘুম থেকে হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, (আমার উম্মাতের) কিছু সংখ্যক লোক (জিহাদের উদ্দেশ্যে) এই (ভূমধ্য) সাগর পাড়ি দিচ্ছে। যেন তারা রাজার মত সিংহাসনে বসে আছে। তিনি (উম্মু হারাম) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। উম্মু হারাম বলেন, তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথম দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আনাস (রা) বলেন, পরে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তাকে বিবাহ করলেন। অতঃপর তারা (উসমান রা.)-র খিলাফতকালে রূমীয় খৃস্টানদের বিরুদ্ধে) নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাকেও (উম্মু হারাম) সাথে নেন। যুদ্ধ থেকে তাদের প্রত্যাবর্তনকালে, তাকে (উম্মু হারামের) বাহন হিসাবে একটি খচ্চর দেয়া হলো। এটা তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলো, ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেলো এবং তিনি মারা গেলেন।

٢٤٩١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ اِلٰى قُبَاءَ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِىْ رَاْسَهُ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُسَ.

২৪৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুবা নামক পল্লীতে যেতেন, তিনি মিলহান-কন্যা উম্মু হারাম (রা)-র বাড়িতে উঠতেন। তিনি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি (নবী) উম্মু হারামের বাড়িতে গেলেন। তিনি তাঁকে আহার করালেন এবং তার মাথার উঁকুন বেছে দিতে বসলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, মিলহান-কন্যা সাইপ্রাসে মৃত্যুবরণ করেন।

٢٤٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُخْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ الرُّمَيْصَاءِ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِيْ قَالَ لاَ وَسَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الرُّمَيْصَاءُ اُخْتُ اُمِّ سُلَيْمٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

২৪৯২। উম্মে সুলাইম (রা)-র বোন রুমায়সা (উম্মু হারাম রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি (উম্মু হারাম) নিজের মাথা ধৌত করছিলেন। তিনি (মহানবী) হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে মাথা ধৌত করতে দেখে হাসছেন? তিনি বললেন ঃ না। এ হাদীসের পরবর্তী অংশ বাড়তি-কমতিসহ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আর-রুমায়সা (রা) উম্মু সুলাইম (রা)-র দুধবোন ছিলেন।

٢٤٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْجَوْبَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ الَّذِيْ يُصِيْبُهُ الْقَيْءُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ.

২৪৯৩। উম্মু হারাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (হজ্জ বা জিহাদের উদ্দেশ্যে) সমুদ্রে সফরকারীর নৌযানের ঝাঁকুনিতে যে বমি হয় তার জন্য একজন শহীদের সওয়াব এবং সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য দু'জন শহীদের সওয়াব রয়েছে।

٢٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৪৯৪। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন প্রকারের লোক, তাদের জন্য মহামহিম আল্লাহই দায়িত্বশীল। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হলো, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে নিরাপদে তার প্রাপ্য সওয়াব ও গনীমতসহ তার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করাবেন। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ যামিন থাকেন। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে তার প্রাপ্য সওয়াব ও গনীমত সহকারে বাড়ি পৌঁছাবেন। তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে সালাম বিনিময় করে, আল্লাহ তার জন্য দায়িত্বশীল।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করেছে তার মর্যাদা

٢٤٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا.

২৪৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন কাফের ও (জিহাদের ময়দানে) তার (মুসলিম) হত্যাকারী কখনও দোযখে একত্র হবে না।

بَابٌ فِيْ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আবাসে অবস্থানকারীরা মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদের মান-সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করবে

٢٤٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ اَهْلِهِ اِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا قَدْ خَلَفَكَ فِيْ اَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلاً صَالِحًا وَكَانَ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى اَرَادَ قَعْنَبًا عَلَى الْقَضَاءِ قَالَ فَاَبٰى عَلَيْهِ وَقَالَ قَعْنَبٌ اَنَا اُرِيْدُ الْحَاجَةَ بِدِرْهَمٍ فَاَسْتَعِيْنُ عَلَيْهَا بِرَجُلٍ وَاَيُّنَا لاَ يَسْتَعِيْنُ فِيْ حَاجَتِهِ قَالَ اَخْرِجُوْنِيْ حَتّٰى اَنْظُرَ فَاُخْرِجَ فَتَوَارٰى قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَمَا هُوَ مُتَوَارٍ اِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَمَاتَ.

২৪৯৬। ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুজাহিদদের স্ত্রী-পরিজনের মান-সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করা বসে থাকা (যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে যাওয়া) লোকদের উপর তাদের মায়েদের মান-সম্ভ্রম হেফাজত করার সমতুল্য। বসে থাকা লোকদের কোন ব্যক্তি মুজাহিদদের কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের প্রতিনিধিত্ব করলো (সে এ সুযোগে তাদের খিয়ানত করলো), এমতাবস্থায় কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে মুজাহিদ ব্যক্তির সামনে দাঁড় করানো হবে। তাকে বলা হবে, এ ব্যক্তি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেছে (এবং তাতে খেয়ানত করেছে)। এখন তুমি তার নেক কাজ থেকে যা চাও নিয়ে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ তোমাদের কি ধারণা (মুজাহিদ তার সমস্ত নেক কাজ নিয়ে নিতে পারে)!

আবু দাউদ (র) বলেন, কা'নাব (র) ছিলেন একজন ধার্মিক লোক। ইবনে আবু লাইলা (র) কা'নাবকে বিচারক নিয়োগ করতে চাইলে তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি যদি আমার এক দিরহামের প্রয়োজন পূরণ করতে চাই, তবে সেজন্য কোন

লোকের সাহায্য কামনা করবো। তিনি আরো বলেন, আমাদের মধ্যে কে না তার প্রয়োজনে অপরের সাহায্য চায়? তিনি বলেন, তাকে বাইরে নিয়ে আসো যাতে আমি দেখতে পাই। অতএব তাকে বাইরে আনতে গেলে তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন। সুফিয়ান (র) বলেন, তার লুকায়িত অবস্থায় ঘর ধসে পড়লে তিনি নিহত হন।

بَابٌ فِى السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুজাহিদ বাহিনী গনীমত লাভ ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করলে

٢٤٩٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هَانِىءٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنِيْمَةً اِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ اَجْرِهِمْ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ.

২৪৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন দল আল্লাহর পথে জিহাদ করে গনীমত লাভ করলো। তারা তাদের পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ পেয়ে গেলো এবং আখেরাতের জন্য একভাগ বাকি থাকলো। যদি তারা গনীমত লাভ করতে না পারে তবে তাদের সম্পূর্ণ পুরস্কার আখেরাতে দেয়া হবে।

بَابٌ فِىْ تَضْعِيْفِ الذِّكْرِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আল্লাহর পথে নামায-রোযা এবং যিক্‌রের প্রতিদান বৃদ্ধি সম্পর্কে

٢٤٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ وَسَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ.

২৪৯৮। সাহল ইবনে মু'আয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা ও যিক্‌র মহান আল্লাহর পথে খরচের তুলনায় সওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে সাত শত গুণ বৃদ্ধি পায়।

بَابُ فِيْمَنْ مَاتَ غَازِيًا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধে গিয়ে মারা যায়

٢٤٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ يَرُدُّ اِلٰى مَحْكُوْلٍ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ اَبَا مَالِكٍ الْاَشْعَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَاتَ اَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ اَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ اَوْ بَعِيْرُهُ اَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ اَوْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ اَوْ بِاَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فَاِنَّهُ شَهِيْدٌ وَاِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ.

২৪৯৯। আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হলো, অতঃপর মারা গেলো অথবা নিহত হলো সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। অথবা ঘোড়া বা উট তাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করলো অথবা বিষধর প্রাণী তাকে দংশন করলো অথবা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী বিছানায় মৃত্যুবরণ করলো, এসব ক্ষেত্রেও সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে এবং তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়।

بَابُ فِيْ فَضْلِ الرِّبَاطِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সীমান্ত প্রহরার ফযীলাত

٢٥٠٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ هَانِيْءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ اِلاَّ الْمُرَابِطَ فَاِنَّهُ يَنْمُوْ لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ.

২৫০০। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার কাজ (করার ক্ষমতা এবং তা থেকে সওয়াব লাভ) শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সীমান্ত প্রহরার সওয়াব ও প্রতিদান বন্ধ হয়

না। কিয়ামত পর্যন্ত তার কাজের সওয়াব বর্ধিত হতে থাকবে এবং সে কবরের যাবতীয় বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকবে।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْحَرَسِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মহান আল্লাহর রাস্তায় সতর্ক প্রহরার মর্যাদা

٢٥٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى السَّلُوْلِىُّ اَبُوْ كَبْشَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ اَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ صَلاَةً عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ انْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ حَتّٰى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا اَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ اٰبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوْا اِلٰى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىُّ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ وَجَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِيْ اَعْلاَهُ وَلاَ نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مُصَلاَّهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ اَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَتَلَفَّتُ اِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ اِلٰى خِلاَلِ الشَّجَرِ فِى الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اِنِّىْ انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لاَ اِلاَّ مُصَلِّيًا اَوْ قَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ اَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْدَهَا.

২৫০১। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা (সাহাবারা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হোনাইনের যুদ্ধের জন্য সফরে বের হলেন। রাত আসা পর্যন্ত তারা একে অপরকে অনুসরণ করে চলতে থাকলেন। পথিমধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত। এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাদের মধ্যে থেকে গিয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে উঠলাম। আমি দেখতে পেলাম, হাওয়াযিন গোত্রের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত লোক, উট-বকরী সবকিছু তারা হোনাইন প্রান্তরে একত্র করেছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন ঃ ইনশা আল্লাহ আগামীকাল এসব কিছু গনীমত হিসাবে মুসলমানদের হাতে এসে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দিতে পারবে? আনাস ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। তিনি বললেন ঃ তবে সওয়ার হয়ে আসো। তিনি তার একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি এ গিরিপথের দিকে মনোযোগ দাও এবং এর শেষ প্রান্তে গিয়ে পাহারা দাও। সাবধান! আমরা যেন তোমার অসতর্কতার কারণে ধোঁকা না খাই (শত্রু কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত না হই)। যখন ভোর হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য বেরিয়ে আসলেন। তিনি দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়ার পর বললেন ঃ তোমাদের ঘোড়সওয়ারের কি খবর? সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। অতঃপর নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন আর গিরিপথের (ঘাঁটির) দিকে তাকাতে থাকলেন। নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের ঘোড়সওয়ার এসে গেছে। সাহাবারা বললেন, আমরা গাছের ফাঁক দিয়ে গিরিপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকে আসতে দেখলাম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলো। অতঃপর বললো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী গিরিপথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলাম। যখন ভোর হলো, আমি উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম, কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি রাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছো? তিনি বললেন, নামায ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পায়খানা-পেশাব) ছাড়া নামিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তো (বেহেশত) তোমার জন্য অবধারিত করেছো, এরপর তুমি কোন (অতিরিক্ত নেক) কাজ না করলেও চলবে।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যুদ্ধ বর্জন করার ক্ষতি

٢٥٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ.

২৫০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেলো অথচ জিহাদ করলো না বা মনে মনেও জিহাদের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলো না, সে মুনাফিকি অবস্থায় মারা গেলো।

٢٥٠٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَقَرَأْتُهُ عَلٰى يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِيْ حَدِيْثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

২৫০৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কখনও জিহাদ করেনি অথবা কোন মুজাহিদকে জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়নি অথবা কোন মুজাহিদ পরিবারের উপকারও করেনি, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসের পূর্বে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করবেন।

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

২৫০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের ধন-মাল, জীবন-প্রাণ ও মুখের কথায় জিহাদ করো।

بَابٌ فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ বিশেষ কতক লোকের যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের হুকুম রহিত করা হয়েছে

٢٥٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى قَوْلِهِ يَعْمَلُونَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً.

২৫০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মহান আল্লাহর বাণী) ঃ "তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না করো, তবে তিনি তোমাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন..." (সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ৩৯)। "মদীনার অধিবাসী,... তারা যা করে" পর্যন্ত (সূরা আত-তাওবা ঃ ১২০-১২১)। উল্লিখিত আয়াতগুলোর হুকুম নিম্নের আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়েছে। "ঈমানদার লোকদের সকলের একসঙ্গে বের হওয়া জরুরী ছিলো না..." (সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ১২২)।

٢٥٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ "الاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قَالَ فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ وَكَانَ عَذَابَهُمْ.

২৫০৬। নাজদা ইবনে নুফাই' (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না কর, তবে তিনি তোমাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৯)। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, (যারা যুদ্ধের জন্য বের হয়নি) তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ মওকুফ রাখা হয়েছিল (ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল)। আর এটাই ছিল তাদের শাস্তি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ গ্রহণযোগ্য ওযরের প্রেক্ষিতে জিহাদে যোগদান না করার অবকাশ আছে

٢٥٠٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَشِيَتْهُ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى فَخِذِيْ فَمَا وَجَدْتُ ثِقَلَ شَيْءٍ اَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اُكْتُبْ فَكَتَبْتُ فِيْ كَتِفٍ "لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ... وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. فَقَامَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ رَجُلًا اَعْمٰى لَمَّا سَمِعَ فَضِيْلَةَ الْمُجَاهِدِيْنَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَضٰى كَلَامَهُ غَشِيَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِيْ وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَاْ يَا زَيْدُ فَقَرَاْتُ لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ" فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ" الْاٰيَةَ كُلَّهَا. قَالَ زَيْدٌ فَاَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهَا فَاَلْحَقْتُهَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِيْ كَتِفٍ.

২৫০৭। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই ছিলাম। প্রশান্তি ও নীরবতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরু আমার উরুর উপর পতিত হলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুর চেয়ে অধিক ভারি কোন জিনিস অনুভব করিনি। অতঃপর ওহীর অবস্থা তাঁর উপর থেকে বিদূরিত হলে তিনি বললেন ঃ লেখো! অতএব আমি কাঁধের (হাড়ের) উপর লিখলাম, "যেসব মুসলমান ঘরে বসে থাকে... আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকগণ..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ৯৫)। ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) যখন মুজাহিদদের সম্মান ও মর্যাদার কথা শুনলেন, তিনি দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের মধ্যে যারা জিহাদ করতে অক্ষম তাদের অবস্থা কি হবে? যখন তিনি তার কথা শেষ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (ওহী নাযিল হওয়াকালীন)

প্রশান্তি ও নীরবতা আচ্ছন্ন করে ফেললো। তাঁর উরু আমার উরুর উপর পতিত হলো। আমি প্রথমবারের মত দ্বিতীয়বারও অনুরূপ ওজন অনুভব করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে ওহীর প্রভাব কেটে গেলো। তিনি বললেন ঃ হে যায়েদ! পাঠ করো। আমি পাঠ করলাম, "যেসব মুসলমান ঘরে বসে থাকে তারা সমকক্ষ নয়....."। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ "অক্ষমতার কারণ ছাড়াই" (অর্থাৎ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-এর পর غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ বাক্যাংশটুকু যোগ কর)। তিনি পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করলেন। যায়েদ (রা) বলেন, দ্বিতীয়বার মহান আল্লাহ এককভাবে এ বাক্যাংশটুকু (غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ) নাযিল করলেন। আমি নির্দিষ্ট স্থানে এটা জুড়ে দিলাম। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! হাড়ের ফাটা স্থানে উল্লেখিত বাক্যাংশটুকু জুড়ে দেয়ার দৃশ্যটা এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

٢٥٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ اِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

২৫০৮। মূসা ইবনে আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা (মুজাহিদগণ) তো মদীনায় কিছু লোক রেখে এসেছো। তোমরা যে স্থানই সফর করো না কেন, যাই খরচ করো না কেন এবং যে কোন প্রান্তর অতিক্রম করো না কেন, তারা তোমাদের সাথেই আছে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কিভাবে আমাদের সাথে আছে, অথচ তারা তো মদীনায়ই অবস্থান করছে! তিনি বললেন ঃ তাদেরকে ওজর-অক্ষমতা প্রতিরোধ করে রেখেছে।

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যে কাজে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায়

٢٥٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِى يَحْيَى حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِى أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

২৫০৯। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, সে প্রকৃতই যেন জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি কল্যাণকামিতা সহকারে কোন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনা করলো, সেও যেন জিহাদ করলো।

٢٥١٠- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِى لِحْيَانَ وَقَالَ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.

২৫১০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিহ্য়ান গোত্রের বিরুদ্ধে (একদল মুজাহিদকে অভিযানে) প্রেরণ করলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ প্রত্যেক ঘরের প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি (অর্ধেক লোক) জিহাদে যোগদান করবে। অতঃপর তিনি পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি বাইরে যাওয়া ব্যক্তির পরিবার ও ধন-মালের কল্যাণকর হেফাজত করবে তার জন্য জিহাদে গমনকারীর অর্ধেক সওয়াব রয়েছে।

بَابٌ فِى الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ বীরত্ব ও কাপুরুষতা সম্পর্কে

٢٥١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ مَا فِى رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.

২৫১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তির চরিত্রে লালসা-কৃপণতা এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতা রয়েছে সে খুবই নিকৃষ্ট।

بَابٌ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা নিজেদের হাতে তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না

٢٥١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَسْلَمَ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ نُرِيْدُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَالرُّوْمُ مُلْصِقُوْا ظُهُوْرِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِيْنَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُلْقِىْ بِيَدَيْهِ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَظْهَرَ الْاِسْلاَمَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيْمُ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَالْاِلْقَاءُ بِاَيْدِيْنَا اِلَى التَّهْلُكَةِ اَنْ نُقِيْمَ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ. قَالَ اَبُوْ عِمْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ اَيُّوْبَ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ.

২৫১২। আবু ইমরান আসলাম ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনা থেকে কনস্টান্টিনোপলে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন ‘আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)। রুমীয় সৈন্যরা শহরের প্রাচীর-বেষ্টনীর বহির্ভাগ থেকে (প্রাচীরকে পিছনে রেখে) প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। জনৈক মুসলিম সৈনিক শত্রুবাহিনীর উপর হামলা করে বসলো। লোকেরা বললো, হায়, হায়! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। সে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বললেন, এ আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করলেন এবং দীন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, আমরা মনে মনে বললাম, এসো! আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়েই থাকি এবং এগুলোকে

ঠিকঠাক করি। মহান আল্লাহ তখন এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমরা (ধন-সম্পদ) আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯৫)। আমাদের নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ হলো, আমরা ধন-সম্পদ নিয়েই ব্যস্ত থাকবো এবং এর পরিবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করবো, আর জিহাদ পরিত্যাগ করবো (এরূপ করলে আমরা ধ্বংস হবো)। আবু ইমরান (রা) বলেন, (উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে) আবু আইউব আল-আনসারী (রা) সব সময় মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, এমনকি তিনি (কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন,) মৃত্যুর পর তাকে সেখানে দাফন করা হয়।

بَابٌ فِى الرَّمْىِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ

٢٥١٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَّامٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىْ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ اِلاَّ ثَلَاثٌ تَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ اَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ. وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

২৫১৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একটি তীরের সাহায্যে মহান আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তীর প্রস্তুতকারী, যদি সে তার এ পেশায় কল্যাণের (জিহাদের) আশা রাখে, তীর নিক্ষেপকারী (জিহাদের মাঠে) এবং যে ব্যক্তি তা নিক্ষেপের উপযোগী করে নিক্ষেপকারীর হাতে দেয়। তোমরা তীরন্দাজী ও ঘোড়সোয়ারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। তোমাদের অশ্বারোহীর প্রশিক্ষণের চেয়ে তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ আমার কাছে অধিক প্রিয়। তিন ধরনের খেলাধুলা গ্রহণযোগ্য– কোন ব্যক্তির তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা ও আমোদ-স্ফূর্তি করা এবং

তীর-ধনুকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর অনাগ্রহবশত তা পরিত্যাগ করলো, সে আল্লাহর দেয়া এক নেয়ামতকে পরিত্যাগ করলো, অথবা তিনি বলেছেন ঃ সে এই নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো।

٢٥١٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىٍّ الْهَمْدَانِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ.

২৫১৪। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপরে বলতে শুনেছি ঃ "তাদের মুকাবিলা করার জন্য তোমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করো" (সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ৬০)। খবরদার! তীরন্দাজীর মধ্যেই শক্তি নিহিত, সাবধান! তীরন্দাজীর মধ্যেই শক্তি নিহিত, জেনে রাখো! তীরন্দাজীর মধ্যেই শক্তি নিহিত।

بَابُ فِيْمَنْ يَغْزُوْ وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থ আশা করে

٢٥١٥- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنَ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَّرِيَاءً وَسُمْعَةً وَّعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ.

২৫১৫। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিহাদ দুই ধরনের। যে ব্যক্তি (জিহাদে) আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, ইমামের আনুগত্য করে, উত্তম জিনিস (ধন-প্রাণ) খরচ করে, সহকর্মীর সাথে মোলায়েম ব্যবহার করে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ থেকে বিরত থাকে, তার নিদ্রা ও জাগরণ সব কিছুই সওয়াব ও পুরস্কার লাভের উপায় হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা ও খ্যাতি ছড়ানোর জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের অবাধ্যাচরণ করে এবং পৃথিবীতে

বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে জিহাদের কোন প্রতিদান ও সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না।

٢٥١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشَجِّ عَنِ ابْنِ مِكْرَزٍ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَجْرَ لَهُ فَاَعْظَمَ ذٰلِكَ النَّاسُ وَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا قَالَ لاَ اَجْرَ لَهُ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ لاَ اَجْرَ لَهُ.

২৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার ইচ্ছা রাখে এবং এর দ্বারা সে কিছু পার্থিব উপকরণ হাসিল করতে চায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জিহাদে তার কোন সওয়াব ও প্রতিদান লাভ হলো না। লোকেরা এ কথায় হতবাক হলো। তারা লোকটিকে বললো, তুমি পুনর্বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। মনে হয় তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারোনি। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার ইচ্ছা রাখে এবং কিছু পার্থিব স্বার্থ লাভের আশা রাখে। তিনি বললেন ঃ তার জন্য কোন পুরস্কার নেই। লোকেরা বললো, তুমি পুনর্বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। সে তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তার জন্য কোন প্রতিদান নেই।

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে

٢٥١٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ اَعْرَبِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ اَعْلٰى فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৫১৭। আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, এক ব্যক্তি স্মরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি লোকের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য যুদ্ধ করে, অপর ব্যক্তি গনীমত লাভের জন্য যুদ্ধ করে এবং অপর ব্যক্তি তার বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমাকে (দীনকে) সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে কেবল সে-ই মহামহিম আল্লাহর পথে জিহাদ করে।

٢٥١٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِيْ وَائِلٍ حَدِيْثًا اَعْجَبَنِيْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২৫১৮। আমর ইবনে মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইলের কাছে এমন একটি হাদীস শুনলাম, যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করলো...। হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

٢٥١٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْوَضَّاحِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَئِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَلٰى اَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ اَوْ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِيْكَ الْحَالِ.

২৫১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার মত) জিহাদ এবং (তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মত) যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি যদি ধৈর্য ও আত্মবিশ্লেষণ সহকারে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করো তবে আল্লাহ তোমাকে এ দু'টি গুণে ভূষিত করে কিয়ামতের দিন হাযির করবেন। আর যদি তুমি প্রদর্শনেচ্ছা নিয়ে এবং ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করো, তবে আল্লাহ তোমাকে রিয়াকারী

(কপট) ও ধনলোভী হিসাবে হাশরের মাঠে উপস্থিত করবেন। হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি যে মানসিক অবস্থা নিয়ে যুদ্ধ করবে অথবা নিহত হবে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ অবস্থায় (কিয়ামতের দিন) উত্থিত করবেন।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা

٢٥٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ بِاُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَاْوِيْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَاْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يُبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اَنَّا اَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৫২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের) বললেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হলো, তাদের রূহগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সবুজ রঙের পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। তারা বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, এখানকার ফলমূল খায় এবং 'আরশের ছায়ায় ঝুলানো সোনার ফানুসের মধ্যে বসবাস করে। তারা যখন নিজেদের মনঃপূত খাবার, পানীয় ও বাসস্থান পেলো, তখন বললো, আমাদের ভাইদের কাছে কে আমাদের এ খবর পৌঁছে দিবে, আমরা বেহেশতের মধ্যে জীবিত আছি, এখানে আমাদেরকে নিয়মিত রিযিক দেয়া হচ্ছে। তারা (এটা জানতে পারলে) জিহাদ করতে অনাগ্রহী হবে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অলসতার প্রশ্রয় দিবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ আমি তাদের কাছে তোমাদের এ খবর পৌঁছে দিবো। রাবী বলেন, মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে নিয়মিত রিযিক পাচ্ছে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯)।

٢٥٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيمِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِى الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَئِيْدُ فِى الْجَنَّةِ.

২৫২১। হাসনাআ বিনতে মু'আবিয়া আস-সারীমিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আমাদের হাদীস শুনালেন। তিনি (চাচা) বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন লোক বেহেশতে যাবে? তিনি বললেন ঃ নবীগণ (আ) বেহেশতে যাবেন, শহীদগণ বেহেশতে যাবে, শিশুরা বেহেশতে যাবে এবং (জাহিলী যুগে) জীবন্ত প্রথিত শিশু কন্যারা বেহেশতে যাবে।

بَابٌ فِى الشَّهِيْدِ يَشْفَعُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ শহীদদের শাফা'আত কবুল করা হবে

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِيُّ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ أَبْشِرُوْا فَإِنِّىْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الشَّهِيْدُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيْدِ.

২৫২২। নিমরান ইবনে উতবা আয-যামারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মুদ দারদা (রা)-র কাছে প্রবেশ করলাম, আমরা ছিলাম ইয়াতীম। তিনি আমাদের বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তর ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করবে এবং তার সুপারিশ কবুল করা হবে। আবু দাউদ বলেন, সঠিক হচ্ছে রাবাহ্ ইবনুল ওলীদ (ওলীদ ইবনে রাবাহ্ নয়, ইনি হাদীসের অধস্তন রাবী)।

بَابٌ فِى النُّوْرِ يُرٰى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ শহীদের কবরের কাছে নূর দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্পর্কে

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ لاَ يَزَالُ يُرٰى عَلٰى قَبْرِهِ نُوْرٌ. قَالَ لَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بَكَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ نَحْوَهُ.

২৫২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্জাশী যখন মারা গেলেন লোকেরা আমাদের বলতো, তার কবরের কাছে সর্বদা নূর দেখা যায়।

٢٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ اَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَيْنَ صَلاَتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ شَكَّ شُعْبَةُ فِىْ صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ اِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

২৫২৪। উবাইদ ইবনে খালিদ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। তাদের একজন (যুদ্ধক্ষেত্রে) নিহত হলো এবং অপরজন তার (কিছু দিন) পর এক জুমু'আর দিন অথবা তার কাছাকাছি কোন এক দিন মারা গেলো। আমরা তার জানাযা পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা (দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য) কি বলেছ? আমরা (তাঁকে) জানালাম, আমরা তার জন্য দু'আ করেছি এবং বলেছি, 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো এবং তাকে তার সাথীর সাথে মিলিত করো'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে প্রথম ব্যক্তির নামাযের পরেও দ্বিতীয় ব্যক্তির নামায, রোযা ও অন্যান্য কাজগুলো কোথায় গেলো? রোযার (কথাও উল্লেখ করা হয়েছিলো কিনা) ব্যাপারে (অধস্তন রাবী) শো'বা সন্দেহে পতিত হয়েছেন। এ দুই ব্যক্তির (মর্যাদার) মধ্যে আসমান-জমীনের ব্যবধান।

بَابٌ فِى الْجَعَائِلِ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ জিহাদে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান

٢٥٢٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو

بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ.

২৫২৫। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ অচিরেই বড়ো বড়ো শহর তোমাদের অধীনস্থ হবে এবং সুসংগঠিত সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। তোমরা তাতে সৈনিক হিসাবে নিয়োজিত হবে। তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি (বিনা পারিশ্রমিকে) উক্ত বাহিনীতে (জিহাদ করার জন্য) যোগদান করা পছন্দ করবে না। (জিহাদে যোগদান থেকে) রেহাই পাওয়ার জন্য সে তার জনপদ থেকে পলায়ন করবে। অতঃপর সে বিভিন্ন জনপদ অনুসন্ধান করবে। সে নিজেকে তাদের কাছে পেশ করে বলবে, কে আমাকে মজুরীর বিনিময়ে কাজে লাগাবে এবং অমুক সেনাবাহিনীতে যোগদান করা থেকে বাঁচাবে? কে আমাকে মজুর নিয়োগ করবে এবং অমুক সেনাবাহিনীতে যোগদান করা থেকে বাঁচাবে? সাবধান! এ ব্যক্তি তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত মজুরই থাকবে (কোন দিনই মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না)।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ যুদ্ধের জন্য ভাড়াটে সৈনিক বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করার অনুমতি

٢٥٢٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي.

২৫২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিহাদকারীর জন্য তার প্রতিদান রয়েছে এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদপত্র দানকারীর জন্য তার অর্থ-সম্পদ খরচের প্রতিদান এবং জিহাদকারীর প্রতিদান রয়েছে (দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوْ بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করার সময় নিজের সাথে বেতনভুক্ত খাদেম নেয়।

٢٥٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو السَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ اَنَّ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ قَالَ اٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِىْ خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ اَجِيْرًا يَكْفِيْنِىْ وَاُجْرِىْ لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجُلًا فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيْلُ اَتَانِىْ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ مَا السُّهْمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِىْ فَسَمِّ لِىْ شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ اَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيْمَتُهُ اَرَدْتُ اَنْ اُجْرِىَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيْرَ فَجِئْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ اَمْرَهُ فَقَالَ مَا اَجِدُ فِىْ غَزْوَتِهِ هٰذِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا دَنَانِيْرَهُ الَّتِىْ سَمَّى.

২৫২৭। আবদুল্লাহ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। ইয়া'লা ইবনে মুনইয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য ডাক দিলেন। আমি ছিলাম খুবই বৃদ্ধ এবং আমার কোন খাদেম ছিলো না। আমি আমার প্রয়োজন পূরণ করার মত একজন শ্রমিক খোঁজ করলাম এবং তাকে (গনীমতের) অংশ দিবো (বলে চিন্তা করলাম)। আমি এক ব্যক্তিকে পেয়ে গেলাম। যুদ্ধের জন্য রওয়ানা করার সময় ঘনিয়ে এলে সে এসে আমাকে বললো, আমি জানি না কি পরিমাণ অংশ পাওয়া যাবে এবং আমার অংশে কতটুকু পড়বে। অতএব গনীমতের মাল পাওয়া যাক বা না যাক, আমার জন্য মজুরী নির্ধারণ করুন। আমি তার জন্য তিন দীনার মজুরী নির্ধারণ করলাম। যখন গনীমত বণ্টনের সময় হলো, আমি তাকে এর একটা অংশ দেয়ার ইচ্ছা করলাম। তখন দীনারের কথাও মনে পড়লো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ব্যাপারটা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ আমি এ যুদ্ধের বিনিময়ে দুনিয়া এবং আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত দীনার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوْ وَاَبَوَاهُ كَارِهَانِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ পিতা-মাতার অমতে জিহাদে যোগদান করা যায় না

٢٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا.

২৫২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি হিজরত করার জন্য দীক্ষা (বায়'আত) নিতে আপনার কাছে এসেছি এবং আমার মাতা-পিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও। তুমি যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাদেরকে হাসাও (খুশি করো)।

٢٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُجَاهِدُ قَالَ اَلَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْعَبَّاسِ هٰذَا الشَّاعِرُ اِسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ.

২৫২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা (জীবিত) আছে কি? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাদের সেবা করো, এটাই তোমার জন্য জিহাদ। আবু দাউদ (র) বলেন, এই আবুল আব্বাস হলেন কবি, তার নাম আস-সায়েব ইবনে ফাররূখ।

٢٥٣٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ دَرَّاجًا اَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ اَبَوَاىَ فَقَالَ اَذِنَا لَكَ قَالَ لاَ قَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَاِلاَّ فَبِرَّهُمَا.

২৫৩০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইয়ামান এলাকা থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাজির হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়ামানে তোমার কেউ আছে কি? সে বললো, আমার পিতা-মাতা আছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কি তোমাকে (জিহাদে যোগদানের) অনুমতি দিয়েছে? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি চাও। যদি তারা তোমাকে অনুমতি দেয় তবে জিহাদে অংশগ্রহণ করো, অন্যথায় তুমি তাদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন করো।

بَابٌ فِى النِّسَاءِ يَغْزُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা

٢٥٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لِيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى.

২৫৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুলাইমের মাকে এবং আরো কতিপয় আনসার মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। তারা মুজাহিদদের পানি সরবরাহ করতেন এবং আহতদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের সেবাযত্ন করতেন।

بَابٌ فِى الْغَزْوِ مَعَ اَئِمَّةِ الْجَوْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ স্বৈরাচারী শাসকের নেতৃত্বে জিহাদ করা

٢٥٣٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ نُشْبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ الْكَفُّ عَنْ مَّنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلاَمِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِى الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ.

২৫৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। (এক) যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা পড়ে তার অনিষ্টসাধন করা থেকে (হাত-মুখকে)

বিরত রাখা, কোন গুনাহের কারণে তাকে কুফরীর দিকে ঠেলে না দেয়া এবং (শরী'আত বিরোধী) কোন কাজ করার অপরাধে তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার না করা। (দুই) আমাকে (রাসূল হিসাবে) প্রেরণের সময় থেকে আমার উম্মতের সর্বশেষ দলের দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোন যালিম শাসকের যুলুম অথবা কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ এটাকে রহিত করতে পারবে না। (তিন) তাকদীরে ঈমান আনা।

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

২৫৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শাসকের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য), চাই সে পুণ্যবান হোক অথবা পাপিষ্ঠ। যে কোন মুসলমানের পিছনে নামায পড়া তোমাদের ওপর ওয়াজিব, চাই সে নেককার হোক অথবা পাপিষ্ঠ, এমনকি সে কবীরা গুনাহ্ করলেও। প্রত্যেক মুসলমানের (মৃতের) জানাযা নামায পড়া (তোমাদের ওপর) ওয়াজিব, চাই সে সৎকর্মশীল হোক অথবা পাপাচারী, এমনকি সে (মৃত্যুর পূর্বে) কবীরা গুনাহ্ করলেও।

بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُوْ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অন্যের সওয়ারীতে আরোহণ করে কোন ব্যক্তির জিহাদে যোগদান করা

٢٥٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ اَحَدُكُمْ اِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لِاَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ

يَحْمِلُهُ الاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِى اَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ اِلَىَّ اثْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً قَالَ مَا لِىْ اِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ اَحَدِ مِنْ جَمَلِى.

২৫৩৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (মহানবী) যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সংকল্প করলেন। তিনি বললেন ঃ 'হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক আছে, যাদের (জিহাদ করার মত) আর্থিক সামর্থ্যও নাই এবং তাদের (সাহায্য করার মত) আত্মীয়-স্বজনও নাই। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার (সওয়ারী ও আহারের) সাথে এদের দুই অথবা তিনজনকে শরীক করে নেয়।' আমাদের কারো সওয়ারীর অবস্থা ছিলো যে, পালা করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিলো না। জাবের (রা) বলেন, আমি তাদের দুই অথবা তিনজনকে আমার সাথে মিলিয়ে নিলাম। তিনি (জাবের) বলেন, আমার একটি মাত্র উট ছিল। আমিও অন্যদের মত পালা করে তাতে সওয়ার হলাম।

টীকা ঃ অনুচ্ছেদটির এ অর্থও হতে পারে– জিহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে নিজের জন্তুযানে অন্যের মালপত্র বহন করা।

بَابُ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوْ يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالْغَنِيْمَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি সওয়াব ও গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে

٢٥٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ ضَمْرَةُ ابْنُ زُغْبِ الْاَيَادِىُّ حَدَّثَهُ قَالَ نَزَلَ عَلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَوَالَةَ الْاَزْدِىُّ فَقَالَ لِىْ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَغْنَمَ عَلٰى اَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهْدَ فِىْ وُجُوْهِنَا فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ اِلَىَّ فَاَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلاَ تَكِلْهُمْ اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَعْجَزُوْا عَنْهَا وَلاَ تَكِلْهُمْ اِلَى النَّاسِ فَيَسْتَاْثِرُوْا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَاْسِىْ اَوْ عَلٰى هَامَتِىْ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ اِذَا رَاَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ اَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَبِلُ وَالْاُمُوْرُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِىْ هٰذِهِ مِنْ رَاْسِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَوَالَةَ حِمْصِىٌّ.

২৫৩৫। দামরা ইবনে মুগব আল-আয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা আল-আযদী (রা) আমার এখানে মেহমান হলেন। তিনি আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি পদাতিক বাহিনীকে গনীমত অর্জনের জন্য (যুদ্ধে) পাঠালেন। আমরা ফিরে আসলাম, কিন্তু মোটেই গনীমত অর্জন করতে পারলাম না। তিনি আমাদের চেহারায় কষ্ট ও শ্রান্তি-ক্লান্তি লক্ষ্য করলেন। তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তাদেরকে আমার গলগ্রহ করো না (কেননা আমি তাদের আর্থিক সাহায্য করতে অক্ষম)। তাদের দুর্বলতা ও নিঃসহায়তা দূর করে দাও। তাদেরকে তাদের নিজেদের গলগ্রহও করো না, অন্যথায় তারা জিহাদ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। তাদেরকে অন্য লোকেরও গলগ্রহ করো না, তাহলে তারা (লোকেরা) তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাবে"। (ইবনে হাওয়ালা বলেন), অতঃপর তিনি আমার মাথা অথবা মাথার তালুতে হাত রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে, খেলাফত (বাইতুল) মাকদিসের ভূমিতে (সিরিয়ায়) চলে গেছে, তখন মনে করবে ভূ-কম্পনসমূহ, চিন্তা-পেরেশানী ও বিপদ-মসিবত কাছে এসে গেছে। সেদিন কিয়ামত মানুষের এত নিকটে এসে যাবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার যত কাছে আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা হলেন হিম্‌স-এর অধিবাসী।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْرِى نَفْسَهُ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) বিক্রি করে

٢٥٣٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ اَخْبَرَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْهَزَمَ يَعْنِى اَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتّٰى اُهْرِيقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ.

২৫৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের মহান প্রভু এমন এক ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, যে মহামহিম আল্লাহর পথে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। তার সব সঙ্গী পলায়ন করেছে, কিন্তু সে জানতে পারলো তার ওপর (আল্লাহর) কি (হক) রয়েছে। সে পুনরায় (একাধিক কাফেরকে হত্যা করতে) প্রত্যাবর্তন করলো। অতঃপর তার রক্ত প্রবাহিত হলো (নিহত হলো)। মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, আমার বান্দার দিকে

তাকিয়ে দেখো, সে আমার কাছে যা (সওয়াব) আছে তার আশায় এবং আমার কাছে যা (শাস্তি) রয়েছে তার ভয়ে (কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে) প্রত্যাবর্তন করেছে এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত করেছে (নিহত হয়েছে)।

بَابٌ فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ কোন ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান হওয়ার পরপর সেখানেই নিহত হলো

২৫৩৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ اَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ اَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوْا بِاُحُدٍ قَالَ اَيْنَ فُلاَنٌ قَالُوْا بِاُحُدٍ قَالَ اَيْنَ فُلاَنٌ قَالُوْا بِاُحُدٍ فَلَبِسَ لاَمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوْا اِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالَ اِنِّي قَدْ اٰمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ فَحُمِلَ اِلَى اَهْلِهِ جَرِيْحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لاُخْتِهِ سَلِيْهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ اَوْ غَضَبًا لَهُمْ اَمْ غَضَبًا لِلّٰهِ فَقَالَ بَلْ غَضَبًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلّٰهِ صَلاَةً.

২৫৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে উকাইশের জাহিলী যুগের কিছু সুদ অনাদায়ী ছিল। সেগুলো আদায় না করা পর্যন্ত তিনি মুসলমান হওয়া পছন্দ করলেন না। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার চাচাতো ভাইয়েরা কোথায়? লোকেরা বললো, উহুদ প্রান্তরে গিয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কোথায়? লোকেরা বলল, তিনি উহুদে গিয়েছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? লোকেরা বললো, তিনি ওহুদের যুদ্ধে গিয়েছেন। তিনি তার যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন এবং নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। অতঃপর তিনি সেদিকে (উহুদে) রওয়ানা করলেন। মুসলমানগণ তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমর! আমাদের থেকে তুমি অন্যদিকে যাও (আমাদের মধ্যে প্রবেশ করো না, কেননা তুমি কাফের)। তিনি বললেন, আমি তো ঈমান এনেছি। তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আহত হলেন। আহত অবস্থায় তাকে তার পরিবার-পরিজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সা'দ ইবনে মু'আয (রা) তার বাড়িতে আসলেন। তিনি তার বোনকে বললেন, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি তোমার গোত্রের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য অথবা তাদের (দুশমনদের) প্রতি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে অথবা আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করেছো? তিনি

(আমর) বললেন, আমি বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ করেছি। তিনি মারা গেলেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করলেন। অথচ তিনি আল্লাহ্‌র জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও পড়ার সুযোগ পাননি।

টীকা ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই আমর (রা) যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। আহত অবস্থায় বাড়িতে নীত হওয়ার পর তিনি ইন্তেকাল করেন এবং কোন নামায পড়ার সুযোগ পাননি। ইসলাম গ্রহণের ফলে পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَمُوْتُ بِسِلاَحِهِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে ব্যক্তি ঘটনাক্রমে নিজের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়

٢٥٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبُو دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ كَذَا قَالَ هُوَ يَعْنِى ابْنَ وَهْبٍ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ جَمِيْعًا عَنْ يُوْنُسَ قَالَ اَحْمَدُ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ اَخِىْ قِتَالاً شَدِيْدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ذٰلِكَ وَشَكُّوْا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُوْا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

২৫৩৮। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, খায়বারের যুদ্ধ শুরু হলো, আমার ভাই ঘোরতর যুদ্ধ করলেন। ঘটনাক্রমে তার তরবারি তার দিকে ঘুরে গেলো, ফলে তিনি এর আঘাতেই নিহত হলেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ (বিভিন্ন রকম কথা) বলাবলি করলেন। তারা তার মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হলেন এবং বললেন, তিনি নিজ অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছেন (সম্ভবত তারা এটাকে আত্মহত্যা বলে অনুমান করেছেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে মুজাহিদ সৈনিক সাধক হিসেবে মারা গেছে। (অধস্তন রাবী) ইবনে শিহাব (র) বলেন, অতঃপর আমি সালামা ইবনুল আকওয়ার এক ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি তার পিতার সূত্রে

একই কথা বললেন। তবে এ বর্ণনায় একটু ব্যতিক্রম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা মিথ্যা অনুমান করেছে। সে সাধক ও মুজাহিদ হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।

٢٥٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَغَرْنَا عَلٰى حَيٍّ مِّنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَاَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُوْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوْهُ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشَهِيْدٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَاَنَا لَهُ شَهِيْدٌ.

২৫৩৯। মু'আবিয়া ইবনে আবু সাল্লাম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা আবু সাল্লামের সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (সাহাবী) বলেন, আমরা জুহাইনা গোত্রের এক উপ-গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালালাম। মুসলমানদের এক ব্যক্তি তাদের এক ব্যক্তির অনুসরণ করে তার উপর আঘাত হানলো, কিন্তু আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ফলে তরবারি ঘুরে এসে তার নিজের উপরই পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের ভাইয়ের খবর লও। লোকেরা তার খোঁজ নেয়ার জন্য দ্রুত বেরিয়ে পড়লো। তারা তাকে মৃত অবস্থায় পেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার রক্তমাখা পরিধেয় বস্ত্রেই জড়িয়ে নিলেন (কাফন দিলেন), অতঃপর তার জানাযা পড়লেন এবং দাফন করলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি শহীদ হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমি তার পক্ষে সাক্ষী থাকলাম।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যুদ্ধের সূচনায় দু'আ করা

٢٥٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ

عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا. قَالَ مُوْسَى وَحَدَّثَنِيْ رِزْقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ الْمَطَرِ.

২৫৪০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি সময়ের দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না অথবা খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়। আযানের সময়ের দু'আ এবং যুদ্ধের সময়ে যখন একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। (অধস্তন রাবী) মূসা ইবনে ইয়াকূব বলেন, আমাকে রিয্ক ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন, তিনি আবু হাযেমের সূত্রে, তিনি সাহল ইবনে সা'দের সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বৃষ্টির সময়ের দু'আও (কবুল হয়)।

بَابُ فِيْمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শহিদী মৃত্যু কামনা করে

٢٥٤١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ مَرْوَانَ وَابْنُ الْمُصَفّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ يَرُدُّ اِلٰى مَكْحُوْلٍ اِلٰى مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ اَوْ قُتِلَ فَاِنَّ لَهُ اَجْرَ شَهِيْدٍ. زَادَ ابْنُ الْمُصَفّٰى مِنْ هُنَا وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيْحُهَا رِيْحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ.

২৫৪১। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি উষ্ট্রীর দু'বার দুধ দোহনের মাঝখানে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সশরীরে আল্লাহর পথে (জিহাদে যোগদান করে) নিহত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে দু'আ করলো, অতঃপর মারা গেলো অথবা নিহত হলো, তার জন্য শহীদের প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে। (অধস্তন রাবী) ইবনুল মুসান্না এখান থেকে আরো বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি

আল্লাহর রাস্তায় আহত হলো অথবা আহত হওয়ার মত বিপদে পতিত হলো, কিয়ামতের দিন তার এ জখম পূর্বের মত তাজা (রক্ত প্রবাহিত) অবস্থায় উপস্থিত হবে। এর রং হবে জা'ফরানের রঙের মত এবং এর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর ঘ্রাণের মত। মহান আল্লাহর পথে (জিহাদে গিয়ে) যে ব্যক্তির শরীরে ফোঁড়া উঠলো, তার (অথবা তার এ ক্ষতের) উপর শহীদের সীলমোহর অংকিত থাকবে।

টীকা ঃ 'উষ্ট্রীর দু'বার দুধ দোহনের মাঝখানে' অর্থাৎ সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে যায় (অনু.)।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ঘোড়ার কপাল ও লেজের চুল কাটা মাকরূহ

٢٥٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ وَهٰذَا لَفْظُهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَقُصُّوْا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاَ اَذْنَابَهَا فَاِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُوْدٌ فِيْهَا الْخَيْرُ.

২৫৪২। উতবা ইবনে আব্‌দ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা ঘোড়ার কপালের, ঘাড়ের ও লেজের চুল কেটে খাটো করবে না। কেননা এর লেজ মাছি তাড়ানোর জন্য, ঘাড়ের চুল (শরীর গরম করে) শীত নিবারণের জন্য এবং কপালের চুলে কল্যাণ ও সৌন্দর্য রয়েছে।

بَابٌ فِيْمَا يَسْتَحِبُّ مِنْ اَلْوَانِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ ঘোড়ার পছন্দনীয় রং

٢٥٤٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالَقَانِيُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَدْهَمَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ.

২৫৪৩। আবু ওয়াহ্‌ব আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের অবশ্যই কালো মিশ্রিত লাল বর্ণের এবং সাদা কপাল ও সাদা পদবিশিষ্ট ঘোড়া অথবা গাঢ় লাল বর্ণের এবং সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া অথবা সাদা-কালো রঙের এবং সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকা উচিৎ।

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِى وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ كُمَيْتٍ اَغَرَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ وَسَأَلْتُهُ لِمَ فَضَّلَ الْاَشْقَرَ قَالَ لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اَشْقَرَ.

২৫৪৪। আবু ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের অবশ্যই গাঢ় লাল বর্ণের এবং সাদা কপাল ও পদবিশিষ্ট ঘোড়া অথবা কালো মিশ্রিত লাল রঙের এবং সাদা কপাল ও পদবিশিষ্ট ঘোড়া থাকা উচিত।... অতঃপর তিনি (আবু মুগীরা অথবা মুহাম্মাদ ইবনে আওফ) উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাজির বলেন, আমি তাকে (আকীল ইবনে শাবীবকে) জিজ্ঞেস করলাম, গাঢ় লাল বর্ণকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হলো? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অভিযানকারী দল প্রেরণ করেছিলেন। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে সে ছিল গাঢ় লাল বর্ণের ঘোড়ার সওয়ারী।

٢٥٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنُ الْخَيْلِ فِىْ شُقْرِهَا.

২৫৪৫। ঈসা ইবনে আলী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কল্যাণ ও প্রাচুর্যের দিক থেকে) লাল বর্ণের ঘোড়াকে অনুগৃহীত করা হয়েছে।

بَابُ هَلْ تُسَمَّى الْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ঘুড়ীকে ঘোড়ার মধ্যে শুমার করা

٢٥٤٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّى الْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا.

২৫৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোটকীকেও ঘোড়ার মধ্যে শুমার করতেন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ কোন ধরনের ঘোড়া অপছন্দনীয়

٢٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ يَكُوْنُ الْفَرَسُ فِىْ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِىْ يَدِهِ الْيُسْرٰى بَيَاضٌ اَوْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى وَفِىْ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَىْ مُخَالِفٌ.

২৫৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেকালযুক্ত (শ্বেতিযুক্ত) ঘোড়া অপছন্দ করতেন। শেকাল হলো, কোন ঘোড়ার পিছনের দিকেন ডান পায়ে এবং সামনের দিকের বাম পায়ে সাদা বর্ণ হওয়া, অথবা সামনের দিকের ডান পায়ে এবং পিছনের দিকের বাম পায়ে সাদা রং হওয়া। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ উত্তমরূপে পশুর সেবাযত্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٢٥٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىُّ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَكُلُوْهَا صَالِحَةً.

২৫৪৮। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (ক্ষুধায়) উটটির পেট পিঠের

সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা এসব বাকশক্তিহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এটা সুস্থ থাকলে এর পিঠে আরোহণ করো এবং উত্তমরূপে একে আহার করাও।

٢٥٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَسَرَّ اِلَيَّ حَدِيْثًا لاَ اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ وَكَانَ اَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا اَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ تَتَّقِي اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِيْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّهَا فَاِنَّهُ شَكَا اِلَيَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ.

২৫৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (তাঁর খচ্চরের পিঠে) তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন। তিনি আমাকে গোপনে কিছু কথা বললেন এবং সতর্ক করে দিলেন, আমি যেন কোন লোককে তা অবহিত না করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পায়খানা-পেশাব) পূরণের সময় গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য উচ্চ টিলা অথবা ঘন খেজুরকুঞ্জ পছন্দ করতেন। তিনি এক আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং হঠাৎ একটি উট তাঁর নজরে পড়লো। উটটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে কান্না শুরু করে দিলো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটির কাছে গেলেন এবং এর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। উটটি কান্না থামালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ উটের মালিক কে? তিনি আবারো ডাকলেন ঃ উটটি কার? এক আনসারী যুবক এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এই যে নিরীহ প্রাণীটির একচ্ছত্র মালিক বানালেন, এর (অধিকার) সম্পর্কে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করছো না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত ফেলে রেখেছো এবং এর দ্বারা কঠিন কাজ আদায় করছো।

٢٥٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَنِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ وَمَلَاَ خُفَّهُ فَاَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقٰى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ.

২৫৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাস্তা চলতে চলতে চরম পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করলো। সে কূপ থেকে উঠে এসে দেখলো, একটি কুকুর জিব বের করে ছটফট করছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি চাটছে। সে মনে মনে বললো, আমার যেরূপ পিপাসা লেগেছিল কুকুরটিরও অনুরূপ পিপাসা লেগেছে। সে পুনরায় কূপের মধ্যে নেমে গিয়ে তার পায়ের মোজায় পানি ভরে তা মুখে কামড়ে ধরে উঠে আসলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এসব প্রাণীর সেবা-যত্নের জন্যও কি আমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে? তিনি বললেন ঃ প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর সেবা-যত্নের জন্য পুরস্কার রয়েছে।

بَابٌ فِىْ نُزُوْلِ الْمَنَازِلِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ গন্তব্যে অবতরণ

٢٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لَا نُسَبِّحُ حَتّٰى نَحِلَّ الرِّحَالَ.

২৫৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন (সফরে) কোন স্থানে অবতরণ করতাম, আমাদের বাহনের পিঠ থেকে হাওদা নামিয়ে এর বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নামায পড়তাম না।

بَابٌ فِى تَقْلِيْدِ الْخَيْلِ بِالْاَوْتَارِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ ধনুকের রশি দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِىْ مَبِيْتِهِمْ لاَ يُبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِّنْ وَتَرٍ وَلاَ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ. قَالَ مَالِكٌ اُرٰى اَنَّ ذٰلِكَ مِنْ اَجْلِ الْعَيْنِ.

২৫৫২। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাশীর আল-আনসারী (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি (আবু বাশীর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক পাঠালেন। (অধস্তন রাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্র (র) বলেন, আমার ধারণা তিনি (আব্বাদ) বলেছেন, লোকেরা তখন ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। (ঘোষক বললেন,) উটের গলায় ধনুকের রশির পট্টি অথবা সাধারণ পট্টি যেন অবশিষ্ট না থাকে, এগুলো যেন কেটে ফেলা হয়। (অধস্তন রাবী) মালেক (র) বলেন, আমার মনে হয় চোখের কুনজর যাতে না লাগে সেজন্য এই পট্টি বাঁধা হতো।

টীকা ঃ কোরবানী অথবা মান্নতের উটের গলায় নিদর্শনস্বরূপ যে পট্টি বা মালা বাঁধা হয় তাকে কিলাদা বলে (অনুবাদক)।

بَابُ اِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا وَالْمَسْحِ عَلٰى اَكْفَالِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া এবং এর নিতম্বে হাত বুলানো

٢٥٥٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالَقَنِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَاَعْجَازِهَا اَوْ قَالَ اَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلاَ تُقَلِّدُوْهَا الْاَوْتَارَ.

২৫৫৩। আবু ওয়াহ্‌ব আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (সর্বদা) ঘোড়া (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত রাখো এবং এর কপালের চুলে ও নিতম্বে হাত বুলাও। অথবা তিনি বলেছেন ঃ এর নিতম্বে হাত বুলাও এবং গলায় কিলাদা (মালা) পরিয়ে দাও, কিন্তু ধনুকের তারের কিলাদা পরিও না।

بَابٌ فِيْ تَعْلِيْقِ الْأَجْرَاسِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِى الْجَرَّاحِ مَوْلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ.

২৫৫৪। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে দলের (জন্তুর গলায়) ঘণ্টা থাকে রহমাতের ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয় না।

٢٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ اَوْ جَرَسٌ.

২৫৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দলে বা যাদের সাথে ঘণ্টা অথবা কুকুর থাকে, রহমাতের ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয় না।

٢٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ.

২৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘণ্টা বা নুপুর হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।

بَابٌ فِىْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ জাল্লালায় সওয়ার হওয়া নিষেধ

٢٥٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِىَ عَنْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ.

২৫৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাল্লালা ধরনের জন্তুর পিঠে সওয়ার হতে নিষেধ করা হয়েছে।

টীকা ঃ যে জন্তু বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এর দুর্গন্ধ তার সারা শরীর, এমনকি গোশতেও সংক্রমিত হয়েছে, এরূপ জন্তুকে জাল্লালা বলে (অনু.)।

٢٥٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الْاِبِلِ اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا.

২৫৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালা ধরনের উটে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُسَمِّىْ دَابَّتَهُ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ পশুর নাম রাখা

٢٥٥٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ.

২৫৫৯। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উফায়ের নামীয় একটি গাধার পিঠে তাঁর পিছনে আরোহী ছিলাম।

بَابٌ فِى النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيْرِ يَا خَيْلَ اللّٰهِ ارْكَبِىْ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ যুদ্ধযাত্রার সময় ডাক দিয়ে বলা ঃ হে আল্লাহর অশ্বারোহী বাহিনী! জন্তুযানে আরোহণ করো

٢٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمّٰى

خَيْلَنَا خَيْلَ اللّٰهِ اِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِيْنَةِ وَاِذَا قَاتَلْنَا.

২৫৬০। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, আমরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খাইলুল্লাহ (আল্লাহর অশ্বারোহী বাহিনী) নামে ডাক দিতেন। আর আমরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংঘবদ্ধ থাকতে, ধৈর্য অবলম্বন করতে এবং ধীরস্থির থাকতে আদেশ দিতেন। যুদ্ধ চলাকালেও তিনি অনুরূপ আদেশ দিতেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পশুকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ

٢٥٦١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالُوْا هٰذِهِ فُلاَنَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُوْا عَنْهَا فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ فَوَضَعُوْا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ.

২৫৬১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তিনি অভিশাপের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কে? তারা (সাহাবাগণ) বললেন, এটা অমুক স্ত্রীলোক, সে তার জন্তুযানকে অভিশাপ দিচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর পিঠ থেকে পালান নামিয়ে ফেলো। কেননা এটা অভিশপ্ত। লোকেরা তাই করলো। ইমরান (রা) বলেন, আমি যেন সেই সাদা-কালো রঙের উষ্ট্রীটি দেখতে পাচ্ছি।

بَابٌ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ চতুষ্পদ জন্তুকে পরস্পর লড়াইয়ে উত্তেজিত করা নিষেধ

٢٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ قُطْبَةَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

২৫৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুষ্পদ জন্তুকে পরস্পর লড়াইয়ে উত্তেজিত করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ وَسْمِ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ পশুর শরীরে দাগ দেয়া

٢٥٦٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخٍ لِيْ حِيْنَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَاِذَا هُوَ فِيْ مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا اَحْسِبُهُ قَالَ فِيْ اٰذَانِهَا.

২৫৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার নবজাত ভাইয়ের তাহ্নীক (কল্যাণের জন্য দু'আ) করানোর উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি খোঁয়াড়ের মধ্যে মেষের শরীরে দাগ দিচ্ছিলেন। তিনি (অধস্তন রাবী শো'বা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (হিশাম) মেষপালের কানে দাগ দেয়ার কথা বলেছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া ও প্রহার করা নিষেধ

٢٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ اَمَا بَلَغَكُمْ اَنِّيْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِيْ وَجْهِهَا اَوْ ضَرَبَهَا فِيْ وَجْهِهَا فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ.

২৫৬৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া একটি গাধা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জানতে পারোনি, যে ব্যক্তি তার পশুর মুখমণ্ডলে দাগ দেয় অথবা এর মুখমণ্ডলে প্রহার করে আমি তাকে অভিসম্পাত করেছি? (রাবী বলেন,) অতঃপর তিনি (মহানবী) এটা করতে নিষেধ করলেন।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزٰى عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ ঘোটকী ও গাধার যৌনমিলন ঘটানো উচিৎ নয়

٢٥٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ

حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

২৫৬৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি খচ্চর উপঢৌকন দেয়া হলো। তিনি তাতে আরোহণ করলেন। আলী (রা) বললেন, আমরা যদি গাধা ও ঘোটকীর যৌনমিলন ঘটাতে পারতাম তবে আমাদেরও এরূপ খচ্চর হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিঃসন্দেহে মূর্খরাই এ কাজ করে থাকে।

بَابٌ فِيْ رُكُوْبِ ثَلاَثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ একই পশুতে একত্রে তিনজন আরোহণ করা

٢٥٦٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوَرِّقٍ يَعْنِي الْعِجْلِيَّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أُسْتُقْبِلَ بِنَا فَأَيُّنَا أُسْتُقْبِلَ أَوَّلاً جَعَلَهُ أَمَامَهُ فَاسْتُقْبِلَ بِيْ فَحَمَلَنِيْ أَمَامَهُ ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ وَإِنَّا لَكَذٰلِكَ.

২৫৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমাদের (ছোটদের) নিয়ে যাওয়া হতো। আমাদের মধ্যে যে সবার আগে তাঁর কাছে পৌঁছে যেতো, তিনি তাকে তাঁর বাহনে সামনের আসনে বসাতেন। একদা আমাকে সবার আগে পৌঁছানো হলে তিনি আমাকে তাঁর বাহনে সামনের আসনে বসালেন, অতঃপর হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে পৌঁছানো হলো। তিনি তাকে পিছনের আসনে বসালেন। আর আমরা (তিনজন) অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করলাম।

بَابٌ فِي الْوُقُوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ নিষ্প্রয়োজনে পশুর পিঠে বসে থাকা অনুচিৎ

٢٥٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى

بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىُّ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَاِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَاتِكُمْ.

২৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পশুর পিঠকে মিম্বার বানানো থেকে সাবধান হও। কেননা আল্লাহ পশুকে তোমাদের অনুগত বানিয়েছেন তোমাদের জনপদ থেকে জনপদে পৌঁছার জন্য, তোমাদের দৈহিক কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছতে পারতে না (অথচ পশু তোমাদের নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিচ্ছে)। তিনি জমিনকে তোমাদের অবস্থানের উপযোগী করে বানিয়েছেন। সুতরাং এর ওপর তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করো।

بَابٌ فِى الْجَنَائِبِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ আরোহীশূন্য সজ্জিত ঘোড়া বা উট

٢٥٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ اِبِلٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ فَاَمَّا اِبِلُ الشَّيَاطِيْنِ فَقَدْ رَاَيْتُهَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ بِجَنِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ اَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُوْا بَعِيْرًا مِّنْهَا وَيَمُرُّ بِاَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهٖ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَاَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَمْ اَرَهَا كَانَ سَعِيْدٌ يَقُوْلُ لاَ اُرَاهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاَقْفَاصُ الَّتِىْ يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ.

২৫৬৮। সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কতগুলো উট শয়তানের অধীন হয়ে যায় এবং কতগুলো ঘরও শয়তানের অধীন হয়ে যায় (যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়)। যে উট শয়তানের অধীন হয়ে যায় তা আমি দেখেছি। তোমাদের কেউ আরোহীশূন্য সুসজ্জিত উট সাথে নিয়ে বের হয়। সে এটাকে অত্যন্ত মোটাতাজা করেছে। সে এর পিঠে কাউকে সওয়ার করায় না। সে তার এক ভাইকে যেতে দেখলো, যে চলতে অক্ষম। অথচ তাকে সে তার উটে করে বহন করলো না। যে ঘরটি শয়তানের হয়ে যায়

তা আমি দেখিনি। সাঈদ (র) বলতেন, আমি মনে করি, শয়তানের ঘর বলতে এমন হাওদাকে বুঝায় যা লোকেরা রেশমের আবরণে ঢেকে রাখে।

টীকা ঃ "যে উট শয়তানের হয়ে যায় তা আমি দেখেছি" বক্তব্যটুকু আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর। এ হাদীস থেকে জানা গেলো, নিজ যান-বাহনে স্থান সংকুলান হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাতে তার অপর ভাইকে তুলে নেয় না, সেটি শয়তানের বাহন। মহানবী (সা) বলেন ঃ "তোমার বাহনে সংকুলান হলে তাতে তোমার ভাইকে তুলে নাও" (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ سُرْعَةِ السَّيْرِ وَالنَّهْىِ عَنِ التَّعْرِيْسِ فِى الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ দ্রুত গতিতে পথ চলা এবং পথের উপর ঘুমানো নিষেধ

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ ابْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْاِبِلَ حَقَّهَا وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَاَسْرِعُوا السَّيْرَ فَاِذَا اَرَدْتُمُ التَّعْرِيْسَ فَتَنَكَّبُوْا عَنِ الطَّرِيْقِ.

২৫৬৯। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যখন তৃণভূমি (অথবা তৃণ হওয়ার মওসুমে) সফর করো, তোমাদের উটের হক আদায় করো (তাকে ঘাস দাও)। আর যখন শুষ্ক এলাকা (খরার মওসুমে) ভ্রমণ করো তবে খুব দ্রুত গতিতে চলো। তোমরা যদি শেষ রাতে ঘুমাতে চাও, তবে রাস্তা থেকে সরে যাও।

٢٥٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَقَّهَا وَلاَ تَعْدُوا الْمَنَازِلَ.

২৫৭০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে 'হাক্কাহা' শব্দের পর আরো আছে, তোমরা মনযিল (গন্তব্যস্থল) অতিক্রম করো না (রাত কাটানোর জন্য পরিচিত স্থানে তাঁবু ফেলো)।

بَابٌ فِى الدُّلْجَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ রাতের প্রথমাংশে ভ্রমণ করা উচিত

٢٥٧١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ

الرَّازِىُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَاِنَّ الْاَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ.

২৫৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের প্রথমাংশে তোমাদের ভ্রমণ করা উচিত। কেননা রাতের বেলা পৃথিবীকে ভাঁজ করে রাখা হয় (ভ্রমণের অনুকূল হয়)।

بَابٌ رَبُّ الدَّابَّةِ اَحَقُّ بِصَدْرِهَا

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ যানের মালিক সামনের দিকে বসার অধিকারী

٢٥٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّىْ الاَّ اَنْ تَجْعَلَهُ لِىْ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ.

২৫৭২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা বুরাইদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গাধা নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আরোহণ করুন এবং এটা বলে সে পিছনে সরে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, সামনের দিকে বসার ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে অগ্রগণ্য। অবশ্য তুমি যদি আমাকে তা ছেড়ে দাও (সেটা ভিন্ন কথা)। সে বললো, আমি তা আপনাকে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর তিনি তাতে আরোহণ করলেন।

بَابٌ فِى الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে ফেলা

٢٥٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنِىْ اَبِى الَّذِىْ

أَرْضَعَنِىْ وَهُوَ اَحَدُ بَنِى مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِىْ تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لَكَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى جَعْفَرٍ حِيْنَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتّٰى قُتِلَ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

২৫৭৩। ইবনে আব্বাদ (র) তার পিতা আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার রিদাঈ (দুধ) পিতা বলেছেন, তিনি মুররা ইবনে আওফ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি মুতার যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যেন জা'ফারকে দেখছি, তিনি তার গাঢ় লাল রঙের ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ছেন। তিনি এর পা কেটে ফেললেন। অতঃপর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়।

بَابٌ فِى السَّبَقِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ প্রতিযোগিতামূলক দৌড়

٢٥٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ ابْنِ اَبِىْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِىْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْ نَصْلٍ.

২৫৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উটের ক্ষুর, ঘোড়ার ক্ষুর অথবা তীরের ফলা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতায় বাজি ধরা জায়েয নাই।

টীকা ঃ ঘোড়দৌড়, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় যে জিনিস পুরস্কারের জন্য বাজি রাখা হয় তাকে আরবীতে সাবাক (سبق) বলা হয়। জিহাদের জন্য যেসব জীব ও অস্ত্র ব্যবহার করা হয় কেবল সেসব ক্ষেত্রেই বাজি রেখে প্রতিযোগিতা করা জায়েয।

সৈনিকদেরকে সামরিক কলাকৌশল ও কার্যক্রমে পারদর্শী করে তোলার জন্য তাদের মধ্যে এতদসম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা শুধু জায়েযই নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয়। তৎকালীন যুগে উট ও ঘোড়া যুদ্ধের বাহন হিসেবে এবং তীর, বল্লম ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাহনকে দ্রুতগামী ও সুঠামদেহী করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। তীর নিক্ষেপে লক্ষ্যভেদ করার জন্য তিনি সৈনিকদের মাঝে চাঁদমারীর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও বিভিন্ন সামরিক কলাকৌশলে সৈনিকদেরকে পারদর্শী করে তোলা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামরিক কার্যক্রম সামনে রাখলে আমরা তা

সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে চিত্তবিনোদন ও আমোদ-স্ফূর্তির নামে যেসব ঘোড়দৌড় ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা যদিও মুবাহ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে হারামে পর্যবসিত হয়। বাজি রেখে ঘোড়দৌড়ের পাল্লা দেয়া সুস্পষ্টভাবেই হারাম (অনু.)।

٢٥٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.

২৫৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিপছিপে ঘোড়াগুলোর মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা নির্দিষ্ট করলেন হাফিয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা' নামক উপত্যকা পর্যন্ত (পাঁচ মাইলের দূরত্ব)। যেসব ঘোড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না সেগুলোর মধ্যে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা করান সানিয়্যাতুল বিদা' থেকে যুরায়েক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত (এক মাইল দূরত্ব)। আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন প্রতিযোগিতার অন্যতম বিজয়ী বা অংশগ্রহণকারী।

٢٥٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا.

২৫৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ের মাধ্যমে ঘোড়াকে ছিপছিপে ও সুঠামদেহী করাতেন।

টীকা ঃ প্রথমে ঘোড়াকে প্রচুর খাবার খাইয়ে মোটাতাজা ও শক্তিশালী করা হয়। অতঃপর খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে এর শরীর হালকা ও ছিপছিপে করা হয়। এরূপ প্রশিক্ষণ দেয়ার পর ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম হয়। আরবী ভাষায় এই পদ্ধতিকে ইদমার (اضمار) বলা হয় (অনু.)।

٢٥٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِى الْغَايَةِ.

২৫৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করাতেন এবং পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণকারী ঘোড়ার জন্য দূরত্ব নির্দিষ্ট করে দিতেন।

بَابٌ فِي السَّبَقِ عَلَى الرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ মানুষের মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা

٢٥٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِيُّ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلَىَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِى فَقَالَ هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ.

২৫৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং তাঁকে অতিক্রম করে গেলাম (বিজয়ী হলাম)। অতঃপর আমি যখন মাংসবহুল (মোটা) হয়ে গেলাম, পুনরায় তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছনে ফেলে দিলেন (বিজয়ী হলেন)। তিনি বলেন ঃ এ বিজয় সেই (পূর্ববর্তী) বিজয়ের পরিবর্তে।

بَابٌ فِى الْمُحَلِّلِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ বাজিতে দুই ঘোড়ার মাঝে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করানো

٢٥٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَعْنٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِىْ وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ اَمِنَ اَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ.

২৫৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি দু'টি ঘোড়ার মাঝে তার ঘোড়াকে প্রবেশ করালো। কিন্তু তার ঘোড়াটি এমন যে, তা প্রতিযোগিতায় অন্যগুলোকে অতিক্রম করে যাবে বলে বিশ্বাস করা যায় না– তাহলে এটা জুয়া নয়। আর যে ব্যক্তি দৌড় প্রতিযোগিতায় দু'টি ঘোড়ার মাঝে তার ঘোড়া প্রবেশ করালো এবং সে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত যে, তার ঘোড়া অন্যগুলোকে অতিক্রম করে যাবে, এটা জুয়া।

.٢٥٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن رِجَالٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَهٰذَا اَصَحُّ عِنْدَنَا.

২৫৮০। আয-যুহরী (র) থেকে আব্বাদের সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীস মা'মার, শু'আইব ও উকাইল (র)- আয-যুহ্‌রী (র) একদল জ্ঞানী ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে এই সনদ সূত্রই সর্বাধিক সহীহ্।

بَابٌ فِى الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِى السِّبَاقِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে তাড়া দেয়া

٢٥٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ جَمِيْعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ. زَادَ يَحْيٰى فِىْ حَدِيْثِهِ فِى الرِّهَانِ.

২৫৮১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়) দাবড়ানোর জন্য কোন লোককে নিজের ঘোড়ার পিছনে নিযুক্ত করা বা নিজের ঘোড়ার পার্শ্বদেশে খোঁচা মারা জায়েয নেই। ইয়াহ্ইয়া (র) তার বর্ণিত হাদীসে 'রিহান' (ঘোড়দৌড়) শব্দটিও উল্লেখ করেছেন।

٢٥٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِى الرِّهَانِ.

২৫৮২। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই জালাব ও জানাব হয়ে থাকে।

টীকা ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় 'জালাব' (جَلَبُ) শব্দের অর্থ হচ্ছে– কোন ব্যক্তিকে নিজের ঘোড়ার পিছনে লাগিয়ে দেয়া। দৌড়ের সময় সে ঘোড়াকে উচ্চস্বরে ধাওয়া করবে। ফলে তা অন্যান্য ঘোড়াকে অতিক্রম করে চলে যাবে। 'জানাব' (جَنَبُ) শব্দের অর্থ হচ্ছে– দৌড়ের ঘোড়ার পাশে আরো একটি ঘোড়া প্রস্তুত রাখা। প্রথমটি ক্লান্ত হয়ে পড়লে অপরটিকে ব্যবহার করা। এসব কাজ নাজায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ তরবারি অলংকৃত করা

٢٥٨٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً.

২৫৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির হাতলের অগ্রভাগ রূপা দিয়ে বাঁধানো ছিল।

٢٥٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً. قَالَ قَتَادَةُ وَمَا عَلِمْتُ اَحَدًا تَابَعَهُ عَلٰى ذٰلِكَ.

২৫৮৪। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বাঁটের অগ্রভাগ রূপা দিয়ে বাঁধানো ছিল। কাতাদা (র) বলেন, কেউ এ হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে তার সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

٢٥٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَقْوٰى هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ حَدِيْثُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ وَالْبَاقِيَةُ ضِعَافٌ.

২৫৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন...। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, উক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে অধিক শক্তিশালী হলো সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র)-এর হাদীস, অবশিষ্ট সবগুলো দুর্বল।

بَابٌ فِي النَّبْلِ يَدْخُلُ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করা

٢٥٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ اَنْ لاَّ يَمُرَّ بِهَا اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنُصُوْلِهَا.

২৫৮৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে বসে তীর বণ্টন করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলা ধরে রাখতে নির্দেশ দিলেন।

٢٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا اَوْ فِىْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ اَنْ تُصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২৫৮৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার তীরসহ আমাদের মসজিদ অথবা বাজার অতিক্রম করে, তবে সে যেন তীরের ফলা হাতের মধ্যে রাখে অথবা তিনি বলেন ঃ সে যেন তার তীরের ফলা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। অন্যথায় তা কোন মুসলমানের (মানুষের) গায়ে লেগে যেতে পারে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ اَنْ يُّتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ কোষমুক্ত তরবারি লেনদেন করা নিষেধ

٢٥٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً.

২৫৮৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোষমুক্ত তরবারি আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُّقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ.

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ দুই আঙ্গুলের মাঝখানের চামড়া কাটা নিষেধ

٢٥٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ.

২৫৮৯ সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই আঙ্গুলের মাঝখানের চামড়া কাটতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ চামড়ার খাপ থেকে সহজে তরবারি বের করার জন্য মাঝখানের চামড়া কাটা হয় অথবা ছিদ্র করা হয়। তাতে খাপ থেকে তরবারি পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকায় এভাবে কাটতে নিষেধ করা হয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِىْ لُبْسِ الدُّرُوْعِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ বর্ম (সামরিক পোশাক) পরিধান করা

٢٥٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَسِبْتُ اَنِّىْ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ اُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ اَوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ.

২৫৯০। আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) একই নামের অপর এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বর্ম পরিধান করে বের হলেন অথবা দু'টি বর্ম পরিধান করলেন।

بَابٌ فِى الرَّايَاتِ وَالْاَلْوِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা

٢٥٩١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ اِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

২৫৯১। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমের মুক্তদাস ইউনুস ইবনে উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা কিরূপ (কি রঙের)

ছিল তা জিজ্ঞেস করার জন্য মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আমাকে আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র কাছে পাঠালেন। তিনি (বারাআ) বললেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো রঙের এবং বর্গাকৃতির (এবং দেখতে) চিতাবাঘের (চামড়ার) মত।

٢٥٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرْوَزِىُّ وَهُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ لِوَاهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ اَبْيَضَ.

২৫৯২। জাবের (রা) মারফু' হাদীস হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। মক্কায় প্রবেশের দিন তাঁর পতাকা ছিল সাদা রঙের।

٢٥٩٣- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيْرِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ اٰخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ.

২৫৯৩। সিমাক (র) থেকে তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি তাদের অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা দেখেছি। তা ছিল হলুদ বর্ণের।

টীকা ঃ যুদ্ধের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামরিক বাহিনীর সাথে পতাকা থাকতো। এর রং কোন সময় কালো, কোন সময় সাদা, আবার কখনো হলুদ হতো। সন্ধি বা নিরাপত্তা ঘোষণার সময় তিনি সাধারণত সাদা নিশান ওড়াতেন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْاِنْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ দুর্বল ও অক্ষম ঘোড়া ও লোকের সাহায্য দান

٢٥٩٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ الْفَزَارِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَبْغُوْنِى الضُّعَفَاءَ فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَيْدُ بْنُ اَرْطَاةَ اَخُوْ عَدِىِّ بْنِ اَرْطَاةَ.

২৫৯৪। জুবাইর ইবনে নুফাইর আল-হাদরামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু দারদা

(রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আমার কাছে দুর্বলদের (বৃদ্ধ, ইয়াতীম, বিধবা, অক্ষম, বিকলাঙ্গ) খোঁজ করে নিয়ে এসো। কেননা তোমাদের মাঝে যারা দুর্বল তাদের উসীলায় তোমরা রিযিক এবং সাহায্য প্রাপ্ত হও। আবু দাঊদ (র) বলেন, (অধস্তন রাবী) যায়েদ ইবনে আরতাত হলেন আদী ইবনে আরতাতের ভাই।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُنَادِىْ بِالشِّعَارِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ সাংকেতিক নামে ডাকা

٢٥٩٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدُ اللّٰهِ وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

২৫৯৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের পরিচিতি (সাংকেতিক ডাক) ছিল 'আবদুল্লাহ', আর আনসারদের পরিচিতি ছিল 'আবদুর রহমান'।

٢٥٩٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ زَمَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ شِعَارُنَا اَمِتْ اَمِتْ.

২৫৯৬। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বাক্র (রা)-র সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করেছিলাম। তখন আমাদের সাংকেতিক পরিচয় ছিল 'আমিত, আমিত'।

টীকা ঃ বর্তমানে এরূপ সাংকেতিক শব্দ ও চিহ্ন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় (অনু.)।

٢٥٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ صَفْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنْ بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ.

২৫৯৭। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যদি রাতের অন্ধকারে শত্রুবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হও তবে তোমাদের সাংকেতিক পরিচয় (ডাক) হবে, 'হা-মীম লা ইউনসারূন"।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا سَافَرَ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ সফরে রওয়ানা হওয়ার দু'আ

٢٥٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اَطْوِ لَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

২৫৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওয়ানা হতেন, এ দু'আ পাঠ করতেন, "হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবার-পরিজনের অভিভাবক। হে আল্লাহ! সফরের দুঃখ-কষ্ট থেকে, বিপদাপদে পতিত হয়ে ফিরে আসা থেকে এবং সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের উপর কুদৃষ্টি পড়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য জমিনকে অনুকূল করে দাও এবং সফরকে সহজ ও আরামপ্রদ করে দাও।"

٢٥٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّ عَلِيًّا الْاَزْدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا. اَللّٰهُمَّ اَطْوِ لَنَا الْبُعْدَ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ. وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوْشُهُ اِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا وَاِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا فَوُضِعَتِ الصَّلاَةُ عَلٰى ذٰلِكَ.

২৫৯৯। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আলী আল-আযদী (র) তাকে অবহিত করেছেন, ইবনে উমার (রা) তাকে শিখিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে উটের পিঠে সোজা হয়ে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে এ আয়াত পাঠ করতেন ঃ "মহান পবিত্র তিনি, যিনি এটা আমাদের অনুগত ও অধীন বানিয়েছেন, অন্যথায় একে বশ করার ক্ষমতা আমাদের ছিলো না। আমাদেরকে নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে" (সূরা আয-যুখরুফ ঃ আয়াত ১৩-১৪)। অতঃপর এ দু'আ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি (আমরা) আমার (আমাদের) এ সফরে পুণ্য ও তাকওয়া চাই এবং তোমার পছন্দনীয় কাজ করার সুযোগ চাই। হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ ও অনুকূল করে দাও। হে আল্লাহ! দূরত্বকে আমাদের জন্য অতিক্রমের উপযোগী করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই তো সফরসঙ্গী এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদের অভিভাবক"। তিনি যখন ফিরে আসতেন, এ দু'আই পাঠ করতেন, শুধু এটুকু বাড়িয়ে বলতেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনী যখন কোন উঁচু স্থানে বা টিলায় উঠতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং নীচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ্ বলতেন। অতঃপর নামাযে এভাবেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ সিজদা থেকে ওঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয় এবং রুকূ-সিজদায় অবস্থানকালে তাসবীহ পাঠ করতে হয় (অনু.)।

بَابٌ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوِدَاعِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ বিদায়কালীন দু'আ

٢٦٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

২৬০০। কাযা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে বললেন, এসো তোমাকে বিদায় দেই, যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দিয়েছেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে তোমার দীন, আমানত (বিশ্বস্ততা) ও শেষ আমলের হেফাজতের জন্য দু'আ করছি"।

٢٦٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

২৬০১। আবদুল্লাহ আল-খাতমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় দেয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের দীন, আমানত ও সর্বশেষ আমলের হেফাজতের জন্য দু'আ করছি"।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا رَكِبَ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ যান-বাহনে চড়ার সময় যে দু'আ পড়বে

٢٦٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَاُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِىْ.

২৬০২। আলী ইবনে রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, তার কাছে আরোহণের জন্য একটি পশু আনা হলো। তিনি পা-দানিতে পা রেখে বললেন, 'বিসমিল্লাহ'। এর পিঠে আরোহণ করে সোজা হয়ে বসে বললেন, "সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহর জন্য"। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি এটাকে আমাদের অনুগত করে দিলেন, অথচ একে বাধ্য-অনুগত করার জন্য আমরা মোটেই সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী" (সূরা আয-যুখরুফ ঃ আয়াত ১৩-১৪)। পুনরায় তিনি তিনবার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর বললেন, "(হে আল্লাহ!) তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমিই আমার উপর যুলুম করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না"। অতঃপর তিনি হাসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে মুমিনদের নেতা! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, আমি যেরূপ করেছি (দু'আ পড়েছি), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেরূপ করতে দেখেছি। তিনি হাসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান যখন সে বলে, "(হে আমার প্রভু!) তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা করো"। আর বান্দা এ কথা জানে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ কোন স্থানে অবতরণ করে যে দু'আ পড়তে হয়

٢٦٠٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ حَدَّثَنِى شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ فَاَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ.

২৬০৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন, রাত ঘনিয়ে আসলে বলতেন ঃ "হে জমিন! আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার আভ্যন্তরীণ অনিষ্ট থেকে, তোমার মধ্যে সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে এবং তোমার বুকে যেসব অনিষ্ট চলাফেরা করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি সিংহ, কালো বিষধর সাপ, বিচ্ছু, নগরবাসী, অনিষ্ট জন্মদানকারী ও এদের ঔরসজাতের অনিষ্ট থেকে"।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَّةِ السَّيْرِ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ রাতের প্রথমভাগে সফর করা অনুচিৎ

٢٦٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُرْسِلُوْا فَوَاشِيَكُمْ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَعِيْثُ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْفَوَاشِىْ مَا يَفْشُوْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ.

২৬০৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সাঁঝের অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের গৃহপালিত জন্তু ছেড়ে দিও না। কেননা সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে সাঁজের অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত শয়তানেরা বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

بَابٌ فِىْ اَىِّ يَوْمٍ يَسْتَحِبُّ السَّفَرُ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কোন দিন সফরে রওনা হওয়া উত্তম

٢٦٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلَّ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِىْ سَفَرٍ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

২৬০৫। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কমই বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিন সফরে বের হতেন।

بَابٌ فِى الاِبْتِكَارِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ ভোরবেলা সফরে রওয়ানা হওয়া

٢٦٠٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيْدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهَا مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةَ.

২৬০৬। সাখর আল-গামেদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মাতকে ভোরের কল্যাণ দান করো"। তিনি যখন কোন ক্ষুদ্র বাহিনী অথবা বিশাল বাহিনী কোথাও পাঠাতেন, দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। সাখর (রা) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি দিনের প্রথমভাগেই তার পণ্যদ্রব্য পাঠাতেন, ফলে তিনি সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং তার ধন-সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ একাকী সফর করা সমীচীন নয়

٢٦٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ.

২৬০৭। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী সফরকারী হলো একটি শয়তান, আর দু'জন একত্রে সফরকারী হলো দু'টি শয়তান। কিন্তু তিনজন একত্রে সফরকারী হলো প্রকৃত সফরকারী কাফেলা।

بَابٌ فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُوْنَ يُؤَمِّرُوْنَ اَحَدَهُمْ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ সফরকারীদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়া

٢٦٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ.

২৬০৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনজন লোক একত্রে সফর করলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে যেন আমীর নিযুক্ত করে।

٢٦٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِاَبِىْ سَلَمَةَ فَاَنْتَ اَمِيْرُنَا.

২৬০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনজন লোক একত্রে সফরে বের হলে তারা তাদের একজনকে যেন নিজেদের আমীর নিযুক্ত করে। নাফে' (র) আবু সালামাকে বললেন, তাহলে আপনি আমাদের সফরকারী দলের নেতা।

بَابٌ فِى الْمَصْحَفِ يُسَافِرُ بِهِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করা

٢٦١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّسَافِرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ اُرَاهُ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ.

২৬১০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু এলাকায় কুরআন শরীফ নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (অধস্তন রাবী) মালেক বলেন, আমার মনে হয় শত্রুদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি (মহানবী) নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ ইবনে আবদুল বার্ বলেছেন, ক্ষুদ্র বাহিনীর পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কুরআন সাথে নিবে না, এ বিষয়ে ফিক্হবিদদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশাল বাহিনীর সাথে কুরআন নেয়া ইমাম মালেকের মতে জায়েয নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে জায়েয। বর্তমানকালে এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে গেছে। কারণ পৃথিবীর যে কোন দেশেই কুরআনের মুদ্রিত কপি পাওয়া যায় (অনুবাদক)।

بَابُ فِىْ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْجُيُوْشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ সেনাবাহিনীর মহাদল ও উপদলে কতজন সৈনিক থাকা উত্তম এবং সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম।

٢٦١١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ

حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ الْاٰفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

২৬১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সফরে বা কোথাও ভ্রমণে গেলে চারজন সঙ্গী হওয়া উত্তম। অভিযানকারী দলে (ক্ষুদ্রবাহিনীতে) চার শত এবং সেনাবাহিনীতে চার হাজার সৈন্য থাকা উত্তম। আর কমপক্ষে বারো হাজার সৈন্য হলে কখনও পরাজিত হয় না।

টীকা : মূল শব্দ হলো 'সারিয়া' ও 'জায়শ'। ক্ষুদ্র বাহিনীকে বা অভিযানকারী দলকে সারিয়া বলে। এটা মূল বাহিনীর একটা অংশ। আর জায়শ হলো মূল সেনাবাহিনী। তখনকার যুগে হাদীসে বর্ণিত সংখ্যক সৈন্য নিয়েই সারিয়া ও জায়শ গঠিত হতো। বর্তমান যুগের ব্যাটালিয়ান বা রেজিমেন্টের সাথে সারিয়ার এবং বিগ্রেড বা ডিভিশনের সাথে জায়শের তুলনা করা যেতে পারে। একটি রেজিমেন্টে চার শত থেকে আট শত, একটি ব্রিগেডে চার হাজার থেকে ছয় হাজার এবং একটি ডিভিশনে পনের হাজার থেকে বিশ হাজার সৈন্য থাকে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৮৯ : মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া

٢٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلٰى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ اِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى اِحْدٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهَا اَجَابُوْكَ اِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَجَابُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذَالِكَ اَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَاَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاِنْ اَبَوْا وَاخْتَارُوْا دَارَهُمْ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يُجْرٰى

عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِىْ يُجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِى الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ نَصِيْبٌ اِلاَّ اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَادْعُهُمْ اِلٰى اِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَاِنْ اَجَابُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَا يَحْكُمُ اللّٰهُ فِيْهِمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوْا فِيْهِمْ بَعْدَ مَا شِئْتُمْ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ.

২৬১২। সুলায়মান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোন সেনাদল বা সামরিক অভিযানের অধিনায়ক নিয়োগ করে পাঠাতেন, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার জন্য এবং অধীনস্থ মুসলিম বাহিনীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি আরো বলতেন ঃ তুমি যখন মুশরিক বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তাদেরকে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করবে। অতঃপর তারা তোমার প্রস্তাবিত বিষয়ের যে কোন একটি মেনে নিলে তুমি তা অনুমোদন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। (প্রস্তাবগুলো হলো,) (এক) তুমি তাদেরকে ইসলাম কবুল করার জন্য দাওয়াত দিবে। তারা যদি এটা মেনে নেয় তবে তাদের ইসলাম গ্রহণ অনুমোদন করবে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় চলে আসার আহ্বান জানাবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবে, তারা যদি তাই করে তবে মুহাজিরদেরকে দেয়া সুযোগ-সুবিধা তারাও পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যে কর্তব্য অর্পিত হয়েছে তাদের উপরও তা বর্তাবে। আর যদি তারা (বাড়ি-ঘর ছাড়তে) রাজী না হয় এবং নিজেদের এলাকায়ই থাকতে চায়, তবে তাদের জানিয়ে দিবে, তাদের মর্যাদা বেদুঈন মুসলমানদের অনুরূপ। তাদের উপরও আল্লাহর সেসব হুকুম (শরী'আত) জারি করা হবে যা মুমিনদের উপর জারি আছে। আর তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ না করলে ফাই ও গনীমতের কোন অংশ তারা পাবে না। (দুই) তারা যদি তা (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বীকার করে, তবে তাদের জিয্‌য়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। এটা যদি তারা মেনে নেয় তবে তা অনুমোদন করবে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। (তিন) তারা যদি তা (জিয্‌য়া

প্রদান) করতে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর তুমি যখন কোন দুর্গবাসীদের অবরোধ করবে এবং তারা যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক দুর্গ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য তোমার কাছে ফরিয়াদ জানায়, তবে তুমি তাদের সেই প্রস্তাব মানবে না। কেননা আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কি হুকুম দিবেন তা তোমাদের জানা নেই। তবে তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে আত্মসমর্পণ করাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের সুবিধামত তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা)-ও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٢٦١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِيُّ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْزُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اُغْزُوْا وَلاَ تَغْدُرُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا.

২৬১৩। সুলায়মান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না, লাশ বিকৃত করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না।

٢٦١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلاَ تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيْرًا وَلاَ امْرَاَةً وَلاَ تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

২৬১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর রাসূলের মিল্লাতের উপর অবিচল থেকে জিহাদ করো। অতি বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর ও স্ত্রীলোকদের হত্যা করো না এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না। তোমাদের গনীমত একত্র করো, তোমাদের নিজেদের অবস্থার সংশোধন করো এবং সৎ কাজ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন।

بَابٌ فِى الْحَرَقِ فِىْ بِلاَدِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ শত্রুর জনপদে অগ্নিসংযোগ করা

٢٦١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخِيْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَّعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ.

২৬১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনী নাদীর গোত্রের ‘বুওয়াইরা’ নামক খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিলেন এবং কেটে ফেললেন, তখন মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ “তোমরা খেজুরের যে গাছ কেটে ফেলেছো অথবা যেগুলোকে এর শিকড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো, এ সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমে ছিল। এটা পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করার জন্য ছিল” (সূরা আল-হাশর ঃ আয়াত ৫)।

٢٦١٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ مُبَارِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الاَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَغِرْ عَلٰى اُبْنٰى صَبَاحًا وَحَرِّقْ.

২৬১৬। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া (র) বলেন, আমাকে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক সেনাবাহিনীর দায়িত্বভার দিয়ে বললেন ঃ তুমি খুব ভোরে উবনা’ নামক জনপদ আক্রমণ করো এবং অগ্নিসংযোগ করো।

٢٦١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّىُّ سَمِعْتُ اَبَا مُسْهِرٍ قِيْلَ لَهُ اُبْنٰى قَالَ نَحْنُ اَعْلَمُ هِىَ يُبْنَا فِلَسْطِيْنَ.

২৬১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-গায্যী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসহিরকে বলতে শুনেছি, তাকে উবনা নামক জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমরা তো জানি ফিলিস্তীনের ‘ইউবনা’ নামক স্থানকেই ‘উবনা’ বলা হয়।

بَابٌ فِى بَعْثِ الْعُيُوْنِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ গুপ্তচর প্রেরণ

٢٦١٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيْرُ اَبِىْ سُفْيَانَ.

২৬১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়াননের বাহিনী কি করে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বুসাইসা' নামক এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠালেন।

بَابٌ فِى ابْنِ السَّبِيْلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ পথচারীদের জন্য পথিপার্শ্বের খেজুর খাওয়া ও পশুর দুধ পান করা

٢٦١٩- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ الرَّقَّامُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَاِنْ اَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَاِنْ اَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَاِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ.

২৬১৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন পশুপালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে আর এর সাথে যদি মালিককে উপস্থিত পায় তবে তার কাছে অনুমতি চাইবে। যদি সে অনুমতি দেয় তবে দুধ দোহন করে পান করবে। আর যদি সেখানে মালিক উপস্থিত না থাকে তবে তিনবার ডাক দিবে। যদি কেউ সাড়া দেয় তবে অনুমতি চেয়ে নিবে। আর কেউ যদি সাড়া না দেয়, তবে দুধ দোহন করে পান করবে, কিন্তু সাথে করে নিতে পারবে না।

٢٦٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ اَصَابَتْنِيْ سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِّنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَاَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِيْ ثَوْبِيْ فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِيْ وَاَخَذَ ثَوْبِيْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا عَلَّمْتَ اِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ اَطْعَمْتَ اِذْ كَانَ جَائِعًا اَوْ قَالَ سَاغِبًا وَاَمَرَ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِيْ وَاَعْطَانِيْ وَسْقًا اَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِّنْ طَعَامٍ.

২৬২০। আব্বাদ ইবনে শুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি দুর্ভিক্ষে অথবা ক্ষুধায় আক্রান্ত হলাম। আমি মদীনার কোন এক বাগানে ঢুকলাম, খেজুরের খোশা পরিষ্কার করে তা খেলাম এবং কিছু খেজুর কাপড়ে বেঁধে নিয়ে চললাম। বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধর করলো এবং আমার কাপড়টা ছিনিয়ে নিলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনা বললাম। তিনি লোকটিকে (ডেকে এনে) বললেন ঃ সে এ ব্যাপারে যেহেতু অজ্ঞ ছিল, তুমি তাকে শিখাওনি। সে ক্ষুধার্ত ছিল তুমি তাকে খাওয়াওনি। তিনি আমার কাপড় ফেরত দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। সে তা ফেরত দিলো এবং আমাকে এক ওয়াসক অথবা অর্ধ ওয়াসক খাদ্যদ্রব্য দান করলো।

٢٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ رَجُلاً مِنَّا مِنْ بَنِيْ غُبَرَ بِمَعْنَاهُ.

২৬২১। এ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ انَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ গাছতলায় আপনা আপনি পড়ে থাকা ফল খাওয়া সম্পর্কে

٢٦٢٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ حَكَمٍ الْغِفَارِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ عَنْ عَمِّ اَبِيْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا اَرْمِيْ نَخْلَ الْاَنْصَارِ فَاُتِىَ بِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلاَمُ لِمَ تَرْمِى النَّخْلَ قَالَ اٰكُلُ قَالَ فَلاَ تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْقُطُ فِيْ اَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهُ.

২৬২২। আবু রাফে' ইবনে আমর আল-গিফারী (র)-র চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) বলেন, আমি কিশোর বয়সে আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুড়ে খেজুর পাড়তাম। আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন ঃ হে বালক! তুমি খেজুর গাছে ঢিল মারো কেন? সে বললো, খেজুর খাওয়ার জন্য। তিনি বললেন ঃ ঢিল ছুড়ে খেজুর পেড়ো না, বরং গাছতলায় যা পড়ে থাকে তা খাও। অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ! এর পেট ভরে দাও, একে পরিতৃপ্ত করো।

بَابُ فِيمَنْ قَالَ لاَ يَحْلُبُ
অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ যিনি বলেন, দুধ দোহন করবে না

٢٦٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

২৬২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মালিকের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি তার (মালিকের) পশুর দুধ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, কেউ তার গুদাম ঘরে ঢুকে তা ভেঙ্গে তার খাদ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে যাক? বস্তুত তাদের পশুর স্তনসমূহে তাদের খাবার গোলাজাত করে রাখা হয়েছে। সুতরাং মালিকের অনুমতি ছাড়া কেউ তার পশুর দুধ দোহন করবে না।

بَابٌ فِى الطَّاعَةِ
অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ নেতার আনুগত্য

٢٦٢٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الاَمْرِ مِنْكُمْ فِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ. اَخْبَرَنِيْهِ يَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২৬২৪। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, (আল্লাহর বাণী) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দেরও" (সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ৫৯)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে আদী (রা)-কে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে অভিযানে প্রেরণ করেন। এ সময় তাকে (আবদুল্লাহ) উপলক্ষ করে এ আয়াত নাযিল হয়।

٢٦٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْمَعُوْا

لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَجَّجَ نَاراً وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا وَقَالَ لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

২৬২৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল পাঠালেন এবং এক ব্যক্তিকে এর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি (মহানবী) তাদেরকে (সৈনিকদেরকে) তার (আমীরের) কথা শোনার ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি (আমীর) আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে অস্বীকার করলো এবং বললো, আমরা তো আগুন থেকেই পলায়ন করেছি (দোযখের আগুন থেকে বাঁচার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছি)। তাদের অপর কিছু লোক আগুনে ঝাঁপ দিতে মনস্থ করলো। ব্যাপারটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌছলে তিনি বললেন ঃ তারা যদি আগুনে ঝাঁপ দিতো তবে চিরকাল তাতেই অবস্থান করতো। তিনি আরো বললেন ঃ আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল উত্তম ও ন্যায়সংগত কাজে।

٢٦٢٦– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

২৬২৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অধিনায়ক বা আমীর যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ কাজ করার নির্দেশ না দেয়, তার আদেশ শোনা এবং আনুগত্য করা মুসলিম ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য, তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। যখন সে পাপকাজের নির্দেশ দেয়, তখন তার আদেশ শোনা ও আনুগত্য করার প্রশ্নই ওঠে না।

٢٦٢٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِّنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لاَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعَجَزْتُمْ اِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِاَمْرِيْ اَنْ تَجْعَلُوْا مَكَانَهُ مَنْ يَّمْضِي لِاَمْرِيْ.

২৬২৭। উকবা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিশর ইবনে 'আসিম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অভিযানকারী দল পাঠালেন। আমি তাদের এক ব্যক্তিকে একটি তরবারি দিলাম। লোকটি (অভিযান থেকে) ফিরে এসে আমাকে বললো, তুমি যদি দেখতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (ত্রুটি ও অযোগ্যতার জন্য) কিভাবে তিরস্কার করেছেন! তিনি বলেছেন ঃ আমি যখন তোমাদের এক ব্যক্তিকে পাঠালাম, কিন্তু সে আমার হুকুম তামিল করতে পারলো না, আমার নির্দেশ কার্যকর করার জন্য অন্য ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে তোমরা কেন অপরাগ হলে?

بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِنْ اِنْضِمَامِ الْعَسْكَرِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ সামরিক বাহিনীর এক স্থানে সমবেত হয়ে থাকার নির্দেশ

٢٦٢٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ وَيَزِيْدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ اَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصَ وَهٰذَا لَفْظُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ اَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ اَبَا عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً قَالَ عَمْرُو وَكَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِي الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ اِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً اِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

২৬২৮। আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন স্থানে অবতরণ করে ছাউনী ফেলতো এবং বিভিন্ন গিরিপথে ও উপত্যকায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এসব গিরিপথে ও উপত্যকায় তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা শয়তানের ষড়যন্ত্রের ফল। (রাবী বলেন) এরপর থেকে যে

মনযিলেই তিনি অবতরণ করতেন, সাথের লোকজন দলবদ্ধ থাকতো। এমনকি বলা হতো, একটি কাপড় যদি তাদের উপর বিছিয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের সবাইকেই এর মধ্যে ঢেকে নেয়া যায়।

٢٦٢٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً اَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

২৮২৯। সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস আল-জুহানীর থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মু'আয) বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। একদা সৈনিকেরা তাঁবু ফেলে স্থান সংকীর্ণ করে ফেললো এবং রাস্তা বন্ধ করে দিলো। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে লোকদের মাঝে ঘোষণা দিতে পাঠালেন ঃ যে ব্যক্তি স্থান সংকীর্ণ করে ফেলেছে এবং যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, তার জিহাদ নেই।

٢٦٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

২৬৩০। সাহল ইবনে মু'আয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করেছি।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّى لِقَاءِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ ৯৭ ঃ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কামনা করা অনুচিত

٢٦٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اَوْفٰى حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ. ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

২৬৩১। উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর মুক্তদাস সালেম আবুন নাদর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার (উমরের) কাতিব (সচিব) ছিলেন। তিনি বলেন, উমার (রা) যখন হারূরার যুদ্ধে রওয়ানা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) তাকে পত্র লিখে জানালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময়ে যেসব যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি বলেছেন ঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা শত্রুবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। যখন তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হও, ধৈর্য ধারণ করো। তোমরা জেনে রাখো, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত"। পুনরায় তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী (বৃষ্টি বর্ষণকারী) ও শত্রুবাহিনী পর্যুদস্তকারী, তুমি তাদেরকে পরাজিত করো এবং আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করো।"

بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে দু'আ পড়বে

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِي اَبِيْ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ.

২৬৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন তখন পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার শক্তির উৎস ও সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যেই আমি কৌশল অবলম্বন করি, তোমার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং তোমার সাহায্যেই জিহাদ করি"।

بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো

٢٦٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ

اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى نَافِعٍ اَسْاَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ وَقَدْ اَغَارَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبٰى سَبْيَهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِىْ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ فِىْ ذٰلِكَ الْجَيْشِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ نَبِيْلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَشْرَكْهُ فِيْهِ اَحَدٌ.

২৬৩৩। ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধের সময় মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো সম্পর্কে জানতে চেয়ে নাফে' (র)-র কাছে চিঠি লিখলাম। তিনি আমাকে লিখে জানালেন, তা তো ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুসতালিকের জনপদ আক্রমণ করলেন। তারা ছিল অসচেতন। আর তাদের পশুগুলো তখন পানি পান করছিল। তিনি তাদের যুদ্ধে সক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করলেন, অবশিষ্টদের বন্দী করলেন। সেদিনই জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস তাঁর হস্তগত হন। এ ঘটনা আবদুল্লাহ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বাহিনীতে শরীক ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি একটি উত্তম হাদীস। ইবনে আওন (র) নাফে' (র)-এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস বর্ণনায় কেউ তার সাথে অংশগ্রহণ করেননি।

٢٦٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيْرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَاِذَا سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلَّا اَغَارَ.

২৬৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের ওয়াক্তে আক্রমণ করতেন এবং (আযান শোনার জন্য) কান সজাগ রাখতেন। তিনি আযানধ্বনি শুনতে পেলে (জনপদে মুসলমান আছে বলে) আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ করতেন।

٢٦٣٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ مَسْجِدًا اَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُوْا اَحَدًا.

২৬৩৫। ইবনে ইসাম আল-মুযানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ জনপদে তোমরা কোন মসজিদ দেখতে পেলে অথবা মুআযযিনের আযানধ্বনি শুনতে পেলে কাউকে হত্যা করো না।

بَابُ الْمَكْرِ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

২৬৩৬। আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-র কাছে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুদ্ধ ধোঁকা বা রণকৌশল মাত্র।

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُوْلُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَجِيءْ بِهِ اِلاَّ مَعْمَرٌ يُرِيْدُ قَوْلَهُ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِنَّمَا يُرْوٰى مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ.

২৬৩৭। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিলে তিনি দেখাতেন, যেন অন্য দিকে যাচ্ছেন। তিনি বলতেন ঃ যুদ্ধ একটা প্রতারণা বা রণকৌশল মাত্র। আবু দাউদ (র) বলেন, কেবল মা'মার (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি তার সনদ সূত্রে নির্দেশ করতে চেয়েছেন তার বিবরণ– 'যুদ্ধ হলো চাতুরী'। তিনি আমর ইবনে দীনার (র)-জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন এবং মা'মার-এর হাদীস হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত।

টীকা ঃ 'ওয়াররা' বা 'তাওরিয়া' শব্দের অর্থ– মনে মনে একরূপ ইচ্ছা করে প্রকাশ্যে অন্যরূপ ব্যক্ত করা (অনু.)।

بَابٌ فِى الْبَيَاتِ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ রাতের বেলা অতর্কিতে আক্রমণ

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَاَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا اَبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ اَمِتْ اَمِتْ. قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ اَهْلِ اَبْيَاتٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

২৬৩৮। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। আমরা রাতের বেলা মুশরিকদের আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করলাম। ঐ রাতে আমাদের সাংকেতিক শব্দ ছিল 'আমিত, আমিত'। সালামা (রা) বলেন, আমি সেই রাতে নিজ হাতে সাত মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছি।

بَابٌ فِيْ لُزُوْمِ السَّاقَةِ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন

٢٦٣٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ.

২৬৩৯। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাদেরকে বললেন, যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে সবার পিছনে থাকতেন। তিনি দুর্বলদের চালিয়ে নিতেন, তাদেরকে নিজের বাহনের পিছনে উঠিয়ে নিতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন।

بَابٌ عَلٰى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُوْنَ

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

٢٦٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا مَنَعُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৬৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত মানবজাতি "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই" একথা মেনে না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা এ কলেমা বলবে তাদের জান-মাল আমার (আক্রমণ) থেকে রক্ষা পাবে। তবে এ কলেমার হকের ব্যাপারে ভিন্ন কথা। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ মহামহিম আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত।

٢٦٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَنْ يَّأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَاَنْ يُّصَلُّوْا صَلاَتَنَا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَائُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

২৬৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত মানবজাতি এই সাক্ষ্য না দিবে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং আমাদের কিবলাকে নিজেদের কিবলা না বানাবে, আমাদের পদ্ধতিতে যবেহকৃত পশু না খাবে এবং আমাদের নামায না পড়বে' ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারা যখন এগুলো করবে, তাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করা আমাদের জন্য হারাম (তাদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের)। তবে ইসলামী বিধানে অপরাধের শাস্তি দেয়া হলে সেটা ভিন্ন কথা। মুসলমানদের দেয়া সুযোগ-সুবিধা তারাও ভোগ করবে এবং মুসলমানদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের উপরও বর্তাবে।

٢٦٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَعْنَاهُ.

২৬৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি ... অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

টীকা ঃ 'ইসলামী বিধানে শাস্তি দেয়া হলে সেটা ভিন্ন কথা'– এর তাৎপর্য হলো, কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর যদি শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করে, তবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী তার উপর শাস্তির দণ্ড কার্যকর হবে। কিন্তু এ অপরাধের প্রকৃত বিচার কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতেই হবে (অনু.)।

٢٦٤٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي ظَبْيَانَ حَدَّثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً اِلَى الْحُرُقَاتِ فَنَذِرُوْا بِنَا فَهَرَبُوْا فَاَدْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتّٰى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لَكَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلاَحِ. قَالَ اَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّٰى تَعْلَمَ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ قَالَهَا اَمْ لاَ مَنْ لَكَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى وَدِدْتُ اَنِّي لَمْ اُسْلِمْ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

২৬৪৩। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আল-হুরূকাত নামক এলাকায় অভিযানে পাঠালেন। তারা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পলায়ন করলো। আমরা তাদের এক ব্যক্তিকে ধরে ফেললাম। তাকে যখন আমরা ঘেরাও করলাম, সে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কলেমা পড়লো। আমরা তাকে আঘাত হানলাম এবং হত্যা করলাম। আমি এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র সামনে কে তোমার জন্য সুপারিশ করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো তরবারির ভয়ে কলেমা পড়েছে। তিনি বললেন ঃ সে তরবারির ভয়েই কলেমা পড়েছে কিনা, তা তুমি তার অন্তর চিড়ে দেখলে না কেন? কিয়ামতের দিন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র সামনে কে তোমাকে নাজাত দিবে? (রাবী বলেন,) তিনি অবিরত একথা বলতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল, এ দিনটির পূর্বে আমি যদি মুসলমান না হতাম (তবে কতইনা উত্তম ছিল)!

টীকা ঃ আল-হুরুকাত এলাকার লোকেরা এক সময় অপর একটি গোত্রের সব লোককে আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। এজন্যই এ গোত্রের নাম হুরুকাত গোত্র হয়েছে। এটা ছিল জুহায়না গোত্রের উপগোত্র (অনু.)।

٢٦٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِيْ فَضَرَبَ اِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لاَذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَفَاَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَطَعَ يَدِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ.

২৬৪৪। আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোন কাফেরের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলাম। সে তরবারির আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেললো। অতঃপর সে আমার পাল্টা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বললো, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়েছি'। হে আল্লাহর রাসূল! একথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করবো? এ ব্যাপারে আপনার কী মত? তিনি বললেন ঃ না, তাকে হত্যা করো না। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তবে এ হত্যাকাণ্ডের পূর্বে তুমি যে মর্যাদায় ছিলে, সে ঐ মর্যাদায় পৌছে যাবে। আর সে এ কালেমা পড়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তুমি তার অবস্থায় পৌছে যাবে।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنْ اِعْتَصَمَ بِالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ কেউ দৃঢ়ভাবে সিজদায় পড়ে থাকলে তাকে হত্যা করা নিষেধ

٢٦٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً اِلٰى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُوْدِ فَاَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلَ. قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ.

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ قَالَ لاَ تَرَايَا نَارَاهُمَا. قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوْا جَرِيْرًا.

২৬৪৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস'আম গোত্রের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। (তারা সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলো) এদের কিছু লোক অবিচলভাবে সিজদায় পড়ে আছে। (তারা ইতিপূর্বে মুসলমান হয়েছিল এবং কাফেরদের এলাকায় বসবাস করতো। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের সম্পর্কে অবহিত ছিলো না)। তাদেরকে তড়িঘড়ি হত্যা করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের ওয়ারিশদেরকে (মোট রক্তপণের) অর্ধেক রক্তপণ.(দিয়াত) প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি এমন সব মুসলমান থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! রক্তপণের অর্ধেক রহিত হলো কেন? তিনি বললেন ঃ দুই এলাকার আগুন এক করে দেখা যাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার, হুশাইম, খালিদ আল-ওয়াসিতী এবং আরো একদল রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা জারীর (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠের বিধান ও দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) বিধান সমান নয়। কোন মুসলমানের কাফেরদের সাথে বসবাস করা উচিত নয়। যেহেতু তারা মুসলমান, অথচ হিজরত করেনি, যোদ্ধাদের সন্দেহমূলক হত্যার জন্য রক্তপণও কম দিতে হবে (অনু.)।

بَابٌ فِى التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন

٢٦٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ اِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيْفٌ فَقَالَ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ قَرَاَ اَبُوْ تَوْبَةَ اِلَى قَوْلِهِ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ.

২৬৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা (কাফেরদের) দু'শো লোকের

উপর বিজয়ী হবে" (সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ৬৫)। এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ মুসলমানদের উপর ধার্য করে দিলেন, একজন মুসলিম সৈন্যের বিরুদ্ধে দশজন কাফের সৈন্য থাকলে সে পলায়ন করতে পারবে না। এটা তাদের কাছে খুবই কঠোর নির্দেশ বলে মনে হলো। অতঃপর তাদের জন্য সহজ হুকুম আসলো। মহান আল্লাহ বলেন, "এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। তিনি জানতে পেরেছেন, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি একশত জন ধৈর্যশীল লোক থাকে তবে তাদের দু'শো জনের উপর বিজয়ী হবে" (সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ৬৬)। ইমাম তিরমিযী বলেন, অধস্তন রাবী আবু তাওবা (র) 'ইয়াগলিবূ মিআতাইন' পর্যন্ত পাঠ করলেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, আল্লাহ যখন তাদের সংখ্যা অনুপাতে সহজতর ব্যবস্থা দিলেন, সেই অনুপাতে তাদের ধৈর্যও কমে গেলো।

٢٦٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِي زِيَادٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ فِيْ سَرِيَّةٍ مِّنْ سَرَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيْمَنْ حَاصَ فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيْهَا لِنَذْهَبَ وَلاَ يَرَانَا اَحَدٌ. قَالَ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا اَنْفُسَنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ اَقَمْنَا وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ ذَهَبْنَا. قَالَ فَجَلَسْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ فَاَقْبَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ لاَ بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ اَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ.

২৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত কোন এক সামরিক অভিযানকারী দলের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, তারা (কাফেরদের মোকাবিলা না করে) পলায়ন করলো। আমিও ফেরারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা বিপদমুক্ত হয়ে বাইরে এসে পরামর্শ করলাম, এখন কি করা যায়? আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি এবং (আল্লাহর) ক্রোধের পাত্র হয়েছি। আমরা বললাম, চলো আমরা মদীনায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি এবং দ্বিতীয়বার জিহাদের সুযোগ আসলে তাতে যোগদান করবো। ইবনে উমার (রা) বলেন, অতঃপর

আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং পরস্পর বললাম, আমরা যদি নিজেদেরকে (অপরাধী হিসেবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করি এবং আমাদের জন্য যদি তওবার সুযোগ থাকে তবে মদীনায় থেকে যাবো। আর যদি এর বিপরীত কিছু হয় তবে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাবো। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, আমরা ফজরের নামাযের পূর্বেই (মসজিদে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় বসে রইলাম। তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, আমরা দাঁড়িয়ে বললাম, আমরা তো পলাতক সৈনিক। তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ না, বরং তোমরা তো পুনরায় যুদ্ধে যোগদানকারী। ইবনে উমার (রা) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর হাতে চুমা দিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তো মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

٢٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ يَوْمِ بَدْرٍ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ- الانفال : ١٦.

২৬৪৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি পশ্চাদমুখী হবে..." (সূরা আল-আনফাল ঃ ১৬)।

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম। আমাদের অবহিত করেছেন আল-ইমাম আল-হাফেজ আবু বাক্‌র আহ্‌মাদ ইবনে আলী ইবনে ছাবিত আল-খাতীব আল-বাগদাদী (র), তিনি বলেন, আল-ইমাম আল-কাযী আবু আমর আল-কাসিম ইবনে জা'ফার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ আল-হাশিমী (র) বলেন, আমাদের অবহিত করেছেন আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আমর আল-লু'লু'ঈ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (র) ২৭৫ হিজরীর মুহাররাম মাসে, তিনি বলেন–

بَابٌ فِى الْأَسِيْرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ মুসলিম বন্দীকে কুফরী করতে বাধ্য করা হলে

٢٦٤٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَكَشَوْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًا وَجْهُهُ

فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلٰى رَاْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَعْجَلُوْنَ.

২৬৪৯। খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁর কাছে অভিযোগ করে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না? তিনি উঠে বসলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রঙিন হয়ে গেলো। তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের কোন লোককে ধরে নিয়ে আসা হতো। জমিনে গর্ত করে তাকে তাতে পুঁতে দেয়া হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো, তা দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এরূপ নির্মম অত্যাচারও তাকে তার দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তার শরীরের অবশিষ্ট গোশত হাড় থেকে লোহার চিরুনী দিয়ে পৃথক করে তা তুলার মত পেঁজা হতো। এ নির্মম অত্যাচারও তাকে তার দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহর শপথ! তিনি এ কাজকে (ইসলামকে) পূর্ণতা দান করবেন। এমনকি ভ্রমণকারী সান'আ থেকে হাদারামাওত পর্যন্ত নিরাপদে যাতায়াত করবে। তার জন্য আল্লাহর ভয় এবং তার মেষপালের জন্য বাঘের ভয় ছাড়া আর কোনরূপ ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।

টীকা ঃ সান'আ ইয়ামানের একটি শহরের নাম। এর বর্তমান নাম সানা, উত্তর ইয়ামানের রাজধানী। 'হাদারামাওত' ইয়ামানের সীমান্তে অবস্থিত একটি জনপদের নাম। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য হাদীসটির মধ্যে বিরাট শিক্ষণীয় তাৎপর্য রয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِىْ حُكْمِ الْجَاسُوْسِ اِذَا كَانَ مُسْلِمًا

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ মুসলমান (নিজেদের বিরুদ্ধে) গোয়েন্দার বিধান

٢٦٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو حَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ
خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادٰى بِنَا
خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا هَلُمِّى الْكِتَابَ
قَالَتْ مَا عِنْدِىْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْتُ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ
قَالَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُهُمْ
بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا
حَاطِبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ فَاِنِّيْ كُنْتُ امْرَاً مُلْصَقًا فِيْ
قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَاِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا
اَهْلِيْهِمْ بِمَكَّةَ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ ذَالِكَ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ
قَرَابَتِيْ بِهَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ بِىْ مِنْ كُفْرٍ وَلاَ ارْتِدَادٍ.
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ
اَضْرِبُ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا
شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

২৬৫০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে, আয-যুবাইর ও আল-মিকদাদ (রা)-কে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন ঃ তোমরা রওদা খাখ নামক স্থানে যাও। সেখানে এক বৃদ্ধা নারীকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটা চিঠি আছে, তোমরা তা উদ্ধার করে নিয়ে আসো। আমরা রওয়ানা হলাম, আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে চললো। আমরা 'রওদাতে' পৌঁছে এক বৃদ্ধা নারীকে দেখতে পেলাম এবং তাকে বললাম, পত্রখানা বের করে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমি বললাম, হয় পত্রটি বের করে দাও, অন্যথায় তোমার পরিধেয় বস্ত্র খুলে অনুসন্ধান করবো। আলী (রা) বলেন, সে তার চুলের খোপার মধ্য থেকে একটি পত্র বের করে দিলো। আমরা তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। দেখা গেলো, তা হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নামে পাঠানো। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামরিক

তৎপরতার কিছু তথ্য তাদেরকে জানানোর জন্য লেখা ছিল। তিনি হাতিবকে বললেন ঃ তুমি এ কী করলে? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিবেন না। কুরাইশ বলে আমার পরিচিতি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আমি বংশগতভাবে কুরাইশ নই। এখানকার মুহাজিরদের অনেকের মক্কার কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তা আছে। তারা তাদের মাধ্যমে মক্কায় অবস্থিত তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন। তাদের সাথে আমার কোন বংশগত আত্মীয়তা নেই। তাই আমি তাদের কিছু উপকার করে আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করার মনস্থ করেছিলাম। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি কুফরী গ্রহণ করে বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে কিছু করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তোমাদের সত্য কথাই বলেছে। উমার (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে ফেলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি জানো না, আল্লাহ নিজেই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি নজর রাখছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যেভাবে চাও কাজ করে যাও, আমি তোমাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দিয়েছি।

টীকা ঃ 'রওদা খাখ' মদীনা থেকে মক্কার দিকে বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। পত্রবাহক স্ত্রীলোকটি পূর্বে বনু আবদুল মুত্তালিবের ক্রীতদাসী ছিল। পরে তাকে আযাদ করে দেয়া হয়। মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ তথ্যই ছিল উক্ত চিঠির বিষয়বস্তু (অনু.)।

টীকা ঃ কাফেরদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা কোন মুসলমানের জন্য কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এক শ্রেণীর ফিকহ্‌বিদের মত হলো, এ ধরনের কোন মুসলিম গোয়েন্দাকে হত্যা করাই সাধারণ আইন। তবে এ শাস্তি হ্রাস করার বা নিছক তিরস্কার করে ছেড়ে দেয়ার বলিষ্ঠ কারণ বিদ্যমান থাকলে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম শাফিঈ ও অন্য কয়েকজন ফিক্‌হবিদের মতে, মুসলিম গোয়েন্দাকে দণ্ডিত করা হবে, কিন্তু তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা ও আওযাঈ'র মতে, তাকে দৈহিক শাস্তি ও দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা দেয়া হবে। ইমাম মালেকের মতে, তাকে হত্যা করা হবে। মালিকী আইনবিদ আশহাব বলেন, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের বিশাল এখতিয়ার রয়েছে। অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থাদৃষ্টে তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারেন। আসবাগ বলেন, বিদেশী যুদ্ধমান গোয়েন্দার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু মুসলমান ও যিম্মী গুপ্তচরকে হত্যার পরিবর্তে নির্যাতন করা যেতে পারে (অনু.)।

٢٦٥١- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ اَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَارَ اِلَيْكُمْ وَقَالَ فِيْهِ قَالَتْ مَا مَعِيْ كِتَابٌ فَانْتَحَيْنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا فَقَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهِ لَاَقْتُلَنَّكِ اَوْ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২৬৫১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে বলেন, হাতিব মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে পাঠালো। তাতে লেখা ছিল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন'। আলী (রা) উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে আরো বলেন, মেয়েলোকটি বললো, 'আমার কাছে কোন চিঠি নাই'। আমরা তার উট বসালাম এবং তার কাছে কোন চিঠি পেলাম না। আলী বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর নাম নিয়ে শপথ করা হয়! তুমি হয় চিঠি বের করে দিবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْجَاسُوْسِ الذِّمِّىِّ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ যিম্মী গোয়েন্দা সম্পর্কে

٢٦٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ اَبُوْ هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لِاَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيْفًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ انِّىْ مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انَّهُ يَقُوْلُ انِّىْ مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ مِنْكُمْ رِجَالاً لاَ نَكِلُهُمْ الٰى ايْمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ.

২৬৫২। ফুরাত ইবনে হাইয়ান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। সে ছিল আবু সুফিয়ানের গুপ্তচর এবং জনৈক আনসার ব্যক্তির আশ্রিত। সে আনসারদের এক সমাবেশের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললো, 'আমি মুসলমান'। আনসারদের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে বলছে, 'আমি মুসলমান'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কতক লোক আছে যাদেরকে আমি তাদের ঈমানের উপর সোপর্দ করে ছেড়ে দেই। ফুরাত ইবনে হাইয়ান তাদের একজন।

টীকা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যিম্মী বলা হয়। অর্থাৎ তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব (যিম্মা) মুসলমানদের (অনু.)।

بَابٌ فِى الْجَاسُوْسِ الْمُسْتَأْمَنِ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম ব্যক্তির মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি

٢٦٥٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ

عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ اِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَاَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَنِيْ اِيَّاهُ.

২৬৫৩। ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। এসময় মুশরিকদের এক গোয়েন্দা তাঁর কাছে আসলো। সে কিছু সময় তাঁর সাহাবাদের কাছে বসে থাকার পর চুপিসারে চলে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে খোঁজ করো এবং হত্যা করো। সালামা (রা) বলেন, আমি সবার আগে গিয়ে তাকে হত্যা করলাম এবং তার সাথের মাল-সামান ছিনিয়ে নিলাম। সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকেই দিলেন।

টীকা ঃ কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমতি লাভ করে শেষোক্ত প্রবেশ করলে তাকে 'আল-মুসতামান' (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম) বলে (অনু.)।

٢٦٥٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ وَهِشَامًا حَدَّثَاهُمْ قَالاَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ اَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حِقْوِ الْبَعِيْرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُوْ اِلَى جَمَلِهِ فَاَطْلَقَهُ ثُمَّ اَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ هِيَ اَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَامَ فَخَرَجْتُ اَعْدُوْ فَاَدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ وَ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى اَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَاَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالْاَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِيْ فَاَضْرِبُ رَأْسَهُ فَنَدَرَ فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا اَقُوْدُهَا فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ مُقْبِلاً فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ

فَقَالُوْا سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ فَقَالَ لَهُ سَلَبُهُ اَجْمَعُ قَالَ هَارُوْنُ هٰذَا لَفْظُ هَاشِمٍ.

২৬৫৪। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা সালামা (রা) আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা দুপুরের আহার করছিলাম। আমাদের অধিকাংশ লোক ছিল পদাতিক ও দুর্বল। ইতোমধ্যে একটি লোক লাল বর্ণের একটি উটে আরোহণ করে আমাদের কাছে আসলো। সে উটের কোমর থেকে রশি খুলে নিয়ে তার উটটিকে বাঁধলো। অতঃপর এসে লোকদের সাথে আহার করতে বসে গেলো। যখন সে তাদের মধ্যে দুর্বল লোক এবং সওয়ারীর স্বল্পতা লক্ষ্য করলো, দৌড়ে তার উটের কাছে গেলো। সে তার উটের রশি খুললো এবং এটাকে বসিয়ে তার পিঠে চড়লো। অতঃপর তার উট হাঁকিয়ে চলে গেলো। আসলাম গোত্রের একটি লোক ছাই রঙের একটি উষ্ট্রী নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলো। এটাই ছিল দলের সেরা জন্তুযান। রাবী বলেন, আমি দৌড়ে তার পিছনে পিছনে ছুটলাম। আমি যখন তার কাছে পৌঁছলাম, উষ্ট্রীর মাথা ঐ লোকটির উটের পাছার কাছে ছিল। আমিও সামনে অগ্রসর হয়ে তার উটের পিছু ধরে ফেললাম। আমি আরো অগ্রসর হয়ে তার উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং উটটিকে বসিয়ে দিলাম। উটটি যখন হাঁটু গেড়ে বসলো, আমি খাপ থেকে তরবারি বের করে লোকটির মাথায় আঘাত হানলাম। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি তার বাহন ও মালপত্র নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝখান দিয়ে আমার সামনে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ লোকটিকে কে হত্যা করেছে? লোকেরা বললো, সালামা ইবনুল আকওয়া। তিনি বলে দিলেন ঃ নিহতের সমস্ত মাল-সামান তার প্রাপ্য।

بَابٌ فِيْ أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءَ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার উত্তম সময়

٢٦٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ اَنَّ النُّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلُ النَّصْرُ.

২৬৫৫। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা)

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে তা বিলম্বিত করতেন যাবত না সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তো, বাতাসের প্রবাহ শুরু হতো এবং সাহায্য অবতীর্ণ হতো।

بَابُ فِيْ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলার সময় নীরব থাকার নির্দেশ

٢٦٥٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ.

২৬৫৬। কায়েস ইবনে আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যুদ্ধ চলাকালে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

٢٦٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَطَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

২৬৫৭। আবু বুরদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি নবী (সা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ যুদ্ধের সময় বাহন থেকে নীচে নামা

٢٦٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوْا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ.

২৬৫৮। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের মুখোমুখি হলেন এবং মুসলমানরা পলায়নপর হলো, তখন তিনি তাঁর খচ্চর থেকে অবতরণ করে পায়ে হাঁটতে লাগলেন (কোন বিশেষ কারণে)।

টীকা ঃ হুনাইনের যুদ্ধ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। মক্কার তিন মাইল দূরে হুনাইন নামক উপত্যকায় মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারী হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (অনু.)।

بَابٌ فِي الْخُيَلاَءِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন

٢٦٥٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ فَاَمَّا الَّتِيْ يُحِبُّهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ وَاَمَّا الَّتِيْ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِيْ غَيْرِ رِيْبَةٍ. وَاِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللّٰهُ فَاَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِيْ يُحِبُّ اللّٰهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَاَمَّا الَّتِيْ يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ قَالَ مُوسٰى وَالْفَخْرِ.

২৬৫৯। জাবের ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ এক ধরনের আত্মসম্মানবোধকে আল্লাহ পছন্দ করেন, আর এক ধরনের আত্মসম্মানবোধকে তিনি ঘৃণা করেন। মহান আল্লাহ যেটা পছন্দ করেন তা হলো, সন্দেহজনক বিষয় পরিহারের বেলায় আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শন। সন্দেহজনক বিষয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। তদ্রূপ এক ধরনের অহংকার প্রদর্শনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন, আর এক ধরনের অহংকারকে পছন্দ করেন। আল্লাহ যে ধরনের অহংকার প্রদর্শনকে পছন্দ করেন তা হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় অহংকার প্রদর্শন করা (তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য) এবং দান-খয়রাত করার ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করা। মহান আল্লাহ যে ধরনের অহংকার প্রদর্শনকে ঘৃণা করেন তা হলো, যুলুম-অত্যাচার ও বিদ্রোহমূলক কাজে অহংকার প্রদর্শন করা। অধস্তন রাবী মূসা তার বর্ণনায় খুয়ালা শব্দের পর ফাখর (অহংকার) শব্দেরও উল্লেখ করেছেন।

টীকা ঃ দান-খয়রাতের বেলায় অহংকার প্রদর্শন করার অর্থ– প্রদর্শনেচ্ছার মনোভাব পরিত্যাগ করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দান-খয়রাত করা (অনু.)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْسِرُ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ কয়েদী হিসাবে বন্দী হওয়া

٢٦٦٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ

سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِيْ زُهْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَنَفَرُوْا لَهُمْ هُذَيْلٌ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَلَمَّا اَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَجَأُوْا اِلٰى قَرْدَدٍ فَقَالُوْا لَهُمْ اَنْزِلُوْا فَاَعْطُوْا بِاَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ اَحَدًا فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَنْزِلُ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ فَرَمُوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِيْ سَبْعَةِ نَفَرٍ وَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لاَ اَصْحَبُكُمْ اِنَّ لِيْ بِهٰؤُلاَءِ لَاُسْوَةً فَجَرُّوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ لِيَقْتُلُوْهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِيْ اَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنْ تَحْسَبُوْا مَا بِيْ جَزَعًا لَزِدْتُ.

২৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেম ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে দশজন লোককে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। হুযাইল গোত্রের প্রায় এক শত তীরন্দাজ তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লো। আসেম (রা) তাদের এই প্রস্তুতি টের পেয়ে নিজ সঙ্গীদের নিয়ে একটি টিলায় আত্মগোপন করলেন। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাদেরকে বললো, তোমরা নেমে এসে আত্মসমর্পণ করো। আমরা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। আসেম (রা) বললেন, কাফেরদের প্রদত্ত নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতিতে আমি কখনও টিলা থেকে অবতরণ করবো না। তারা তীর নিক্ষেপ করে আসেম (রা)-সহ সাতজনকে শহীদ করলো। অবশিষ্ট তিনজন কাফেরদের প্রদত্ত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে টিলা থেকে নেমে আসলেন। এ তিনজন হলেন খুবাইব (রা), যায়েদ ইবনুদ দাছেনা (রা) ও অপর এক ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইবনে তারিক রা.)। কাফেররা তাদেরকে কাবু করে ধনুকের রশি খুলে তা দিয়ে তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তৃতীয় জন বললেন, এটা তো প্রথমেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সাথে যাবো না। আমি আমার (নিহত) সহকর্মীদের সাথে

মিলিত হওয়াই পছন্দ করি। কাফেররা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিতে চাইলে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। ফলে তারা তাকেও শহীদ করলো। খুবাইব (রা) বন্দী অবস্থায় থেকে গেলেন। কাফেররা তাকেও হত্যা করার জন্য একত্র হলো। খুবাইব (রা) নাভীর নীচের চুল পরিষ্কার করার জন্য একটা ক্ষুর চেয়ে নিলেন (এবং তা চেঁছে ফেললেন)। কাফেররা যখন তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, খুবাইব (রা) তাদেরকে বললেন, আমাকে দুই রাক'আত নামায পড়ার অবকাশ দাও। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা এ ধারণা করবে বলে আমি আশংকা না করতাম যে, আমি ভীত হয়ে পড়েছি, তবে আমি নামায আরো দীর্ঘায়িত করতাম।

٢٦٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ اَبِي سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

২৬৬১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমর ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে উসাইদ ইবনে জারিয়া আস-ছাকাফী এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সহযোগী ছিলেন। উল্লেখিত সনদে তিনি উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْكُمَنَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে থাকা

٢٦٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ اُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِيْنَ رَجُلاً عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ اِنْ رَاَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوْا مِنْ مَكَانِكُمْ هٰذَا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ وَاِنْ رَاَيْتُمُوْنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَاَوْطَاْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوْا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ. قَالَ فَاَنَا وَاللّٰهِ رَاَيْتُ النِّسَاءَ يُسْنِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ اَىْ قَوْمِ الْغَنِيْمَةِ ظَهَرَ اَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالُوْا وَاللّٰهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَاَتَوْهُمْ فَصُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ وَاَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ.

২৬৬২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)-র নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে (একটি গিরিপথের নিরাপত্তা বিধানের জন্য) নিযুক্ত করলেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ঃ যদি তোমরা দেখো, পাখি আমাদের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তবুও তোমাদের ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি দেখো, আমরা শত্রুদের পরাজিত ও পদদলিত করেছি, তবুও ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ মুশরিকদের পরাস্ত করলেন। আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম, শত্রুপক্ষের নারীরা পাহাড়ে উঠছে (পলায়ন করছে)। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)-র সঙ্গীরা বললো, হে লোকেরা! গনীমতের মাল সংগ্রহ করো। তোমাদের সঙ্গীরা বিজয়ী হয়েছে। এখনও কিসের অপেক্ষা করছো? একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কী বলেছেন তা কি তোমরা ভুলে গেছো? তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা এখন যাবো এবং গনীমত সংগ্রহ করবো। অতএব তারা সেখান থেকে চলে আসলো। ফলে তাদের মুখের উপর মারা হলো এবং তাদের পরাজয় হলো।

টীকা ঃ ৩য় হিজরী/৬২৫ খৃষ্টাব্দে কোরাইশ কাফেরদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (অনু.)।

بَابٌ فِى الصُّفُوْفِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হওয়া

٢٦٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ يَعْنِيْ اِذَا غَشَوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ.

২৬৬৩। হামযা ইবনে আবু উসাইদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমরা যখন বদর প্রান্তরে সারিবদ্ধ হচ্ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যখন শত্রুসৈন্য তোমাদের পাল্লার মধ্যে এসে যাবে তখন তোমরা তীর ছুড়বে এবং হাতে কিছু তীর রেখে দিবে (সব খরচ করবে না)।

بَابٌ فِيْ سَلِّ السُّيُوْفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ মুকাবিলার সময় উপস্থিত হলে তরবারি চালানো

٢٦٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ نَجِيْحٍ وَلَيْسَ بِالْمَلَطِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ اَبِيْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَلاَ تَسُلُّوا السُّيُوْفَ حَتّٰى يَغْشَوْكُمْ.

২৬৬৪। মালেক ইবনে হামযা ইবনে আবু উসাইদ আস-সাইদী (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন বললেন ঃ শত্রুরা তীরের পাল্লার মধ্যে এসে গেলে তোমাদের ধনুক থেকে তীর ছুড়বে এবং তোমাদের তরবারির নাগালে না আসা পর্যন্ত তরবারি চালনা করবে না (খাপ থেকে তরবারি বের করবে না)।

بَابٌ فِى الْمُبَارَزَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ মল্লযুদ্ধ

٢٦٦٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَقَدَّمَ يَعْنِيْ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَاَخُوْهُ فَنَادٰى مَنْ يُبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ اِنَّمَا اَرَدْنَا بَنِيْ عَمِّنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ فَاَقْبَلَ حَمْزَةُ اِلٰى عُتْبَةَ وَاَقْبَلْتُ اِلٰى شَيْبَةَ وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيْدِ ضَرْبَتَانِ فَاَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ.

২৬৬৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের দিন যুদ্ধ করার জন্য 'উতবা ইবনে রবী'আ সামনে অগ্রসর হলো। তার পুত্র এবং তার ভাই তাকে অনুসরণ করলো। 'উতবা ডেকে বললো, কে আছো আমার মোকাবিলা করার মত? কয়েকজন আনসার যুবক (কাতারের মধ্য থেকে) তার প্রতিউত্তর করলো। 'উতবা বললো, তোমরা কে? তারা তাকে উত্তরদানে অবহিত করলো। সে বললো, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার

আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা আমাদের চাচতো ভাইদের চাই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উঠো হে আলী, উঠো হে হামযা, উঠো হে 'উবায়দা ইবনুল হারিস। হামযা (রা) 'উতবার দিকে এবং আমি (আলী) শায়বার দিকে অগ্রসর হয়ে উভয়কে হত্যা করলাম। উবায়দা (রা) ও ওলীদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলো। উভয়ে উভয়কে আহত করলো। অতঃপর আমরা ওলীদের দিকে ধাবিত হয়ে তাকে হত্যা করলাম এবং আহত উবায়দাকে তুলে নিয়ে আসলাম।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمُثْلَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ

٢٦٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُنَىِّ بْنِ نُوَيْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ.

২৬৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মানবজাতির মধ্যে ঈমানদার সম্প্রদায়ই অধিক সহনশীল (হত্যার ব্যাপারেও তারা সীমালঙ্ঘন করে না)।

٢٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ اَنَّ عِمْرَانَ اَبَقَ لَهُ غُلاَمٌ فَجَعَلَ لِلّٰهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَاَرْسَلَنِيْ لِاَسْأَلَ لَهُ فَاَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَاَتَيْتُ عِمْرَانَ ابْنَ حُصَيْنٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ.

২৬৬৭। আল-হায়্যাজ ইবনে ইমরান (ইবনে ফাসীল রা.) থেকে বর্ণিত। ইমরান (রা)-র একটি গোলাম পলায়ন করলো। তিনি আল্লাহর নামে মানত করলেন, তিনি যদি তাকে কাবু করতে পারেন তবে তার হাত কেটে ফেলবেন। তিনি আমাকে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করতে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-র কাছে পাঠালেন। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত

করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর আমি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-র কাছে এসে তাকেও একই কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মানুষের নাক-কান কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন।

بَابٌ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী হত্যা নিষেধ

٢٦٦٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

২৬৬৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে এক স্ত্রীলোককে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধে) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

٢٦٦٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّ رَبَاحِ بْنِ رَبِيْعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلٰى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ انْظُرْ عَلٰى مَا اجْتَمَعَ هٰؤُلاَءِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيْلٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ قُلْ لِخَالِدٍ لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ عَسِيْفًا.

২৬৬৯। রাবাহ ইবনে রবী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে একটা জিনিসের কাছে ভিড় জমাতে দেখলেন। এক লোককে পাঠিয়ে তিনি বললেন ঃ দেখে আসো, ঐ লোকগুলো কি জন্য ভীড় জমিয়েছে। লোকটি এসে বললো, তারা একটি নিহত মহিলার লাশের কাছে জমায়েত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সে তো যুদ্ধ করতো না। একে কেন হত্যা করা হলো! বর্ণনাকারী বলেন, খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে

ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোক পাঠিয়ে বললেন ঃ খালিদকে বলো, কোন নারী বা কোন শ্রমিককে হত্যা করবে না।

٢٦٧٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ.

২৬৭০। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন) মুশরিক বৃদ্ধদের হত্যা করো এবং তাদের অল্প বয়স্কদের অবশিষ্ট রাখো।

٢٦٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ اِلاَّ امْرَاَةٌ اِنَّهَا لَعِنْدِىْ تَحَدَّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوْقِ اِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا اَيْنَ فُلاَنَةُ قَالَتْ اَنَا قُلْتُ وَمَا شَأْنُك قَالَتْ حَدَثٌ اَحْدَثْتُهُ قَالَتْ فَانْطُلِقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا قَالَتْ فَمَا اَنْسَى عَجَبًا مِّنْهَا اَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَّبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ اَنَّهَا تُقْتَلُ.

২৬৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের অর্থাৎ বনী কুরাইযার কোন নারীকে হত্যা করা হয়নি। তবে একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করা হয়েছে। সে আমার কাছে বসে কথা বলছিল। তার অট্টহাসিতে তার পেট ও পিঠে ভাঁজ পড়ে যাচ্ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তার নাম ধরে ডেকে বললো, অমুক স্ত্রীলোকটি কোথায়? সে বললো, আমি। আমি (আয়েশা) বললাম, তোমার কি হয়েছে (তোমাকে কেন ডাকা হচ্ছে)? সে বললো, আমি যা ঘটিয়েছি সেজন্য (সে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করেছিল)। আয়েশা (রা) বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হলো। এসময় আমি যতটা অবাক হয়েছিলাম তা আজো ভুলতে পারিনি। তাকে অচিরেই হত্যা করা হবে একথা জেনেও সে পেট ও পিঠে ভাঁজ সৃষ্টি করে অট্টহাসি দিচ্ছিল।

٢٦٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ

الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَكَانَ عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ دِيْنَارٍ يَقُوْلُ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

২৬৭২। আস-সা'ব ইবনে জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, রাতের বেলা মুশরিকদের বাসস্থানে আক্রমণ করলে তাদের নারী ও শিশুরাও মারা পড়তে পারে (এর হুকুম কি)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমর ইবনে দীনার (র) বলতেন, তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যুহরী (র) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَّةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ শত্রুকে আগুনে পোড়ানো সংগত নয়

٢٦٧٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّرَهُ عَلٰى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا وَقَالَ اِنْ وَجَدْتُّمْ فُلاَنًا فَاَحْرِقُوْهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِيْ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُّمْ فُلاَنًا فَاقْتُلُوْهُ وَلاَ تُحْرِقُوْهُ فَاِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

২৬৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে হামযা আল-আসলামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কোন এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে আমীর নিযুক্ত করলেন। তিনি (হামযা রা.) বলেন, আমরা অভিযানে বের হয়ে পড়লাম। তিনি বলেন দিলেন ঃ তোমরা যদি অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে। আমি যখন পিঠ ফিরে চলে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে আবার ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে হত্যা করবে, আগুন দিয়ে জ্বালাবে না। কেননা আগুনের প্রভুই কেবল আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকারী, অন্য কেউ নয়।

٢٦٧٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ اَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি অমুক অমুক ব্যক্তিকে পাও... হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَاَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

২৬৭৫। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ রা.) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে কোথাও গেলেন। আমরা দু'টি বাচ্চাসহ একটি (চড়ুই জাতীয়) পাখি দেখতে পেলাম। আমরা তার বাচ্চা দুটোকে ধরে নিলাম। মা পাখিটা সাথে সাথে আসলো এবং পাখা ঝাঁপটিয়ে বাচ্চার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বললেন ঃ এর বাচ্চা নিয়ে এসে কে একে অস্থিরতায় ফেললো? বাচ্চাগুলো এদের মায়ের কাছে ফেরত দাও। তিনি আমাদের পুড়িয়ে দেয়া একটা পিঁপড়ার ঢিবি দেখতে পেয়ে বললেন ঃ কে এগুলি জ্বালিয়ে দিলো? আমরা বললাম, আমরা। তিনি বললেন ঃ আগুনের প্রভু ছাড়া আগুন দিয়ে কোন কিছুকে শাস্তি দেয়ার কারো অধিকার নেই।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُكْرِيْ دَابَّةً عَلَى النِّصْفِ اَوِ السَّهْمِ

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ যে ব্যক্তি তার পশু গনীমতের অর্ধেক অথবা অংশবিশেষ দেয়ার চুক্তিতে ভাড়া দেয়

٢٦٧٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ زُرْعَةَ يَحْيَي بْنُ اَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ نَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَخَرَجْتُ اِلٰى اَهْلِيْ فَاَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ اَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقْتُ فِى الْمَدِيْنَةِ اُنَادِيْ اَلاَ مَنْ يَّحْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ فَنَادٰى شَيْخٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ لَنَا سَهْمُهُ عَلٰى اَنْ نَحْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتّٰى اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَاَصَابَنِيْ قَلاَئِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلٰى حَقِيْبَةٍ مِّنْ حَقَائِبِ اِبِلِهِ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ فَقَالَ مَا اَرٰى قَلاَئِصَكَ اِلاَّ كِرَامًا قَالَ اِنَّمَا هِيَ غَنِيْمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ قَلاَئِصَكَ يَا ابْنَ اَخِيْ فَغَيْرَ سَهْمِكَ اَرَدْنَا.

২৬৭৬। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধে যোগদানের জন্য ঘোষণা দিলেন। ইত্যবসরে আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে ফিরে আসলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রথম দল রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি মদীনার অলিগলিতে ডেকে ডেকে বললাম, এমন কে আছে, একজন লোককে সওয়ারী দিতে পারে, তার জন্য তার (গনীমতের) অংশ রয়েছে। আনসার সম্প্রদায়ের এক প্রবীণ লোক ডেকে বললেন, তার অংশ আমি নিতে চাই। সে আমাদের বাহনের পিছনে সওয়ার হবে এবং আহারাদি আমাদের সাথেই করবে। আমি (রাবী) বললাম, হাঁ, ঠিক আছে। প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, তাহলে আসো এবং মহান আল্লাহ্র আশু বরকতের উপর ভরসা করে রওয়ানা করো। রাবী বলেন, আমি আমার উত্তম সহযোগীর সাথে রওয়ানা হলাম। (এ

যুদ্ধে) আল্লাহ আমাদের গনীমতের মাল দান করলেন। আমার ভাগে কিছু উট পড়লো। আমি এগুলো দ্রুত হাঁকিয়ে আমার সেই উত্তম বন্ধুর কাছে নিয়ে আসলাম। প্রবীণ ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তার উটের পালানের উপর বসলেন, অতঃপর বললেন, এগুলোকে আমার দিকে পিঠ করে হাঁকাও। তিনি পুনরায় বললেন, এগুলো আমার দিকে মুখ করে হাঁকাও। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার উটগুলোকে আমার কাছে খুবই উত্তম মনে হয়। তিনি (রাবী) বললেন, আমি আপনার সাথে যে চুক্তি করেছিলাম এগুলো তো আপনার সেই মাল। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার অংশ (উটগুলো) তুমি নিয়ে যাও। তোমার গনীমতের ভাগ নেয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

بَابٌ فِى الْأَسِيْرِ يُوْثَقُ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ বন্দীদেরকে শক্ত করে বাঁধা

٢٦٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَجِبَ رَبُّنَا تَعَالٰى مِنْ قَوْمٍ يُقَادُوْنَ اِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ.

২৬৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকের অবস্থা দেখে বিস্মিত হবেন, যাদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।

টীকা ঃ কোন এক যুদ্ধে কিছু সংখ্যক কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে তারা শৃংখলিত অবস্থায় মুসলিম ভূখণ্ডে নীত হয়। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং এর বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করে (অনু.)।

٢٦٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِي الْحَجَّاجِ اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيْثٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ غَالِبٍ اللَّيْثِيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيْهِمْ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَشُنُّوا الْغَارَةَ عَلٰى بَنِى الْمُلَوَّحِ بِالْكَدِيْدِ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ لَقِيْنَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَاَخَذْنَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا اُرِيْدُ الْاِسْلَامَ وَاِنَّمَا خَرَجْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا اِنْ تَكُ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرُّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وِثَاقًا.

২৬৭৮। জুনদুব ইবনে মাকীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে গালিব আল-লাইছী (রা)-কে এক সামরিক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তিনি (নবী) তাদেরকে কাদীদের বনূ মালূহ গোত্রকে কয়েক দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। আমরা রওয়ানা হয়ে যখন কাদীদ এলাকায় পৌছলাম, সেখানে আল-হারিছ ইবনুল বারসাআ আল-লাইছীর সাক্ষাত পেলাম। আমরা তাকে গ্রেপ্তার করলাম। সে বললো, আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য বের হয়েছি। আমরা বললাম, যদি তুমি মুসলমান হও, তবে তোমাকে একদিন ও একরাত বেঁধে রাখাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি অন্য কিছু হও (মুসলমান না হও) তবে আমরা তোমাকে শক্ত করে বাঁধবো। অতঃপর আমরা তাকে শক্ত করে বাঁধলাম।

٢٦٧٩- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِيْ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ اِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَاِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَاَعَادَ مِثْلَ هٰذَا الْكَلاَمِ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَقَالَ ذَا ذِمٍّ.

২৬৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ এলাকায় একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা ছুমামা ইবনে উসাল নামক বনী হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসলো। সে ছিল ইয়ামামাবাসীদের নেতা। তাকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বাঁধা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে বললেন ঃ হে ছুমামা! তোমার কাছে কি আছে (আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা)? সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ রয়েছে (অথবা সম্পদ রয়েছে)। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন যার রক্তের (হত্যার) প্রতিশোধ নেয়া হবে। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে একজন সম্মানী লোককে অনুগ্রহ করলেন। আর যদি আপনি ধন-সম্পদ আশা করেন, তবে যত চান দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে চলে গেলেন। যখন পরবর্তী সকাল হলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে ছুমামা! তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে বলে আশা করো? সে পূর্বের মতই উত্তর দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরিত্যাগ করলেন। তৃতীয় দিনের সকাল হলে এদিনও সে একই উত্তর দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ছুমামাকে ছেড়ে দাও। সে মসজিদের নিকটেই খেজুর বাগানে গেলো, অতঃপর (এখানকার একটি কূপে) গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করলো। সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অধস্তন রাবী ঈসা বলেন, লাইছ (র) আমাদের অবহিত করেছেন যে, ছুমামা বললো, আপনি আমাকে হত্যা করলে এক অপরাধীকেই হত্যা করলেন।

٢٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُدِمَ بِالْاُسَارٰى حِيْنَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ اٰلِ عَفْرَاءَ فِىْ مُنَاخِهِمْ عَلٰى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَيْ عَفْرَاءَ. قَالَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُّضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ قَالَ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللّٰهِ اِنِّي لَعِنْدَهُمْ اِذْ اَتَيْتُ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ الْاُسَارٰى قَدْ اُتِيَ بِهِمْ فَرَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَاِذَا اَبُوْ يَزِيْدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِىْ نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوْعَةٌ يَدَاهُ اِلٰى عُنُقِهٖ بِحَبْلٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُمَا قَتَلَا اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ انْتَدَبَا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقُتِلَا يَوْمَ بَدْرٍ.

২৬৮০। ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে যুরারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইয়াহইয়া) বলেন, (বদরের যুদ্ধের) বন্দীদেরকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) 'আফরা পরিবারের কাছে 'আফরার পুত্র 'আওফ ও মুআব্বিজের পাশে উটশালায় ছিলেন। রাবী বলেন, এটা তাদের উপর পর্দার বিধান আরোপিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা। রাবী বলেন, সাওদা (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের কাছেই ছিলাম। আমি ফিরে এলে বলা হলো, এরা সব বন্দী। এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি আমার ঘরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার ঘরেই ছিলেন। আমাদের ঘরের এক কোণে আবু ইয়াযীদ সুহাইল ইবনে 'আমরকে দেখলাম। তার উভয় হাত তার ঘাড়ের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা। অতঃপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আওফ ইবনে আফরা ও মুআব্বিজ ইবনে আফরা (রা) বদরের যুদ্ধের দিন আবু জাহল ইবনে হিশামকে হত্যা করেন। তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারা আবু জাহলকে চিনতেন না। তারা দু'জনও বদর যুদ্ধে নিহত হন।

টীকা ঃ আবু জাহলের হত্যাকারীদ্বয় তাকে চিনতেন না। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাকে চিনিয়ে দিলে তারা উভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْأَسِيْرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ বন্দীকে মারধর করে এবং হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে তথ্য উদ্ধার করা

٢٦٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ اَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوْا اِلٰى بَدْرٍ فَاِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ فِيْهَا عَبْدٌ اَسْوَدُ لِبَنِى الْحَجَّاجِ فَاَخَذَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ اَيْنَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا لِىْ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِهِ عِلْمٌ وَلٰكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيْهِمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَاِذَا قَالَ لَهُمْ ذٰلِكَ ضَرَبُوْهُ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ دَعُوْنِىْ اُخْبِرْكُمْ فَاِذَا تَرَكُوْهُ قَالَ وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِاَبِىْ سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ وَلٰكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ فِيْهِمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَدْ اَقْبَلُوْا وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَسْمَعُ ذٰلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ

قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَتَضْرِبُوْنَهُ اِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُوْنَهُ اِذَا كَذَبَكُمْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ اَبَا سُفْيَانَ قَالَ اَنَسٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُخِذَ بِاَرْجُلِهِمْ فَسُحِبُوْا فَاُلْقُوْا فِىْ قَلِيْبِ بَدْرٍ.

২৬৮১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য ডাকলেন। তারা বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা হাজ্জাজ গোত্রের একটি কালো গোলামকে কোরাইশদের পানি বহনকারী উটের সাথে পেয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ তাকে ধরে নিয়ে আসলেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন, বলো, আবু সুফিয়ান কোথায়? সে বললো, আল্লাহর শপথ! তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, বরং কোরাইশের লোকেরা আসছে। এদের সাথে আবু জাহল, উতবা ও শায়বা ইবনে রাবী'আ এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ রয়েছে। সে যখন তাদেরকে একথা জানালো, তারা তাকে মারধর করতে লাগলেন। সে চিৎকার করে বললো, ছাড়ো! ছাড়ো! আমি বলছি! তারা তাকে ছেড়ে দিলে সে বললো, আল্লাহর শপথ! আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে এই কোরাইশ বাহিনী এসেছে। এদের সাথে আবু জাহল, রাবীআর দুই পুত্র উতবা ও শায়বা এবং খালাফের পুত্র উমাইয়া রয়েছে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে রত ছিলেন। তিনি এ কথাগুলো শুনলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! সে যখন তোমাদের সত্য কথা বলে, তোমরা তাকে মারো, আর যখন মিথ্যা বলে তখন ছেড়ে দাও। এই কোরাইশ বাহিনী তো আবু সুফিয়ানকে বাঁচানোর জন্য এসেছে (সে সিরিয়া থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসছিল)। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা আগামীকাল অমুকের চিৎপাত হওয়ার স্থান, (এই বলে) তিনি জমিনের উপর নির্দিষ্ট স্থানে হাত রাখলেন। এটা আগামীকাল অমুকের চিৎপাত হওয়ার স্থান, সাথে সাথে তিনি জমিনের নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর হাত রাখলেন। এই জায়গাটা আগামীকাল অমুকের কুপোকাত হওয়ার স্থান। এই বলে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর হাত রাখলেন। আনাস (রা)

বলেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাদের (উল্লেখিত ব্যক্তিদের) কেউই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত রাখার স্থান অতিক্রম করতে পারেনি (প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট স্থানে নিহত হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং সেই মোতাবেক তাদের লাশের ঠ্যাং ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বদরের একটি অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হলো।

بَابٌ فِي الْأَسِيْرِ يُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ- ১২৪ ঃ ইসলাম গ্রহণের জন্য বন্দীদের চাপ দেয়া সংগত নয়

٢٦٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي السِّجِسْتَانِيَّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَهٰذَا لَفْظُهُ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْاَةُ تَكُوْنُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلٰى نَفْسِهَا اِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ اَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا اُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيْرِ كَانَ فِيْهِمْ مِنْ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ فَقَالُوْا لَا نَدَعُ اَبْنَاءَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْمِقْلَاةُ الَّتِيْ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ.

২৬৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জাহিলী যুগে) যে নারীর বাচ্চা বেঁচে থাকতো না সে নিজে মানত করতো, যদি তার সন্তান বেঁচে থাকে তবে তাকে ইহূদী ধর্মে দীক্ষিত করা হবে। যখন ইহূদী বনী নাযীর গোত্রকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ হলো, তাদের মধ্যে আনসারদের কতিপয় সন্তান ছিল। আনসারগণ বললেন, আমরা আমাদের সন্তানদের ছেড়ে দিতে পারবো না (ইহূদীদের সাথে দিবো না)। তখন মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, "দীনের ব্যাপারে (গ্রহণে) কোন জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল পথকে ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়া হয়েছে" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬)। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, যেসব স্ত্রীলোকের সন্তান বাঁচে না তাদেরকে 'মিকলাত' বলা হয়।

بَابُ قَتْلِ الْأَسِيْرِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْاِسْلَامَ

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ ইসলাম গ্রহণের আহ্বান না জানিয়ে যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা

٢٦٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا

أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اٰمَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى النَّاسَ اِلاَّ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَاَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنَ اَبِى سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَاَمَّا ابْنُ اَبِي سَرْحٍ فَاِنَّهُ اخْتَبَاَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتّٰى اَوْقَفَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَأْبٰى عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَقُوْمُ اِلٰى هٰذَا حَيْثُ رَاٰنِىْ كَفَفْتُ يَدِيْ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوْا مَا نَدْرِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا فِيْ نَفْسِكَ اَلاَّ اَوْمَاْتَ اِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِنَبِىٍّ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَعْيُنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَكَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ اَخَا عُثْمَانَ لِاُمِّهِ وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدَّ اِذْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

২৬৮৩। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন মক্কা বিজয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসাধারণের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন (ক্ষমা ঘোষণা করলেন), চারজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক ব্যতীত। তিনি তাদের নামও বলে দিলেন। তন্মধ্যে ইবনে আবু সারহও ছিল। অতঃপর রাবী হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন। সা'দ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আত্মগোপন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জনসাধারণকে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণের জন্য ডাকলেন, উসমান (রা) তাকে নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড় করালেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আবদুল্লাহর বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি মাথা তুলে তার দিকে তাকালেন। তিনি তিনবার তাকালেন এবং প্রতিবারই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনবারের পর তিনি আবদুল্লাহর বায়'আত গ্রহণ করলেন, অতঃপর সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কি সঠিক নির্দেশ উপলব্ধি করার মত কোন বুদ্ধিমান লোক ছিলো না? সে তার সামনে দাঁড়াতো এবং যখন দেখতো আমি তার বায়'আত গ্রহণ না করার জন্য হাত গুটিয়ে নিচ্ছি তখন সে তাকে হত্যা করতো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মনের ইচ্ছা আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি। আপনি যদি

আমাদেরকে চোখের ইশারা করতেন! তিনি বললেন ঃ কোন নবীর পক্ষে চোখের খেয়ানতকারী হওয়া শোভা পায় না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ উসমান (রা)-র দুধভাই এবং ওলীদ ইবনে উকবা তার বৈপিত্রেয় ভাই ছিল। উসমান (রা)-র খেলাফতকালে ওলীদ শরাব পান করলে তিনি তাকে শাস্তি (হদ্দ) প্রদান করেন।

٢٦٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اَرْبَعَةٌ لاَ اُؤَمِّنُهُمْ فِيْ حِلٍّ وَّلاَ حَرَمٍ فَسَمَّاهُمْ. قَالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمَقِيْسٍ فَقُتِلَتْ اِحْدَاهُمَا وَاُفْلِتَتِ الْاُخْرٰى فَاَسْلَمَتْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ اَفْهَمْ اِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ الْعَلاَءِ كَمَا اُحِبُّ.

২৬৮৪। সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ চার ব্যক্তির জন্য হেরেম শরীফ বা তার বাইরে কোথাও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নাই। তিনি তাদের নামও বলে দিলেন। তিনি মাকীসের দুই গায়িকা ক্রীতদাসীর নামও উল্লেখ করলেন। এদের একটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো এবং অপরটি পলায়ন করলো। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইবনুল আলার কাছ থেকে এ হাদীসের সনদ উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারিনি।

٢٦٨٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ ابْنِ خَطَلٍ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ.

২৬৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। যখন তিনি শিরস্ত্রান খুললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল কা'বার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে খাতালের নাম আবদুল্লাহ এবং আবু বারযা আল-আসলামী (রা) তাকে হত্যা করেছিলেন।

টীকা ঃ ইবনে খাতাল প্রথমে মুসলমান হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠান। তার সাথে একটি মুসলমান গোলামও দেয়া হয়। এক জায়গায় সফরে বিরতি দিয়ে সে তাকে খাবার পাকানোর হুকুম দিয়ে ঘুমিয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠে সে দেখলো, গোলামটি খাবার তৈরি করেনি। ফলে সে তাকে হত্যা করে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। মক্কায় ফিরে গিয়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুৎসা করার জন্য দু'টি বাঁদী নিযুক্ত করে। মক্কা বিজয়ের দিন সে কা'বার গেলাফের মধ্যে আত্মগোপন করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাকে যমযম কূপের কাছে অথবা মাকামে ইবরাহীমের কাছে হত্যা করা হয় (অনু.)।

بَابُ فِيْ قَتْلِ الْأَسِيْرِ صَبْرًا

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ বন্দীদের হাত-পা বেঁধে হত্যা করা

٢٦٨٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ اَنْ يَّسْتَعْمِلَ مَسْرُوْقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ اَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِّنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوْقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ فِيْ اَنْفُسِنَا مَوْثُوْقَ الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَرَادَ قَتْلَ اَبِيْكَ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ النَّارُ فَقَدْ رَضِيْتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৬৮৬। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাহ্হাক ইবনে কায়েস (রা) মাসরূক (র)-কে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। উমারা ইবনে উকবা তাকে বললেন, আপনি কি এমন এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করবেন, যে উসমান (রা)-র হত্যাকারীদের মধ্যে বেঁচে থাকা একজন? মাসরূক (র) উমারাকে বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাদেরকে একটি হাদীস বলেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমার (উমারা) পিতাকে (উকবা) মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তোমার পিতা বললো, আমার বাচ্চাদের কি অবস্থা হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আগুন (বিদ্রূপ করে)। মাসরূক বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার (উমারা) জন্য যা পছন্দ করেছেন, আমিও তোমার জন্য তাই পছন্দ করি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে সিজদারত ছিলেন তখন উকবা ইবনে আবু মুঈত তাঁর মাথায় উটের পঁচা নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। এতে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর উপক্রম হয়েছিল (অনু.)।

بَابٌ فِىْ قَتْلِ الْأَسِيْرِ بِالنَّبْلِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কয়েদীকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করা নিষেধ

٢٦٨٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ تِعْلٰى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأُتِيَ بِاَرْبَعَةِ اَعْلاَجٍ مِّنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوْا صَبْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذٰلِكَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاَعْتَقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ.

২৬৮৭। উবায়েদ ইবনে তি'লা (তাগলা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমানের সাথে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। শত্রু পক্ষের চারটি হৃষ্টপুষ্ট লোককে ধরে আনা হলো। তিনি তাদের বিরুদ্ধে রায় দিলেন এবং সেই মোতাবেক তাদেরকে হাত-পা বেঁধে হত্যা করা হলো। আবু দাঊদ (র) বলেন, সাঈদ ব্যতীত অন্য সব রাবী ইবনে ওয়াহ্‌ব থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ "হাত-পা বেঁধে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে"। এ খবর আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা)-র কাছে পৌছলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হা-পা বাঁধা অবস্থায় কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করতে শুনেছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! একটি মুরগীকেও আমি এভাবে বেঁধে হত্যা করতে রাজী নই। একথা আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওলীদ (র)-র কানে পৌছলে তিনি চারটি গোলাম আযাদ করেন।

بَابٌ فِى الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيْرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ মুক্তিপণ গ্রহণ না করে বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন

٢٦٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَي بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ثَمَانِيْنَ رِجَالاً مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيْمِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

لِيَقْتُلُوْهُمْ فَأَخَذَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْمًا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ... اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৬৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কার মুশরিকদের আশি ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য (হুদায়বিয়ার সময়) ফজরের নামাযের ওয়াক্তে আত-তানঈ'ম পর্বত থেকে তাদের উপর চড়াও হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় ধরে ফেললেন এবং তারা আনুগত্য প্রকাশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মহামহিম আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের হস্ত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হস্ত তাদের থেকে বিরত রেখেছিলেন..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٢٦٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ ابْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ.

২৬৮৯। যুবায়ের ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বললেন ঃ মুতইম ইবনে আদী জীবিত থাকলে এবং সে এসব নাপাক ও নীচ বন্দীদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করলে আমি তার অনুরোধ রক্ষা করে এদেরকে ছেড়ে দিতাম।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ থেকে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে মক্কায় ফিরে আসলে মুতইম ইবনে আদী তাকে আশ্রয় দান করে এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে জীবিত থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীমুক্তির মাধ্যমে তার সেই ঋণ পরিশোধ করতেন (অনু.)।

بَابٌ فِىْ فِدَاءِ الْأَسِيْرِ بِالْمَالِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ মালের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়া

٢٦٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُوْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ

لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ. مِّنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُمُ الْغَنَائِمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنْ اِسْمِ اَبِىْ نُوْحٍ فَقَالَ اَيْشٍ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ اِسْمُهُ اِسْمٌ شَنِيْعٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُهُ قُرَادٌ وَالصَّحِيْحُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ.

২৬৯০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "কোন নবীর জন্য শোভা পায় না যে, তার কাছে যুদ্ধবন্দী থাকবে, যতক্ষণ সে পৃথিবীর বুক থেকে শত্রু-বাহিনীকে আচ্ছা করে নির্মূল না করবে... তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৬৭-৬৮) পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাদের (মুসলমানদের) জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দিয়েছেন।

٢٦٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْعَنْبَسِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِدَاءَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعَ مِائَةٍ.

২৬৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের মুশরিক যুদ্ধ-বন্দীদের জন্য চারশো (দিরহাম) মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন।

٢٦٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ اَهْلُ مَكَّةَ فِىْ فِدَاءِ اُسَرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِىْ فِدَاءِ اَبِى الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيْهِ بِقِلاَدَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيْجَةَ اَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلٰى اَبِى الْعَاصِ قَالَتْ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً وَقَالَ اِنْ رَاَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوْا لَهَا اَسِيْرَهَا وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِىْ لَهَا. قَالُوْا نَعَمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ عَلَيْهِ اَوْ وَعَدَهُ اَنْ يُّخَلِّىَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ

اِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِبَطْنِ يَاْجِجَ حَتّٰى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتّٰى تَاْتِيَا بِهَا.

২৬৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মক্কাবাসীরা তাদের বন্দীদের মুক্তিপণের অর্থ প্রেরণ করলো, রাসূল-কন্যা যয়নব (রা. তার স্বামী) আবুল আসের মুক্তিপণ প্রেরণ করলেন এবং মুক্তিপণের সাথে তার গলার হারটিও পাঠালেন। তার মাতা খাদীজা (রা) আবুল আসের সাথে বিবাহ উপলক্ষে হারটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হারটি দেখতে পেলেন তখন তার (যয়নব অথবা খাদীজা) কথা মনে পড়লো। তিনি ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি সাহাবাদের বললেন ঃ যদি তোমরা সমীচীন মনে করো তবে যয়নবের বন্দীকে ছেড়ে দিও এবং তার প্রেরিত মুক্তিপণও তাকে ফেরত দিও। সাহাবারা বললেন, হাঁ, ঠিক আছে। আবুল আসের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে যয়নবকে তাঁর কাছে আসার পথ পরিষ্কার করে দিবে। তাকে নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) ও একজন আনসারীকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন ঃ তোমরা ইয়াজিজ উপত্যকায় অবস্থান করবে। যয়নব সেখানে এসে তোমাদের সাথে মিলিত হলে তোমরা তাকে সঙ্গে করে (মদীনায়) চলে আসবে।

টীকা ঃ আবুল আস (রা) পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় যয়নব (রা)-কে তার হাতে তুলে দেন। তিনি আবু বাক্‌র (রা)-র যুগে কোন এক যুদ্ধে শহীদ হন। ইয়াজিজ মক্কার নিকটস্থ একটি উপত্যকার নাম (অনুবাদক)।

٢٦٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ يَعْنِيْ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَّرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَيَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِمَّا السَّبْيَ وَاِمَّا الْمَالَ. فَقَالُوْا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ جَاؤُوْا تَائِبِيْنَ وَاِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ

اَنْ يُّطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهٖ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَائُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ وَكَلَّمَهُمْ عُرَفَائُهُمْ فَاَخْبَرُوْا اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا.

২৬৯৩। মারওয়ান ও আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযিন গোত্রের লোক যখন মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। তারা তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ আমার সাথে এদেরকে দেখছো। সত্য কথাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। অতএব তোমরা বিবেচনা করো, তোমরা কি তোমাদের বন্দীদের ফেরত নিতে চাও, না ধন-সম্পদ ফেরত নিতে চাও। তারা বললো, আমরা বন্দীদের ছাড়িয়ে নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর গুণগান করার পর (সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে (অনুতপ্ত হয়ে) তোমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের বন্দীদেরকে ফেরত দেয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তা করতে চায়, সে যেন তা করে (বন্দীকে মুক্তি দেয়)। আর যে ব্যক্তি মুক্তিপণ চায়, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গনীমত পাওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে দিবো, সেও যেন বন্দীদের ছেড়ে দেয়। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সন্তুষ্ট মনে (মুক্তিপণ ছাড়াই) তাদেরকে মুক্ত করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কে মুক্তিপণ ছাড়া আর কে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে ইচ্ছুক তা আমি স্বতন্ত্রভাবে জানতে পারলাম না। অতএব তোমরা চলে যাও এবং বিষয়টি তোমাদের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আমার কাছে পেশ করো। লোকেরা চলে গেলো এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলো। নেতৃবৃন্দ এসে তাঁকে জানালেন, সকলেই বন্দীদেরকে (বিনিময় ছাড়াই) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুক্তি দেয়ার সম্মতি দিয়েছে।

٢٦٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوْا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَاَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ اَمْسَكَ بِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَاِنَّ لَهُ بِهٖ عَلَيْنَا سِتَّ

فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْنَا ثُمَّ دَنَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هٰذَا وَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ إِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِّنْ شَعْرٍ فَقَالَ أَخَذْتُ هٰذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةً لِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا بَلَغَتْ مَا أَرٰى فَلاَ أَرَبَ لِي فِيهَا وَنَبَذَهَا.

২৬৯৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি (পিতা) তার দাদা থেকে উপরোল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাদের নারী ও শিশুদের তাদের নিকট ফেরত দাও। যে ব্যক্তি নিজ অংশ বিনিময় ব্যতীত ফেরত দিতে রাজী নয়, আমরা তাকে ছয়টি উট বিনিময় হিসাবে দিবো। যখনই গনীমতের মাল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের হস্তগত হবে তখনই তা থেকে এটা পরিশোধ করা হবে (অতএব সে যেন বন্দীদের ছেড়ে দেয়)। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের কাছে আসলেন। তিনি তার কুঁজ থেকে কিছু পশম নিয়ে বললেন ঃ হে লোকসকল! এই 'ফাই'-এ আমার কোন অংশ নাই, এমনকি এই পশমটুকু পরিমাণও নয়, সাথে সাথে পশমসহ আঙ্গুল উঁচু করে দেখালেন, শুধুমাত্র এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত। আবার তাও তোমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করা হয়। অতএব তোমরা সুঁই-সূতাটা পর্যন্ত জমা করো। এক ব্যক্তি এক টুকরা পশমী সূতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এই সূতাটুকু গদির কম্বলের ছেঁড়া অংশ মেরামত করতে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (তাতে) আমার এবং আবদুল মোত্তালিব গোত্রের অংশ আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম (কিন্তু মুজাহিদদের অংশ তুমি ক্ষমা করিয়ে নাও)। লোকটি বললো, আমি যখন দেখছি এটুকুও গুনাহের কারণ হচ্ছে তাই আমার এটা দরকার নাই। এই বলে সে সূতাটুকু ছুড়ে ফেলে দিলো।

بَابٌ فِي الْإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُوْرِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ যুদ্ধজয়ের পর শত্রু এলাকায় ইমামের অবস্থান

٢٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَلَبَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثًا قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى اِذَا غَلَبَ قَوْمًا اَحَبَّ اَنْ يُّقِيْمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ يَطْعَنُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيْمِ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ لِاَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ وَلَمْ يُخْرِجْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ بِاٰخِرِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُقَالُ اِنَّ وَكِيْعًا حَمَلَ عَنْهُ فِىْ تَغَيُّرِهِ.

২৬৯৫। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জাতির বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রে তিন দিন অবস্থান করতেন। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আছে, যখন তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে বিজয়ী হতেন, তাদের এলাকায় তিন দিন অবস্থান করা তিনি উত্তম মনে করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র) এই হাদীসটির ত্রুটি নির্দেশ করতেন। কেননা হাদীসটি সাঈদ ইবনে আবু আরূবার প্রথম দিককার হাদীস নয়। কেননা ৪৫ (হিজরী) সনে তার স্মরণশক্তির মধ্যে পরিবর্তন (দুর্বলতা) এসে যায়। আর এ হাদীসটি তার শেষ বয়সেই বর্ণিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদ (র) বলেন, তার স্মরণশক্তির এই পরিবর্তনের যুগেই ওয়াকী' (র) তার কাছ থেকে হাদীস লাভ করেন।

بَابٌ فِى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْىِ

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ যুদ্ধ-বন্দীদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করা

٢٦٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَيْمُوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلاَثٍ وَّثَمَانِيْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ.

২৬৯৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাঁদী ও তার সন্তানকে পৃথক করেছিলেন (দু'জনকে দুই ক্রেতার কাছে বিক্রি করেছিলেন)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাকে এভাবে বিক্রয় করতে নিষেধ করলেন এবং এই বিক্রয় বাতিল করে দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, (রাবী) মায়মূন (র) আলী (রা)-র সাক্ষাত পাননি। মায়মূন (র) আল-জামাজিমের যুদ্ধে ৮৩ হিজরীতে নিহত হন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাররার ঘটনা ৬৩ হিজরী সনে ঘটেছিল এবং ইবনুয যুবাইর (রা) ৭৬ হিজরীতে শহীদ হন।

টীকা ঃ আবু দাউদের ভাষ্যগ্রন্থ 'বাযলুল মাজহূদে' ৪৫-এর ব্যাখ্যায় ১৪৫ উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কি ১৪৫ বছর বয়স না ১৪৫ হিজরী সন তা উল্লেখ করা হয়নি।

'আল-জামাজিম' ঃ তাবারিস্তান ও খোরাসানের মধ্যবর্তী জুরজান অঞ্চলে অবস্থিত ডাক যোগাযোগের একটি স্থান (সিক্কা)। মাওয়ান বংশীয়দের শাসনামলে জামাজিম যুদ্ধ সংঘটিত হয় (সম্পাদক)।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرِكِيْنَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের (অভিভাবক থেকে) পৃথক করা

٢٦٩٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ثُمَّ نَظَرْتُ اِلٰى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيْهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوْا فَجِئْتُ بِهِمْ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فِيْهِمُ امْرَأَةٌ مِّنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قَشْعٌ مِّنْ اَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ اَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ بِنْتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْجَبَتْنِيْ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ لِيْ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ فَبَعَثَ بِهَا اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ وَفِيْ اَيْدِيْهِمْ اَسْرٰى فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ.

২৬৯৭। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, আমরা আবু বাক্‌র (রা)-র সাথে (এক অভিযানে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আমাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। আমরা ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে হামলা করে তাদেরকে তছনছ করে দিলাম। অতঃপর আমি কিছু

লোক দেখতে পেলাম। তাদের সাথে শিশু ও স্ত্রীলোকও ছিল। আমি একটি তীর নিক্ষেপ করলাম। তা গিয়ে তাদের এবং পাহাড়ের মাঝখানে পড়লো। তারা দাঁড়িয়ে গেলো। আমি তাদেরকে ধরে আবু বাক্‌রের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের মধ্যে ফাযারা গোত্রের এক মহিলা ছিল। সে শুকনা চামড়া পরিহিত অবস্থায় ছিল। তার কন্যাও তার সাথে ছিল। সে (কন্যাটি) ছিল আরবের অন্যতম সুন্দরী। তার কন্যাকে আবু বাক্‌র (রা) আমাকে (গনীমত হিসাবে) দান করলেন। আমি মদীনায় ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে বললেন ঃ হে সালামা! মেয়েটি আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দান করো। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! সে (তার সৌন্দর্য) আমাকে হতবাক করেছে। আমি তার কাপড় খুলি নাই (তার সাথে সহবাস করি নাই)। তিনি (রাসূল) নিশ্চুপ থাকলেন। পরবর্তী দিনের সকাল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে সালামা! তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে কন্যাটি আমাকে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে অনাবৃত করি নাই। সে আপনার জন্যই। তাকে (মেয়েটিকে) তিনি মক্কাবাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের (মক্কাবাসীদের) হাতে কিছু (মুসলমান) বন্দী ছিল। (তাদের মুক্ত করার জন্য) তিনি এই মেয়েটিকে (মক্কাবাসীদের কাছে) বিনিময় হিসাবে ফেরত দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করলেন।

بَابٌ فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِي الْغَنِيمَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ কোন মুসলমানের সম্পদ শত্রুবাহিনীর হস্তগত হওয়ার পর পুনরায় মালিক তা গনীমতরূপে হস্তগত করে

٢٦٩٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عُمَرَ اَبَقَ اِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسِمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ.

২৬৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমারের একটি ক্রীতদাস পলায়ন করে শত্রুবাহিনীতে চলে গেলো। মুসলিম সেনানীরা যুদ্ধে জয়যুক্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইবনে উমারের কাছে ফেরত দিলেন, গনীমত হিসাবে বণ্টন করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি ব্যতীত অন্য রাবীগণ বলেছেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) গোলামটি তাকে ফিরিয়ে দেন।

٢٦٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَاَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৬৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার একটি ঘোড়া ছুটে গেলে তা শত্রুবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের যুগে তা পুনরায় তাকে ফেরত দেয়া হয়। (অপর এক বর্ণনায় আছে) ইবনে উমারের একটি গোলাম পলায়ন করে রূম এলাকায় চলে যায়। মুসলমানরা রূমীয়দের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) গোলামটি পুনরায় তাকে ফেরত দেন।

بَابٌ فِيْ عَبِيْدِ الْمُشْرِكِيْنَ يَلْحَقُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيُسْلِمُوْنَ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ মুশরিকদের গোলাম পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করলে

٢٧٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ خَرَجَ عُبْدَانٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ مَوَالِيْهِمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا خَرَجُوْا اِلَيْكَ رَغْبَةً فِيْ دِيْنِكَ وَاِنَّمَا خَرَجُوْا هَرَبًا مِّنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رُدَّهُمْ اِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا اُرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى يَبْعَثَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَّضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلٰى هٰذَا وَاَبٰى اَنْ يَّرُدَّهُمْ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৭০০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন সন্ধি স্থাপনের পূর্বে মুশরিকদের কয়েকটি ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পালিয়ে আসে। তাদের মনিবরা তাঁকে লিখে পাঠালো এবং বললো, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর শপথ! এরা তোমার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার কাছে আসে নাই। তারা তাদের গোলামী থেকে (মুক্তিলাভের জন্য) পালিয়ে এসেছে। কতিপয় লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মনিবরা সত্যই বলেছে, এদেরকে তাদের কাছে ফেরত পাঠান। একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ হে কোরাইশগণ! আমি দেখছি তোমরা অন্যায় থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোক না পাঠাবেন যারা তোমাদের এই অপরাধের জন্য তোমাদের ঘাড় মটকাবে। তিনি তাদেরকে ফেরত দিতে অসম্মতি জানালেন এবং বললেন ঃ এরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে মুক্ত ও স্বাধীন।

بَابٌ فِىْ اِبَاحَةِ الطَّعَامِ بِاَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ শত্রু এলাকার খাদ্যদ্রব্য আহার করা বৈধ

٢٧٠١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ جَيْشًا غَنِمُوْا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ.

২৭০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদল সৈনিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গনীমত হিসাবে কিছু খাদ্যশস্য ও মধু লাভ করলো। কিন্তু তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ কেটে নেয়া হয়নি।

٢٧٠٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَالْقَعْنَبِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّىَ جِرَابٌ مِّنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لاَ اُعْطِى مِنْ هٰذَا اَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ اِلَىَّ.

২৭০২। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন চর্বিভর্তি একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। আমি এসে তা তুলে নিলাম। অতঃপর আমি বললাম, এই চর্বি থেকে আজ অন্য কাউকে একটুও দিবো না। রাবী

বলেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ النُّهْبٰى اِذَا كَانَ فِى الطَّعَامِ قِلَّةٌ فِىْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনীর রসদপত্রের ঘাটতি দেখা দিলেও গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার পূর্বে তা ব্যবহার করা নিষেধ

٢٧٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ لَبِيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ فَاَصَابَ النَّاسَ غَنِيْمَةٌ فَانْتَهَبُوْهَا فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النُّهْبٰى فَرَدُّوْا مَا اَخَذُوْا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.

২৭০৩। আবু লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কাবুল নামক এলাকায় এক যুদ্ধে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-র সাথে ছিলাম। গনীমত সংগ্রহের সুযোগ আসলে লোকেরা তা লুণ্ঠন করলো। আবদুর রহমান (রা) দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "গনীমত বণ্টনের পূর্বে তা থেকে কিছু নিতে নিষেধ করতে শুনেছি।" অতএব লোকেরা যা নিয়েছিল তা ফেরত দিলো। তিনি সেগুলোকে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

টীকা ঃ কাবুল- তাখারিস্তানের সীমান্তবর্তী একটি শহর, যা উমায়্যা রাজত্বকালে বিজিত হয়। এটা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল নয় (সম্পাদক)।

٢٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ مُجَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُوْنَ يَعْنِى الطَّعَامَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِىْءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

২৭০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সাহাবাদের) জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খাদ্যদ্রব্য থেকেও এক-পঞ্চমাংশ বের করতেন? তিনি (কোন এক সাহাবী) বললেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমরা খাদ্যদ্রব্য পেলাম। লোকেরা আসতো এবং প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতো।

٢٧٠٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَاَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَجَهْدٌ وَاَصَابُوْا غَنَمًا فَانْتَهَبُوْهَا فَاِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِىْ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ عَلٰى قَوْسِهِ فَاَكْفَاَ قُدُوْرَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِاَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ اَوْ اِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِاَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ.

২৭০৫। আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি একজন আনসারীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আনসার লোকটি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। লোকেরা ভীষণ অন্নকষ্টের শিকার হলো। ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক বকরী তাদের হস্তগত হলো। বণ্টনের পূর্বে তারা তা লুটপাট করে নিয়ে নিলো। আমাদের হাঁড়িগুলোতে গোশত টগবগ করে ফুটছিল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ধনুকে ভর দিয়ে এখানে আসলেন। তিনি ধনুক দিয়ে গোশতের হাঁড়ি উল্টিয়ে ফেলে দিলেন এবং তা বালির সাথে মিশিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ এই লুটের গোশত মৃত জীবের গোশতের চেয়ে কিছু কম নয় (কোন পার্থক্য নেই)। অথবা বলেছেন ঃ মৃত লাশ এই লুটের মালের চেয়ে কিছু কম নয় (কোন পার্থক্য নেই)।

بَابٌ فِىْ حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ শত্রুর এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য সাথে করে নিয়ে আসা

٢٧٠٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ حَرْشَفٍ الْاَزْدِيَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا نَاْكُلُ الْجَزَرَ فِى الْغَزْوِ وَلاَ نَقْسِمُهُ حَتّٰى اِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ اِلٰى رِحَالِنَا وَاَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوْءَةٌ.

২৭০৬। আবদুর রহমান (র)-র মুক্তদাস আল-কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আমরা

(সাহাবা) যুদ্ধের সময় (গনীমতের) উট যবেহ্ করে খেতাম এবং তা বন্টন করতাম না। এমনকি আমরা যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করতাম তখনও আমাদের থলি গোশ্‌তে পরিপূর্ণ থাকতো।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ الطَّعَامِ اِذَا فَضُلَ عَنِ النَّاسِ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ শত্রুদেশে লোকের উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা

٢٧٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْاُرْدُنِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ رَابَطْنَا مَدِيْنَةَ قِنَّسْرِيْنَ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَا اَصَابَ فِيْهَا غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِيْنَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ فَلَقِيْتُ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مُعَاذٌ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَاَصَبْنَا فِيْهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ.

২৭০৭। আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শুরাহবীল ইবনুস সিমত (রা)-র নেতৃত্বে কিন্নাসরীন শহর (সিরিয়ার একটি প্রাচীন শহর) অবরোধ করলাম। যখন তিনি এটা জয় করলেন, মেষ ও গরু গনীমত হিসাবে পাওয়া গেলো। তিনি এর একটা অংশ আমাদের মধ্যে বণ্টন করলেন এবং অবশিষ্টাংশ গনীমতের খাতে রাখলেন। পরে আমি মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম এবং এ প্রসঙ্গে তার সাথে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমাদের হাতে কতগুলি মেষ আসলো। একটা অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বন্টন করলেন এবং অবশিষ্টাংশ গনীমতের খাতে রেখে দিলেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ بِشَيْءٍ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ কেউ গনীমতের কোন জিনিস ব্যবহার করলে

٢٧٠٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ مَوْلٰى تُجِيْبٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ.

২৭০৮। রুয়াইফি' ইবনে সাবিত আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ও আখেরাতের উপর যার ঈমান আছে সে যেন মুসলমানদের 'ফাই'লব্ধ পশুর পিঠে (বিনা প্রয়োজনে) সওয়ার না হয়। সে সওয়ারী হিসাবে ব্যবহার করে তাকে শীর্ণকায় করে গনীমতে ফেরত দিবে এটা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের কাপড় পরিধান না করে, ব্যবহার করে পুরাতন করে তা গনীমতে জমা দিবে– এটা ঠিক নয়।

بَابُ فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلاَحِ يُقَاتِلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ যুদ্ধ চলাকালে শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি আছে

٢٧٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ فَاِذَا اَبُوْ جَهْلٍ صَرِيْعٌ قَدْ ضَرَبْتُ رِجْلَهُ فَقُلْتُ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ يَا اَبَا جَهْلٍ قَدْ اَخْزَى اللّٰهُ الْاٰخِرَ قَالَ وَلاَ اَهَابُهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتّٰى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتّٰى بَرَدَ.

২৭০৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্র দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আবু জাহলকে মাটিতে ধরাশায়ী দেখলাম। আমি তার পায়ে আঘাত হানলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর দুশমন! হে আবু জাহল! অবশেষে আল্লাহ তোমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন। তিনি (রা) বলেন, আমি তাকে এ সময়

মোটেই ভয় করিনি। সে (আবু জাহল) বললো, আশ্চর্যের ব্যাপার, এক ব্যক্তিকে তার স্বজনরাই হত্যা করলো। আমি তাকে তারবারি দিয়ে আঘাত করলাম, কিন্তু তা বেকার হলো। তবে তার হাত থেকে তার তরবারিটা পড়ে গেলো। আমি তা তুলে নিয়ে তাকে পুনরায় আঘাত করলাম এবং সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো (মারা গেলো)।

بَابُ فِىْ تَعْظِيْمِ الْغُلُوْلِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী

٢٧١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّىَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيْهِ خَرَزًا مِّنْ خَرَزِ يَهُوْدَ لاَ يُسَاوِىْ دِرْهَمَيْنِ.

২৭১০। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধের দিন মৃত্যুবরণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানানো হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। তাঁর এ কথায় লোকদের চেহারায় (শঙ্কা মিশ্রিত) পরিবর্তন দেখা গেলো। তিনি বললেন ঃ তোমাদের সাথী আল্লাহর পথে (গনীমতের মাল) আত্মসাৎ করেছে। আমরা তার জিনিসপত্র খোঁজ করে ইহূদীদের ব্যবহৃত পুঁতির একটি মালা পেলাম, যার মূল্য ছিল দুই দিরহামেরও কম।

٢٧١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا اِلاَّ الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ وَالْاَمْوَالَ. قَالَ فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ وَادِى الْقُرٰى وَقَدْ اُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ اَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِوَادِى الْقُرٰى فَبَيْنَمَا

مِـدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُـوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ سَـهْمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْـئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَـلاَّ وَالَّذِيْ نَفْـسِيْ بِيَـدِهِ اِنَّ الشَّـمْلَةَ الَّتِيْ اَخَـذَهَا يَوْمَ خَيْـبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَـعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوْا ذٰلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ اَوْ قَالَ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

২৭১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধে গমন করলাম। সে যুদ্ধে কাপড়-চোপড়, মালপত্র ইত্যাদি ছাড়া গনীমত হিসাবে সোনা-রূপা পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিল-কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিদ'আম নামীয় একটি কৃষ্ণকায় গোলাম উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল। শেষে তারা যখন ওয়াদিল কুরায় পৌঁছলেন, এমতাবস্থায় মিদ'আম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের পালান খুলছিল। হঠাৎ একটা তীর এসে তার উপর পতিত হলে সে নিহত হয়। লোকেরা বললো, তার জন্য কল্যাণ হয়েছে, বেহেশত তার জন্য অবধারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কখনও নয়। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! গনীমতের সেই চাদর, যা খায়বারের যুদ্ধের দিন বণ্টনের পূর্বে সে নিয়েছিল, তা আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে তাকে দগ্ধ করছে। একথা যখন তারা শুনলেন, এক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি চামড়ার লম্বা টুকরা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ চামড়ার টুকরাটি আগুনের, অথবা তিনি বললেন ঃ চামড়ার এই টুকরা দু'টি আগুনের।

بَابٌ فِي الْغُلُوْلِ اِذَا كَانَ يَسِيْرًا يَتْرُكُهُ الْاِمَامُ وَلاَ يُحْرِقُ رَحْلَهُ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ গনীমতের সামান্য জিনিসও আত্মসাৎ করলে ইমামের তা গ্রহণ না করা এবং আত্মসাৎকারীর ব্যক্তিগত মাল-সামান ভস্মীভূত না করা

٢٧١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرٌ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَصَابَ غَنِيْمَةً اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى فِى النَّاسِ فَيَجِيْئُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذٰلِكَ بِزِمَامٍ مِّنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا فِيْمَا كُنَّا اَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَقَالَ اَسَمِعْتَ بِلاَلاً يُنَادِىْ ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ. قَالَ وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَجِيْءَ بِهِ فَاعْتَزَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ اَنْتَ تَجِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ اَقْبَلَهُ عَنْكَ.

২৭১২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বণ্টন করার জন্য জমা করার উদ্দেশ্যে বিলাল (রা)-কে সাধারণ্যে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি সাধারণ্যে ঘোষণা দিলে লোকজন তাদের গনীমত নিয়ে এসে জমা করতো। তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে অবশিষ্ট মাল বণ্টন করে দিতেন। একদা এক ব্যক্তি এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ ও অবশিষ্ট মাল বণ্টনের পর (উটের নাসারন্ধ্রে ব্যবহৃত) পশমের একটা দড়ি নিয়ে উপস্থিত হলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই দড়িটা আমাদের অর্জিত গনীমতের অংশ। তিনি বললেন ঃ বিলাল যে তিন তিনবার ঘোষণা দিলো তা কি তুমি শুনতে পেয়েছিলে? লোকটি বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে কোন জিনিস তোমাকে এটা নিয়ে উপস্থিত হতে বাধা দিলো? সে কিছু ওজর পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ থাকো তুমি, কিয়ামতের দিন তোমাকে এটাসহ উপস্থিত হতে হবে। আমি তোমার কাছ থেকে এটা কখনও গ্রহণ করবো না।

بَابٌ فِيْ عُقُوْبَةِ الْغَالِّ

অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি

٢٧١٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ النُّفَيْلِيُّ الاَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَصَالِحٌ هٰذَا اَبُوْ وَاقِدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ اَرْضَ الرُّوْمِ فَاُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَاَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَاَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوْهُ. قَالَ فَوَجَدْنَا فِيْ مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَاَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.

২৭১৩। সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদা (র) থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ ও সালেহ

বলেন, ইনি হলেন আবু ওয়াকেদ। তিনি বলেন, আমি মাসলামা (রা)-র সাথে রূম (এশিয়া মাইনর) এলাকায় প্রবেশ করেছিলাম। গনীমত আত্মসাৎকারী এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মাসলামা (রা) সালেম (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন। সালেম বললেন, আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ (রা)-কে তার পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যদি এমন কোন ব্যক্তিকে পাও, যে গনীমত আত্মসাৎ করেছে, তবে তার মালপত্র পুড়িয়ে ফেলো এবং তাকে প্রহার করো। আবু ওয়াকেদ বলেন, আমরা ধৃত ব্যক্তির মালপত্রের মধ্যে একখানা মাসহাফ (কুরআন) পেলাম। মাসলামা (রা) ঐ লোকটির ব্যাপারে সালেমকে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মাসহাফখানি বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দান করুন।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে আত্মসাৎকৃত মাল পুড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও শাফিঈর মতে তা পোড়ানো হবে না। কেননা এটা মুজাহিদদের হক। এক্ষেত্রে কেবল শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে (অনু.)।

٢٧١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مِّنَّا مَتَاعًا فَاَمَرَ الْوَلِيْدُ بِمَتَاعِهِ فَاُحْرِقَ وَطِيْفَ بِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ الْحَدِيْثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ اَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ هِشَامٍ اَحْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَرَبَهُ.

২৭১৪। সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (উমায়্যা খলীফা) ওয়ালীদ ইবনে হিশামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের সাথে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) ও উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও ছিলেন। আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি কিছু মালপত্র আত্মসাৎ করলে ওয়ালীদ তার মালপত্র পুড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা পুড়ে ফেলা হলো এবং তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হলো এবং গনীমত থেকে বঞ্চিত করা হলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, দু'টি হাদীসের মধ্যে এই শেষোক্ত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কেননা একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ ইবনে হিশাম যিয়াদ ইবনে সা'দের মালপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং তাকে প্রহার করেছিলেন। কেননা সে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছিল।

٢٧١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ

حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ وَمَنَعُوْهُ سَهْمَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ مَنْعَ سَهْمِهِ.

২৭১৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (শু'আইব) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) গনীমত আত্মসাৎকারীর মালপত্র পুড়িয়ে ফেলেন এবং তাকে দৈহিক শাস্তি দেন। অধস্তন রাবী আবদুল ওয়াহাবের বর্ণনায় 'গনীমত আত্মসাৎকারীকে তার প্রাপ্য অংশ থেকেও বঞ্চিত করার কথা উল্লেখ নাই'।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّتْرِ عَلٰى مَنْ غَلَّ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ গনীমত আত্মসাৎকারীর কথা গোপন রাখা নিষেধ

٢٧١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَتَمَ غَالاً فَاِنَّهُ مِثْلُهُ.

২৭১৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে ব্যক্তি গনীমত আত্মসাৎকারীর কথা গোপন রাখে, সে তার সমান অপরাধী।

بَابٌ فِى السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ নিহত শত্রুর মালপত্র হত্যাকারীর প্রাপ্য

٢٧١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ

عَامِ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَّرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ فَاَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّانِيَةَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا اَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ لاَ هَا اللّٰهِ اِذًا يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِّنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَاَعْطِهِ اِيَّاهُ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَاَعْطَانِيْهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلاَمِ.

২৭১৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (যুদ্ধে) রওয়ানা হলাম। আমরা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম, মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দেখা দিলো। আমি এক মুশরিককে দেখলাম, সে এক মুসলমানকে পরাজিত করছে। আমি ঘুরে গিয়ে পিছন দিক থেকে তার কাঁধের উপর তরবারির আঘাত হানলাম। সে (তাকে ছেড়ে দিয়ে) আমার দিকে আসলো এবং আমাকে এমন জোরে চেপে ধরলো, আমি যেন মৃত্যুর স্বাদ পেয়ে গেলাম। পরক্ষণেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো এবং আমাকে ছেড়ে দিলো। অতঃপর আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে মিলিত হলাম। আমি তাকে বললাম, লোকদের কি হলো (এমন কেন হলো)! তিনি বললেন, আল্লাহর ফায়সালা এরূপই ছিল। লোকেরা আবার ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং বললেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করে থাকলে এবং তার কাছে তার প্রমাণ থাকলে

নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কি? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। দ্বিতীয় বারও তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করে থাকলে এবং তার কাছে এর প্রমাণ থাকলে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারীর প্রাপ্য। এবারও আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কি? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। তিনি তৃতীয়বারও একথা বললেন। আমাকে দাঁড়াতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু কাতাদা! তোমার কী হয়েছে? আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। দলের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি সত্য কথাই বলেছে। তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত জিনিসগুলো আমার কাছে আছে। তাকে রাজী করিয়ে এ মালগুলো আমাকে দিন। এ কথা শুনে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! কখনও হতে পারে না। আল্লাহর এক সিংহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে। (আর নিহত ব্যক্তির রেখে যাওয়া বস্তু) নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আবু বাক্র ঠিকই বলেছেন। নিহতের পরিত্যক্ত বস্তু আবু কাতাদাকে ফেরত দাও। আবু কাতাদা (রা) বলেন, সে তা আমাকে ফেরত দিলো। আমি লৌহ বর্মটি বিক্রি করে বনী সালেমা গোত্রের মহল্লায় একটি বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটাই আমার প্রথম অর্জিত সম্পদ।

٢٧١٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِىْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقَتَلَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلاً وَاَخَذَ اَسْلاَبَهُمْ وَلَقِىَ اَبُوْ طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا مَعَكِ قَالَتْ اَرَدْتُ وَاللّٰهِ اِنْ دَنَا مِنِّيْ بَعْضُهُمْ اَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ فَاَخْبَرَ بِذٰلِكَ اَبُو طَلْحَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَرَدْنَا بِهٰذَا الْخَنْجَرِ وَكَانَ سِلاَحُ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخَنْجَرُ.

২৭১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন অর্থাৎ হুনাইনের যুদ্ধের দিন এই মর্মে ঘোষণা দিলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করতে পারবে, সে তার মালপত্রের অধিকারী হবে। সেদিন আবু তালহা (রা) বিশ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন এবং তাদের মালপত্র নিয়ে নিলেন। আবু তালহা (রা) উম্মু সুলাইম (রা)-র সাথে মিলিত হলেন। তখন উম্মু সুলাইমের হাতে

একটি বৃহদাকারের ছোরা (খঞ্জর) ছিল। তিনি বললেন, হে উম্মু সুলাইম! তোমার কাছে এটা কি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি তাদের কেউ আমার কাছে আসে, এই ছোরা দিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলবো। আবু তালহা (রা) প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা হাসান হাদীস। আবু দাউদ আরো বলেন, সে যুগে এই খঞ্জর ছিল অনারবদের যুদ্ধাস্ত্র।

بَابُ فِى الْاِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ اِنْ رَّأَى وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ ইমাম ইচ্ছা করলে নিহতের পরিত্যক্ত মাল হত্যাকারীকে নাও দিতে পারেন। নিহতের ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত

٢٧١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِىْ غَزْوَةِ مُوْتَةَ وَرَافَقَنِىْ مَدَدِىٌّ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَزُوْرًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِىُّ طَائِفَةً مِّنْ جِلْدِهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ وَمَضَيْنَا فَلَقِيْنَا جُمُوْعَ الرُّوْمِ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ اَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّوْمِىُّ يَفْرِىْ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِىُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّوْمِىُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ بَعَثَ اِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاَخَذَ مِنَ السَّلَبِ. قَالَ عَوْفٌ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ لَتَرُدَّنَّهُ اِلَيْهِ اَوْ لَاُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَبٰى اَنْ يَّرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ عَوْفٌ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِىِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى

مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَكْثَرْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا اَخَذْتَ مِنْهُ. قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ لَهُ دُوْنَكَ يَا خَالِدُ اَلَمْ اَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَ فَاَخْبَرْتُهُ. قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا خَالِدُ لاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْنَ لِىْ اُمَرَائِىْ لَكُمْ صَفْوَةُ اَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدْرُهُ.

২৭১৯। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-র সাথে মুতার যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। ইয়ামানের মাদ্দাদ গোত্রীয় একজন সাহায্যকারী সৈনিক আমার সঙ্গী হলো। তার কাছে তার তরবারিটি ছাড়া আর কিছু ছিলো না। মুসলমানদের এক ব্যক্তি একটি উট যবেহ করলো। মাদাদী লোকটি তার কাছে চামড়ার কিছু অংশ চাইলো। সে তাকে কিছু চামড়া দিলো। সে এটাকে ঢালের মত করে তৈরি করলো। আমরা অগ্রসর হয়ে রোমক বাহিনীর মুখোমুখী হলাম। তাদের একটি লোক সোনার কারুকার্য খচিত জিনপোষ বাঁধা লাল ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করছিল। তার অস্ত্রও স্বর্ণে মোড়া ছিল। রোমক সৈন্যটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করছিল। ইয়ামানী মাদাদ গোত্রীয় লোকটি একটি পাথরের আড়ালে ঐ লোকটির অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসেছিল। রোমক সৈন্যটি যখন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সে তার ঘোড়াকে আঘাত করে এর পা কেটে ফেললো। ফলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। ইয়ামানী তার উপর চেপে বসে তাকে হত্যা করলো। সে তার ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসলো। মহান আল্লাহ্ যখন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) লোক পাঠিয়ে তার কাছ থেকে মাল-সামান নিয়ে নিলেন। 'আওফ (রা) বলেন, আমি এসে বললাম, হে খালিদ! তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতের কাছে প্রাপ্ত মাল-সামান হত্যাকারীকে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তু আমার ধারণা, এক্ষেত্রে এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, তার মাল অবশ্যই তাকে ফেরত দাও। অন্যথায় তোমার এই কাজের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরবো। কিন্তু তিনি লোকটিকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে অসম্মতি জানালেন। 'আওফ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমবেত হলাম। ইয়ামানীর ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম এবং খালিদ যা করেছে তাও বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে খালিদ! কোন জিনিস তোমাকে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার জন্য এই পরিমাণ মাল আমার কাছে অত্যধিক মনে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খালিদ! তার প্রাপ্য থেকে তুমি যা নিয়েছ তা তাকে ফেরত দাও। 'আওফ (রা) বলেন, আমি বললাম, হে খালিদ!

এখন হলো তো। তোমার জন্য যা ওয়াদা করেছিলাম তা পূর্ণ করলাম তো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কি কথা! 'আওফ (রা) বললেন, আমি তাকে আমাদের পরস্পরের বিতর্কের কথা বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ হে খালিদ! তার মাল কখনো ফেরত দিও না। তোমরা কি আমার নিযুক্ত আমীরদের পরিত্যাগ করবে? তারা ভালো করলে তা থেকে তোমরা ফায়দা উঠাবে, আর খারাপ করলে তা তাদের মাথায় চাপাবে?

٢٧٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ سَاَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ نَحْوَهُ.

২৭২০। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) এ সূত্রে উপরের হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِى السَّلَبِ لاَ يُخَمَّسُ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ নিহত কাফেরের পরিত্যক্ত সামানপত্রে খুমুস নাই

٢٧٢١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ.

২৭২১। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত কাফের ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল-সামান হত্যাকারীকে দেয়ার ফয়সালা করেছেন এবং তিনি নিহতের মালে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ধার্য করেননি।

بَابُ مَنْ اَجَازَ عَلٰى جَرِيْحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ যে ব্যক্তি আহত মুমূর্ষু কাফেরকে হত্যা করবে সেও তার পরিত্যক্ত মাল থেকে উপহারস্বরূপ কিছু পাবে

٢٧٢٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَفَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ اَبِىْ جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ.

২৭২২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে আবু জাহলের তরবারিটা (প্রাপ্য অংশের) অতিরিক্ত দিয়েছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) তাকে হত্যা করেছিলেন।

بَابُ فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لاَ سَهْمَ لَهُ

অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার পর কেউ উপস্থিত হলে অংশ পাবে না

٢٧٢٣- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ عَلٰى سَرِيَّةٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ اَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَاَصْحَابُهُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ اَنْ فَتَحَهَا. وَاِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ فَقَالَ اَبَانُ اَقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبَانُ اَنْتَ بِهَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ يَا اَبَانُ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭২৩। সাঈদ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা)-কে মদীনা থেকে নাজদ এলাকায় একটি সামরিক অভিযানে পাঠান। অভিযান শেষে আবান ইবনে সাঈদ (রা) ও তার সঙ্গীরা খায়বার বিজিত হওয়ার পর সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হন। তাদের ঘোড়ার জিনপোষ ছিল ছাল-বাকলের সমন্বয়ে তৈরী। আবান বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকেও ভাগ দিন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এদেরকে গনীমতের ভাগ দিবেন না। আবান বললেন, হে খরগোশ! তুমি একথা বলছো! তুমি তো দাল পাহাড়ের চূড়া থেকে এইমাত্র আমাদের কাছে অবতরণ করেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবান! বসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে গনীমতের অংশ দেননি।

٢٧٢٤- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا

الزُّهْرِىُّ وَسَأَلَهُ اِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَحَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيْدٍ الْقُرَشِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ حِيْنَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ اَنْ يُسْهِمَ لِىْ فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وَلَدِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقُلْتُ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ يَا عَجَبًا لِوَبْرٍ قَدْ تَدَلّٰى عَلَيْنَا مِنْ قَدُوْمِ ضَالٍ يُعَيِّرُنِىْ بِقَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى يَدَىَّ وَلَمْ يُهِنِّىْ عَلٰى يَدَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰؤُلاَءِ كَانُوْا نَحْوَ عَشَرَةٍ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَرَجَعَ مَنْ بَقِىَ.

২৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমাকে (গনীমতের) অংশ প্রদান করার জন্য আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম। সাঈদ ইবনুল আস (রা)-র কোন এক পুত্র বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে কোন অংশ দিবেন না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, সে তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। একথা শুনে সাঈদ ইবনুল আস (রা) বললেন, দাল পাহাড়ের চূড়া থেকে অবতরণকারী খরগোশটির কথায় আশ্চর্য হতে হয়। সে আমাদের একজন মুসলমানের হত্যার জন্য ধমকিও দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাকে আমাদের হাতে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তার হাতে আমাদের লাঞ্ছিত করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, তারা ছিল দশজনের কাছাকাছি। তাদের মধ্যে ছয়জন নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা ফিরে যায়।

টীকা ঃ অর্থাৎ আমাদের হাতে নিহত হয়ে সে (ইবনে কাওকাল) শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে। আর আমরা পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে সাঈদ ইবনুল আস (রা)-র এক পুত্র তাকে হত্যা করে। সে ছিল তখন কাফের, পরে ইসলাম গ্রহণ করে (অনু.)।

٢٧٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ فَاَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلاَّ اَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ فَاَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

২৭২৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (আবিসিনিয়া থেকে) ফিরে

এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলাম। তখন তিনি খায়বার এলাকা জয় করে কেবল প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি আমাদেরকে (খায়বারের গনীমত থেকে) অংশ প্রদান করলেন অথবা দান করলেন। খায়বার বিজয়ে যারা অনুপস্থিত ছিল (অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি) তিনি তাদের কাউকে গনীমতের অংশ দেননি, শুধুমাত্র অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের দিয়েছেন। কিন্তু জা'ফর (রা) ও তার সঙ্গীদের সাথে আমাদের জাহাজের যাত্রীদের (এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও) তিনি গনীমতের অংশ প্রদান করেছেন।

টীকা ঃ ৬১৫ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দল আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই জা'ফার (রা)। তারা ৬২৯ খৃস্টাব্দে খায়বার বিজয়ের সময় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে গনীমতের অংশ দেয়া হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, তাদেরকে এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করা হয়েছে। কেননা গনীমত শুধুমাত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই পেয়ে থাকে (অনু.)।

٢٧٢٦- حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ عُمَرَ عَنْ هَانِيءِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَعْنِىْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ اِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِىْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ وَاِنِّىْ اُبَايِعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِاَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ.

২৭২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন দাঁড়িয়ে বললেন ঃ উসমান (রা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনেই গিয়েছে। আমি তার পক্ষ থেকে 'বাই'আত' গ্রহণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গনীমতের অংশ প্রদান করলেন। তিনি (উসমান) ছাড়া অনুপস্থিত অন্য কাউকে তিনি গনীমতের অংশ প্রদান করেননি।

টীকা ঃ হযরত উসমান (রা) বদর যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ঐ সময় তার স্ত্রী রাসূল-কন্যা রুকাইয়া (রা) অসুস্থ থাকার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রোগিণীর পরিচর্যার জন্য মদীনায় রেখে যান (অনু.)।

بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫১ ঃ নারী ও গোলামকে গনীমতের অংশ প্রদান

٢٧٢٧- حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ

هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا ذَكَرَ اَشْيَاءَ وَعَنْ مَمْلُوْكٍ اَلَهُ فِى الْفَيْءِ شَيْءٌ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيْبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ اَنْ يَأْتِىَ اُحْمُوْقَةً مَا كَتَبْتُ اِلَيْهِ اَمَّا الْمَمْلُوْكُ فَكَانَ يُحْذٰى وَاَمَّا النِّسَاءُ فَكُنَّ يُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى وَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ.

২৭২৭। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারিজীদের নেতা নাজদাহ এই এই (কতগুলি বিষয়) উল্লেখ করে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে পত্র লিখলো। তার মধ্যে এও ছিল– ক্রীতদাস 'ফাই'-এর অংশ পাবে কি? স্ত্রীলোকেরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে যেতো এবং তাদেরকে কি (গনীমতের) অংশ দেয়া হতো? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, সে আহাম্মকী করে বসবে এ আশঙ্কা না হলে আমি তার চিঠির জবাব দিতাম না। অতঃপর তিনি চিঠির জবাবে লিখলেন, গোলামকে (পারিতোষিকস্বরূপ) গনীমতের অংশ দেয়া হতো। নারীরা আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন এবং সৈনিকদের জন্য পানি সরবরাহ করতেন।

টীকা ঃ 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে 'গনীমত', 'ফাই', 'খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) এবং 'নফল' বা 'আনফাল' শব্দগুলো বিশেষ পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গনীমত এমন সব অস্থাবর সম্পত্তি যা যুদ্ধ চলাকালে শত্রুসৈন্যের কাছ থেকে মুসলিম সৈন্যদের হস্তগত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যেসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তা 'ফাই' হিসাবে গণ্য। গনীমতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টিত হতো। অবশিষ্ট একভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক প্রভৃতি লোকের জন্য নির্দিষ্ট। এই অংশটাকেই খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) বলা হয়। এক কথায়, ফাই এবং খুমুস জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণে ব্যয়িত হতো। গনীমতের আর একটি পরিভাষা (প্রতিশব্দ) হলো, নফল, বহুবচনে আনফাল। শব্দটির অর্থ 'অতিরিক্ত' এবং কাউকে অতিরিক্ত কিছু দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। গোলাম ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গনীমতের অংশ দেয়া হতো (অনু.)।

٢٧٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ خَالِدٍ يَعْنِى الْوَهْبِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِىِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُوْرِىُّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ قَالَ فَاَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا اَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلاَ وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ.

২৭২৮। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারূরার খারিজী নেতা নাজদাহ কয়েকটি প্রশ্ন করে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে চিঠি লিখলো– নারীরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো? তাদেরকে তিনি কি গনীমতের অংশ দিতেন? আমি (ইয়াযীদ) ইবনে আব্বাসের পক্ষে থেকে নাজদাহকে উত্তরে জানালাম, নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতো। কিন্তু তিনি তাদের জন্য গনীমতের অংশ নির্ধারণ করতেন না, তবে উপঢৌকনস্বরূপ কিছু দিতেন।

٢٧٢٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ قَالاَ اَخْبَرَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَشْرَجُ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ اَبِيْهِ اَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ اِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَاَيْنَا فِيْهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبِاِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِيْنُ بِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحٰى وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسْقِي السَّوِيْقَ فَقَالَ قُمْنَ. حَتّٰى اِذَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ اَسْهَمَ لَنَا كَمَا اَسْهَمَ لِلرِّجَالِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذٰلِكَ قَالَتْ تَمْرًا.

২৭২৯। হাশরাজ ইবনে যিয়াদ (র) তার পিতার মা অর্থাৎ তার দাদীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদী) পাঁচজন মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য রওয়ানা হলেন। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরিভূত তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরা এসে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কার সাথে রওয়ানা হয়েছ এবং কার অনুমতি নিয়ে রওয়ানা হয়েছ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এজন্য রওয়ানা হয়েছি যে, আমরা দড়ি পাকাবো এবং তা দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে সাহায্য করবো, আহতদের নিরাময়ের জন্য আমাদের কাছে ঔষধপত্র আছে, আমরা যোদ্ধাদের তীর-ধনুক এগিয়ে দিবো এবং তাদেরকে ছাতু (খাদ্য) তৈরি করে দিবো। তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে, চলো। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে খায়বারের যুদ্ধে বিজয় দান করলেন। তিনি পুরুষদের মত আমাদেরকেও গনীমতের অংশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদী! তা কি ছিল? তিনি বললেন, খেজুর।

٢٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى اَبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَاتِي فَكَلَّمُوْا فِيَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَاِذَا اَنَا اَجُرُّهُ فَاُخْبِرَ اَنِّي مَمْلُوْكٌ فَاَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ اَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ كَانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ عَلٰى نَفْسِهِ فَسُمِّيَ اَبِي اللَّحْمِ.

২৭৩০। আবুল লাহমের মুক্তদাস উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মনিবের সাথে খায়বারের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। তারা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করলেন। তিনি আমার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী আমার কোমরে তরবারি ঝুলানো হলো। তা আমি জমীনে হেঁচড়িয়ে চলতাম। পরে তিনি জানতে পারলেন যে, আমি মুক্তদাস। তিনি আমাকে কিছু আসবাবপত্র দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, একথার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গনীমতের অংশ দেন নাই। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আবু উবাইদ (র) বলেছেন, তিনি তার জন্য গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন বিধায় তার নামকরণ করা হয় আবুল লাহম (গোশতের পিতা)।

٢٧٣١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ اَمِيْحُ اَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ.

২৭৩১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমি আমার সহযোগীদের জন্য পানি সরবরাহ করেছি (ভিস্তির কাজ করেছি)।

بَابٌ فِي الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ মুশরিকদের গনীমতের অংশ প্রদান সম্পর্কে

٢٧٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيٰى اِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَحِقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ مَعَهُ فَقَالَ ارْجِعْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَا اِنَّا لَا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ.

২৭৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিপ্রায় জানালো। তিনি বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও। আমরা মুশরিকদের সাহায্য চাই না।

بَابٌ فِيْ سُهْمَانِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ গনীমতের মাল থেকে ঘোড়ার অংশ প্রদান

٢٧٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ اَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

২৭৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সৈনিক ও তার ঘোড়াকে তিন ভাগ গনীমতের মাল প্রদান করলেন। তার নিজের এক ভাগ এবং তার ঘোড়ার দুই ভাগ।

٢٧٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَاَعْطٰى كُلَّ اِنْسَانٍ مِّنَّا سَهْمًا وَاَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ.

২৭৩৪। আবু আমরাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমরা চারজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। আমাদের সাথে একটি ঘোড়াও ছিল। তিনি আমাদের প্রত্যেককে গনীমত থেকে এক ভাগ করে দিলেন, আর ঘোড়ার জন্য দিলেন দুই ভাগ।

٢٧٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اٰلِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ زَادَ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ اَسْهُمٍ.

২৭৩৫। আবু আমরাহ (র) এই সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ বর্ণনায় (চারজনের স্থলে) তিনজন উল্লেখ করেছেন এবং আরো বলেছেন, অশ্বারোহীর জন্য ছিল তিন ভাগ।

بَابُ فِيمَنْ اَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ যাদের মতে পদাতিকের জন্য এক ভাগ নির্ধারিত

٢٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يَعْقُوبَ بْنَ الْمُجَمِّعِ يَذْكُرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ وَكَانَ اَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِيْنَ قَرَؤُا الْقُرْاٰنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا اِذَا النَّاسُ يَهُزُّوْنَ الْاَبَاعِرَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ مَا لِلنَّاسِ قَالُوْا اُوْحِيَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوْجِفُ فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلٰى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيْمِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَفَتْحٌ فَقُسِّمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلاَثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَاَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ اَبِي مُعَاوِيَةَ اَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَاَرَى الْوَهْمَ فِيْ حَدِيْثِ مُجَمِّعٍ اَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَ مِائَةِ فَارِسٍ وَكَانُوْا مِائَتَىْ فَارِسٍ.

২৭৩৬। মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অন্যতম কারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা যখন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম, লোকেরা তাদের উটগুলোকে এক জায়গায় সমবেত হওয়ার জন্য দ্রুত হাঁকাতে লাগলো। লোকেরা পরস্পর বলাবলি করলো, দ্রুত হাঁকিয়ে নেয়ার কারণ কি? অতঃপর তারা জানতে পারলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হয়েছে। অন্যান্য লোকের সাথে আমরাও তাড়াতাড়ি করে ছুটলাম। আমরা 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সওয়ারীতে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। লোকেরা যখন তাঁর কাছে এসে সমবেত হলো, তিনি তাদেরকে "ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা" (আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি) নামক সূরা পাঠ করে শুনালেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই এটা বিজয়।

হুদায়বিয়ায় যারা উপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে খায়বার যুদ্ধের গনীমত বণ্টন করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে প্রাপ্ত গনীমত আঠার ভাগে বিভক্ত করলেন। সৈন্যসংখ্যা ছিল পনের শত এবং এর মধ্যে অশ্বারোহী ছিল তিন শত। তিনি অশ্বারোহীদের দুই ভাগ এবং পদাতিকদের এক ভাগ করে গনীমত দিলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীস (২৭৩৩) অধিকতর সহীহ। এ হাদীস অনুসারেই আমল করা হয়। আমার মতে মুজাম্মে' (রা)-র হাদীসে (তথ্যগত) ভুল আছে। কারণ তিনি বলেছেন, অশ্বারোহী ছিল তিন শত, অথচ অশ্বারোহী ছিল দুই শত।

টীকা ঃ কুরাউল গামীম– মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى النَّفْلِ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ গনীমত থেকে ব্যক্তিবিশেষকে পুরস্কার দেয়া

٢٧٣٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوْهَا. فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَالَتِ الْمَشْيَخَةُ كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوْ انْهَزَمْتُمْ فِئْتُمْ اِلَيْنَا فَلاَ تَذْهَبُوْنَ بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقِىْ فَاَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوْا جَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى قَوْلِهِ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ. يَقُوْلُ فَكَانَ ذٰلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذٰلِكَ اَيْضًا فَاَطِيْعُوْنِيْ فَاِنِّيْ اَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هٰذَا مِنْكُمْ.

২৭৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন বললেন ঃ যে ব্যক্তি এই এই কাজ করতে পারবে তাকে

গনীমত থেকে এই এই (পুরস্কার) দেয়া হবে। যুবকরা সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং প্রবীণরা পতাকার কাছে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আল্লাহ যখন তাদেরকে বিজয় দান করলেন, প্রবীণরা বললেন, আমরা তোমাদের সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষক ছিলাম। যদি তোমরা পরাজিত হতে, আমাদের কাছে ফিরে আসতে। অতএব আমাদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা একাই গনীমতের মাল নিতে পারো না। কিন্তু যুবকরা (এ প্রস্তাব) প্রত্যাখ্যান করে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো আমাদেরকেই দিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "তারা তোমার কাছে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, এই গনীমতের মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের... যখন তোমার প্রভু তোমাকে সত্য সহকারে তোমার ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসলেন এবং ঈমানদারদের একটি দলের কাছে তা ছিল খুবই দুঃসহ" পর্যন্ত (সূরা আল-আনফাল ঃ ১-৫)। তিনি বলছেন ঃ (এই আয়াতের) সিদ্ধান্ত তাদের (উভয় দলের) জন্যই কল্যাণকর হলো। অতএব তোমরা আমারও আনুগত্য করো। কেননা আমি এর পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে ভালো জানি (এ হাদীসের একজন অধস্তন রাবীর নাম খালিদ)।

٢٧٣٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَمَنْ اَسَرَ اَسِيْرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ وَحَدِيْثُ خَالِدٍ اَتَمُّ.

২৭৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন ঘোষণা করলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেছে তার জন্য এই এই (পুরস্কার)। আর যে ব্যক্তি কোন শত্রু সৈন্যকে বন্দী করেছে তার জন্যও এই এই (পুরস্কার)... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। খালিদের বর্ণিত হাদীস (পূর্বেরটি) হুশাইমের (এই) হাদীসের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ।

٢٧٣٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ قَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّوَاءِ وَحَدِيْثُ خَالِدٍ اَتَمُّ.

২৭৩৯। দাউদ (র) এই হাদীস তার সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মালে সবাইকে সমান ভাগ

দিলেন। খালিদের বর্ণিত হাদীস (পূর্বেরটি) ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়েদার (এই) হাদীসের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ।

٢٧٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ شَفٰى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ فَهَبْ لِيْ هٰذَا السَّيْفَ. قَالَ اِنَّ هٰذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِيْ وَلاَ لَكَ فَذَهَبْتُ وَاَنَا اَقُوْلُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلَ بَلاَئِيْ فَبَيْنَا اَنَا اِذْ جَاءَنِي الرَّسُوْلُ فَقَالَ اَجِبْ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلاَمِيْ فَجِئْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ سَاَلْتَنِيْ هٰذَا السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِيْ وَلاَ لَكَ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَهُ لِيْ فَهُوَ لَكَ ثُمَّ قَرَاَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَسْئَلُوْنَكَ النَّفْلَ.

২৭৪০। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধশেষে একটি তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ আজকের দিন দুশমনদের (উৎপাত) থেকে আমার অন্তরকে নিরাময় দান করেছেন। অতএব আমাকে এই তরবারিটা দান করুন। তিনি বললেন ঃ এটার মালিক আমিও নই, তুমি নও। আমি (সা'দ) এই বলতে বলতে চলে আসলাম, আজকে এই তরবারি এমন এক ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত আমার কাছে এসে বললেন, চলো। আমার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই আমার ঐ কথার জন্য আমার বিরুদ্ধে কিছু নাযিল হয়েছে। আমি যখন আসলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি আমার কাছে এই তরবারিটা চেয়েছিলে, অথচ এর মালিক আমিও ছিলাম না, তুমিও ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ আমাকে এর মালিক বানালেন। এখন এটা তোমার। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "তারা তোমাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, গনীমতের মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আল-আনফাল ঃ ১)। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) পড়েছেন, 'ইয়াসআলূনাকান-নাফলা'।

بَابٌ فِى النَّفْلِ لِلسَّرِيَّةِ تُخْرَجُ مِنَ الْعَسْكَرِ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ মুজাহিদদের অর্জিত গনীমত থেকে ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানকারীদের পুরস্কার দেয়া

٢٧٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الاَنْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اَبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَانْبَعَثَ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَي عَشَرَ بَعِيْرًا اثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا وَنَفَّلَ اَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيْرًا بَعِيْرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ.

২৭৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি মুজাহিদ বাহিনীর সাথে 'নাজদ' এলাকায় পাঠালেন। তিনি মূল বাহিনীর একটি অংশকে অভিযানে পাঠালেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাগে বারোটি করে (গনীমতের) উট পড়লো। অভিযানকারীদের তিনি একটি করে উট অতিরিক্ত দিলেন। এতে তাদের প্রত্যেকের ভাগে মোট তেরটি করে উট পড়লো।

٢٧٤٢- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ قَالَ الْوَلِيْدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قُلْتُ وَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فَرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لاَ يَعْدِلُ مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِكٍ هٰكَذَا اَوْ نَحْوَهُ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ.

২৭৪২। ওলীদ ইবনে মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুল মুবারকের কাছে উপরের হাদীস বর্ণনা করলাম। আমি বললাম, ইবনে আবু ফারওয়া-নাফে'র সূত্রে হাদীসটি এভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনুল মুবারক) বললেন, তুমি যার যার নাম উল্লেখ করেছ তারা (শু'আইব ইবনে আবু হামযা ও ইবনে আবু ফারওয়া) কোন দিক থেকেই মালেক ইবনে আনাসের সমকক্ষ নন।

টীকা ঃ এ কথা বলে ইবনুল মুবারক (র) যা বুঝাতে চেয়েছেন সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহেব (বাযলুল মাজহূদের রচয়িতা) বলেন, শু'আইব ইবনে আবু হামযা

এবং ইবনে আবু ফারওয়ার বর্ণনার তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। অপরদিকে আবু ফারওয়া হাদীস বিশারদদের কাছে পরিত্যক্ত রাবী (অনুবাদক)।

٢٧٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلاَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً اِلٰى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَاَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيْرًا فَنَفَّلَنَا اَمِيْرُنَا بَعِيْرًا لِكُلِّ اِنْسَانٍ ثُمَّ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَّمَ بَيْنَنَا غَنِيْمَتَنَا فَاَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا اثْنٰي عَشَرَ بَعِيْرًا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِيْ اَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلاَ عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا ثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيْرًا بِنَفْلِهِ.

২৭৪৩। নাফে' (র) থেকে ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ এলাকায় একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করলেন। আমিও তাদের সাথে বের হয়ে পড়লাম। সেখানে প্রচুর পরিমাণ গনীমত আমাদের হস্তগত হলো। আমাদের অধিনায়ক আমাদের প্রত্যেককে একটি করে উট পুরস্কার দিলেন। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করলেন। আমাদের প্রত্যেকে বারোটি করে উট পেলো গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারি তহবিলে) রেখে দেয়ার পর। আমাদের সাথী (আমীর) আমাদেরকে যে উটগুলো আগে দিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি আমীরের এ কাজের জন্য কোন ত্রুটিও ধরেননি। এতে আমাদের প্রত্যেকের অংশে তার দেয়া অতিরিক্তটিসহ তেরোটি করে উট পড়লো।

٢٧٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الْمَعْنٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنٰي عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا. زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ এলাকায় একটি সামরিক অভিযানে পাঠালেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও দলের সাথে ছিলেন। তারা গনীমত হিসাবে বহু সংখ্যক উট হস্তগত করলেন। তাদের প্রত্যেকের ভাগে বারোটি করে উট পড়লো এবং অতিরিক্ত একটি করে উট দেয়া হলো। (অধস্তন রাবী) ইবনে মাওহাবের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত বণ্টন কোনরূপ পরিবর্তন করেননি।

٢٧٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنَفَّلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا بَعِيْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ مِثْلَهُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَوَاهُ اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَنُفِّلْنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭৪৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে উটের সংখ্যা বারো পর্যন্ত পৌঁছলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রত্যেককে একটি করে উট অতিরিক্ত দিলেন। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত একটি করে উট দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এরূপ কথা উল্লেখ নাই।

٢٧٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّفْلَ سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ وَاجِبٌ فِيْ ذَالِكَ كُلِّهِ.

২৭৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ অভিযানে প্রেরিত যোদ্ধাদের গনীমত থেকে অতিরিক্ত দান করতেন। এটা সাধারণভাবে সমস্ত বাহিনীকে দেয়া হতো না। কিন্তু সমস্ত মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব (হিসাবে পূর্বেই নেয়া হতো)।

٢٧٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا حُيَيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثِ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوْا حِيْنَ انْقَلَبُوْا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوْا.

২৭৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন শত পনের জন সঙ্গী নিয়ে বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা পদাতিক (যানবাহন নাই), এদের যান-বাহনের ব্যবস্থা করো। হে আল্লাহ! এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করো। হে আল্লাহ! এরা অন্নহীন, এদরেকে খাদ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করো।" (রাবী বলেন), আল্লাহ তাঁকে বদরের দিন বিজয় দান করলেন। যখন তারা (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করলেন, তাদের প্রত্যেকেই একটি অথবা দুইটি উট নিয়ে, পোশাকে সজ্জিত হয়ে এবং পরিতৃপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

بَابُ فِيْمَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ

অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ যিনি বলেন, অতিরিক্ত দেয়ার পূর্বেই এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করতে হবে

٢٧٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ.

২৭৪৮। হাবীব ইবনে মাসলামা আল-ফিহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত দান করতেন।

٢٧٤٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ اِذَا قَفَلَ.

২৭৪৯। হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট মালের এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত দান করতেন এবং যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর তাদেরকে অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ (পুরস্কার হিসাবে) অতিরিক্ত দান করতেন।

٢٧٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيَّانِ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مَكْحُوْلاً يَقُوْلُ كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لاِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ هُذَيْلٍ فَاَعْتَقَتْنِيْ فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اُرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اُرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الْعِرَاقَ وَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اُرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلَّ ذٰلِكَ اَسْأَلُ عَنِ النَّفْلِ فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُخْبِرُنِيْ فِيْهِ بِشَيْءٍ حَتّٰى لَقِيْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيْمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ فِى النَّفْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُوْلُ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِى الرَّجْعَةِ.

২৭৫০। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিসরে হুযাইল গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি আমাকে আযাদ করে দিলেন। আমার জানামতে মিসরে দীনের যত জ্ঞান ছিল তা আমি অর্জন না করা পর্যন্ত সেখান থেকে বিদায় হইনি। অতঃপর আমি হেজাযে আসি এবং সেখানে অবস্থান করে সেখানকার কেন্দ্রগুলো থেকে জ্ঞানার্জন করলাম। অতঃপর ইরাকে আসলাম। সেখানকার কেন্দ্রগুলো থেকে জ্ঞানার্জনের পর সেখান থেকে বের হলাম। সিরিয়ায় পৌঁছে আমি এর বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করলাম

এবং গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার মত কাউকে পেলাম না। অবশেষে আমি যিয়াদ ইবনে জারিয়া আত-তামীমী নামক এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি গনীমত সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি হাবীব ইবনে মাসলামা আল-ফিহরী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি শুরুতে গনীমত থেকে এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত দান করতেন (খুমুস পৃথক করার পর) এবং যুদ্ধশেষে ফেরার পথে এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত দান করতেন।

بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ تَرِدُ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানশেষে মূল বাহিনীতে প্রত্যাবর্তন

٢٧٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ اسْحَاقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بِبَعْضِ هٰذَا ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ اسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافِي.

২৭৫১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের রক্ত বরাবর (শাস্তির ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, গোত্র-বর্ণ, উঁচু-নীচুর কোন পার্থক্য নাই)। একজন সাধারণ মুসলমানও (কোন ব্যক্তিকে) আমান (আশ্রয় বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি) দিতে পারে। তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সকলের কর্তব্যে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে দূরবর্তী স্থানের মুসলমানরাও তাদের পক্ষে এরূপ আশ্রয় দিতে পারে। মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। শক্তিশালী ও দ্রুত গতিসম্পন্ন সওয়ারীর অধিকারী ব্যক্তি দুর্বল ও ধীর গতিসম্পন্ন সওয়ারীর অধিকারী ব্যক্তির সাথে সাথে চলবে (তাকে পিছে ফেলে চলে যাবে না)। যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর কোন একটি অংশ গনীমতের মাল অর্জন করলে তা সকলের মধ্যে বণ্টিত হবে। কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। কোন চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে হত্যা করা যাবে না। অধস্তন রাবী ইসহাক তার বর্ণনায় "আলমুসলিমূনা তাতাকাফা দিমাউহুম" এবং "ওয়ালা ইউকতালু মুমিনুন বি-কাফিরিন" বাক্যদ্বয় উল্লেখ করেননি।

٢٧٥٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلٰى اِبِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ رَاعِيَهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَاُنَاسٌ مَعَهُ فِيْ خَيْلٍ فَجَعَلْتُ وَجْهِيْ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ اَرْمِيْ وَاَعْقِرُهُمْ فَاِذَا رَجَعَ اِلَيَّ فَارِسٌ جَلَسْتُ اَصْلَ شَجَرَةٍ حَتّٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا مِّنْ ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِيْ وَحَتّٰى اَلْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ رُمْحًا وَثَلاَثِيْنَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّوْنَ مِنْهَا ثُمَّ اَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمْ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ اِلَيَّ اَرْبَعَةٌ مِّنْهُمْ وَصَعِدُوا الْجَبَلَ فَلَمَّا اَسْمَعْتُهُمْ قُلْتُ اَتَعْرِفُوْنِيْ قَالُوْا وَمَنْ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالَّذِيْ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَطْلُبُنِيْ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِيْ وَلاَ اَطْلُبُهُ فَيَفُوْتَنِيْ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى فَوَارِسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُوْنَ الشَّجَرَ اَوَّلُهُمْ الْاَخْرَمُ الْاَسَدِيُّ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْاَخْرَمُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلٰى فَرَسِ الْاَخْرَمِ فَيَلْحَقُ اَبُوْ قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِاَبِيْ قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَتَحَوَّلَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلٰى فَرَسِ الْاَخْرَمِ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِيْ جَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُوْ قَرَدٍ فَاِذَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خَمْسِ مِائَةٍ فَاَعْطَانِيْ سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ.

২৭৫২। ইয়াস ইবনে সালামা (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে উআইনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট লুণ্ঠন

করলো এবং তাঁর রাখালকে হত্যা করলো। অতঃপর সে এবং তার অশ্বারোহী সাথীরা উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি (সালামা ইবনুল আকওয়া) মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার ডাক দিলাম, সাবধান (দলে ডাকাত পড়েছে)। অতঃপর আমি তাদের পিছু ধাওয়া করলাম। আমি তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে আহত করতে লাগলাম। তাদের কোন অশ্বারোহী যখন আমার দিকে ফিরতো, আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে যেতাম। এভাবে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলোকে আমার পিছনে ফেললাম (লুটেরাদের কবল থেকে উটগুলো ছিনিয়ে আনলাম)। সওয়ারীর বোঝা হালকা করে দ্রুত পলায়নের উদ্দেশ্যে তারা তিরিশটিরও অধিক বর্শা এবং তিরিশটির অধিক চাদর বাহনের পিঠ থেকে ফেলে দিলো। তাদের সাহায্যের জন্য উআইনা এগিয়ে এসে বললো, এর (সালামার) মোকাবিলা করার জন্য তোমাদের কয়েকজন অগ্রসর হও। আমার মোকাবিলার জন্য এদের চার ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হয়ে পাহাড়ে উঠলো। আমি যখন তাদের থেকে এতটুকু দূরে ছিলাম যে, তারা আমার ডাক শুনতে পায়, আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেনো! তারা বললো, তুমি কে? আমি বললাম, আমি আকওয়ার পুত্র। সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর মুখমণ্ডলকে সম্মানিত করেছেন! তোমাদের যে-ই আমাকে ধরতে চাবে, কখনো পারবে না। আর আমি যাকে ধরবো তাকে জনমের মত বিদায় দিবো। ইত্যবসরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহীদের দেখতে পেলাম। তারা গাছপালার ভিতর দিয়ে চলে আসছে। আখরাম আল-আসাদী (রা) তাদের সবার আগে ছিলেন। আখরাম আল-আসাদী (রা) আবদুর রহমান ইবনে উআইনার দিকে অগ্রসর হলেন, আবদুর রহমানও তাকে দেখতে পেলো। উভয়ের মধ্যে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চললো। আখরাম (রা) তার ঘোড়াকে আঘাত করে হত্যা করলেন। আবদুর রহমানও আঘাত করে তাকে শহীদ করলো, অতঃপর তার (আখরামের) ঘোড়ায় আরোহণ করলো। এবার আবু কাতাদা (রা) আবদুর রহমানের মোকাবিলায় এগিয়ে আসলেন। দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হলো। সে আবু কাতাদা (রা)-র ঘোড়াটিকে হত্যা করলো। আর আবু কাতাদা (রা) তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি আখরামের ঘোড়ায় চেপে বসলেন। অতঃপর আমি (সালামা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। এ সময় তিনি যু-কারাদ নামক কূপের কাছে ছিলেন। এখান থেকেই আমি লুটেরাদের হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল তখন পাঁচশো লোক। তিনি আমাকে অশ্বারোহীর ভাগও দিলেন এবং পদাতিকের ভাগও দিলেন।

بَابٌ فِي النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ اَوَّلِ مَغْنَمٍ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ সোনা-রূপা ও গনীমতের প্রাথমিক অংশ থেকে অতিরিক্ত দেয়া

٢٧٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ

اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ اَصَبْتُ بِاَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيْهَا دَنَانِيْرُ فِيْ اِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيْدَ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَعْطَانِيْ مِنْهَا مِثْلَ مَا اَعْطٰى رَجُلاً مِّنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لا نَفْلَ اِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ لَاَعْطَيْتُكَ ثُمَّ اَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيْبِهِ فَاَبَيْتُ.

২৭৫৩। আবুল জুওয়াইরিয়া আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-র শাসনামলে রোম (এশিয়া মাইনর) এলাকায় লাল রং-এর একটি কলস পাই। এতে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন বনী সুলাইম গোত্রের মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রা)। আমি কলসটি নিয়ে তার কাছে আসি। তিনি সৈনিকদের মধ্যে দীনারগুলো বন্টন করে দিলেন। তিনি আমাকেও অন্যদের মতই একটি অংশ দিলেন (অর্থাৎ সবাইকে সমান অংশ দিলেন)। তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে না শুনতাম ঃ "এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করার পরই অতিরিক্ত দেয়া যেতে পারে (এর আগে নয়)", তবে আমি তোমাকে অতিরিক্ত দিতাম। অতঃপর তিনি তার অংশ থেকে আমাকে কিছু দিতে চাইলেন, কিন্তু আমি গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলাম।

٢٧٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

২৭৫৪। উল্লেখিত হাদীসটি আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে একই সূত্রে একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَسعتَأْثِرُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ ফাই থেকে ইমামের নিজের জন্য কিছু রেখে দেয়া

٢٧٥٥- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ الْاَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو ابْنَ عَبَسَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَعِيْرٍ مِنَ

الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ وَلاَ يَحِلُّ لِىْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هٰذَا اِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ.

২৭৫৫। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের একটি উটকে সামনে রেখে (সুতরা করে) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি উটের পার্শ্বদেশের একটি পশম নিয়ে বললেন ঃ তোমাদের গনীমত থেকে আমার নিজের জন্য এতটুকুও হালাল (বৈধ) নয়, এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত। কিন্তু এই এক-পঞ্চমাংশও আবার তোমাদের প্রয়োজন পূরণেই ব্যয় করা হয়।

بَابٌ فِى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ ওয়াদা পূরণ করা

٢٧٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.

২৭৫৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি ঝাণ্ডা (পতাকা) প্রতিষ্ঠিত করা হবে। বলা হবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَسْتَجِنُّ فِى الْعُهُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ ইমামের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলা সকলের কর্তব্য

٢٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ.

২৭৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) হলো ঢালস্বরূপ (সংরক্ষক ও নিরাপত্তা বিধানকারী), তাঁর নির্দেশে যুদ্ধ করা হয়।

٢٧٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِي رَافِعٍ اَنَّ اَبَا

رَافِعٍ اَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَنِي قُرَيْشٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُلْقِيَ فِيْ قَلْبِي الْاِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ اَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ لاَ اَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ اَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلٰكِنِ ارْجِعْ فَاِنْ كَانَ فِيْ نَفْسِكَ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِكَ الْاٰنَ فَارْجِعْ. قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمْتُ. قَالَ بُكَيْرٌ وَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا كَانَ فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَالْيَوْمَ لاَ يَصْلُحُ.

২৭৫৮। আবু রাফে‘ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ নেতারা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করে। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম, আমার অন্তরে ইসলামকে ঢেলে দেয়া হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আর কখনো তাদের কাছে ফিরে যাবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি ওয়াদা (চুক্তি) মোটেই ভঙ্গ করতে পারি না এবং দূতকেও আটক করে রাখতে পারি না। বরং তুমি ফিরে যাও, এখন তোমার অন্তরে যা আছে, পরেও যদি তা থাকে তবে ফিরে এসো। আবু রাফে‘ (রা) বলেন, অতএব আমি (মক্কায়) চলে গেলাম এবং পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ (প্রকাশ) করলাম। বুকাইর (র) বলেন, আমাকে হাসান ইবনে আলী অবহিত করেছেন যে, আবু রাফে‘ কিবতী গোলাম ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, কোন সম্প্রদায়ের দূত ইসলাম গ্রহণ করে আশ্রয় চাইলে বর্তমান যুগে তাকে আশ্রয় দিতে হবে। ফেরত দেয়া সেই যুগের প্রেক্ষাপটে ছিল।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيْرُ نَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ মুসলিম নেতা ও শত্রুপক্ষের মধ্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকলে তিনি শত্রুদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন

٢٧٥٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٍ مِنْ حِمْيَرَ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ اَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ

غَدْرٌ فَنَظَرُوْا فَاِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحُلُّهَا حَتّٰى يَنْقَضِيَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ.

২৭৫৯। হিময়্যার বংশের সুলাইম ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) ও রূমীয়দের মধ্যে সন্ধি চুক্তি বিদ্যমান ছিল (একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবে না)। মু'আবিয়া (রা) তাদের জনপদে যাচ্ছিলেন এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এক ব্যক্তি আরবী অথবা তুর্কী ঘোড়ায় চড়ে এসে বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান); ওয়াদা পূর্ণ করতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা চলবে না। লোকজন দেখলো, লোকটি আমর ইবনে আবাসা (রা)। মু'আবিয়া (রা) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির সাথে অন্য কোন জাতির চুক্তি বহাল থাকলে তা মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবায়ন করে শক্তিশালীও করা যাবে না এবং ভংগও করা যাবে না অথবা তাদের দিকে তা সমভাবে নিক্ষেপ করবে (প্রকাশ্যে জানিয়ে দিতে হবে, আমরা চুক্তি ভঙ্গ করলাম)। অতঃপর মু'আবিয়া (রা) তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ না করে ফিরে আসলেন।

بَابٌ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ চুক্তি পূর্ণ করা এবং প্রদত্ত নিরাপত্তার মর্যাদা রক্ষা করা

٢٧٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِيْ غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

২৭৬০। আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অকারণে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে (যিম্মীকে) হত্যা করবে, তার (হত্যাকারীর) জন্য আল্লাহ বেহেশত হারাম করে দিবেন।

بَابٌ فِي الرُّسُلِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ দূত বা পত্রবাহক

٢٧٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ

الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ اَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهُمَا حِيْنَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ مَا تَقُوْلاَنِ اَنْتُمَا قَالاَ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا.

২৭৬১। নু'আইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, যখন মুসায়লামা কাযযাবের চিঠি পড়া হলো, তার উভয় দূতকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উভয়ে কি বলো? তারা বললো, আমরা তা-ই বলি যা সে (মুসায়লামা) বলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! দূতদেরকে হত্যা করা যদি নিষিদ্ধ না হতো, আমি তোমাদের উভয়ের ঘাড়ে আঘাত করতাম (হত্যা করতাম)।

٢٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ اَنَّهُ اَتَى عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَاِنِّيْ مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِيْ حَنِيْفَةَ فَاِذَا هُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِمُسَيْلِمَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَجِيْءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلاَ اَنَّكَ رَسُوْلٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ فَاَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُوْلٍ فَاَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوْقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيْلاً بِالسُّوْقِ.

২৭৬২। হারিসা ইবনে মুদাররিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে এলেন এবং বললেন, আমার সাথে আরবের কারো সাথে কোন শত্রুতা নাই। আমি বনূ হানীফার মসজিদে আসলাম। তখন দেখলাম, এ গোত্রের লোকেরা মুসায়লামার প্রতি ঈমান এনেছে। আবদুল্লাহ (রা) একথা শুনে তাদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। সে তাদেরকে নিয়ে আসলো। ইবনুন নাওয়াহা ছাড়া আর সবাইকে

তিনি তওবা করতে বললেন। তিনি তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তুমি যদি কাসেদ (দূত) না হতে, তবে আমি তোমার ঘাড় বিচ্ছিন্ন করে দিতাম। (আবদুল্লাহ রা. বলেন), কিন্তু আজ তুমি আর দূত নও। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করার জন্য কারাযা ইবনে কা'বকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে বাজারের মধ্যে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ অথবা কারাযা) বললেন, যে ব্যক্তি ইবনুন নাওয়াহাকে দেখতে চায়, সে যেন বাজরে এসে তাকে নিহত অবস্থায় দেখে যায়।

بَابٌ فِيْ اَمَانِ الْمَرْاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ স্ত্রীলোকের প্রদত্ত নিরাপত্তা

٢٧٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ هَانِيْءٍ بِنْتُ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهَا اَجَارَتْ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ وَاٰمَنَّا مَنْ اٰمَنْتِ.

২৭৬৩। উম্মু হানী (রা) বিনতে আবু তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিকদের এক লোককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে তা জানালেন। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম এবং তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছো, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

٢٧٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ لَتُجِيْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَجُوْزُ.

২৭৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রীলোকেরা যদি মুসলমানদের শত্রু পক্ষের কোন লোককে আশ্রয় দিতো তবে তা বৈধ বলে গণ্য হতো।

بَابٌ فِى صُلْحِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ শত্রুপক্ষের সাথে সন্ধি স্থাপন

٢٧٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِيْ يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلاَتِ الْقَصْوٰى مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاَتْ وَمَا ذٰلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَسْاَلُوْنِي الْيَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ بِهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ اَتَاهُ يَعْنِيْ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ بِكَلِمَةٍ اَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ اَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَاْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اَيْ غُدَرُ اَوَلَسْتُ اَسْعٰى فِيْ غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَاَخَذَ اَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الْاِسْلاَمُ فَقَدْ قَبِلْنَا وَاَمَّا الْمَالُ فَاِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَصَّ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلٰى اَنَّهُ لاَ يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَّهُ اِلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ

مُهَاجِرَاتُ الْآيَةَ فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ اَنْ يَرُدُّوْهُنَّ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَعْنِي فَاَرْسَلُوْا فِيْ طَلَبِهِ فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْاٰخَرُ فَقَالَ اَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَقَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِيْ وَاِنِّيْ لَمَقْتُوْلٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ قَدْ اَوْفَى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِيْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِى اللّٰهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ اُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ اَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتٰى سَيْفَ الْبَحْرِ وَيَنْقَلِبُ اَبُوْ جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِاَبِيْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ.

২৭৬৫। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার (সন্ধির) বছর এক হাজারের অধিক সাহাবীসহ রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি উটের গলায় কিলাদা (কুরবানীর প্রতীক) বাঁধলেন, কুঁজ কাটলেন (পশুর) এবং উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। তিনি চলতে থাকলেন। আছ-ছানিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর 'কাসওয়া' নামের উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে বসে পড়লো। এখান থেকেই (মক্কার দিকে) যাওয়ার পথ। লোকেরা এটাকে উঠাবার জন্য হল হল শব্দ করলো। কিন্তু কাসওয়া উঠলো না, বরং আড়ি ধরে থাকলো। এভাবে দু'বার চেষ্টা করেও কোন ফল হলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কাসওয়া তো ক্লান্ত হয়নি বা এ অভ্যাসও তার নেই, বরং হাতীর প্রতিরোধকারী (আল্লাহ) একে প্রতিরোধ করেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আমার কাছে যা কিছুই দাবি করবে যদি তার মধ্যে আল্লাহর ঘরের মর্যাদা সংরক্ষণের কথা থাকে, তাহলে আমি তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিবো। তিনি উষ্ট্রীকে উঠাতে গেলে তা উঠে দাঁড়ালো। তিনি মক্কার দিকে না গিয়ে অন্য দিকে অগ্রসর হয়ে হুদায়বিয়ায় পৌঁছলেন। তিনি একটি কূপের কাছে অবতরণ করলেন। তাতে খুব সামান্য পানি ছিল।

তাঁর কাছে বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা আল-খুযাঈ, অতঃপর উরওয়া ইবনে মাসঊদ আসলো। উরওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ শুরু করলো। যখনই সে তাঁর সংগে কথা বলতো সাথে সাথে তাঁর দাড়ি স্পর্শ করতো। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। তিনি উরওয়ার হাতে তরবারির খাপ দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, তাঁর দাড়ি থেকে হাত দূরে রাখো। উরওয়া মাথা তুলে বললো, লোকটা কে? লোকেরা বললো, তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)। সে বললো, হে বিশ্বাসঘাতক! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য আদায় করি নাই (ক্ষতিপূরণ দেই নাই)? জাহিলিয়াতের যুগে (মুসলমান হওয়ার পূর্বে) তিনি একদল লোকের সহযাত্রী হয়ে (কোথাও) যাওয়ার সময় পথে তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালপত্র ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি (মদীনায়) এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমরা তোমার ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু তোমার এগুলো তো লুণ্ঠন করা মাল। এসব মালের আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি (রাবী) হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আলীকে) বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) যে বিষয়ে সন্ধি স্থাপন করেছেন তুমি তা (সন্ধিপত্র) লেখো। বর্ণনাকারী ঘটনা বললেন। সুহাইল বললো, আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তোমার দীন গ্রহণ করে তোমার কাছে চলে আসলে তাকে অবশ্যই আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে।

যখন সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা শেষ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন ঃ ওঠো, কুরবানী করো এবং মাথা মুড়াও। "অতঃপর কতিপয় স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে হিজরত করে আসলো"... (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০), আল্লাহ তাদেরকে ফেরত পাঠাতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন এবং তাদেরকে মুহরানা বাবদ যা দেয়া হয়েছিল তা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর তিনি মদীনায় ফিরে আসলেন।

আবু বাসীর (রা) নামে কুরাইশদের এক লোক (মুসলমান হয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসলেন। তাকে ফেরত নেয়ার জন্য তারা দু'জন লোক পাঠালো। তিনি দুই ব্যক্তির কাছে তাকে প্রত্যর্পণ করলেন। তারা তাকে সঙ্গে করে প্রস্থান করলো। তারা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে খেজুর খেতে বসে গেলো। আবু বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, হে অমুক! আল্লাহর শপথ! তোমার তরবারিখানা আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগছে। সে খাপ থেকে তরবারি বের করে নিয়ে বললো, হাঁ। এটা দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আবু বাসীর বললেন, আমাকে দাও না, একটু দেখি। তিনি তার কাছ থেকে তরবারিখানা হস্তগত করে তার উপর আঘাত হানলেন। ফলে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো (নিহত হলো)। অন্য ব্যক্তি পালিয়ে মদীনায় চলে আসলো এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ

করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই ব্যক্তি ভয় পেয়ে গেছে। সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমার সঙ্গী নিহত হয়েছে, আমিও নিহত হতাম।

আবু বাসীর (রা) ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ আপনার যিম্মাদারী পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা আপনি আমাকে তাদের হাতে অর্পণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আবু বাসীরের মায়ের জন্য দুঃখ, সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদি তার কোন সাহায্যকারী থাকতো! তিনি (আবু বাসীর) একথা শুনে বুঝতে পারলেন, তাকে পুনরায় তাদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে। তিনি পলায়ন করে সাগর-সৈকতে সাইফুল বাহার নামক স্থানে চলে আসলেন। আবু জান্দাল (রা)-ও (মক্কা থেকে) পলায়ন করে আবু বাসীরের সাথে মিলিত হলেন। এভাবে কুরাইশদের বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে পালিয়ে এসে এখানে একত্র হলেন।

টীকা ঃ সাহাবীদের সংখ্যা কোন বর্ণনায় চৌদ্দ শত আবার কোন বর্ণনায় পনের শতে উন্নিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা থেকে যাত্রা করলেন তখন তাঁর সহযাত্রীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শত এবং যখন হুদায়বিয়ায় পৌছলেন তখন এ সংখ্যা পনের শতে উন্নীত হয়। হুদায়য়বিয়া একটি গ্রামের নাম। মক্কা থেকে এর দূরত্ব বারো মাইল।

৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে আবরাহা কা'বা ঘর ধ্বংস করতে এসেছিল। কিন্তু এ অভিশপ্তের হাতীগুলো মুযদালিফা ও মিনার সীমান্তবর্তী আল-মুহাসসাব নামক স্থানে পৌছে শুয়ে পড়ে। এগুলোকে উঠানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি। হাদীসে সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাজ্জীদেরকে এই স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (অনুবাদক)।

٢٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُمُ اصْطَلَحُوْا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَاْمَنُ فِيْهِنَّ النَّاسُ وَعَلٰى اَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً وَاَنَّهُ لاَ اِسْلاَلَ وَلاَ اِغْلاَلَ.

২৭৬৬। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। কুরাইশগণ দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখার শর্তে সন্ধি করলো। এ সময়ে লোকজন নিরাপদ থাকবে; আমাদের মনে কারো বিরুদ্ধে কোনরূপ কুটিলতা থাকবে না; কেউ কারো বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না এবং কোন পক্ষই বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

টীকা ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্তগুলো বিভিন্ন সূত্রে নিম্নরূপ উল্লেখিত হয়েছে ঃ এ বছর (ষষ্ঠ হিজরীতে) মুসলমানগণ উমরা না করেই ফিরে যাবে। আগামী বছর তারা উমরা করতে আসবে, কিন্তু মক্কায় তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না। এ সময় তারা সাথে করে কোন অস্ত্র আনতে পারবে না, শুধুমাত্র একটি করে তরবারি আনতে পারবে। মক্কায় অবস্থানরত কোন মুসলমানকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু মদীনার কোন মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকে বাঁধা দেয়া যাবে না। মক্কার কোন পৌত্তলিক বা মুসলমান মদীনায় চলে গেলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোন

মুসলামন মদীনা থেকে মক্কায় চলে আসলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। আরবের যে কোন গোত্র মুসলমান কিংবা অন্য কোন গোত্রের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে পারবে। কেউ কারো বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। সন্ধিচুক্তি দশ বছর বলবৎ থাকবে এবং উভয় পক্ষ এর শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে (অনুবাদক)।

٢٧٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ اَبِي زَكَرِيَّا اِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلَى ذِي مِخْبَرٍ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْنَاهُ فَسَاَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا اٰمِنًا وَتَغْزُونَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَّرَائِكُمْ.

২৭৬৭। হাসসান ইবনে আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাকহূল ও ইবনে আবু যাকারিয়া (র) খালিদ ইবনে মা'দান (র)-এর নিকট গেলেন এবং আমিও তাদের সাথে গেলাম। তিনি জুবায়ের ইবনে নুফাইর (র) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জুবাইর (রা) বললেন, আমাদের সাথে যি-মিখবাব (রা)-র কাছে চলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা তার কাছে আসলাম। জুবাইর (রা) তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই তোমরা রূমীয়দের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তারা এবং তোমরা সম্মিলিতভাবে অপর এক শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে (কিতাবুল মালাহিমে ৪২৮২ নং হাদীসে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে)।

টীকা ঃ রূম বলতে তৎকালীন রূমীয় খৃস্টান সাম্রাজ্যকে বুঝানো হচ্ছে– বর্তমান তুরস্ক ও এর চার পাশের বৃহৎ এলাকা নিয়ে এ সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত এটা একটা বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হতো।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাবের (ইহুদী-খৃস্টান) সাথে শান্তিচুক্তি করা এবং একত্রে তাদের সাথে নিজ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيَتَشَبَّهُ بِهِمْ

অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ অজ্ঞাতসারে শত্রুর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের দলভুক্ত বলে প্রকাশ করা

٢٧٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قُلْ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ سَاَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّانَا قَالَ وَاَيْضًا لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ اتَّبَعْنَاهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى اَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ اَمْرُهُ وَقَدْ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ قَالَ كَعْبٌ اَيَّ شَيْءٍ تَرْهَنُوْنِيْ قَالَ وَمَا تُرِيْدُ مِنَّا فَقَالَ نِسَاءَكُمْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ اَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ عَارًا عَلَيْنَا قَالَ فَتَرْهَنُوْنِيْ اَوْلَادَكُمْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ يُسَبُّ ابْنُ اَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنْتَ بِوَسْقٍ اَوْ وَسْقَيْنِ قَالُوْا نَرْهَنُكَ اللَّاْمَةَ يُرِيْدُ السِّلَاحَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اَتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ يَنْضَخُ رَأْسُهُ فَلَمَّا اَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوْا لَهُ قَالَ عِنْدِيْ فُلَانَةُ وَهِيَ اَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ قَالَ تَأْذَنُ لِيْ فَاَشُمُّ قَالَ نَعَمْ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ رَأْسِهِ فَشَمَّهُ قَالَ اَعُوْدُ قَالَ نَعَمْ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ رَأْسِهِ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمْ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى قَتَلُوْهُ.

২৭৬৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এমন কে আছ, যে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারে? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পারবো। আমি তাকে হত্যা করি আপনি কি তাই চান? তিনি বললেন ঃ হাঁ। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বললেন, সেখানে গিয়ে আমাকে (অতিরঞ্জিত) কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা। তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে এসে বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সা.) আমাদের কাছে বারবার সদাকা (আর্থিক সাহায্য) চেয়ে আমাদেরকে বিরক্ত করে তুলেছে। অথচ আমরা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে ফেলেছি, তাই কিছু করতেও পারছি না। কা'ব বললো, জ্বালাতনের আর কি দেখছো! সে তোমাদেরকে উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তিনি বললেন, আমরা তো তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে ফেলেছি, এখনই তাঁকে পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করি না। তবে তাঁর কাজের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আছি।

আমরা চাচ্ছিলাম, তুমি আমাদেরকে এক অথবা দুই ওয়াসাক (খাদ্যশস্য) ধার দিবে। সে বললো, তোমরা আমার কাছে কি জিনিস বন্ধক রাখবে? তিনি বললেন, তুমি আমাদের কাছে কি আশা করো? সে বললো, তোমাদের স্ত্রীলোকদের। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি আরবের সুন্দরতম ব্যক্তি হয়ে এরূপ কথা বলছো? তোমার কাছে আমাদের মহিলাদের বন্ধক রাখলে এটা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে। সে বললো, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমাদের সন্তানেরা বড়ো হলে লোকেরা তাদের গালি দিবে এবং খোটা দিয়ে বলবে, এক অথবা দুই ওয়াসাকের বিনিময়ে তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। তারা বললেন, আমরা তোমার কাছে যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখবো। সে (কা'ব) বললো, হাঁ, ঠিক আছে। (এ পর্যন্ত কথা বলে তিনি চলে গেলেন। পরবর্তী সময়ে) তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) এসে তাকে (কা'বকে) ডেকে বাইরে নিয়ে গেলেন। সে সুগন্ধিযুক্ত ছিল, তার মাথার খোশবু ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি কা'বের কাছে বসলেন। তার সাথে আরো তিন-চারজন লোক ছিল। তারাও তার সুগন্ধির উল্লেখ করলেন। কা'ব বললো, আমার কাছে অমুক স্ত্রীলোক আছে, সে তো সব সময় সুগন্ধি মেখে থাকে। তিনি বললেন, তোমাব চুল থেকে ঘ্রাণ লওয়ার অনুমতি দাও। সে বললো, আচ্ছা। তিনি তার মাথায় হাত ঢুকালেন এবং মাথার ঘ্রাণ নিলেন। তিনি বললেন, আর একবার, সে বললো, ঠিক আছে। তিনি তার মাথায় হাত ঢুকালেন। যখন তিনি তার মাথার চুল দৃঢ়ভাবে ধরলেন তখন সঙ্গীদের বললেন, এবার নাও। তারা (সাহাবীগণ) তাকে (কা'বকে) আঘাত হানলেন এবং হত্যা করলেন।

টীকা : কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনার ইহুদী বনী কায়নুকা' গোত্রের সরদার ছিল। এ সম্প্রদায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অর্থসম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পদার্পণ করে এখানকার গোত্রগুলোর সাথে সহঅবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতার শর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলেন। দিন দিন ইসলামের গৌরব বৃদ্ধিতে তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লো এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো। শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা) তাদেরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হিংসাত্মক ও বিদ্রোহমূলক তৎপরতা চালাতে থাকে। এ গোত্রের লোকেরা পথে-ঘাটে মুসলিম মহিলাদের অপমান করতে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসিত ও উদ্ভট বদনাম ছড়াতে লাগলো। তাদের এসব কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা) তৃতীয় হিজরী সনে তাদেরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করলেন এবং তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন (অনুবাদক)।

٢٧٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْاِيْمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ.

২৭৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈমান গুপ্তহত্যা নিষিদ্ধ করেছে। অতএব মুমিন কখনও গুপ্তহত্যা করতে পারে না।

টীকা ঃ আরবী 'ফাতাক' শব্দের অর্থ– কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় প্রদানের পর বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করা। ইসলাম অনুরূপ হত্যা অনুমোদন করে না। কা'ব ইবনে আশরাফকে গুপ্তহত্যা করা প্রসঙ্গে বলা যায়, মহানবী (সা) তাকে কোনরূপ নিরাপত্তামূলক প্রতিশ্রুতি দেননি। সে সর্বদা ইসলাম, ইসলামের নবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র করতো। এ ধরনের লোককে গুপ্তহত্যা করা উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي التَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيْرِ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ সফরের উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা

٢٧٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

২৭৭০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ, হজ্জ অথবা উমরা করে ফেরার পথে সমতল ভূমি থেকে উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তিনবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার-আল্লাহ মহান) বলতেন। তিনি আরো বলতেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী, তাঁরই ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর জন্য সিজদা দানকারী, তাঁরই প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমস্ত (বিদ্রোহী) দলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছেন"।

بَابٌ فِي الْاِذْنِ فِي الْقُفُوْلِ بَعْدَ النَّهْيِ

অনুচ্ছেদ-১৭০ ঃ নিষেধাজ্ঞার পর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি

٢٧٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لاَ يَسْتَئْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الْاٰيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِيْ فِي النُّوْرِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

২৭৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী, "যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা কখনও তোমার কাছে এইরূপ আবেদন করবে না যে, তাদেরকে জীবন ও সম্পদসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোভাবেই জানেন। এরূপ কোন আবেদন কেবল তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী নয়, যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে, আর তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৪৪, ৪৫)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের নির্দেশ সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়েছে, "মুমিন মূলত তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর থেকে মেনে নিয়েছে। কোন সামগ্রিক কাজে তারা যখন রাসূলের সাথে একত্র হয় তখন তার অনুমতি না নিয়ে তারা চলে যায় না। যেসব লোক তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা যখন তাদের কোন প্রয়োজনে ছুটি (অনুমতি) চায়, তখন তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও, তাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" (সূরা আন-নূর ঃ ৬২)।

بَابٌ فِيْ بَعْثَةِ الْبُشَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৭১ ঃ সুসংবাদ দান করার জন্য কাউকে পাঠানো

٢٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَاَتَاهَا فَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ اَحْمَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ يُكْنٰى اَبَا اَرْطَاةَ.

২৭৭২। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তোমরা আমাকে 'যুল-খালাসা' সম্পর্কে নিশ্চিত করছো না কেন? অতঃপর তিনি (জারীর) সেখানে যাত্রা করলেন এবং তা ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তার সুসংবাদ জানালেন। লোকটির ডাক নাম ছিল আবু আরতাত (রা)।

টীকা ঃ যুল-খালাসা একটি দেব-মন্দীরের নাম। এখানে দাওস, খাছ'আম, বুদাইল প্রভৃতি গোত্রসমূহের মূর্তি স্থাপিত ছিল। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যুল-খালাসা স্বয়ং একটি মূর্তির নাম (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ اَعْطَاءِ الْبَشِيْرِ

অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ সুসংবাদদানকারীকে কিছু উপহার দেয়া

٢٧٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَقَصَّ ابْنُ السَّرْحِ الْحَدِيْثَ قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ حَتّٰى اِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِيْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ ثُمَّ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَسَمِعْتُ صَارِخًا يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ اَبْشِرْ فَلَمَّا جَاءَنِى الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا اِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ اِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّانِيْ.

২৭৭৩। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন। অতঃপর দুই রাক'আত নামায পড়ে লোকদেরকে নিয়ে বসতেন। অতঃপর ইবনুস সারহ্ হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসাধারণকে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এভাবে অনেক দিন কেটে গেলো। একদিন আমি আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদা (রা)-র বাগানের দেয়াল টপকে সেখানে ঢুকে তাকে সালাম করলাম। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। পঞ্চাশ দিনের দিন আমি আমাদের কোন এক ঘরের ছাদে উঠে ফজরের নামায পড়লাম। সহসা আমি একটি শব্দ শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলছে, হে কা'ব ইবনে মালেক! তোমার জন্য সুসংবাদ। যে ব্যক্তি সশব্দে আমাকে সুসংবাদ জানালেন তিনি কাছে আসলে আমি আমার দুইখানা কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আমি উঠে সরাসরি মসজিদে নববীতে গিয়ে হাজির হলাম।

দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। সাথে সাথে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুত এসে আমার সাথে হাত মিলালেন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানালেন।

টীকা ঃ ৬৩১ খৃস্টাব্দে (৯ম হিজরী সনে) রূমীয়দের বিরুদ্ধে তাবূকের যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়। মহানবী (সা)-এর নির্দেশ সত্ত্বেও কতিপয় লোক এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। এদের মধ্যে আশিজনেরও অধিক ছিল মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তারা মিথ্যা ওজর পেশ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো। কিন্তু তিনজন লোক স্পষ্ট ভাষায় তাদের অপরাধ স্বীকার করলেন। তারা হলেন, কা'ব ইবনে মালেক (রা), হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) এবং মুরারা ইবনে রবীয়া (রা)। তারা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। নবী (সা) তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সবাইকে তাদের সাথে কোনরূপ কথাবার্তা ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করে দিলেন। অতঃপর এ নির্দেশের পঞ্চাশতম দিনে তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আত-তাওবার আয়াত (১১৮) নাযিল করলেন। হাদীসে এ ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ سُجُوْدِ الشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ-১৭৩ ঃ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা

٢٧٧٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا جَاءَهُ اَمْرُ سُرُوْرٍ اَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلّٰهِ.

২৭৭৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন আনন্দপূর্ণ বিষয় আসলে অথবা তিনি কোন সুসংবাদ প্রাপ্ত হলে সিজদায় পড়ে যেতেন– আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

টীকা ঃ সুসংবাদ প্রাপ্তি, বিপদমুক্তি, কোন বিষয়ে সফলতা অর্জন ইত্যাদির জন্য মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য (নামায ছাড়া) সিজদা করা যায় কি না এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কতিপয় লোক বলেন, এটা বিদ'আত এবং সম্পূর্ণ হারাম। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে কৃতজ্ঞতার সিজদা জায়েয, তবে মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে এটা সুন্নাত। কেননা আবু জাহলের হত্যার সংবাদে মহানবী (সা), ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাবের হত্যার সংবাদে আবু বাক্র (রা) এবং খারিজী জুসসাদাইর হত্যার সংবাদে আলী (রা) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা করেছিলেন (অনুবাদক)।

٢٧٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

عُثْمَانَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِّنْ عَزْوَرَا نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا اللّٰهَ تَعَالٰى سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ اَحْمَدُ ثَلاَثًا قَالَ اِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِيْ فَاَعْطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّيْ ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ فَاَعْطَانِىْ ثُلُثَ اُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَسَأَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ فَاَعْطَانِى الثُّلُثَ الْاٰخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَشْعَثُ بْنُ اِسْحَاقَ اَسْقَطَهُ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حِيْنَ حَدَّثَنَا بِهٖ فَحَدَّثَنِيْ بِهٖ عَنْهُ مُوْسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ.

২৭৭৫। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সা'দ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন 'আযওয়ারা' নামক স্থানের নিকটে পৌঁছলাম, তিনি জন্তুযান থেকে অবতরণ করলেন, অতঃপর হাত তুলে কিছুক্ষণ আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, তারপর সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তিনি অনেকক্ষণ সিজদারত অবস্থায় থাকলেন। তিনি সিজদা থেকে উঠে আবার হাত তুলে কিছুক্ষণ আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন। তিনি আবার সিজদায় পড়ে গেলেন এবং অনেক সময় কাটিয়ে দিলেন। পুনরায় উঠে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, অতঃপর সিজদায় অবনত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তিনবার করেছেন বলে (বর্ণনাকারী) আহমাদ উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি আমার প্রভুর কাছে আবেদন করলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করলাম। আমাকে এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমি সিজদায় অবনত হলাম। আবার মাথা তুলে আমার প্রতিপালকের কাছে উম্মতের জন্য আবেদন করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মতের আরো এক-তৃতীয়াংশের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দান করলেন। আমি পুনরায় সিজদায় পড়ে প্রতিপালককে কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমি পুনরায় মাথা তুলে আমার মহান রবের কাছে উম্মতের ব্যাপারে দু'আ করলাম। তিনি আমাকে আরো এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করলেন। আমি আমার প্রভুকে সিজদা করে শুকরিয়া জানালাম। আবু

দাঊদ (র) বলেন, আহমাদ ইবনে সালেহ আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আশ'আছ ইবনে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেননি (বরং তার নাম বাদ দিয়েছেন)। মূসা ইবনে সাহল তার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ আযওয়ারা– মক্কা ও মদীনার পথে আল-জুহ্ফা-র একটি স্থানের নাম (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الطُّرُوْقِ

অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ গভীর রাতে সফর থেকে ফিরে আসা

٢٧٧٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ اَنْ يَّأْتِيَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ طُرُوْقًا.

২৭৭৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তির সফর থেকে গভীর রাতে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসাকে অপছন্দ করতেন।

٢٧٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَوَّلَ اللَّيْلِ.

২৭৭৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের প্রথম ভাগে সফর থেকে ফিরে এসে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়াই মানুষের জন্য উত্তম।

٢٧٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلاً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الزُّهْرِيُّ الطُّرُوْقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ بَأْسَ بِهِ.

২৭৭৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফর থেকে ফিরে এলাম। আমরা যখন শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন ঃ থামো! আমরা রাত হলে প্রবেশ করবো। যেন তারা (স্ত্রীরা) ধুলোবালি দূর করে চিরুনী করে এবং নিম্নাঙ্গের কেশ কেটে

পরিষ্কার করতে পারে। আবু দাউদ বলেন, যুহরী বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা এশার নামাযের পর আসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবু দাউদ (র) বলেন, মাগরিবের পর আসতে কোন দোষ নেই।

بَابٌ فِي التَّلَقِّي

অনুচ্ছেদ-১৭৫ ঃ আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানানো

٢٧٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

২৭৭৯। আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, জনসাধারণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এগিয়ে গেলো। আমিও বালকদেরকে সাথে নিয়ে আল-বিদা' উপত্যকায় গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালাম।

بَابٌ فِيْ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ اِنْفَادِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ اِذَا قَفَلَ

অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ যুদ্ধে যেতে অক্ষম হয়ে পড়লে সংগৃহীত রসদপত্র অন্য যোদ্ধাকে দেয়া উত্তম

٢٧٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ فَتًى مِّنْ اَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ أُرِيْدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِيْ مَالٌ اَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ اِذْهَبْ اِلٰى فُلاَنٍ الْاَنْصَارِيِّ فَاِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ ادْفَعْ اِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ فَاَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا فُلاَنَةُ ادْفَعْ اِلَيْهِ مَا جَهَّزْتِنِيْ بِهِ وَلاَ تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَوَ اللّٰهِ لاَ تَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ اللّٰهُ فِيْهِ.

২৭৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের একটি যুবক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করার সংকল্প করেছি, কিন্তু তার প্রয়োজনীয় রসদপত্র আমার নাই। তিনি বললেন ঃ তুমি অমুক আনসারীর কাছে যাও। সে জিহাদে যাওয়ার প্রয়োজনীয় রসদপত্রের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

তুমি তাকে গিয়ে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তুমি তাকে আরো বলো, জিহাদের জন্য আপনি যে মাল-সামান সংগ্রহ করেছেন তা আমাকে দিন। যুবকটি তার কাছে এসে একথা জানালো। আনসারী লোকটি তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, হে অমুক! আমার জন্য যে রসদপত্র তুমি স্তূপ করেছো তা এই যুবককে দাও, তা থেকে কিছু একটুও রেখে দিও না। আল্লাহর শপথ! তুমি তা থেকে সামান্য পরিমাণও রেখো না, তাহলে আল্লাহ এ দানে বরকত দান করবেন।

بَابٌ فِى الصَّلاَةِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-১৭৭ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায পড়া

٢٧٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِمَا كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ نَهَارًا قَالَ الْحَسَنُ فِي الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

২৭৮১। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে দিনের বেলায়ই ফিরে আসতেন। হাসান বসরী (র) বলেন, পূর্বাহ্নে ফিরে আসতেন। (কা'ব রা. বলেন) সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি প্রথমে মসজিদে এসে দুই রাক'আত নামায পড়তেন; অতঃপর সেখানে বসতেন।

٢٧٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَ عَلٰى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى بَيْتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ يَصْنَعُ.

২৭৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ সমাপন করে ফিরে এসে মদীনায় প্রবেশ করলেন। উষ্ট্রীকে মসজিদের দরজায় বসিয়ে

তিনি তাঁর মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত নামায পড়লেন, অতঃপর নিজ বাড়িতে গেলেন। নাফে' (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-ও অনুরূপ আমল করতেন।

بَابٌ فِيْ كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ বণ্টনকারীর পারিশ্রমিক

٢٧٨٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ قَالَ فَقُلْنَا وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ الشَّيْءُ يَكُوْنُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ.

২৭৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন জিনিস বণ্টন করে দেয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এর তাৎপর্য কি? তিনি বলেন ঃ একটা নির্দিষ্ট জিনিসে বিভিন্ন লোকের হক থাকতে পারে। (বেশি প্রাপ্তির আশায় বণ্টনকারী কারচুপি করায়) পরে তা (অন্যের ভাগে) কম পড়ে।

٢٧٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هٰذَا وَحَظِّ هٰذَا.

২৭৮৪। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এমনও কিছু লোক আছে, যারা জনসাধারণের বণ্টনকারী নিযুক্ত হয়। তারা এ ভাগ থেকে কিছু এবং ঐ ভাগ থেকে কিছু আত্মসাৎ করে।

بَابٌ فِى التِّجَارَةِ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ জিহাদে গিয়ে ব্যবসা করা

٢٧٨٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ

زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ اَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الْوَادِيْ قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا زِلْتُ اَبِيْعُ وَاَبْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتُ ثَلاَثَ مِائَةِ اُوْقِيَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

২৭৮৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যকার একজন তাকে বলেছেন, আমরা যখন খায়বার বিজয় করলাম, মুজাহিদগণ গনীমত থেকে নিজ নিজ অংশের বন্দী ও মালপত্র নিয়ে নিলো। লোকেরা তাদের গনীমতলব্ধ সম্পদ পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলো। একটি লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ এত পরিমাণ লাভ করেছি যে, এই প্রান্তরের কারো পক্ষে অনুরূপ লাভ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন ঃ হায়! তুমি কি লাভ করেছো? সে বললো, আমি ক্রয়-বিক্রয় করে 'তিনশো উকিয়া' লাভ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির কথা বলবো, যে তোমার চেয়েও উত্তম লাভ করেছে? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ ফরয নামাযের পর (যে ব্যক্তি) দুই রাক'আত অতিরিক্ত (নফল) নামায পড়েছে।

بَابٌ فِىْ حَمْلِ السِّلاَحِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৮০ ঃ শত্রু এলাকায় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যাওয়া

٢٧٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ رَجُلٍ مِّنَ الضِّبَابِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اَنْ فَرَغَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِيْ يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ قَالَ لاَ

حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُقِيْضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوْعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ قُلْتُ مَا كُنْتُ أُقِيْضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ قَالَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ.

২৭৮৬। দিবাব গোত্রের যুল-জাওসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার একটি ঘোড়ার বাচ্চা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি তখন বদরের যুদ্ধের যাবতীয় বিষয় থেকে অবসর হয়েছেন। এটার নাম ছিল ইবনুল কারহা। আমি বললাম, হে মুহাম্মাদ! আমি কারহার বাচ্চাকে নিয়ে এসেছি আপনাকে দেয়ার জন্য। তিনি বললেন ঃ এটায় আমার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি চাও তবে বদর যুদ্ধের লৌহবর্ম থেকে একটি বর্ম দিয়ে তোমার ঘোড়ার বাচ্চার বিনিময় দিতে পারি। আমি বললাম, আজকে আমি এ ঘোড়ার বাচ্চার বিনিময়ে একটি ঘোড়া নিতেও রাজী নই। তিনি বললেন ঃ তবে এটায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।

بَابٌ فِي الْإِقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ মুশরিকদের এলাকায় অবস্থান করা

٢٧٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ.

২৭৮৭। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুশরিকের সাহচর্যে থাকে এবং এদের সাথে বসবাস করে সে তাদেরই অনুরূপ।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, পৌত্তলিক মুশরিকদের সাথে একত্রে বসবাস করা সংগত নয়। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও সংগত নয়। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহও অধ্যয়ন করা যেতে পারে ঃ সূরা আলে ইমরান ২৮ নং আয়াত, সূরা আন-নিসা ১৪৪ নং আয়াত, সূরা আল-মাইদা ৫১ ও ৫৭ নং আয়াত, সূরা আত-তাওবা ২৩ নং আয়াত ইত্যাদি। তবে তাদের সাথে সামাজিক আচার-ব্যবহারে ভদ্র ও অমায়িক হতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়াতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অধ্যয়ন করা যেতে পারে ঃ সূরা আল-মুমতাহিনা ৮ নং আয়াত, সূরা আত-তাওবা ৬ নং আয়াত ইত্যাদি (অনুবাদক)।

অধ্যায় ৪ ১৭

كِتَابُ الضَّحَايَا

(কুরবানীর নিয়ম-কানুন)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِيْجَابِ الْاَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ-১ ৪ কুরবানী করা ওয়াজিব

٢٧٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ اَبِيْ رَمْلَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ وَقُوْفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً اَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هٰذِهِ الَّتِيْ يَقُوْلُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْعَتِيْرَةُ مَنْسُوْخَةٌ هٰذَا خَبَرٌ مَنْسُوْخٌ.

২৭৮৮। মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলাম। রাবী বলেন, তিনি বললেন : হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের উপর প্রতি বছর একটি কুরবানী ও একটি 'আতীরা' করা কর্তব্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো 'আতীরা কাকে বলে? 'আতীরা বলতে তাই বুঝায়, যাকে লোকেরা 'রাজাবিয়াহ' বলতো। আবু দাউদ (র) বলেন, আতীরা রহিত হয়ে গেছে এবং এ হাদীসও মানসূখ (রহিত)।

টীকা ৪ সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও ফিক্‌হের ইমামগণের সাধারণ মতে সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং আবু ইউসুফ (র) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব।

টীকা ৪ 'আতীরা শব্দের অর্থ যবেহ করা। জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা রজব মাসে দেবতার উদ্দেশ্যে একটি ছাগী যবেহ করতো। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানরাও রজব মাসে আল্লাহর নামে কুরবানী করতো। কিন্তু পরে তা বাতিল করে দেয়া হয়। যেহেতু অনুষ্ঠানটি রজব মাসে করা হতো, তাই এটাকে রাজাবিয়াহ বলা হতো। এ নামটি সর্বজনবিদিত ছিল। নবী (সা) তাঁর কথায় সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন (অনু.)।

٢٧٨٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ اَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ اَجِدْ اِلاَّ مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّيْ بِهَا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ تَاْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ.

২৭৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি কুরবানীর দিনকে ঈদরূপে উদযাপন করার জন্য। এ দিনটিকে আল্লাহ্ এই উম্মাতের জন্য ঈদের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। এক ব্যক্তি বললো, আপনার কি মত, আমি যদি মাদী 'মানীহা' ছাড়া অন্য কোন পশু না পাই, তবে কি এটা দিয়েই কুরবানী করবো? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু তুমি (কুরবানীর দিন) তোমার চুল ও নখ কাটবে, গোঁফ খাটো করবে এবং নিম্নাঙ্গের লোম কেটে ফেলবে। এ কাজগুলোই আল্লাহর কাছে তোমার পূর্ণ কুরবানী।

টীকা ঃ আরবের লোকেরা কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে দুগ্ধবতী গাভী বা ছাগল-ভেড়া দান করতো, প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত দুধ পান করে পরে তা মালিককে ফেরত দিবে। এ ধরনের পশুকে 'মানীহা' বলা হতো (অনু.)।

بَابُ الْاُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা

٢٧٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِيْ اَنْ اُضَحِّيَ عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّيْ عَنْهُ.

২৭৯০। তাবিঈ হানাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই কি (দু'টি কেন)? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়াত করেছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করি। তাই তাঁর পক্ষ থেকে (একটি) কুরবানী করছি।

টীকা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয, তবে ওয়াজিব নয়, নফল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও যে কোন লোক কুরবানী করতে পারে (অনু.)।

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِى الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُّضَحِّيَ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন যিলহজ্জের দশ তারিখ পর্যন্ত তার চুল না কাটে

٢٧٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَاِذَا اَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ اَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتّٰى يُضَحِّيَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِخْتَلَفُوْا عَلٰى مَالِكٍ وَعَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِيْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرَ وَاَكْثَرُهُمْ قَالَ عَمْرُو. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ.

২৭৯১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোকের কুরবানী করার পশু আছে, সে যেন যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটে।

টীকা ঃ ফিক্হবিদদের কারো কারো মতে, এ সময়ে নখ-চুল কাটা মাকরূহ তাহরীমি। আর কারো কারো মতে মাকরূহ তানজীহি। কেউ কেউ বলেছেন, হাজ্জীদের অনুকরণ করাই এ নিষেধাজ্ঞা লক্ষ্য (অনু.)।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কুরবানীর জন্য যে ধরনের পশু উত্তম

٢٧٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَأُ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِيْ سَوَادٍ فَاُتِيَ بِهِ فَضَحّٰى بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ

فَفَعَلَتْ فَاَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর জন্য এমন একটা শিংওয়ালা দুম্বা নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন, যা কালোতে হাঁটে, কালোতে দেখে ও কালোতে শোয় (যার পা, চোখ ও পেট কালো)। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! ছুরিটা দাও। অতঃপর তিনি বললেন ঃ পাথরে ঘষে এটা ধারালো করো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তিনি তা নিলেন, দুম্বাকে ধরলেন এবং তা কাৎ করে শোয়ালেন। যবেহ করতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ "বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি); হে আল্লাহ! তুমি এই কুরবানী মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পরিবার ও তার উম্মাতের পক্ষ থেকে কবুল করো।" অতঃপর তিনি এটা কুরবানী করলেন।

٢٧٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ.

২৭৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সাতটি উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরবানী করেছেন এবং মদীনাতে ধূসর রং-এর এবং শিংযুক্ত দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।

٢٧٩٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّيْ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى صَفْحَتِهَا.

২৭৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধূসর বর্ণের ও দুই শিংবিশিষ্ট দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন। যবেহ করার সময় তিনি 'বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' পড়েছিলেন এবং তাঁর পা পশুর ঘাড়ের উপর রেখেছিলেন।

٢٧٩٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مُوْجَئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّيْ وَجَّهْتُ

وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ.

২৭৯৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন দু'টি ধূসর বর্ণের শিংওয়ালা ও খাসী করা দুম্বা যবেহ করলেন। দুম্বা দু'টিকে কেবলামুখী করে শুইয়ে তিনি বললেন ঃ "আমি সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে নিষ্ঠার সাথে নিজেকে ইব্‌রাহীমের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলাম, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।" "আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নাই। আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকেই প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই নিবেদিত। মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে তুমি কবুল করো।" অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ মহান) বলে যবেহ করলেন।

٢٧٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّيْ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ وَيَاْكُلُ فِيْ سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ.

২৭৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংওয়ালা, মোটাতাজা ও শক্তিমান একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন। এর চোখ, মুখ ও পা কালো ছিলো (আরবে এই দুম্বাকে অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে করা হয়)।

بَابُ مَا يَجُوْزُ فِى الضَّحَايَا مِنَ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে বয়সের পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয

٢٧٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَذْبَحُوْا اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ.

২৭৯৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'মুসিন্না' ছাড়া যবেহ করবে না। কিন্তু যদি তা সংগ্রহ করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে মেষের জাযা'আহ্ যবেহ করতে পারো।

টীকা ঃ পাঁচ বছর বয়সের উট ও দুই বছর বয়সের গরুকে মুসিন্না বলে। ভেড়া-ছাগলের মুসিন্না হলো এক বছর বয়স হওয়া। যে ভেড়ার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু দেখতে এক বছরের বলে মনে হয় তাকে জাযা'আহ্ বলে। হাদীসমতে, শুধু ভেড়াতেই জাযা'আহ্ দ্বারা কুরবানী করা যায়, অন্য কোন পশু নয় (অনুবাদক)।

٢٧٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طُعْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَاَعْطَانِيْ عَتُوْدًا جَذَعًا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهِ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُ جَذَعٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ فَضَحَّيْتُ بِهِ.

২৭৯৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করলেন। তিনি আমাকে অল্প বয়স্ক একটা জাযা'আহ্ দিলেন। যায়েদ (রা) বলেন, আমি তা ফেরত নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, এটা তো জাযা'আহ। তিনি বললেন ঃ এটাই কুরবানী করো। সুতরাং আমি সেটিই কুরবানী করলাম।

٢٧٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّيْ مِمَّا يُوَفِّيْ مِنْهُ الثَّنِيُّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُوْدٍ.

২৭৯৯। আসিম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কুলাইব) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সাথে ছিলাম। তার নাম মুজাশে' (রা)। তিনি বনী সুলাইম গোত্রের লোক ছিলেন। একবার বকরীর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেলো। তিনি ঘোষককে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সে ঘোষণা করলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ ছয় মাস বয়সের ভেড়া এক বছর বয়সের ছাগলের স্থান পূর্ণ করতে পারে। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি হলেন মাসউদের পুত্র মুজাশে' (রা)।

٢٨٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِيْ وَجِيْرَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّيْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

২৮০০। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর দিন ঈদের নামাযের পর আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়লো, আমাদের মত কুরবানী করলো, সে সঠিকভাবে কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করলো, তা (কুরবানীর পরিবর্তে) গোশত খাওয়ার বকরী হলো। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি তো নামাযে আসার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি মনে করেছিলাম, এ দিনটি পানাহার করার দিন। অতএব আমি তাড়াহুড়া করে কুরবানীর গোশত নিজে খেয়েছি, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদেরও খাইয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা গোশত খাওয়ার বকরী হলো। আবু বুরদা (রা) বললেন, আমার কাছে ছয়মাস পূর্ণ বয়সের একটি ছাগল আছে যা আমার গোশত খাওয়ার বকরীর চেয়েও উত্তম। এটা কি আমার কুরবানীর স্থান পূর্ণ করতে পারে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٢٨٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِيْ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ.

২৮০১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালু, তাকে আবু বুরদা বলে ডাকা হয়, একবার ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার বকরী তো গোশত খাওয়ার বকরী হলো (কুরবানী হলো না)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে ছয় মাস বয়সের একটা ছাগল আছে। তিনি বললেন ঃ তা কুরবানী করো, তোমার পর আর কারো জন্য তা সংগত হবে না।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কুরবানীর জন্য যে ধরনের পশু বর্জনীয়

٢٨٠٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوْزُ فِى الْاَضَاحِيْ فَقَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصَابِعِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَصَابِعِهِ وَاَنَامِلِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَنَامِلِهِ فَقَالَ اَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِى الْاَضَاحِيِ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرُ الَّتِيْ لاَ تَنْقَى قَالَ قُلْتُ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ فَقَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلٰى اَحَدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.

২৮০২। উবাইদ ইবনে ফায়রূয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ধরনের পশু কুরবানী করা জায়েয নয়? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। আমার আঙ্গুলগুলো তাঁর আঙ্গুলের চেয়ে ছোট ও তুচ্ছ। আমার আঙ্গুলের গিরাগুলোও তাঁর আঙ্গুলের গিরার চেয়ে ছোট এবং তুচ্ছ (সম্মানার্থে এভাবে বলা হয়েছে)। তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ চার প্রকারের ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। অন্ধ– যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন– যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া– যার খোঁড়ামী সুস্পষ্ট, বৃদ্ধ ও দুর্বল–

যার হাড়ের মজ্জা নাই (শুকিয়ে গেছে)। উবাইদ (র) বলেন, আমি বললাম, বয়সের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ত্রুটি থাকাটা আমি অপছন্দ করি। আল-বারাআ (রা) বললেন, তুমি যেটা অপছন্দ করো তা পরিত্যাগ করো, কিন্তু অন্যের জন্যও তা নিষিদ্ধ করো না। আবু দাঊদ (র) বলেন, এমন দুর্বল যে, তার হাড়ের মজ্জা নাই।

٢٨٠٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِيٍّ حَدَّثَنَا عِيْسَى الْمَعْنَى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي يَزِيْدُ ذُو مِصْرَ قَالَ اَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ اِنِّي خَرَجْتُ اَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ اَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُوْلُ فَقَالَ اَفَلاَ جِئْتَنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَجُوْزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوْزُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ اِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ اَشُكُّ اِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَاْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِيْ تُسْتَاْصَلُ اُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَاْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ اَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِيْ تَبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِيْ لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيْرَةُ.

২৮০৩। ইয়াযীদ মিসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনে আব্দ আস-সুলামীর কাছে এসে বললাম, হে ওলীদের বাপ! আমি কুরবানীর পশুর খোঁজে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন পশুই পছন্দ হলো না। একটি বকরী পছন্দ হয়েছিল কিন্তু তার একটি দাঁত না থাকায় তাও বাদ দিলাম। এখন আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন? তিনি (উতবা) বললেন, তুমি সেটা আমার কাছে নিয়ে আসলে না কেন? আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! দাঁতপড়া পশু দিয়ে কুরবানী করা আপনার জন্য জায়েয, অথচ আমার জন্য জায়েয হবে না! তিনি বললেন, হাঁ। তুমি তো সন্দেহে পতিত হয়েছ কিন্তু আমি সন্দেহে পতিত হইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ মুসফারা (কানবিহীন), মুস্তাসালা (শিংবিহীন), বাখকা (দৃষ্টিশক্তিহীন), মুশায়্যি'আ (দুর্বল) এবং কাসরা (পা ভাঙ্গা) পশু কুরবানী করতে।

মুসফারা হলো, যে পশুর কান এমনভাবে কাটা গেছে যে, এর ছিদ্র স্পষ্ট দেখা যায়। মুস্তাসালা হলো, যে পশুর শিং মূল থেকে ভেঙ্গে গেছে। বাখকা হলো, যে পশুর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। মুশায়্যি'আ হলো, যে পশু দুর্বলতার কারণে মেষের সাথে সাথে যেতেও অক্ষম। কাসরা হলো, যে পশুর পা ভেঙ্গে গেছে।

٢٨٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ نُعْمَانَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَلاَ نُضَحِّيْ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْخَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ. قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِاَبِيْ اِسْحَاقَ اَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَمَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الْاُذُنِ فَقُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْاُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الْاُذُنُ. قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ اُذُنُهَا لِلسِّمَةِ.

২৮০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই। আমরা যেন কুরবানী না করি এমন পশু দিয়ে যা কানা বা অন্ধ, যার কান অগ্রভাগ বা শেষের অংশ কাটা; যার কান পাশের দিকে ফেঁড়ে গিয়েছে অথবা গোলাকার ছিদ্র করা হয়েছে।

যুহাইর (র) বলেন, আমি আবু ইসহাককে বললাম, তিনি কি কান কাটার উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মুকাবালাহ কি? তিনি বললেন, যার কানের একপাশ কেটে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, মুদাবারাহ কি? তিনি বললেন, যে পশুর কানের শেষের অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। আমি বললাম, শারকা কি? তিনি বললেন, যার কান ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, খারকা কি? তিনি বললেন, যার কান সম্পূর্ণ কাটা।

٢٨٠٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّسْتَوَائِيُّ وَيُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ ابْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُضَحّٰى بِعَضْبَاءِ الْاُذُنِ وَالْقَرْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جُرَيٌّ سَدُوْسِيٌّ بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ اِلاَّ قَتَادَةُ.

২৮০৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান কাটা ও শিং ভাঙ্গা পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, (অধস্তন রাবী) জুরাই হলেন সাদূস গোত্রীয় এবং বসরানিবাসী। তার কাছ থেকে কাতাদা (র) ছাড়া আর কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি।

٢٨٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَعْنِي لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا الْاَعْضَبُ قَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ.

২৮০৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আ'দাব কোন ধরনের জানোয়ারকে বলে? তিনি বলেন, যে পশুর কান বা শিং অর্ধেক বা ততোধিক ভাঙ্গা বা কাটা গেছে।

بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُوْرِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ কুরবানীর গরু ও উটে কতজন শরীক হওয়া যায়

٢٨٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيْهَا.

২৮০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তামাত্তু হজ্জ করতাম। আমরা সাতজন লোক শরীক হয়ে একটি গরু কুরবানী করতাম। অনুরূপভাবে একটি উটও সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করতাম।

٢٨٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ.

২৮০৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উটও সাতজনের পক্ষ থেকে (কুরবানী করা যেতে পারে)।

٢٨٠٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

২৮০৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় আমরা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক একটি উট সাতজনে এবং এক একটি গরুও সাতজনে অংশীদার হয়ে কুরবানী করেছি।

بَابٌ فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ জামা'আতের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করা

٢٨١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْاِسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَضْحٰى فِى الْمُصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَاُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِي.

২৮১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরবানীর ঈদে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের মাঠে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবা (বক্তৃতা) শেষ করে মিম্বার থেকে নীচে নেমে আসলেন। একটি মেষ নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। এই কুরবানী আমার ও আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কুরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষ থেকে"।

بَابُ الْاِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلّٰى

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইমামের ঈদের মাঠে কুরবানী করা

٢٨١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَنَّ اَبَا اُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبَحُ اُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلّٰى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

২৮১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে তাঁর কুরবানীর পশু যবেহ করতেন। ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

بَابُ حَبْسِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা

٢٨١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْاَضْحٰى فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوْا لِثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُجْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُوْنَ مِنْهَا الْاَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ اَوْ كَمَا قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهَيْتَ عَنْ اِمْسَاكِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ اَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِيْ دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا.

২৮১২। আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গ্রামাঞ্চল থেকে একদল লোক এসে ঈদুল আযহার জামা'আতে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তিন দিনের খাওয়ার পরিমাণ গোশত রেখে বাকীটা সদাকা করো। আয়েশা (রা) বলেন, কিছু কাল পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্বে লোকেরা তাদের কুরবানী থেকে সুবিধা ভোগ করতো। তারা তার চর্বি জমা করে রাখতো এবং চামড়া দিয়ে পানির মশক তৈরি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কথার অর্থ কি? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক সঞ্চয় করে রাখতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে এজন্য নিষেধ করেছিলাম, তখন তোমাদের কাছে একদল গরীব লোক এসেছিল (তাদেরকেও গোশত দেয়ার জন্য)। অতএব এখন তোমরা তা খাও, সদাকা করো এবং সঞ্চয় করে রাখো।

٢٨١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا اَنْ تَأْكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ

جَاءَ اللّٰهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَأْتَجِرُوْا اَلاَ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৮১৩। নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করেছিলাম। এর উদ্দেশ্য ছিল, গোশত যেন তোমাদের সবার কাছে পৌঁছে যায়। আল্লাহ এখন প্রশস্ততা দান করেছেন (দারিদ্র্যের প্রকোপ কমে গেছে)। এখন তোমরা তা থেকে খাও, জমা করে রাখো এবং সদাকা করে সাওয়াব অর্জন করো। জেনে রাখো! আজকের দিনটি পানাহারের দিন এবং মহামহিম আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।

بَابٌ فِي النَّهْيِ اَنْ تَصْبِرَ الْبَهَائِمَ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيْحَةِ.

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ জীব-জন্তুকে চাঁদমারীর লক্ষ্যবস্তু বানানো নিষেধ এবং কুরবানীর জন্তুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা

٢٨١٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

২৮১৪। শাদ্দাহ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি খাসলাত বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি। (এক) আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করো সঠিক পন্থায় হত্যা করো (দ্রুত খুন করো, কষ্ট দিয়ে হত্যা করো না)। (দুই) যখন তোমরা যবেহ করো, সহানুভূতি সহকারে উত্তমরূপে যবেহ করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি উত্তমরূপে ধার দিয়ে নেয় এবং যবেহকৃত পশুকে ঠাণ্ডা হওয়া (রূহ বের হওয়া) পর্যন্ত ছেড়ে দেয় (চামড়া-গোশত ছাড়ানোর চেষ্টা না করে)।

٢٨١٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ اَيُّوْبَ فَرَاٰى فِتْيَانًا اَوْ غِلْمَانًا قَدْ

نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا فَقَالَ اَنَسٌ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

২৮১৫। হিশাম ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-র সাথে আল-হাকাম ইবনে আইয়ুবের কাছে গেলাম। তিনি দেখলেন, কয়েকটি যুবক একটি মুরগীকে চাঁদমারীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে রেখেছে। আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তুকে বেঁধে চাঁদমারীর লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّيْ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুসাফিরও কুরবানী করবে

٢٨١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْبَانُ اَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هٰذِهِ الشَّاةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ اُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ.

২৮১৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে থাকাকালীন অবস্থায়) কুরবানী করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে সাওবান! আমাদের জন্য বকরীর গোশতগুলো তৈরি করো। সাওবান (রা) বলেন, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তাঁকে এই গোশত খাওয়াতে থাকলাম।

بَابٌ فِيْ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আহলে কিতাবদের যবেহকৃত জন্তুর বর্ণনা

٢٨١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. فَنُسِخَ وَاسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ.

২৮১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) ঃ "যেসব জন্তুর ওপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তার গোশত খাও" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১১৮) "আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি, তার গোশত খেয়ো না" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১২১)। এই আয়াতদ্বয়ের হুকুম আহলে কিতাবদের খাদ্যখাদ্দকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয় এবং এর হুকুম থেকে তাদেরকে পৃথক রাখা হয়েছে। তাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত নির্দেশ হলো ঃ "আজ তোমাদের (মুসলমান) জন্য সকল পবিত্র জিনিসই হালাল করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের খাদ্য খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৫)।

টীকা ঃ আহলে কিতাবদের খাদ্যদ্রব্যে তাদের যবেহকৃত পশুও শামিল রয়েছে। ইসলামী শরী'আতে যেসব খাদ্য হালাল করা হয়েছে কেবলমাত্র তাদের সেসব খাদ্যই আমাদের জন্য হালাল। অনুরূপভাবে আমাদের শরী'আতে যেসব পশু হালাল করা হয়েছে, তারা যদি আল্লাহর নাম নিয়ে তা যবেহ করে তবে তা খাওয়া আমাদের জন্য হালাল। তাদের হারাম খাদ্য বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত পশুর গোশত আমাদের জন্য কখনও হালাল নয় (অনু.)।

٢٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مَا ذَبَحَ اللّٰهُ فَلاَ تَأْكُلُوْهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ اَنْتُمْ فَكُلُوْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

২৮১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, "শয়তানেরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা রকম প্রশ্নের উদ্ভব করে"– এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তারা (শয়তানের সহযোগীরা) বলতো, আল্লাহ যা যবেহ করেছেন (মৃত জীব) তা তোমরা আহার করছো না, অথচ তোমরা নিজেরা যা যবেহ করছো তা আহার করছো! অতঃপর আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, "আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তোমরা তার গোশত খেও না"... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٢٨١٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُوْدُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلاَ نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللّٰهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৮১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীরা নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমরা নিজেরা যে পশু হত্যা করি তা খাই আর আল্লাহ যা হত্যা করেন তা খাই না। এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তা খেও না..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আল-আন'আম ঃ ১২১)।

টীকা ঃ কাফেররা মুসলমানদের কটাক্ষ করে বলতো, আল্লাহ যে পশু যবেহ করেছেন (অর্থাৎ মৃত জীব) তা তোমরা খাও না, অথচ তোমরা যে পশু হত্যা করছো তা খাও। এই কথার জবাবে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْاَعْرَابِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ বেদুঈনদের দম্ভ প্রকাশার্থে যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٢٨٢٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ رَيْحَانَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْاَعْرَابِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ غُنْدُرٌ اَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ اَبِيْ رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَطَرٍ.

২৮২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনদের দম্ভ প্রকাশার্থে যবেহকৃত পশুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, অধস্তন রাবী গুনদার এটিকে ইবনে আব্বাস (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু রায়হানার নাম আবদুল্লাহ ইবনে মাতার।

টীকা ঃ জাহিলী যুগের লোকেরা নিজেদের দানশীলতার প্রদর্শনী করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে উট যবেহ করে লোকদের খাওয়াতো। এ ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা একে অপরকে অক্ষম করার অনুষ্ঠানকে মু'আকারা বলা হতো। তাদের এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হতো না, বরং নিজেদের অহংকার ও আত্মগৌরব প্রদর্শনের জন্যই করা হতো (অনু.)।

بَابُ الذَّبِيْحَةِ بِالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চকমকি পাথর দিয়ে যবেহ করা

٢٨٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا

نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرِنْ اَوْ اَعْجِلْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ اَوْ ظُفُرٌ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانٌ مِّنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوْا فَاَصَابُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوْا قُدُوْرًا فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُوْرِ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ وَنَدَّ بَعِيْرٌ مِّنْ اِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ وَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا بِهِ مِثْلَ هٰذَا.

২৮২১। রাফে‘ ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিশ্চয়ই আগামী কাল সকালে শত্রুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। কিন্তু আমাদের কাছে ছুরি নাই। আমরা কি চকমকি পাথর ও লাঠির ধারালো পার্শ্ব দিয়ে যবেহ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এমন জিনিস দিয়ে দ্রুত যবেহ করো যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায়, আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করো এবং তা খাও, কিন্তু দাঁত অথবা নখ দিয়ে যবেহ করো না। আমি এর কারণ তোমাদের বলছি। দাঁত, তা হলো হাড়। আর নখ হলো হাবসী (আবিসিনীয়) সম্প্রদায়ের ছুরি। সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক সামনে অগ্রগামী হয়ে কিছু গনীমত লাভ করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন পিছনের দিকে। তারা গোশতের হাঁড়ি চুলায় বসালো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী গোশতের হাঁড়িগুলো উপুর করে ফেলে দেয়া হলো। তিনি তাদের মধ্যে (গনীমত) বণ্টন করলেন এবং এক একটি উটকে দশ-দশটি বকরীর সমান ধরলেন। দলের মধ্যকার একটি উট পলায়ন করলো। এ সময় তাদের কাছে ঘোড়া ছিলো না। এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করলো এবং আল্লাহ তা'আলা এটাকে প্রতিরোধ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ধরনের পশুর মধ্যেও পালাতে তৎপর এমন প্রকৃতির পশুও রয়েছে, যা বন্য পশুর মধ্যে রয়েছে। অতএব এসব পশুর মধ্যে যেটাই এভাবে পলায়ন করবে তোমরা এর সাথে এরূপই করো (তীর নিক্ষেপে কাবু করো)।

٢٨٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَحَمَّادًا الْمَعْنِي وَاحِدٌ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ اَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اصَدْتُ اَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَاَمَرَنِيْ بِاَكْلِهِمَا.

২৮২২। মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান অথবা সাফওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'টি খরগোশ শিকার করে তা চকমকি পাথর দিয়ে যবেহ করলাম। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে এর গোশত খেতে অনুমতি দিলেন।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ এবং জমহূর ওলামার মতে খরগোশের গোশত খাওয়া হালাল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এবং ইবনে আবু লাইলা (র) খরগোশ খাওয়া মাকরূহ বলেছেন (অনু.)।

٢٨٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَارِثَةَ اَنَّهُ كَانَ يَرْعٰى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ اُحُدٍ فَاَخَذَهَا الْمَوْتُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ فَاَخَذَ وَتَدًا فَوَجَاَ بِهِ فِيْ لَبَّتِهَا حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهَا ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا.

২৮২৩। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বনূ হারেসার এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, সে উহুদ পাহাড়ের কোন এক উপত্যকায় একটি মাদি উট চড়াচ্ছিল। উটটির মৃত্যু এসে হাজির হলো। এটাকে যবেহ করার জন্য সে কোন অস্ত্র পেলো না। একটি পেরেক নিয়ে সে উটটির বুকের উপরের অংশে ঢুকিয়ে দিলো। ফলে রক্ত প্রবাহিত হলো। অতঃপর লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলো। তিনি তাকে এর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

٢٨٢٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ اَحَدُنَا اَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّيْنٌ اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ.

২৮২৪। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত, আমাদের কারো হাতে যদি শিকার এসে যায় এবং

তার কাছে যদি চাকু বা ছুরি না থাকে তবে সে কি চকমকি পাথর এবং লাঠির ধারালো পার্শ্বদেশ দিয়ে তা যবেহ করবে? তিনি বললেন ঃ যেভাবে পারো রক্ত প্রবাহিত করো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো।

بَابٌ فِيْ ذَبِيْحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যবেহ করা সম্পর্কে

٢٨٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ الاَّ مِنَ اللَّبَّةِ اَوِالْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لَاَجْزَاً عَنْكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ يَصْلُحُ هٰذَا الاَّ فِى الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

২৮২৫। আবুল আশরাআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কণ্ঠনালী অথবা সিনার উপরিভাগ ছাড়া কি যবেহ করা যায় না? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি তার রানে (উরুতে) যখম করতে পারো তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, এ জাতীয় যবেহ কেবলমাত্র সংকটাপন্ন অবস্থায় অথবা বন্য প্রাণীর বেলায় প্রযোজ্য। স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে যবেহ গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা ঃ আল-'মুতারাদ্দিয়াতু' অর্থ পতনে মৃত জন্তু। অর্থাৎ উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা মাটি বা দেয়াল চাপা পড়ে মরণাপন্ন জন্তু। এই অবস্থায় দ্রুত জীবিত উদ্ধার করা অসম্ভব হলে পশুর দেহের যে স্থানে সম্ভব ধারালো অস্ত্র দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করতে হয়। অতঃপর মৃত অবস্থায় উদ্ধার হলেও তার গোশত খাওয়া বৈধ (অনু.)।

بَابٌ فِي الْمُبَالَغَةِ فِى الذَّبْحِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ উত্তমরূপে যবেহ করা

٢٨٢٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى مَوْلٰى ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ ابْنُ عِيْسٰى وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ. زَادَ ابْنُ عِيْسٰى فِيْ

حَدِيْثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الاَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوْتَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يَقَالُ لَهُ عَمْرُو بَرْقٍ نَزَلَ عِكْرِمَةُ عَلٰى اَبِيْهِ بِالْيَمَنِ كَانَ مَعْمَرٌ اِذَا حَدَّثَ عَنْهُ قَالَ عَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاِذَا حَدَّثَ عَنْهُ اَهْلُ الْيَمَنِ كَانَ لاَ يُسَمِّيْهِ.

২৮২৬। ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানী পদ্ধতিতে যবেহ করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে ঈসা বর্ণিত হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, 'শরীতাতিশ শাইতান' বা শয়তানী পদ্ধতিতে যবেহ হলো ঃ যবেহ করে ঘাড়ের রগ না কেটে শরীরের চামড়া তুলে পশুকে এই অবস্থায় রেখে দেয়া, ফলে তা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আবু দাউদ (র) বলেন, এই আমর ইবনে আবদুল্লাহকে আমর বার্ক বলা হয়। ইকরিমা (র) ইয়ামানে তার পিতার সাথে সাক্ষাত করেন। মা'মার (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে বলতেন আমর ইবনে আবদুল্লাহ। আর ইয়ামানবাসী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে তার নাম উল্লেখ করতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَكَاةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা যবেহ করা সম্পর্কে

٢٨٢٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوْهُ اِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِيْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ اَنُلْقِيْهِ اَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوْهُ اِنْ شِئْتُمْ فَاِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ اُمِّهِ.

২৮২৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যবেহকৃত পশুর পেটের মধ্যকার বাচ্চা (ভ্রূণ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি চাও বাচ্চার গোশত খেতে পারো। মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মাদি উট, গাভী ও বকরী কুরবানী যা যবেহ করে থাকি এবং এর পেটের মধ্যে ভ্রূণ পেয়ে থাকি। আমরা কি এই

ভ্রূণ ফেলে দিবো না এর গোশত খাবো? তিনি বললেন ঃ ইচ্ছা করলে খেতে পারো। কেননা মাকে যবেহ্ করাই এটাকে যবেহ্ করার শামিল।

টীকা ঃ জমহুর ওলামা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ শায়বানী (র)-র মতে, যবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা (ভ্রূণ) মৃত অবস্থায় বের হলেও তা খাওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে, মৃত বের হলে তা খাওয়া যাবে না; কিন্তু জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে যবেহ করার পর খাওয়া হালাল (অনু.)।

٢٨٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَاهُوَيْه قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّه.

২৮২৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পশুকে যবেহ করাই তার গর্ভস্থিত ভ্রূণের যবেহের জন্য যথেষ্ট।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَكْلِ اللَّحْمِ لاَ يَدْرِي اَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ.

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ এমন গোশত আহার করা, যা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে কিনা জানা নাই

٢٨٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ وَمُحَاضِرٌ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّادٍ وَمَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمًا حَدِيْثُوْا عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُوْنَ بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْرِيْ اَذَكَرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اَمْ لَمْ يَذْكُرُوْا اَنَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللّٰهَ وَكُلُوْا.

২৮২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একদল লোক, যারা জাহিলী যুগের কাছাকাছি (নও মুসলিম), আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে তা যবেহ করেছে কিনা আমরা জানি না। আমরা কি এ গোশত খেতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম লও, অতঃপর খাও।

بَابٌ فِي الْعَتِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ আতীরা (রজব মাসের কুরবানী)

٢٨٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ نَادٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِيْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ فِيْ اَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللّٰهَ وَاَطْعِمُوْا قَالَ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِيْ كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتّٰى اِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرُ اِسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيْجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدُ اَحْسِبُهُ قَالَ عَلَى بْنِ السَّبِيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ. قَالَ خَالِدُ قُلْتُ لِاَبِيْ قِلاَبَةَ كَمِ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ.

২৮৩০। আবুল মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুবাইশা (রা) বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চস্বরে বললো, আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে কুরবানী করতাম। এখন আপনি আমাদের কি আদেশ করেন? তিনি বললেন ঃ যে কোন মাসেই যবেহ করো আল্লাহর নামে করো, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করো। রাবী (নুবাইশা) বলেন, লোকটি পুনরায় বললো, আমরা জাহিলী যুগে 'ফারা'আ' করতাম, এ সম্পর্কে আপনি আমাদের কি হুকুম দেন? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক চরে বেড়ানো উটে ফারা'আ রয়েছে। তোমাদের পশুরা এটাকে খাওয়ায় (এর জন্য ঘাস-পানি বহন করে নিয়ে আসে)। যখন তা ভার-বোঝা বহনের উপযোগী হবে তখন তা যবেহ করো। নাসর (র) বলেন, হাজ্জীদের বহন করার মত উপযোগী হওয়ার পর একে যবেহ করে তার গোশত তুমি সদাকা করো। খালিদ (র) বলেন, আমার ধারণা, তিনি (আবু কিলাবা) পথিকদের জন্য সদাকা করার কথা বলেছেন। কেননা এটাই উত্তম। খালিদ (র) বলেন, আমি আবু কিলাবাকে বললাম, কতটি চরে বেড়ানো উটে একটি ফারা'আ? তিনি বললেন, একশোটি।

٢٨٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ.

২৮৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখন আর কোন ফারা'আ নাই এবং আতীরাও নাই।

টীকা ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা তাদের দেব-দেবীর নামে রজব মাসে ছাগল-ভেড়া উৎসর্গ করতো, এটাকে 'আতীরা' বা 'রাজাবিয়া' বলা হতো। উট-ভেড়া-ছাগলের প্রথম বাচ্চা তারা তাদের ঠাকুর-দেবতার নামে উৎসর্গ করতো, এটাকে ফারা'আ বলা হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানরাও আল্লাহর নামে এ ধরনের অনুষ্ঠান করতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো বাতিল করা হয় (অনু.)।

٢٨٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ الْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

২৮৩২। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফারা'আ হলো উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা, যা তারা ঠাকুর-দেবতার নামে উৎসর্গ করার জন্য যবেহ করতো।

٢٨٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الْإِبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي جِلْدَهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَجَبٍ.

২৮৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রতি পঞ্চাশটি বকরীতে একটি বকরী আতীরা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, কতিপয় লোক বলেছেন, 'ফারা'আ' হলো উটের প্রথম বাচ্চা, যা তারা (জাহিলী যুগের লোকেরা) তাদের দেবতার নামে উৎসর্গ করতো। অতঃপর তারা এর গোশত খেতো এবং চামড়াটা গাছে ঝুলিয়ে রাখা হতো। 'আতীরা' বলা হয় রজব মাসের প্রথম দশ দিনের কুরবানীকে (জাহিলী যুগের প্রথা)।

بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ আকীকার বর্ণনা

٢٨٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

عَطَاءٍ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ اَوْ مُتَقَارِبَتَانِ.

২৮৩৪। উম্মে কুরয আল-কা'বিআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পুত্র সন্তানের জন্য সমবয়স্ক দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী দিয়ে আকীকা করতে হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, 'মুতাকাফিয়ান' অর্থ সমবয়স্ক অথবা তার কাছাকাছি।

٢٨٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلٰى مَكِنَاتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ اَذُكْرَانًا كُنَّ اَمْ اِنَاثًا.

২৮৩৫। উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'পাখিকে তার বাসায় নিরাপদে থাকতে দাও।' আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি ঃ আকীকার জন্য পুত্র সন্তানের তরফ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করতে হয়। আকীকার জন্য খাসী অথবা বকরী যাই হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই।

٢٨٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هُوَ الْحَدِيْثُ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ وَهْمٌ.

২৮৩৬। উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুত্র সন্তানের জন্য সমবয়স্ক দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী (আকীকা করতে হয়)। আবু দাউদ (র) বলেন, এটিই আসল হাদীস। আর সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ আছে।

٢٨٣٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى فَكَانَ قَتَادَةُ اِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ اِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيْقَةَ اَخَذْتَ مِنْهَا صُوْفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ اَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوْضَعُ عَلٰى يَافُوْخِ السَّبِيِّ حَتّٰى يَسِيْلَ عَلٰى رَأْسِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خُوْلِفَ هَمَّامٌ فِىْ هٰذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَاِنَّمَا قَالُوْا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمَّى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهٰذَا.

২৮৩৭। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যবেহ (আকীকা) করতে হয়, মাথা মুড়াতে হয় এবং রক্ত রঞ্জিত করতে হয়। (অধস্তন রাবী বলেন,) কাতাদাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রক্ত দিয়ে কিভাবে রঞ্জিত করতে হয়? তিনি বললেন, যখন তুমি আকীকার পশু যবেহ করো, তা থেকে একটা পশম নিয়ে তা রক্তে রঞ্জিত করো। অতঃপর তা বাচ্চার মাথায় নরম তালুতে রেখে দাও। যখন মাথা থেকে রক্ত সূতার ন্যায় গড়িয়ে পড়ে তখন মাথা ধোয়াতে হয়। অতঃপর তা ন্যাড়া করতে হয়। আবূ দাউদ বলেন, 'রক্তরঞ্জিত করা' শব্দটি হাম্মামের ধারণাপ্রসূত, অন্যরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস অনুসারে এখন আমল করা যাবে না।

টীকা ঃ আকীকার পশুর রক্ত দিয়ে শিশুর মাথা রঞ্জিত করা জাহিলী যুগের প্রথা ছিল। এ প্রথাকে পরবর্তী কালে রহিত করা হয়েছে (অনু.)।

٢٨٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمّٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُسَمّٰى اَصَحُّ. كَذَا قَالَ سَلَامُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَاِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمّٰى وَرَوَاهُ اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُسَمّٰى.

২৮৩৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়, মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয়। আবু দাউদ বলেন, 'ইউদমা' শব্দের পরিবর্তে 'ইউসাম্মা' অধিক নির্ভুল।

٢٨٣٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى.

২৮৩৯। সালমান ইবনে আমের আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি সন্তানের সাথে আকীকা রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (আকীকা করো) এবং তার সাথের কষ্টদায়ক ও অপবিত্র জিনিসগুলো দূর করো।

٢٨٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِمَاطَةُ الْاَذٰى حَلْقُ الرَّأْسِ.

২৮৪০। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা দ্বারা মাথা কামানো বুঝানো হয়েছে।

٢٨٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

২৮৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হোসাইন (রা)-র পক্ষ থেকে এক একটি ভেড়া আকীকা করেছেন।

٢٨٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْعُقُوْقَ كَاَنَّهُ كَرِهَ الْاِسْمَ وَقَالَ مَنْ

وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَّنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَاَنْ تَتْرُكُوْهُ حَتّٰى يَكُوْنَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ اَوِ ابْنَ لَبُوْنٍ فَتُعْطِيَهُ اَرْمَلَةً اَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئَ اِنَائَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ.

২৮৪২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতার সূত্রে, আমার ধারণা তিনি (শু'আইব)-তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ কষ্ট পাওয়াকে মোটেই পছন্দ করেন না। মনে হয় এজন্য তিনি (রাসূল) আকীকাকে 'মাকরূহ' (কষ্ট) নামকরণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ যার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সে যেন তার পক্ষ থেকে যবেহ করে (আকীকা করে)। সে যেন পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়স্ক দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করে। তাঁকে 'ফারা'আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ ফারা'আ দিতে হবে। আর তোমরা যদি এটাকে বয়স্ক, শক্তিশালী, ইবনে মাখাদ অথবা ইবনে লাবূন হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দাও, অতঃপর তা কোন বিধবাকে দান করো অথবা আল্লাহর পথে (জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি) বাহন হিসেবে দান করো, তবে তা একে যবেহ করে এর গোশত ও লোম চটচটে করার তুলনায় উত্তম হবে। অথবা তোমার উটকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করার চেয়ে এবং তোমার দুধের পাত্র উপুর করে দেয়ার চেয়ে অনেক ভাল কাজ হবে।

টীকা ঃ ইবনে মাখাদ– এক বছর বয়সের উটকে বলা হয়। ইবনে লাবূন– দু'বছর বয়সের উটকে বলা হয় (অনু.)।

٢٨٤٣– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وُلِدَ لِاَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

২৮৪৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে ছিলাম, তখন আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে একটি বকরী যবেহ করতো এবং এর রক্ত শিশুর মাথায় মাখতো। আল্লাহ্ যখন ইসলামী জীবনব্যবস্থা নিয়ে আসলেন,

আমরা একটি বকরী যবেহ করতাম, শিশুর মাথা ন্যাড়া করতাম এবং তাতে যা'ফরান মেখে দিতাম।

টীকা : শিশু কন্যা বা পুত্র যাই হোক, তার জন্মের সাথে সাথে তাকে শুনিয়ে আযানের শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করতে হয় (তিরমিযী, আদাহী, বাবুল আযান ফী উযুনিল মাওলূদ, নং ১৫১৪), সপ্তম দিনে নাম রাখতে হয় এবং সামর্থ্য থাকলে আকীকা করতে হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে আকীকা করা মুসতাহাব (পছন্দনীয়), বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান নয়। কোন কোন হাদীসে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা ভেড়া এবং কোন কোন হাদীসে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে ছাগল বা ভেড়া যবেহ করার কথা বলা হয়েছে।

তবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন (রা) উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে মেষ যবেহ করেছেন (আবূ দাউদ, নং ২৮৪১; তিরমিযী, আদাহী, ১৫১৪ নং হাদীসের অধীন; ও ১৫১৯ নং হাদীসে)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ছেলে-মেয়ে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী যবেহ করতেন (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, আকীকা, নং ৪)। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-ও তাই করতেন (ঐ, নং ৭)।

উল্লেখ্য যে, একই শিশুর একাধিকবার আকীকা করা যেতে পারে, তাতে গরু বা উটও যবেহ করা যেতে পারে এবং পুত্র-কন্যা উভয়ের পক্ষ থেকে একাধিক পশু যবেহ করা যেতে পারে। এটা সন্তানের অভিভাবকের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১৮

كِتَابُ الصَّيْدِ

(শিকারের নিয়ম-কানুন)

بَابُ اتِّخَاذُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ শিকার ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা

٢٨٤٤-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ صَيْدٍ اَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.

২৮৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণ, শিকার অথবা কৃষিক্ষেতের পাহারা ইত্যাদি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, তার পারিশ্রমিক (সওয়াব) থেকে দৈনিক এক কীরাত করে বিয়োগ করা হয়।

টীকা ঃ মহানবী (সা) বলেন, এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান (বুখারী, ঈমান, বাব ৩৫, নং ৪৭; মুসলিম, জানাইয, বাব ১৭, নং ২১৯৫/৫৬। ইবনে মাজার এক হাদীসে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ বলা হয়েছে (জানাইয, বাব ৩৪, নং ১৫৪১),অপর হাদীসে দুই পাহাড়ের সমতুল্য বলা হয়েছে (নং ১৫৩৯) (অনু.)।

٢٨٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمَمِ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الْاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ.

২৮৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর সৃষ্ট প্রজাতির মধ্যে কুকুর যদি একটি প্রজাতি না হতো তবে আমি এগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা এগুলোর মধ্যে গাঢ় কালো কুকুরগুলিকে হত্যা করো।

٢٨٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ يَعْنِيْ بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ.

২৮৪৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি কোন স্ত্রীলোকও যদি বনভূমি থেকে তার কুকুরসহ উপস্থিত হয় তবে তাও যেন আমরা হত্যা করি। অতঃপর তিনি আমাদেরকে কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা শুধু কালো কুকুর হত্যা করো।

بَابٌ فِي الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ শিকার করার বর্ণনা

٢٨٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّيْ أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ أَفَاكُلُ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ أَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيْبُ أَفَاكُلُ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ.

২৮৪৭। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারে পাঠিয়ে থাকি। এটা আমার জন্য শিকার ধরে নিয়ে আসে, আমি কি তা খাবো? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারে পাঠাও, এগুলো তোমার জন্য যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খেতে পারো। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কুকুরগুলো যদি শিকারকে হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ এরা যদি শিকার হত্যা করে ফেলে এবং তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর শরীক না থাকে তবে তা খেতে পারো। আমি পুনরায় বললাম, আমি পালকবিহীন ধাতুর পাত (এক ধরনের তীর) নিক্ষেপ করে যদি শিকার ধরতে পারি, তবে তা খেতে পারি কি? তিনি বললেন ঃ

পালকবিহীন ধাতুর পাত নিক্ষেপের সময় যদি আল্লাহ্র নাম নিয়ে থাকো এবং এটা শিকারকে জখম করে থাকে তবে খাও। আর যদি তীরের পার্শদেশের আঘাতে শিকার হয়ে থাকে তবে তা খেও না।

٢٨٤٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ لِيْ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهِ.

২৮৪৮। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করে বললাম, আমরা এই কুকুরগুলোকে শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি আমাকে বললেন ঃ যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে শিকারের জন্য ছাড়ো, সেগুলো তোমার জন্য যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খাও, এমনকি মৃত অবস্থায় নিয়ে আসলেও এবং তা থেকে সে যদি না খেয়ে থাকে তবে তা খেতে পারো। কুকুর যদি তা থেকে খেয়ে থাকে তবে তুমি সেটা খেও না। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে নিজের জন্য ঐ শিকার ধরেছে।

٢٨٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِيْ مَاءٍ وَلاَ فِيْهِ أَثَرٌ غَيْرِ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلاَبِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهَا.

২৮৪৯। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমার তীর নিক্ষেপ করলে এবং পরবর্তী সকালে তা তোমার হাতে আসলো, শিকার পানির মধ্যেও পতিত পাওনি এবং তাতে তোমার তীরের আঘাত ছাড়া অন্য কোন চিহ্নও নাই, তবে তা খেতে পারো। তোমার কুকুরের সাথে যদি অন্য কুকুর দেখতে পাও তবে শিকার খেও না। কেননা তোমার জানা নাই, হয়ত প্রশিক্ষণহীন কুকুরটিই শিকার হত্যা করে থাকবে।

٢٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِيْ مَاءٍ فَغَرِقَتْ فَمَاتَتْ فَلاَ تَأْكُلْ.

২৮৫০। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার শিকার যদি তীরসহ পানিতে পড়ে ডুবে যায় এবং তাতে শিকারের মৃত্যু হয়, তবে তুমি তা খেও না।

٢٨٥١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ اَوْ بَازٍ ثُمَّ اَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلَ قَالَ اِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْبَازُ اِذَا اَكَلَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ اِذَا اَكَلَ كُرِهَ وَاِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلاَ بَأْسَ.

২৮৫১। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কোন কুকুর অথবা বাজ পাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিকারের জন্য ছেড়ে দিলে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করলে– সে তোমার জন্য যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খাও। আমি বললাম, যদি সে তা হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ সে যদি শিকার হত্যা করে এর কোন অংশ না খেয়ে থাকে, তবে সে তা তোমার জন্যই শিকার করেছে।

আবু দাঊদ (র) বলেন, বাজ পাখি শিকারের কিছু আহার করলে তা দূষণীয় নয়। আর কুকুর তা থেকে আহার করলে তা খাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু শুধু রক্ত পান করলে তা আহার করা দূষণীয় নয়।

٢٨٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَيْدِ الْكَلْبِ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ.

২৮৫২। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলেন ঃ যখন তুমি তোমার কুকুর শিকারে পাঠাও এবং আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করো, অতঃপর সে যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খাও, এমনকি তা থেকে কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেললেও তা খেতে পারো। আর তোমার ধনুক যা তোমাকে ফিরিয়ে দেয় তাও খাও।

টীকা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে সা'দ (রা), ইবনে উমার (রা) এবং ইমাম মালেক (র) বলেন, শিকার থেকে কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেললেও তা খাওয়া হালাল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে, ধৃত শিকার থেকে কুকুর কিছুটা খেয়ে নিলে তা খাওয়া হারাম। তারা আদী ইবনে হাতেম (রা) বর্ণিত (২৮৪৮ নং) হাদীসের ভিত্তিতে এমত প্রকাশ করেছেন (অনু.)।

٢٨٥٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِيْ اَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيْهِ سَهْمُهُ اَيَأْكُلُ قَالَ نَعَمْ اِنْ شَاءَ اَو قَالَ يَأْكُلُ اِنْ شَاءَ.

২৮৫৩। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, অতঃপর শিকার দুই বা তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর মৃত অবস্থায় পায়। এর শরীরের সাথে তার তীরও থাকে। এটা কি সে খেতে পারে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সে ইচ্ছা করলে খেতে পারে।

٢٨٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَقُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِيْ قَالَ اِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَاِلَّا فَلَا تَأْكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ اُرْسِلُ كَلْبِيْ فَاَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا اٰخَرَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ لِاَنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ.

২৮৫৪। আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (পালকহীন ও মধ্যবর্তী অংশ মোটা) তীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি এর ধারালো দিকের আঘাতে শিকার ধরা পড়ে তবে খাও। যদি প্রস্থের দিকের চোট লেগে মারা যায় তবে খেও না। কেননা তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মরে যাওয়া প্রাণীর সমতুল্য (হারাম)। আমি বললাম, শিকার ধরতে আমার কুকুর পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়ে থাকো খাও, অন্যথায় খেও না। আর কুকুর যদি শিকার থেকে খেয়ে থাকে তবে তা খেও না। কেননা সে তা নিজের জন্য ধরেছে। আদী (রা) বললেন, আমার কুকুর শিকারে পাঠিয়ে থাকি এবং এর সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই।

তিনি বললেন ঃ শিকার খেও না। কেননা তুমি শুধু তোমার কুকুরের উপরই আল্লাহর নাম নিয়েছো।

টীকা ঃ লাঠি, পাথর, ঢিল, গুলতি ইত্যাদি নিক্ষেপ করে শিকার করা প্রাণী যদি সাথে সাথে মারা যায় এবং অস্ত্র দিয়ে যবেহ করার সুযোগ না পাওয়া যায় তবে এটাকে 'ওয়াকীয' বলে। এর গোশত খাওয়া হারাম। কেননা এসব জিনিসের ধারে নয় বরং আঘাতে শিকার মারা যায়। যে কোন অস্ত্র দিয়েই শিকার করা হোক না কেন, যদি শিকার জীবিত অবস্থায় হাতে আসে তবে অবশ্যই ধারালো অস্ত্র দ্বারা তা যবেহ করতে হবে। জীবিতাবস্থায় হাতে আসার পর যবেহ করার আগেই যদি তা মারা যায় তবে এর গোশত খাওয়া হারাম। বন্দুকের গুলির ভিতরের টোটা যদি সূঁচালো হয় তবে শিকার মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলেও খাওয়া যাবে। ভিতরের সীসা যদি গোলাকার হয় এবং শিকার যদি যবেহ করার পূর্বেই মারা যায় তবে একদল বিশেষজ্ঞের মতে তা খাওয়া যাবে না। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর মতে এই ক্ষুদ্র গোলাকার টোটাগুলো যখন সেকেণ্ডে সাড়ে পাঁচশো গজ পথ অতিক্রম করে তখন এটা বায়ুমণ্ডলের তাপে ও চাপে ধারালো অস্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। এ সত্যটি বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং বন্দুকের গুলি যে কোন সাইজেরই হোক না কেন তার শিকার খাওয়া জায়েয। বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর লিখিত রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "বন্দুকের শিকার হারাম না হালাল" প্রশ্নোত্তর পাঠ করা যেতে পারে (অনু.)।

٢٨٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَائِذُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا اصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

২৮৫৫। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে শিকার ধরতে ছাড়লে তা খাও। তোমার সাধারণ কুকুরকে শিকার ধরতে পাঠালে যদি তা যবেহ করার সুযোগ পাও তবে খাও।

٢٨٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ

قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ الْمُعَلَّمُ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ.

২৮৫৬। আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু ছা'লাবা! তোমার তীর ও কুকুর তোমাকে যে শিকার এনে দেয় তা খাও। অধস্তন রাবী ইবনে হারবের বর্ণনায় 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' এবং 'কাওসের' স্থলে 'ইয়াদ' (তীর) শব্দের উল্লেখ আছে। তাতে আরো আছে, জীবিত হোক বা না হোক তা খেতে পারো।

٢٨٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ اَبُوْ ثَعْلَبَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَاَفْتِنِيْ فِيْ صَيْدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ لَكَ كِلاَبٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيًّا اَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنِيْ فِيْ قَوْسِيْ قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَنِّيْ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصَلَّ اَوْ تَجِدْ فِيْهِ اَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ قَالَ اَفْتِنِيْ فِيْ اٰنِيَةِ الْمَجُوْسِ اِذَا اضْطَرَرْنَا اِلَيْهَا قَالَ اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيْهَا.

২৮৫৭। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি (শু'আইব) তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু ছা'লাবা (রা) নামে এক বেদুঈন এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার শিকারী কুকুর আছে। এর শিকার সম্পর্কে আমাকে ফতোয়া দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমার শিকারী কুকুর থেকে থাকে, তবে এগুলো তোমার জন্য যা ধরে নিয়ে আসে তা খাও। তিনি আরো বললেন, যদি তা যবেহ করার সুযোগ না পাই? তিনি বললেন ঃ খেতে পারো। সাহাবী বললেন, কুকুর যদি তা থেকে কিছু খায়? তিনি বললেন ঃ যদি সে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে তবুও তা আহার করতে পারো। তিনি আবার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তীর-ধনুক সম্পর্কে ফতোয়া দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার তীর তোমাকে যা ফেরত দেয় তা খাও। তিনি আরো বললেন ঃ তা যবেহ করার সুযোগ পাও বা না পাও। সাহাবী

বললেন, শিকার যদি নিখোঁজ হয়ে থাকে। তিনি বললেন ঃ যদি তাতে তোমার তীর ছাড়া অন্য কিছুর চিহ্ন না থাকে তবে খেতে পারো। তিনি বললেন, অগ্নি-উপাসক মাজূসীদের রান্নার এবং খাবারের পাত্র ব্যবহার সম্পর্কে ফতোয়া দিন; যখন এগুলো ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় না থাকে। তিনি বললেন ঃ এগুলো ধুয়ে নাও এবং তাতে করে খাও।

بَابٌ اِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةٌ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ জীবিত পশুর দেহের অংশবিশেষ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে

٢٨٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

২৮৫৮। আবু ওয়াকেদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা (বিচ্ছিন্ন অংশ) মৃত বলে গণ্য (এবং খাওয়া হারাম)।

بَابٌ فِيْ اِتِّبَاعِ الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শিকারের নেশা মানুষকে কর্মবিমুখ করে দেয়

٢٨٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً سُفْيَانُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ اَتَى السُّلْطَانَ افْتَتَنَ.

২৮৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অরণ্যে বসবাস করে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শিকারের পিছে পিছে ছুটে সে কর্মবিমুখ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি রাজা-বাদশার কাছে যাতায়াত করে সে বিপদগ্রস্ত হয়।

٢٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى مُسَدَّدٍ قَالَ وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتَتَنَ زَادَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا الاَّ ازْدَادَ مِنَ اللّٰهِ بُعْدًا.

২৮৬০। আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাজা-বাদশার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখে সে বিপদগ্রস্ত হয়। যে বান্দা রাজা-বাদশার সাথে যতো অধিক ঘনিষ্ঠ হয় সে আল্লাহ থেকে ততো দূরে সরে যায়।

٢٨٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذاَ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَاَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيْهِ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ.

২৮৬১। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শিকারের প্রতি তুমি তীর নিক্ষেপ করলে, অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তা পেলে এবং তার মধ্যে তোমার তীর আটকে থাকলে তা খেতে পারো, যদি তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি না হয়ে থাকে।

অধ্যায় ঃ ১৯

كِتَابُ الْوَصَايَا

(ওসিয়াতের নিয়ম-কানুন)

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সম্পদশালী ব্যক্তির ওসিয়াত করে যাওয়া কর্তব্য

٢٨٦٢-حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

২৮৬২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে ওসিয়াত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে ওসিয়াতনামা না লিখে রেখে দুই রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নাই।

টীকা ঃ 'ওসিয়াত' শব্দের অর্থ কল্যাণ কামনা করা। মৃত্যুর সময়ে নিজের কোন সম্পদ নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে দান করে যাওয়ার নাম ওসিয়াত। ইমাম যুহরী, আবু মিযলায ও দাউদ যাহেরীর মতে, ওসিয়াত করা ফরয। কিন্তু অন্যান্য সকল ইমামের মতে, মীরাস থেকে বঞ্চিত আত্মীয় এবং অনাত্মীয়দের জন্য ওসিয়াত করা মুস্তাহাব। যারা মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে তাদের জন্য ওসিয়াত করা সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। জমহুর আলিমগণের মতে, সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, যার কোন ওয়ারিস নাই তার পক্ষে সমস্ত মাল ওসিয়াত করা জায়েয। ইসলামী আইন মোতাবেক ওসিয়াত করে গেলে তা পূর্ণ করা ওয়ারিসদের জন্য ফরয (অনু.)।

٢٨٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ شَاةً وَلاَ اَوْصٰى بِشَيْءٍ.

২৮৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের সময় কোন অর্থ-সম্পদ বা উট-বকরী কিছুই রেখে যাননি এবং তিনি কোন কিছু ওসিয়াতও করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِيْ مَالِهِ.

অনুচ্ছেদ-২ ঃ ওসিয়াতকারীর জন্য তার সম্পদের কতটুকু ওসিয়াত করা বৈধ

٢٨٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا قَالَ ابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ اتَّفَقَا اُشْفِيَ فِيْهِ فَعَادَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ الاَّ ابْنَتِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً الاَّ اُجِرْتَ فِيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَدْفَعُهَا اِلٰى فِى امْرَأَتِكَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِيْ قَالَ اِنَّكَ اِنْ تُخَلَّفَ بَعْدِيْ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ لاَ تَزْدَادُ بِهِ الاَّ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

২৮৬৪। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (সা'দ) একবার রোগাক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় পৌছে গেলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আমার কোন ওয়ারিস নাই। দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সম্পদ সদাকা করা যাবে কি? তিনি বললেন ঃ না। তবে অর্ধেক (১/২) পরিমাণ? তিনি বললেন ঃ না। তবে এক-তৃতীয়াংশ (১/৩)? তিনি বললেন, হাঁ, তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়াত করা যায়। তবে এ পরিমাণটাও অধিক হয়ে যাচ্ছে। তোমার ওয়ারিসগণ অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে– এরূপ দুঃস্থ অবস্থায় তাদেরকে রেখে

যাওয়ার চেয়ে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। তুমি যা কিছুই (তাদের জন্য) খরচ করবে, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবারের গ্রাসটি তুলে দাও তার বিনিময়েও (তুমি পুরস্কৃত হবে)। আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার হিজরত থেকে পরিত্যক্ত হবো? (আপনি মদীনায় চলে যাবেন আর আমি অসুখের কারণে এখানে পড়ে থাকবো)? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আমার পিছনে থেকে যাও এবং আমার অনুপস্থিতিতেও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করতে থাকো তাহলে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমি আশা করি তুমি বেঁচে থাকবে এবং একদল তোমার দ্বারা উপকৃত হবে, আর অন্য দল তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর তিনি এই দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার সাহাবাদের হিজরত পরিপূর্ণ করে দিন; তাদেরকে হিজরতের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন না।" নিঃস্ব সা'দ ইবনে খাওলা (রা) মক্কায় ইন্তেকাল করেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্মরণ করে অনুশোচনা করতেন।

টীকা ঃ ঈসা ইবনে দীনারের মতে, সা'দ ইবনে খাওলা (রা) মক্কা থেকে হিজরত করেননি এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারীর মতে, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানেই মারা যান। ইবনে হিশাম বলেছেন, তিনি আবিসিনিয়ায় (দ্বিতীয় দলের সাথে) হিজরত করেন, বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় ইন্তেকাল করেন (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْاِضْرَارِ فِى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন করা গুরুতর অন্যায়

٢٨٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

২৮৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের সদাকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ সুস্থ ও সচ্ছল অবস্থায় সদাকা করা– যখন তোমার বেঁচে থাকার আশা আছে এবং গরীব ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। (দান-খয়রাতের ব্যাপারে) এত দেরী

করো না যে, প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু। কেননা তখন সেটা অমুকের জন্য নির্দিষ্ট হয়েই গেছে।

٢٨٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَنْ يَّتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِيْ حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ.

২৮৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান-খয়রাত করা তার মৃত্যুর সময়ে একশো দিরহাম দান করার চেয়েও উত্তম।

٢٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ اَوِ الْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ قَالَ وَقَرَاَ عَلَيَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتّٰى بَلَغَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يَعْنِي الْاَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ.

২৮৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ষাট বছর ধরে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে কাটালো, অতঃপর তাদের মৃত্যু আসলো। এমতাবস্থায় তারা ওসিয়াতের মাধ্যমে (ওয়ারিসদের) ক্ষতিসাধন করলো। তাদের এ অপরাধের কারণে তাদের জন্য দোযখ ওয়াজিব হয়ে যায়। শাহর ইবনে হাওশাব (র) বলেন, অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) আমার সামনে এই আয়াত এখান থেকে পাঠ করলেন ঃ "মৃত ব্যক্তির কৃত ওসিয়াত ও ঋণ আদায় করার পর (তার পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হবে)।... এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২, ১৩)। আবু দাউদ (র) বলেন, এই আশ'আছ ইবনে জাবের (র) হলেন নাসর ইবনে আলীর দাদা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّخُوْلِ فِى الْوَصَايَا

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ওসিয়াতের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া

٢٨٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِيْ سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَاِنِّيْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِيْ فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ مِصْرَ.

২৮৬৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু যার। আমি তোমাকে (প্রশাসনিক ব্যাপারে ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের কাজে) দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমি আমার নিজের জন্য যা উত্তম মনে করি তোমার জন্যও তা পছন্দ করি। তুমি দুই ব্যক্তির মাঝখানে ফয়সালাকারী হয়ো না (উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করার দায়িত্ব নিও না) এবং ইয়াতীমের ধন-সম্পদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস কেবলমাত্র মিসরবাসী মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ওসিয়াত বাতিল করা হয়েছে

٢٨٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ. فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذٰلِكَ حَتّٰى نَسَخَتْهَا اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ.

২৮৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, (কুরআনের আয়াত) ঃ "তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওসিয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮০)। এভাবেই ওসিয়াতের প্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কিত বিধান (সূরা নিসায়) নাযিল হলে এই আয়াত মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা

٢٨٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

২৮৭০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়াত করা যাবে না।

بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيْمِ فِي الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ খাওয়া-দাওয়ায় ইয়াতীমকে একত্র রাখা

٢٨٧١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ. وَاِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا. انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتّٰى يَأْكُلَهُ اَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ. فَخَلَطُوْا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ.

২৮৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ যখন এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ "ইয়াতীমের ধন-মালের কাছেও যেও না, কিন্তু অতি উত্তম পন্থায়, যতদিন না সে তার যৌবনে পদার্পণ করে" (সূরা ইসরা ঃ ৩৪) এবং "যারা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা মূলত আগুন দিয়েই নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা অবশ্যই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে" (সূরা

আন-নিসা ঃ ১০)। তখন যাদের কাছে ইয়াতীম ছিল তারা নিজেদের খাদ্য থেকে ইয়াতীমের খাদ্য এবং তাদের পানীয় থেকে ইয়াতীমের পানীয় পৃথক করে দিলো। এতে কোন সময় খাদ্য উদ্বৃত্ত হলে তা রেখে দেয়া হতো, পরে সে হয় তা খেতো অন্যথ্যায় তা নষ্ট হয়ে যেতো। অভিভাবকদের কাছে ব্যাপারটা অসহনীয় মনে হলো। তারা প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরলো। অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। বলো, তাদের ব্যাপারে কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। যদি তোমাদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখো, তাতে কোন দোষ নাই। কেননা তারা তোমাদেরই ভাই-বন্ধু" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২০)। অতঃপর তারা নিজেদের পানাহার তাদের পানাহারের সাথে একত্র করে নিলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا لِوَلِيٍّ الْيَتِيْمِ اَنْ يَّنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ.

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ইয়াতীমের মাল থেকে অভিভাবকের কিছু গ্রহণ করা

٢٨٧٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْئٌ وَلِي يَتِيْمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ.

২৮৭২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি একজন গরীব মানুষ। আমার কোন ধন-সম্পদ নাই। আমার কাছে একটি ইয়াতীম বালক আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে খেতে পারো কিন্তু কোনক্রমেই অপচয় করা চলবে না, অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না এবং তোমার নিজের জন্য কিছু সঞ্চয়ও করা যাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ مَتٰى يَنْقَطِعُ الْيَتِيْمُ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইয়াতীমের মেয়াদ কখন শেষ হয়

٢٨٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رُقَيْشٍ اَنَّهُ سَمِعَ شُيُوْخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي اَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ.

২৮৭৩। আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একথা মুখস্থ করে নিয়েছি, "যৌবনপ্রাপ্ত হলে আর ইয়াতীম থাকে না এবং সকাল থেকে রাত (সারা দিন) পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করা জায়েয নয়।"

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِيْ اَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইয়াতীমের মাল খাওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী

٢٨٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُو السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْغَيْثِ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ.

২৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, যে প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা ন্যায়সংগত কারণ (বিচার বিভাগের অনুমোদন) ব্যতীত হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং নির্দোষ ও দুর্নীতি-বিমুখ মুমিন স্ত্রীলোকদের নামে ব্যভিচারের দুর্নাম রটনা করা।

٢٨٧٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجُوْزَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هَانِيْءٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا.

২৮৭৫। উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবীরা গুনাহ কি কি? তিনি বললেন ঃ এর সংখ্যা নয়টি। অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে ঃ মুসলিম পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বাইতুল হারামের (কা'বা ঘরের) চত্বরে নিষিদ্ধ কাজকে হালাল গণ্য করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সমস্ত মাল কাফনের জন্য ব্যয় করা সম্পর্কে

٢٨٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ.

২৮৭৬। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তার একটি কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমরা যখন তা দিয়ে তার মাথা পর্যন্ত ঢাকতাম তখন তার পা দুটো বেরিয়ে যেতো। আবার যখন তার পদদ্বয় ঢাকতাম তখন মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কম্বল দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং ইযখির (সুগন্ধি ঘাস) দিয়ে পদদ্বয় ঢেকে দাও।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوْصٰى لَهُ بِهَا اَوْ يَرِثُهَا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কোন ব্যক্তি কোন জিনিস দান করলো। সে পুনরায় ওসিয়াত অথবা মিরাসী সূত্রে তার মালিক হলো

٢٨٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِوَلِيْدَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِي الْمِيْرَاثِ. قَالَتْ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَيُجْزِئُ اَوْ يَقْضِيْ عَنْهَا اِنْ اَصُوْمَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَاِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ اَفَيُجْزِئُ اَوْ يَقْضِيْ عَنْهَا اَنْ اَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

২৮৭৭। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করেছিলাম। মা ঐ বাঁদীটি রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার দানের জন্য সওয়াবের অধিকারীও হয়েছ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বাঁদীটিও তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। স্ত্রীলোকটি বললেন, তিনি এক মাসের রোযা বাকি রেখে মারা গেছেন। আমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখলে কি তা তার জন্য যথেষ্ট হবে বা তার রোযা পূর্ণ হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তিনি বললেন, আমার মা হজ্জ করেননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি, তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে বা তার হজ্জ পূর্ণ হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

টীকা ঃ কিতাবুল আয়মান ওয়ান-নুযূর-এর ১২ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوْقِفُ الْوَقْفَ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে ব্যক্তি কোন কিছু ওয়াক্ফ করে

٢٨٧٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ فَكَيْفَ تَاْمُرُنِيْ بِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً.

২৮৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খায়বারের (গনীমতের) এক খণ্ড জমি লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি খায়বার এলাকায় এক খণ্ড জমি পেয়েছি যা অপেক্ষা উত্তম সম্পদ আমি আর কখনও পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কি হুকুম দেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি চাও তবে জমির মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরের অযোগ্য করে এ থেকে প্রাপ্ত লাভ দান-খয়রাত করতে পারো। উমার (রা) জমিটা এভাবেই ওয়াক্ফ করলেন ঃ আসল জমিটা বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না এবং তাতে কোনরূপ উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি তা দান করলেন অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দাস মুক্ত করার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের (পথিক) জন্য। (অধস্তন রাবী) মুসাদ্দাদ (র) বিশরের সূত্রে মেহমানের কথাও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একমত হয়ে তারা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি এই সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী হবে তা থেকে সে সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজের এবং বন্ধুদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারবে।

٢٨٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَسَخَهَا لِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرُ فِيْ ثَمْغٍ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ نَافِعٍ قَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ قَالَ وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ وَاِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيْقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيْبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَرْقَمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا اَوْصٰى بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ اَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِيْ فِيْهِ وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ وَرَقِيْقَهُ الَّذِيْ فِيْهِ وَالْمِائَةَ الَّتِيْ اَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِيْ تَلِيْهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيْهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ اَهْلِهَا اَنْ لاَ يُبَاعَ وَلاَ يُشْتَرٰى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَاٰى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَذِي الْقُرْبٰى وَلاَ حَرَجَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اِنْ اَكَلَ اَوْ اٰكَلَ اَوِ اشْتَرٰى رَقِيْقًا مِنْهُ.

২৮৭৯। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র ওয়াকফ দলীল সম্পর্কে বলেন, আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে ওয়াকফ দলীলটির অনুলিপি প্রদান করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা উমার (রা) তার সাম্‌গ নামক ফলের বাগান ওয়াক্‌ফ করেছেন– এটা তারই দলীল।... অতঃপর ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সম্পূর্ণ হাদীসটি নাফে' কর্তৃক বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উমার (রা) বলেন, এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় পুঞ্জীভূত করা যাবে না। দলীলে উল্লেখিত খাতসমূহে এই সম্পত্তির আয় ব্যয় করার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য ব্যয় করতে হবে। অতঃপর ইয়াহইয়া পুরা বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। দলীলে আরো উল্লেখ ছিল, সাম্‌গের মুতাওয়াল্লী প্রয়োজন মনে করলে বাগানের আয় থেকে গোলাম খরিদ করতে পারবে (বাগানের কাজে নিয়োগের জন্য)। ওয়াক্‌ফের এ দলীল (উমারের মুক্তদাস) মু'আইকিব (রা) নকল করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) এর সাক্ষী হন। দলীলের অনুলিপি নিম্নরূপ ঃ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা এবং মুমিনদের আমীর উমার এ ওসিয়াত করছেন। তার ইন্তেকালের পর সাম্‌গের সম্পত্তি, সিরমা ইবনুল আকওয়া (বাগান) এবং এখানে কর্মরত গোলাম, খায়বারের একশো ভাগ জমি এবং সেখানে কর্মরত গোলাম এবং খায়বারের নিকটস্থ উপত্যকায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে একশো ভাগ জমি দিয়েছেন– এসবের আজীবন মুতাওয়াল্লী হবে হাফসা (রা)। তার মৃত্যুর পর এর মুতাওয়াল্লী হবে তার পরিবারের বিচক্ষণ ব্যক্তি। মুতাওয়াল্লী নিম্নের শর্তগুলো মেনে চলবে ঃ এ সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না। ক্রয় করে এর সাথে আরো সম্পত্তি যোগ করা যাবে না। মুতাওয়াল্লী তার বিবেকমত এর আয় প্রার্থনাকারী, বঞ্চিত শ্রেণী এবং গরীব নিকটাত্মীয়দের জন্য খরচ করবে। সে এ মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ নিতে পারবে এবং গোলাম ক্রয় করতে পারবে (এসব জমিতে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের জন্য)"।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা

٢٨٨٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

২৮৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যখন মারা যায়, তার কাজ করার সুযোগও রহিত হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যুর পরও তিনটি জিনিস থেকে (সওয়াব আসা) বন্ধ হয় না। তা হলো, সদকায়ে জারিয়া (জনকল্যাণমূলক দান) থেকে; এমন জ্ঞান যা দ্বারা (তার মৃত্যুর পরও) মানুষ উপকৃত হয় এবং সৎ ও চরিত্রবান সন্তান, যে তার (মৃত পিতা-মাতার) জন্য দু'আ করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ যে ব্যক্তি ওসিয়াত না করে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে দান খয়রাত করা

٢٨٨١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَاَعْطَتْ اَفَتَجْزِئُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا.

২৮৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক স্ত্রীলোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা যান। যদি এভাবে তিনি মারা না যেতেন, তবে দান-খয়রাত করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে তিনি কি এর সওয়াব প্রাপ্ত হবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করো।

٢٨٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِيْ مَخْرَفًا وَاِنِّي اُشْهِدُكَ اَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

২৮৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি, তবে তাতে কি তার কোন উপকার হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আমার একটি বাগান আছে। আপনাকে সাক্ষী রেখে বাগানটি তার কল্যাণের জন্য দান করলাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মুসলমান অভিভাবক বা ওয়ারিস কর্তৃক মৃত কাফেরের অথবা হরবীর ওসিয়াত পূরণ করা কি অত্যাবশ্যক?

٢٨٨٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِيْ أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ.

২৮৮৩। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। আল-আস ইবনে ওয়াইল ওসিয়াত করেছিল যে, তার পক্ষ থেকে যেন এক শত গোলাম আযাদ করা হয়। তার পুত্র হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করে দিলেন। অতঃপর তার অপর পুত্র আমর (রা) বাকি পঞ্চাশটি আযাদ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, ব্যাপারটা অন্তত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করে নেই। অতএব নবী (সা)-এর কাছে এসে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা তার পক্ষ থেকে একশো গোলাম আযাদ করার ওসিয়াত করে গেছেন। হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করেছে, এখনও পঞ্চাশটি আযাদ করা বাকি আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যদি মুসলমান হতো, আর তোমরা যদি তার পক্ষ হয়ে তা আযাদ করতে অথবা দান-খয়রাত করতে অথবা হজ্জ করতে তবে তার কাছে এর সওয়াব পৌঁছতো।

টীকা ঃ মুসলমান মৃতের জন্য তার ওয়ারিসগণ কোন সওয়াবের কাজ করলে সে তা প্রাপ্ত হয় এবং যে তা করে সেও সওয়াবের অধিকারী হয়। কিন্তু কাফেরের পক্ষ থেকে তার মুসলমান ওয়ারিসগণ কোন সওয়াবের কাজ করলে সে তার প্রতিফল পায় না, কিন্তু যারা করে তারা পায় (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَمُوْتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يَسْتَنْظِرُ غُرَمَاؤُهُ وَيَرْفُقُ بِالْوَارِثِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মালদার মৃতের দেনা পরিশোধ করতে ওয়ারিসদের সময় দান করা ও তাদের প্রতি সদয় হওয়া

٢٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ شُعَيْبَ بْنَ اِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَاَبٰى فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيْ لَهُ عَلَيْهِ فَاَبٰى عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّنْظِرَهُ فَاَبٰى وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২৮৮৪। ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জাবের তাকে অবহিত করেন যে, তার পিতা জনৈক ইহূদীর কাছে তিরিশ 'ওয়াসক' খেজুর দেনা রেখে মারা যান। জাবের (রা) তার কাছে অবকাশ (সময়) চাইলে সে অবকাশ দিতে অস্বীকার করে। জাবের (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করে তার জন্য ইহূদীর কাছে সুপারিশ করতে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদীর কাছে গিয়ে তাকে তার পাওনার পরিবর্তে জাবেরের গাছের খেজুর গ্রহণ করতে বললেন। তা নিতে সে অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঋণ পরিশোধ করতে সময় দেয়ার জন্য ইহূদীকে বললেন। সে তাও মানতে রাজী হলো না। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ২০

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(ওয়ারিসী স্বত্ব)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ফারায়েয শিক্ষা করা

٢٨٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ.

২৮৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইলম তিন প্রকার। এর বাইরে যা আছে তা অতিরিক্ত। (১) মুহকাম আয়াতসমূহ (২) প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী সুন্নাত (সহীহ হাদীস) এবং (৩) ন্যায্যভাবে বন্টনের জন্য ফারায়েয সম্পর্কিত জ্ঞান।

টীকা ঃ মুহকাম আয়াতসমূহ কুরআনের মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতিসমূহ এসব আয়াতে বিধৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই আয়াতসমূহই দীন ইসলামের মূল ভিত্তি। তাই এই আয়াতগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ফরয। এর বিপরীতে রয়েছে 'মুতাশাবেহ' আয়াত যার অর্থ ও ভাব স্পষ্ট নয়, দ্ব্যর্থবোধক। 'সুন্নাত' বলতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোটা জীবন, তাঁর হাদীস ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝায়। ফরীযায়ে আদেলা বলতে দায়ভাগ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা ফারায়েয সম্পর্কিত আইন-কানুন জানা থাকলেই আদল ও ইনসাফ সহকারে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিসগণের মধ্যে সঠিকভাবে বন্টন করা সম্ভব (অনু.)।

بَابُ فِى الْكَلاَلَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কালালাহ (পিতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)

٢٨٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ اُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ اُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي اَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ.

২৮৮৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমাকে দেখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) পদব্রজে এসে হাযির হলেন। তখন আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম, তাই তাঁর সাথে কথা বলতে পারলাম না। তিনি উযু করলেন এবং তাঁর উযুর পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। আমি সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধন-সম্পদ কি করবো? আমার কয়েকটি বোন আছে। জাবের (রা) বলেন, অতঃপর মীরাস (উত্তরাধিকার) সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো ঃ "লোকে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদের কালালাহ্ সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন..." (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)।

টীকা ঃ 'কালালাহ' (اَلْكَلٰلَةُ) শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে কালালাহ্ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যার কোন সন্তান নাই এবং যার পিতা-মাতাও জীবিত নেই। আবার কারো মতে যে লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাকে 'কালালাহ' বলে। আইনবিদগণ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন (অনু.)।

بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اَخَوَاتٌ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যার সন্তান নাই কিন্তু বোন আছে

٢٨٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ اَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَخَ فِى وَجْهِي فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اُوْصِي لِاَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ قَالَ اَحْسِنْ قُلْتُ الشَّطْرَ قَالَ اَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي فَقَالَ يَا جَابِرُ لاَ اُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هٰذَا وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِاَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ قَالَ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُوْلُ اُنْزِلَتْ فِيَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ.

২৮৮৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমার তত্ত্বাবধানে আমার সাতটি বোন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমার মুখমণ্ডলে ফুঁ দিলেন। আমি চেতনা ফিরে পেয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার বোনদের জন্য আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বললেন ঃ (বোনদের প্রতি) অনুগ্রহ করো। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ (বোনদের প্রতি) ইহসান করো। আমাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে জাবের! মনে হয় না এই রোগে তুমি মরবে। আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন এবং তোমার বোনদের বিষয়টা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তোমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন। অধস্তন রাবী বলেন, জাবের (রা) বলতেন, আমার ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "লোকে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)।

٢٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ فِى الْكَلٰلَةِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ.

২৮৮৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কালালাহ' সম্পর্কিত আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। "লোকে তোমাকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন" (৪ ঃ ১৭৬)।

٢٨٨٩- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِيْ مُجَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى الْكَلٰلَةِ فَمَا الْكَلَالَةُ قَالَ تُجْزِئُكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ قُلْتُ لِاَبِيْ اِسْحَاقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا قَالَ كَذٰلِكَ ظَنُّوْا اَنَّهُ كَذٰلِكَ.

২৮৮৯। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! "লোকে তোমাকে কালালাহ সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে"। কালালাহ কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ যে আয়াত গরমকালে নাযিল হয়েছে তাই (সূরা আন-নিসার ১৭৬ নং আয়াত) তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি (আবু বাক্‌র) আবু ইসহাককে বললাম, 'কালালাহ' সেই ব্যক্তিকে বলে যে মারা গেলো অথচ তার সন্তানও নাই পিতাও নাই। তিনি বললেন, হাঁ, লোকেরা এরূপই বুঝেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الصُّلْبِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সহোদর ভাই-বোনের ওয়ারিসী স্বত্ব

٢٨٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ الْاَوْدِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ فَقَالاَ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِلْاُخْتِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا بِنْتَ الْاِبْنِ شَيْئًا وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَانَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَاَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَلٰكِنِّيْ سَأَقْضِيْ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الْاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاُخْتِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ.

২৮৯০। হুযাইল ইবনে শুরাহবীল আল-আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও সালমান ইবনে রবী'আ (রা)-র কাছে এসে তাদেরকে কন্যা, পুত্রের কন্যা ও সহোদর বোনের মীরাস (ওয়ারিসী স্বত্ব) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। তারা উভয়ে বললেন, মৃতের কন্যা অর্ধেক ও সহোদর বোন অর্ধেক পাবে। তারা পুত্রের কন্যাকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করেননি। তুমি ইবনে মাসঊদ (রা)-কে গিয়েও জিজ্ঞেস করো। আশা করি তিনিও আমাদের অনুরূপই বলবেন। লোকটি তার কাছে এসে প্রশ্ন করলো এবং তাকে তাদের কথাও বললো। তিনি বললেন, (ঐরূপ বললে) তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হবো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। আমি এ ব্যাপারে সেই ফয়সালাই দিবো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। কন্যার অর্ধেক এবং পুত্রের কন্যার (পৌত্রীর) ছয় ভাগের এক ভাগ– দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য। অবশিষ্ট অংশ ($\frac{1}{6}$) সহোদর বোনের।

٢٨٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى جِئْنَا امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فِى الْاَسْوَافِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ

بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً الاَّ اَخَذَهُ فَمَا تَرٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ لاَ تُنْكَحَانِ اَبَدًا الاَّ وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ. قَالَ وَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ الْاٰيَةَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُدْعُوْا لِيَ الْمَرْاَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا اعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَاعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَخْطَاَ بِشْرٌ فِيْهِ اِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

২৮৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়ে আল-আসওয়াফের নিকটে এক আনসারী মহিলার কাছে উপস্থিত হলাম। একটি স্ত্রীলোক তার দুই কন্যাকে সাথে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই মেয়ে দু'টি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-র কন্যা। তিনি আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই রাখেনি। হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আল্লাহর শপথ! এদেরকে কখনও বিবাহ দেয়া যাবে না যদি এদের বিষয়-সম্পত্তি না থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদের ব্যাপারে আল্লাহ-ই ফয়সালা দিবেন। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে সূরা আন-নিসার আয়াত "তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন"... (১১ আয়াত থেকে ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত) নাযিল হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ঐ মহিলা ও তার প্রতিপক্ষকে (দেবর) আমার কাছে ডেকে আনো। তিনি মেয়ে দু'টির চাচাকে বললেন ঃ এদেরকে সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ দাও, এদের মাকে আট ভাগের এক ভাগ দাও এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি তোমার। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বিশর (উর্ধতন রাবী) বর্ণনায় ভুল করেছেন। আসলে মেয়ে দু'টি সা'দ ইবনুর রবী' (রা)-র কন্যা। কেননা সা'দ ইবনে কায়েস (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার যে 'হেরেম' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার নাম আল-আসওয়াফ (اَلاَسْوَافُ)।

٢٨٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هُوَ اَصَحُّ.

২৮৯২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনুর রবী' (রা)-র স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সা'দ (রা) দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং দু'টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসই অধিক সঠিক।

٢٨٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَسَّانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ اُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ.

২৮৯৩। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে একটি বোন ও একটি কন্যার প্রত্যেককে মৃতের সম্পত্তির অর্ধেক অর্ধেক দিলেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জীবিত ছিলেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মু'আয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মতিক্রমে অনুরূপভাবে বণ্টন করেছেন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْجَدَّةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দাদী-নানীর অংশ

٢٨٩٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ اِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِيْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِيْ حَتّٰى اَسْاَلَ النَّاسَ فَسَاَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَتِ

الْجَدَّةُ الْأُخْرٰى اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِيْ قُضِيَ بِهٖ اِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا اَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ وَلٰكِنْ هُوَ ذٰلِكَ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا مَا خَلَتْ بِهٖ فَهُوَ لَهَا.

২৮৯৪। কাবীসা ইবনে যুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মৃতের নানী এসে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কাছে তার মীরাস দাবি করলো। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশ নির্ধারিত নেই। আমার জানামতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও কিছু নাই। তুমি এখন যাও, আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখি। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলে আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাকে (নাতীর পরিত্যক্ত) সম্পত্তির ছয় ভাগের-এক ভাগ দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার সাথে তখন আর কেউ ছিল কি? আল-মুগীরা (রা) বললেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) ছিলেন। অতএব আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) যা বললেন, তিনিও তাই বললেন। আবু বাক্‌র (রা) তাকে ছয় ভাগের এক ভাগ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতকালে এক দাদী এসে তার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তোমার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে কিছু নেই। প্রথমে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নানীর ব্যাপারে ছিল। আর আমার নিজের পক্ষ থেকে বণ্টন নীতিতে পরিবর্ধন করার কোন এখতিয়ার আমার নাই। তুমিও এক-ষষ্ঠাংশের অধিক পাবে না। তোমরা যদি (দাদী-নানী) উভয়ে বর্তমান থাকো তবে তা ($\frac{১}{৬}$ অংশ) তোমাদের উভয়ের মধ্যে (অর্ধেক অর্ধেক করে) ভাগ হবে। যদি তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে কোন একজন বর্তমান থাকে তবে তা সে একাই পাবে।

٢٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَبُو الْمُنِيْبِ الْعَتَكِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ اِذَا لَمْ تَكُنْ دُوْنَهَا اُمٌّ.

২৮৯৫। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদী ও নানীর জন্য মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন; যদি তাদের সাথে (মৃতের) মা জীবিত না থাকে।

টীকা ঃ মৃতের মা থাকলে দাদী-নানী মৃতের সম্পদের অংশ পায় না (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদার অংশ

٢٨٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ ابْنِيْ مَاتَ فَمَا لِيَ مِنْ مِيْرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ اِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَلاَ يَدْرُوْنَ مَعَ اَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ قَالَ قَتَادَةُ اَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ.

২৮৯৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমার পৌত্র মারা গেছে। আমি কি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবো? তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। সে যখন চলে যাচ্ছিল, তিনি পুনরায় তাকে ডেকে বললেন ঃ আরও এক-ষষ্ঠাংশ তুমি পাবে। যখন সে চলে যাচ্ছিল তিনি পুনরায় তাকে ডেকে বললেন ঃ অতিরিক্ত ষষ্ঠাংশ তুমি উপহার হিসাবে পেলে। কাতাদা (র) বলেন, এটা সুস্পষ্ট জানা নেই কখন সে এক-ষষ্ঠাংশ পায় (আর কখন এক-তৃতীয়াংশ)। কাতাদা বলেন, ন্যূনতম অংশ যা দাদা অংশীদার হয়ে থাকে তা হচ্ছে এক-ষষ্ঠাংশ।

টীকা ঃ মৃতের দুই কন্যা ও দাদা ছিল। তাদের দুই-তৃতীয়াংশ দেয়ার পর দাদা যবিল ফুরূয হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ এবং আসাবা হিসাবে অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পেলো (অনু.)।

٢٨٩٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ اَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ قَالَ مَعْقِلُ ابْنُ يَسَارٍ اَنَا وَرَّثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لاَ اَدْرِيْ قَالَ لاَ دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِيْ اِذًا.

২৮৯৭। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (উপস্থিত লোকদের) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদার জন্য কতটুকু অংশ নির্ধারণ করেছেন তা তোমাদের মধ্যে কার জানা আছে? মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) বললেন, আমি জানি, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বললেন, কার সাথে (তাকে ওয়ারিস করেছেন)? মা'কিল (রা) বললেন, তা আমার জানা নেই। তিনি (উমার) বললেন, যদি তুমি না-ই জানো তাহলে তোমার কথায় কোন উপকার হলো না।

بَابٌ فِى مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ আসাবার মীরাস

٢٨٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ اَشْبَعُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِاَوْلٰى ذَكَرٍ.

২৮৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মৃতের পরিত্যক্ত) সম্পদ আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুসারে যাবিল ফুরূযদের মধ্যে বণ্টন করো। যাবিল ফুরূযগণ নিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তা মৃতের নিকটাত্মীয় পুরুষ ব্যক্তি পাবে।

টীকা ঃ যাদের অংশ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাবিল ফুরূয বা আসহাবুল ফারায়েয বলে। এদের সংখ্যা বারো ঃ পিতা, দাদা, বৈপিত্রেয় ভাই, স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, মা ও দাদী-নানী। যাদের অংশ কুরআন-হাদীসে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, তবে যাবিল ফুরূযদেরকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকে দিতে বলা হয়েছে– এরূপ হকদারকে 'আসাবা' বলে। নিকটতম ব্যক্তি বলতে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে নিকটতম ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। 'আসাবা কেবলমাত্র পুরুষরাই হয়ে থাকে (অনু.)।

بَابٌ فِيْ مِيْرَاثِ ذَوِى الْاَرْحَامِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যাবিল আরহামের মীরাস

٢٨٩٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَانِيِّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ لُحَيٍّ عَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيَّ وَرُبَّمَا قَالَ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَاَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ اَعْقِلُ لَهُ وَاَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

২৮৯৯। আল-মিকদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সন্তান ও ঋণ রেখে মারা যায় তার যিম্মাদার আমি।

কখনো কখনো তিনি বলেছেন ঃ 'তার যিম্মাদার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল'। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। যার কোন ওয়ারিস নেই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার রক্তপণ আদায় করবো। যার কোন ওয়ারিস নেই, মামা তার ওয়ারিস, সে তার রক্তপণ দিবে এবং তার ওয়ারিস হবে।

টীকা ঃ আসাবাদের অবর্তমানে যারা মৃতের ওয়ারিস হয় তাদেরকে 'যাবিল আরহাম' বলে। 'আমি তার ওয়ারিস' অর্থাৎ তার ধন-সম্পদ সরকারী কোষাগারে জমা হবে। অন্যদিকে ঋণ ও নিঃসহায় সন্তান রেখে গেলে তার দায়-দায়িত্বও সরকার নিবে। 'তার রক্তপণ' আদায় করবো অর্থাৎ সে যদি রক্তপণ আদায়যোগ্য কোন অপরাধ করে থাকে তাও সরকার বহন করবে। মামা যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত। যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের অবর্তমানে মামা মৃতের ওয়ারিস হয় (অনু.)।

٢٩٠٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِي اُخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيْعَةً فَاِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَاَنَا مَوْلٰى مَنْ لاَ مَوْلٰى لَهُ اَرِثُ مَالَهُ وَاَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلٰى مَنْ لاَ مَوْلٰى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ.

২৯০০। আল-মিকদাম আল-কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের পক্ষে তার চেয়েও অধিক নিকটে। যে ব্যক্তি ঋণ অথবা পোষ্য রেখে যাবে তা আমার দায়িত্বে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। যার অভিভাবক নাই আমি (সরকার) তার অভিভাবক। আমি তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবো এবং তার বন্দী মুক্ত করবো। যার ওয়ারিস নাই, মামা তার ওয়ারিস। সে তার সম্পদের অধিকারী হবে এবং তার বন্দী মুক্ত করবে। আবু দাউদ বলেন, ضَيْعَةٌ শব্দের অর্থ সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সদস্য।

٢٩٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَتِيْقٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حُجْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ اَفُكُّ عُنِيَّهُ وَاَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عُنِيَّهُ وَيَرِثُ مَالَهُ.

২৯০১। আল-মিকদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার কোন ওয়ারিস নাই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার বন্দী মুক্ত করবো এবং তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবো। যার কোন ওয়ারিস নাই, মামা তার ওয়ারিস। সে তার বন্দী মুক্ত করবে এবং তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

٢٩٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنٰى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيْمًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوْا مِيْرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ قَرْيَتِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ سُفْيَانَ اَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ اَرْضِهِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاَعْطُوْهُ مِيْرَاثَهُ.

২৯০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুক্তদাস মারা গেলো এবং কিছু জিনিস রেখে গেলো। কিন্তু তার কোন সন্তান বা আত্মীয় ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার পরিত্যক্ত মীরাস তার গ্রামের কোন লোককে দাও। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার এলাকার কেউ এখানে আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে এর পরিত্যক্ত জিনিসপত্র দাও।

٢٩٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ جِبْرِيْلَ بْنِ اَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ مِيْرَاثَ رَجُلٍ مِّنَ الْاَزْدِ وَلَسْتُ اَجِدُ اَزْدِيًا اَدْفَعُهُ اِلَيْهِ قَالَ فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ اَزْدِيًا حَوْلاً قَالَ فَاَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَجِدْ اَزْدِيًا اَدْفَعُهُ اِلَيْهِ

قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ اَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ اِلَيْهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ عَلَيَّ الرَّجُلَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ انْظُرْ اَكْبَرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ اِلَيْهِ.

২৯০৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আয্‌দ গোত্রের এক লা-ওয়ারিস ব্যক্তির কিছু মাল আমার কাছে আছে। আমি সেই বংশের এমন কোন লোককে পেলাম না যার কাছে তা হস্তান্তর করতে পারি। তিনি বললেন ঃ কোন আয্‌দীকে এক বছর ধরে খুঁজে দেখো পাও কিনা। লোকটি এক বছর পর এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আয্‌দ গোত্রের এমন কোন লোককে পাইনি যার কাছে এই মাল হস্তান্তর করতে পারি। তিনি বললেন ঃ খোঁজ করে দেখো, খুজা'আ গোত্রের প্রথম যে ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকে এই মাল দাও। সে যখন চলে যাচ্ছিল তিনি বললেন ঃ লোকটিকে ডেকে আনো। সে তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি বললেন ঃ খুজা'আ গোত্রের কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তালাশ করে তার কাছে এই মাল হস্তান্তর করো।

٢٩٠٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَسْوَدَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ جِبْرَائِيْلَ بْنِ اَحْمَرَ اَبِيْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنْ خُزَاعَةَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيْرَاثِهِ فَقَالَ الْتَمِسُوْا لَهُ وَارِثًا اَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ وَارِثًا وَلاَ ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوْهُ الْكَبِيْرَ مِنْ خُزَاعَةَ. قَالَ يَحْيٰى قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اُنْظُرُوْا اَكْبَرَ رَجُلٍ مِّنْ خُزَاعَةَ.

২৯০৪। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুজা'আ গোত্রের এক (লা-ওয়ারিস) ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো। তিনি বললেন ঃ তার কোন ওয়ারিস বা আত্মীয়-স্বজন আছে কি না খোঁজ করো। কিন্তু তারা তার কোন ওয়ারিস বা আত্মীয়-স্বজন খুঁজে পেলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই মালপত্র খুজা'আ গোত্রের প্রবীণতম ব্যক্তিকে দাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, খুজা'আর প্রবীণতম ব্যক্তিকে খোঁজ করো।

٢٩٠٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ اَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَهُ

أَحَدٌ قَالُوْا لاَ إِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ لَهُ.

২৯০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার এক মুক্তদাস ছাড়া তার অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার কেউ আছে কি? লোকেরা বললো, তার মুক্তদাসটি ছাড়া আর কেউ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পদ তাকে দিলেন।

بَابُ مِيْرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ লি'আনকারিণীর সন্তানের মীরাস

٢٩٠٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِيْ لاَعَنَتْ عَلَيْهِ.

২৯০৬। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্ত্রীলোকেরা তিনটি লোকের মীরাস লাভ করতে পারে ঃ (১) তার মুক্তদাসের মীরাস (২) তার কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মীরাস এবং (৩) যে সন্তান সম্পর্কে সে লি'আন করেছে তার মীরাস।

টীকা ঃ লি'আন শব্দের অর্থ একে অন্যকে অভিশাপ করা। স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপনের পর সাক্ষীর অভাবে স্বামী নিজেকে সত্যবাদী এবং স্ত্রী তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য কুরআনের নির্দেশিত নিয়মে (সূরা নূরের ৬-৯ আয়াত) উভয়ে যে শপথ করে তাকে লি'আন বলে (অনু.)।

٢٩٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوْسَى بْنُ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا مَكْحُوْلٌ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا.

২৯০৭। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারিণীর সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে তার ওয়ারিসী স্বত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং তার (মায়ের) মৃত্যুর পর তার পরবর্তীগণ ওয়ারিস হবে।

٢٩٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ أَخْبَرَنِيْ عِيْسَى أَبُوْ

مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

২৯০৮। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি তার দাদার সূত্রে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ মুসলমান কি কাফেরের ওয়ারিস হবে?

٢٩٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

২৯০৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের এবং কাফের ব্যক্তি মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না।

টীকা ঃ 'কোন কাফের কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না' এ বিষয়ে সব ইমামই একমত। কিন্তু 'কোন মুসলমান কোন কাফেরের ওয়ারিস হবে কি না'– এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। মু'আয ইবনে জাবাল, আমীর মু'আবিয়া, তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও মাসরূকের মতে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে, কিন্তু গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে ওয়ারিস হবে না। কোন মুসলমান মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলে সে অন্য মুসলমানের মীরাস পাবে না– এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কিন্তু তার পরিত্যক্ত সম্পদে কোন মুসলমান ওয়ারিস হবে কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, রবী'আহ ও ইবনে আবী লাইলার মতে, ওয়ারিস হতো পারবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে, মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) মুসলমান থাকাকালে যে সম্পদ উপার্জন করেছে তা মুসলমান ওয়ারিসগণ পাবে; আর মোরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা বাইতুল মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা হবে (অনু.)।

٢٩١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِيْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِى الْمُحَصَّبَ وَذَاكَ أَنَّ بَنِىْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيْ.

২৯১০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জে যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামী কাল সকালে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ আকীল (ইবনে আবু তালিব) কি আমাদের জন্য কোন মনযিল (বাড়ি) অবশিষ্ট রেখেছে? (মীরাসী সূত্রে তিনি আবু তালিবের যা পেয়েছিলেন সব বিক্রি করে ফেলেছেন)। পুনরায় তিনি বললেন ঃ আমরা বনী কিনানার উপত্যকায় অবতরণ করবো; যেখানে বসে কুরাইশরা কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল– অর্থাৎ আল-মুহাস্‌সাব নামক স্থানে। এ স্থানেই বনী কিনানার লোকেরা কুরাইশদেরকে বনী হাশিম গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিল যে, তারা হাশিম গোত্রের সাথে কোনরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করবে না এবং তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করবে না।

٢٩١١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

২৯১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হয় না।

٢٩١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي حَكِيمٍ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ اَنَّ اَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا وَقَالَ حَدَّثَنِي اَبُو الْاَسْوَدِ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ اَنَّ مُعَاذًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَلْاِسْلاَمُ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ.

২৯১২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত। একদা দুই সহোদর ভাই তাদের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মুরের সামনে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তাদের পিতা ইহুদী অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তাদের একজন ছিল মুসলমান, অপরজন ইহুদী। অতঃপর তিনি (মু'আয) মুসলমান ব্যক্তিকেও উত্তরাধিকারী বানালেন। তিনি বললেন, আবুল আসওয়াদ আমাকে বলেছেন, এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন, মু'আয (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ইসলাম (তার প্রাধান্যকে) বৃদ্ধি করে, কমায় না। অতঃপর তিনি মুসলমান ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী বানালেন।

٢٩١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ

الدِّيْلِيِّ اَنَّ مُعَاذًا اُتِيَ بِمِيْرَاثِ يَهُوْدِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯১৩। আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী (র) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদীর পরিত্যক্ত সম্পদে ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপার নিয়ে তার মুসলিম উত্তরাধিকারী মু'আয (রা)-র কাছে আসলো... উপরের হাদীসের অনুরূপ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

بَابٌ فِيْمَنْ اَسْلَمَ عَلٰى مِيْرَاثٍ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মৃতের মীরাস বন্টনের পূর্বে যদি কোন ওয়ারিস মুসলমান হয়

٢٩١٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلٰى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ فَاِنَّهُ عَلٰى قَسْمِ الْاِسْلَامِ.

২৯১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে যে মীরাস বণ্টিত হয়েছে তা যার জন্য বন্টন করা হয়েছে তারই থাকবে (এর কোন পরিবর্তন হবে না)। আর যে 'মীরা বন্টন' ইসলামী যুগ পেয়েছে তা ইসলামী নীতি অনুসারে বণ্টিত হবে।

টীকা ঃ এ অনুচ্ছেদটির দু'টি দিক রয়েছে ঃ (ক) কোন মুসলমান একটি কাফের ও একটি মুসলমান সন্তান রেখে মারা গেলো। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে কাফের ছেলেটি মুসলমান হলো। এ ক্ষেত্রে সে ওয়ারিস হবে না।

(খ) কোন কাফের একটি মুসলমান ও একটি কাফের সন্তান রেখে মারা গেলো। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে কাফের ছেলেটি মুসলমান হলো। এ ক্ষেত্রে সে কাফের পিতার ওয়ারিস হবে। জমহূর ওলামার মতে, এ মাসয়ালাটির মূলনীতি হলো ঃ "মৃত্যুর সাথে সাথেই উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা মৃত্যুর মুহূর্তেই মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়ে যায় (অনু.)।

بَابٌ فِي الْوَلَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ওয়ালাআ

٢٩١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُرِيءَ عَلٰى مَالِكٍ وَاَنَا حَاضِرٌ قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى

اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ.

২৯১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) আযাদ করার উদ্দেশ্যে একটি বাঁদী ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। বাঁদীর মালিক বললো, আমরা তাকে আপনার কাছে এই শর্তে বিক্রি করতে পারি যে, তার 'ওয়ালাআ' আমাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন ঃ এই শর্ত তোমার জন্য বাঁধার সৃষ্টি করবে না। কেননা যে ব্যক্তি আযাদ করে 'ওয়ালাআ'র অধিকার তার জন্যই সংরক্ষিত থাকে।

টীকা ঃ আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে 'ওয়ালা'আ' বলে। তার মৃত্যুর পর তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে তার আযাদকারীই তার ওয়ারিস হবে (অনু.)।

٢٩١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ.

২৯১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করেছে এবং সদয় ব্যবহার করেছে (আযাদ করেছে) ওয়ালাআ তার প্রাপ্য।

٢٩١٧ (الف)- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِي الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ اُمُّهُمْ فَوَرِثُوْهَا رِبَاعَهَا وَوَلاَءَ مَوَالِيْهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيْهَا فَاَخْرَجَهُمْ اِلَى الشَّامِ فَمَاتُوْا فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً لَهُ فَخَاصَمَهُ اِخْوَتُهَا اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْرَزَ الْوَلَدُ اَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيْهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوْا اِلَى هِشَامِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ اَوْ اِلَى

اسْمَاعِيْلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ اِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هٰذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِيْ مَا كُنْتُ اُرَاهُ قَالَ فَقَضٰى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيْهِ اِلَى السَّاعَةِ.

২৯১৭ (ক)। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রিয়াব ইবনে হুযায়ফা এক মহিলাকে বিবাহ করে এবং তার গর্ভে তিনটি সন্তান জন্ম হয়। অতঃপর তাদের মা মারা গেলে তারা তার ঘরবাড়ি ও তার আযাদকৃত গোলামদের ওয়ালাআর উত্তরাধিকারী হয়। আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন তাদের (পিতার দিক থেকে) আত্মীয় (আসাবা)। পরবর্তীকালে তিনি তাদেরকে সিরিয়ায় পাঠালে তারা সেখানে (মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে) মারা যায়। অতঃপর আমর ইবনুল আস সেখানে (সিরিয়ায়) আসলেন। তখন তার (স্ত্রীলোকটির) মুক্তদাস কিছু মালপত্র রেখে মারা গেলো। স্ত্রীলোকটির ভাইয়েরা তার (আমরের) বিরুদ্ধে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে অভিযোগ দায়ের করে। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পিতা বা পুত্র যে ওয়ালাআ সঞ্চয় করলো সেগুলো তার আসাবার প্রাপ্য (মায়ের ওয়ারিসগণ তা পাবে না)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, উমার (রা) তাকে (আমর) একটি রায় লিখে দিলেন। এতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ও অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষী ছিল। আবদুল মালেক যখন (৬৮৫ খৃ.) খলীফা হলেন, তখন হিশাম ইবনে ইসমাঈল অথবা ইসমাঈল ইবনে হিশামের কাছে অনুরূপ একটি অভিযোগ দায়ের করে। তিনি বিষয়টি আবদুল মালেকের কাছে পাঠিয়ে দেন। আবদুল মালেক বললেন, আমার মনে হয় এর ফয়সালা ইতিপূর্বে আমার নজরে পড়েছে। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র রায় অনুসারেই রায় দিলেন। আর সেই ওয়ালাআর সম্পত্তি এখনো আমাদের অধিকারে আছে।

٢٩١٧ (ب) حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّاسُ يَتَّهِمُوْنَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ خِلَافَ هٰذَا الْحَدِيْثِ اِلاَّ اَنَّهُ رَوٰى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ بِمِثْلِ هٰذَا.

২৯১৭ (খ)। আবু দাউদ (র)... হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন এই হাদীসের ব্যাপারে আমর ইবনে শু'আইব (র)-কে দোষারোপ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি আবু বাক্র, উমার ও উসমান (রা) থেকে এ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির হাতে মুসলমান হলে

٢٩١٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ يَزِيْدُ اِنَّ تَمِيْمًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه.

২৯১৮। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (অধস্তন রাবী) ইয়াযীদের বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তার (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে (ইসলামের) নীতি কি? তিনি বললেন ঃ তার জীবনে ও মরণে ঐ মুসলমান ব্যক্তি তার নিকটতম বন্ধু।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ الْوَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ওয়ালাআ বিক্রয় করা

٢٩١٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِه.

২৯১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালাআ বিক্রয় এবং হেবা (দান) করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِي الْمَوْلُوْدِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوْتُ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সদ্য প্রসূত শিশু কান্নার পর মারা গেলে

٢٩٢٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ.

২৯২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে কান্নার শব্দ করে মারা গেলে তাকে ওয়ারিস গণ্য করতে হবে।

بَابُ نَسْخِ مِيْرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيْرَاثِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ আত্মীয়তার উত্তরাধিকারিত্ব চুক্তির উত্তরাধিকারিত্বকে রহিত করেছে

٢٩٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ. كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَنَسَخَ ذٰلِكَ الْاَنْفَالُ فَقَالَ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ.

২৯২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) ঃ "যাদের সাথে তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দাও" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)। আগের যুগে লোকেরা পারস্পরিক চুক্তি বা শপথের মাধ্যমে একে অপরের ওয়ারিস হতো, অথচ তাদের মধ্যে বংশীয় বা আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাতো না। এই সুযোগ রহিত করা হয়েছে সূরা আল-আনফালের এই আয়াত দ্বারা ঃ "আল্লাহর বিধানে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক হকদার" (আয়াত নং ৭৫)।

٢٩٢٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِي اِدْرِيْسُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ. قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ تُوْرِثُ الْاَنْصَارَ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ. قَالَ نَسَخَتْهَا وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوْصِيْ لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ.

২৯২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত ঃ "যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাদের অংশ তাদেরকে দান করো" (সূরা

আন-নিসা ঃ ৩৩)। তিনি বলেন, মুহাজিররা হিজরত করে মদীনায় আগমন করার পর, আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃ-বন্ধনের ভিত্তিতে আনসারদের মীরাস লাভ করতেন। যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু সম্পদ রেখে যায়, আমরা এর প্রত্যেকটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি... (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩), তিনি বলেন, "যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তাদের অংশ তাদেরকে দাও", উপরের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়েছে। কিন্তু সাহায্য, উপদেশ, সহযোগিতা, ওসিয়াত ইত্যাদি করার নির্দেশ বহাল রয়েছে, তবে (উপরোক্ত পন্থায়) ওয়ারিস হওয়ার রীতি বাতিল হয়েছে।

٢٩٢٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنٰى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلٰى اُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيْعِ وَكَانَتْ يَتِيْمَةً فِيْ حِجْرِ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَرَأْتُ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَقَالَتْ لاَ تَقْرَأْ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّمَا نَزَلَتْ فِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حِيْنَ اَبَى الْاِسْلاَمَ فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ لاَ يُوَرِّثَهُ فَلَمَّا اَسْلَمَ اَمَرَهُ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيْبَهُ زَادَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَمَا اَسْلَمَ حَتّٰى حُمِلَ عَلَى الْاِسْلاَمِ بِالسَّيْفِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ طَلْحَةَ عَاقَدَتْ.

২৯২৩। দাউদ ইবনুল হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রবী'র কন্যা এবং সা'দের মাতার কাছে কুরআন পড়তাম। সা'দের মা ছিলেন ইয়াতীম। তিনি আবু বাক্র (রা)-র তত্ত্বাবধানে লালিত হয়েছেন। আমি এ আয়াত পড়লাম ঃ "যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দাও"। তিনি বললেন, "যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে..." এ আয়াত পড়ো না। কেননা এই আয়াত আবু বাক্র (রা) ও তার ছেলে আবদুর রহমানের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। সে যখন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো, আবু বাক্র (রা) শপথ করে বললেন, সে তার উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানকে মীরাসের অংশ দেয়ার জন্য আবু বাক্র (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। (অধস্তন রাবী) আবদুল আযীয আরো বর্ণনা করেছেন, তরবারি তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার পূর্বে সে ইসলাম কবুল করে নাই।

٢٩٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا فَكَانَ الْاَعْرَابِيُّ لاَ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلاَ يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا فَقَالَ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ.

২৯২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (আল্লাহর বাণী) ঃ "যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে– তারা পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার কোন সম্পর্ক নেই– যতক্ষণ তারা হিজরত না করে" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭২)। বেদুঈনরা মুহাজিরদের ওয়ারিস হতো না এবং মুহাজিরগণও তাদের ওয়ারিস হতেন না। উপরের আয়াতকে রহিত করা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা ঃ "আল্লাহর কিতাবে রক্তের আত্মীয়গণ পরস্পরের মধ্যে অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭৫)।

টীকা ঃ প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পরের মীরাসের অংশীদার হবেন। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভিত্তিতে মীরাসের হকদার হবে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয়। অবশ্য কারো সাথে মৌখিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি থাকলে নিজের ইচ্ছা মাফিক যে কোন কিছু তাকে দেয়া যায় (অনু.)।

بَابٌ فِي الْحِلْفِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ জাহিলী যুগের শপথ বা চুক্তি

٢٩٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِلْفَ فِي الْاِسْلاَمِ وَاَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ اِلاَّ شِدَّةً.

২৯২৫। জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (বিপর্যয় সৃষ্টি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি গর্হিত কাজ করার জন্য) চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইসলামে বৈধ নয়। জাহিলী যুগের এ জাতীয় চুক্তির উপর ইসলাম কঠোরতা আরোপ করেছে (কল্যাণের কাজ সম্পাদন ও সত্য-ন্যায়ের সাহায্য করা বাধ্যতামূলক করে)।

٢٩٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فِيْ دَارِنَا فَقِيْلَ لَهُ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِلْفَ فِي الْاِسْلاَمِ فَقَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فِيْ دَارِنَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا.

২৯২৬। আসেম আল-আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (আনাস) ঘরে বসে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি ঃ ইসলামে কোন হলফ নাই? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। এ কথাটা তিনি (আনাস) দুই-তিনবার বললেন।

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ স্বামীর রক্তমূল্যে স্ত্রী ওয়ারিস হবে

٢٩٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ وَرِّثْ امْرَاَةَ اَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَقَالَ فِيْهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْاَعْرَابِ.

২৯২৭। সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, শোণিত মূল্য (দিয়াত) আসাবাদের জন্য। স্ত্রী তার স্বামীর শোণিত মূল্যের কোন ওয়ারিস হয় না। দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন ঃ আশয়াম আদ-দিবাবীর স্ত্রীকে তার রক্তপণের ওয়ারিস বানাও। অতঃপর উমার (রা) নিজের মত পরিবর্তন করলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দাহহাক) বেদুঈনদের আমেল (প্রশাসক) নিযুক্ত করেছিলেন।

অধ্যায় ঃ ২১

كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْئِ وَالْإِمَارَةِ

(কর, ফাই ও প্রশাসন)

بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامُ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে শাসনকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

٢٩٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

২৯২৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। জনগণের শাসক তাদের অভিভাবক। তাকে তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। পরিবারের কর্তা তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। তাকে এ সবের রক্ষণাবেক্ষণের হিসাব দিতে হবে। ক্রীতদাস তার মনিবের ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক, এ সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল রাখাল এবং তোমাদেরকে তোমাদের রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৬—

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ নেতৃত্ব পদ প্রার্থনা করা

٢٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ وَمَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيْهَا إِلٰى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

২৯২৯। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! রাষ্ট্রীয় বা সরকারী পদ চেয়ে নিও না। কেননা তোমার চাওয়ার কারণে যদি তোমাকে নেতৃত্ব পদ দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে এ পদের হাওয়ালা করা হবে (এমতাবস্থায় তুমি আল্লাহর সাহায্য বঞ্চিত হবে)। আর যদি কোনরূপ প্রার্থনা ছাড়াই তোমাকে নেতৃত্ব পদ দেয়া হয়, তবে তুমি দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে (আল্লাহর) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

٢٩٣٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَالَ جِئْنَا لِتَسْتَعِيْنَ بِنَا عَلٰى عَمَلِكَ فَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ فَاعْتَذَرَ أَبُوْ مُوْسٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى مَاتَ.

২৯৩০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দুই ব্যক্তির সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাশাহহুদ পাঠের পর বললো, আমরা আপনার কাছে এই উদ্দেশ্যে এসেছি যে, আপনি আমাদেরকে আপনার প্রশাসনে কর্মচারী নিয়োগ করে আমাদের সাহায্য করবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার সাথীর অনুরূপ কথা বললো। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি পদ প্রার্থনা করে তোমাদের মধ্যে সে-ই আমাদের দৃষ্টিতে বড় খেয়ানতকারী। অতঃপর আবু মূসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওজরখাহি করে বললেন, আমি জানতাম না যে, তারা আপনার কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছে। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এদের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেননি।

بَابٌ فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ অন্ধ ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করা

٢٩٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَّتَيْنِ.

২৯৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-কে দু'বার মদীনাতে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন।

بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মন্ত্রী নিয়োগ করা

٢٩٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ غَيْرَ ذَالِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ.

২৯৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোন আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য একজন সৎপন্থী উযীর বা মন্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেন। আমীর যদি ভুল করে– সে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি তার স্মরণ থাকে, তবে উযীর তাকে সহযোগিতা করে। যদি তিনি তার অমঙ্গল চান তবে একটি খারাপ লোককে তার উযীর নিযুক্ত করেন। যখন সে (আল্লাহর হুকুম) ভুলে যায়, মন্ত্রী তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি তার স্মরণ থাকে তবে সে তার সহযোগিতা করে না।

بَابٌ فِي الْعِرَافَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সমাজপতি সম্পর্কে

٢٩٣٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ

الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلٰى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيْرًا وَلاَ كَاتِبًا وَلاَ عَرِيْفًا.

২৯৩৩। আল-মিকদাদ ইবনে মা'দিকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (মিকদাদের) কাঁধে হাত মেরে বললেন ঃ হে কুদাইম! তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত আমীর (শাসক), কাতিব (সচিব) অথবা সমাজপতি না হও তবে তুমি কল্যাণ লাভ করলে, নাজাত পেলে।

٢٩٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْاِسْلاَمُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ عَلٰى أَنْ يُّسْلِمُوْا فَأَسْلَمُوْا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ عَلٰى أَنْ يُّسْلِمُوْا فَأَسْلَمُوْا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَّرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ أَوْ لاَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَهُوَ عَرِيْفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَعَلٰى أَبِيْكَ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ أَبِيْ جَعَلَ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ عَلٰى أَنْ يُّسْلِمُوْا فَأَسْلَمُوْا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَّرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُّسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَّرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَلَهُمْ إِسْلاَمُهُمْ وَإِنْ لَّمْ يُسْلِمُوْا قُوْتِلُوْا عَلَى الْإِسْلاَمِ. وَقَالَ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَهُوَ عَرِيْفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ. فَقَالَ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلٰكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِى النَّارِ.

২৯৩৪। গালিব আল-কাত্তান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি পর্যায়ক্রমে জনৈক ব্যক্তি, তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা কোন এক ঝর্ণার আশেপাশে বসবাস করতো। তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে ঝর্ণার তত্ত্বাবধায়ক তার সমগ্র লোকদেরকে বললেন, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তিনি তাদেরকে এক শত উট দিবেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। পূর্বের ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তাদের মধ্যে উট বণ্টন করলেন। পরে তিনি তাদের কাছ থেকে উটগুলো ফেরত নেয়ার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তার ছেলেকে ডেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। তিনি তাকে বলে দিলেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে বলো, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি তার গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে এক শত উট দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি উটগুলো তাদের মধ্যে বণ্টন করেন। এখন তিনি তাদের কাছ থেকে উটগুলো ফেরত নিতে চান। তিনি কি এগুলো ফেরত নিতে পারেন, না তা তাদেরই প্রাপ্য? তিনি তোমাকে হাঁ অথবা না বললে পুনরায় তুমি তাঁকে বলবে, আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তিনিই ঐ কূপের মোড়ল। তিনি আপনার কাছে আবেদন করেছেন তার মৃত্যুর পর আমাকে সেখানকার মোড়ল নিয়োগ করার জন্য।

সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার ও তোমার পিতার প্রতি সালাম! সে বললো, আমার পিতা তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে এক শত উট দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের ইসলামী জিন্দেগীকে সুন্দর করেছে। এখন তিনি উটগুলো তাদের কাছ থেকে ফেরত নিতে চান। অতএব তিনি কি এগুলোর হকদার না তারা? তিনি বললেন ঃ এখন যদি সে উটগুলো তাদের কাছে সোপর্দ করতে চায় তবে সে তাই করুক। আর যদি সে তা ফেরত নিতে চায় তবে সে তাদের চেয়ে এর অধিক হকদার (ফেরত নিতে পারে)। তারা যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার উপকারিতা তারাই লাভ করবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করতো তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হতো। সে পুনরায় বললো, আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনিই ওখানকার পানির উৎসের মোড়ল। তিনি তার অবর্তমানে আমাকে মোড়ল নিয়োগ করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় মোড়লের প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণের মোড়ল ছাড়া চলে না (শালিস, বিচার ইত্যাদির জন্য)। কিন্তু মোড়লগণ (বেইনসাফ ও পক্ষপাতিত্ব করার কারণে) দোযখে যাবে।

بَابٌ فِيْ اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কাতিব বা সচিব নিয়োগ করা

٢٩٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ

كَعْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস-সিজিল্ল নামে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন কাতিব (সচিব) ছিল।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় সরকারী কাজের রেকর্ড ও ফাইলপত্র সংরক্ষণের জন্য তাঁর ছাব্বিশজন সচিব ছিল। আস-সিজিল্ল (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না (অনু.)।

بَابٌ فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যাকাত আদায়কারীর সওয়াব

٢٩٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْبَاطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

২৯৩৬। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সততা ও নিষ্ঠা সহকারে যাকাত আদায়কারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমান মর্যাদাসম্পন্ন যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে ফিরে আসে।

٢٩٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ.

২৯৩৭। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ খাজনা আদায়কারীরা (তাদের অন্যায় ও যুলুমের কারণে) বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٢٩٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ مَغْرَاءَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ يَعْنِي صَاحِبَ الْمَكْسِ.

২৯৩৮। ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা জনগণের নিকট থেকে উশর অর্থাৎ খাজনা আদায় করে তাদেরকে তহ্সিলদার বলে।

بَابٌ فِى الْخَلِيْفَةِ يَسْتَخْلِفُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান) কর্তৃক তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করা

٢٩٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَسَلَمَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنِّىْ إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لاَ يَعْدِلُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

২৯৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, আমি (কাউকে) খলীফা নিযুক্ত করবো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কাউকে) খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। যদি আমি খলীফা নিয়োগ করি তাও করতে পারি। কেননা আবু বাক্র (রা) খলীফা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি (উমার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্র (রা)-র কথা উল্লেখ করায় আমি বুঝতে পালাম, তিনি (উমার) কোন ব্যক্তিকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ মনে করার মত লোক নন এবং তিনি (রাসূলুল্লাহর সা. নীতি অনুসরণ করে) কোন ব্যক্তিকে খলীফা নিয়োগ করবেন না।

টীকা ঃ আবু বাক্র (রা) তার অন্তিমকালে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), উসমান (রা), সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) ও অপরাপর বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনা করে উমার (রা)-কে খলীফা মনোনীত করে যান। তালহা (রা) তার রুক্ষ স্বভাবের কথা উল্লেখ করে নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করলে আবু বাক্র (রা) বললেন, খেলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে চাপলে তিনি কোমল হয়ে যাবেন। আর হয়েছিলেন তাই।

উমার (রা) ২৩ হিজরী সনের ২৬ যিলহজ্জ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হন এবং ২৪ হিজরী সনের পহেলা মুহাররম ইন্তেকাল করেন। তার অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসলে লোকেরা তাকে তার পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করার কথা বলেন। তিনি সরাসরি খলীফা নিয়োগ না করে বরং বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবার মধ্য থেকে ৬ জন সাহাবা, যেমন উসমান (রা), আলী (রা), তালহা (রা), যুবাইর (রা), সা'দ (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করে দেন। এই পরিষদই উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেন (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) সম্পর্কে

٢٩٤٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ.

২৯৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শ্রবণ করার এবং আনুগত্য করার অঙ্গীকার (বায়'আত) করেছি। তিনি আমাদেরকে দীক্ষা দিতেন, "তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী"।

টীকা ঃ মানুষের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মহানবী (সা) নির্দেশ দান করতেন। সামর্থ্যের বাইরে কাউকে কিছু করতে বাধ্য করতেন না (অনু.)।

٢٩٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَالَتْ مَا مَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَّأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ اذْهَبِيْ فَقَدْ بَايَعْتُكِ.

২৯৪১। উরওয়া (র) থকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের কিভাবে বায়'আত করতেন সে সম্পর্কে আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজ হাতে কোন নারীকে স্পর্শ করতেন না, শুধু তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতেন। যখন তিনি কোন নারীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন এবং সে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতো তিনি বলতেন ঃ তুমি এখন যেতে পারো, তোমার কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছি।

٢٩٤٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ.

২৯৪২। আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছিলেন। তার মা যয়নাব বিনতে হুমাইদ (রা) তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একে বায়'আত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে এখনও ছোট, অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

بَابٌ فِيْ أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কর্মচারীদের খাদ্য ও রেশনের ব্যবস্থা করা

٢٩٤٣- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُوْ طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ.

২৯৪৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে আমরা কোন সরকারী কাজে নিয়োগ করবো, তার আহার ব্যবস্থাও আমরা করবো। এরপর সে যদি অতিরিক্ত কিছু নেয় তবে তা আত্মসাৎ হিসাবে গণ্য হবে।

٢٩٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيْتَ فَإِنِّيْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ.

২৯৪৪। ইবনুস সাইদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য নিয়োগ করলেন। যখন আমি এ কাজ সমাপ্ত করলাম, তিনি আমাকে বেতন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য এ কাজ করেছি (বিনিময়ের আশায় নয়)। তিনি বললেন, যা দেয়া হচ্ছে তা নাও। আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সরকারী দায়িত্ব পালন করেছি। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন।

٢٩٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا. قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ.

২৯৪৫। আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমাদের পদস্থ কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছে সে যেন একজন স্ত্রী সংগ্রহ করে নেয়। যদি তার খাদেম না থাকে, তবে সে যেন একটি খাদেম সংগ্রহ করে নেয়। তার যদি বাসস্থান না থাকে তবে সে যেন একটি বাসস্থান সংগ্রহ করে নেয় (এসব কিছুই সরকারী খরচে সংগৃহীত হবে)। যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে সে প্রতারক অথবা চোর।

بَابٌ فِيْ هَدَايَا الْعُمَّالِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সরকারী কর্মকর্তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করা সম্পর্কে

٢٩٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيْءُ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ أَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيْهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدٰى لَهُ أَمْ لاَ لاَ يَأْتِيْ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

২৯৪৬। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। তার নাম ইবনুল লুতবিয়্যাহ বলে কথিত। কিন্তু ইবনুস সারহ তার নাম ইবনুল উতবিয়্যা বলেছেন।

সে কর্মস্থল থেকে (মদীনা) ফিরে এসে (রাসূলুল্লাহকে) বললো, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন (হাদিয়া) দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ কর্মচারীর কি হলো! আমরা তাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই। আর সে ফিরে এসে বলে, এটা আপনাদের আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকে না কেন? দেখুক তাকে কোন উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা? তোমাদের মধ্যে যে কেউ এভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে সে তা নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। যদি সেটা উট, গাভী অথবা বকরী হয়, তবে তা চিৎকার করবে (তার খেয়ানতের কথা বলবে)। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত এত উপরে তুললেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি!

بَابٌ فِيْ غُلُوْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ যাকাতের কোন জিনিস আত্মসাৎ করা

٢٩٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِى الْجَهْمِ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُوْدٍ لاَ أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيْءُ وَعَلٰى ظَهْرِكَ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ. قَالَ إِذًا لاَ أَنْطَلِقَ قَالَ إِذًا لاَ أُكْرِهُكَ.

২৯৪৭। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য নিয়োগ করলেন। তিনি বললেন ঃ যাও, আবু মাসউদ। কিন্তু এরূপ যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তুমি আত্মসাৎ করা যাকাতের উট পিঠে বহন করে হাযির হবে আর তা চিৎকার করতে থাকবে। যদি এরূপ হয় তাহলে আমি তোমার কোন কাজে আসবো না (তোমার কোন উপকার করতে পারবো না)। আবু মাসউদ (রা) বললেন, তাহলে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করবো না। তিনি বললেন ঃ আমিও তোমাকে জোরাজুরি করবো না।

بَابٌ فِيْمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَالْحَجَبَةِ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ জনগণের প্রয়োজনের সময় ইমামের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তাদের থেকে তার একান্তে বিচ্ছিন্ন থাকা

٢٩٤٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ

حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِىَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِىَ كَلِمَةٌ تَقُوْلُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللّٰهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ.

২৯৪৮। আবূ মরিয়ম আল-আযদী (রা) বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-র কাছে গেলাম। তিনি বললেন, হে অমুক আমার, কাছে তোমার আগমনে স্বাগতম! এটা আরবদের একটি বাকরীতি। আমি বললাম, আমি একটি হাদীস শুনেছি। আমি তা আপনাকে অবহিত করবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তিকে মহামহিম আল্লাহ মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। সে তাদের প্রয়োজন ও দাবি-দাওয়া পূরণ এবং তাদের অভাব-অনটনের সময় আড়ালে (দূরে) অবস্থান করলো। আল্লাহ তা'আলাও তার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পূরণ এবং অভাব-অনটন দূর করা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন। রাবী বলেন, অতঃপর মু'আবিয়া (রা) জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন।

٢٩٤٩- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوْتِيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوْهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

২৯৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছামত তোমাদেরকে কোন জিনিস (কম অথবা বেশী) প্রদান করি না এবং আমার ইচ্ছামত তোমাদেরকে তা থেকে বিরতও (বঞ্চিত) রাখি না। আমি শুধুমাত্র কোষাধ্যক্ষ বা বণ্টনকারী। আমাকে যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয় সেখানেই ব্যয় করি।

টীকা ঃ মহানবী (সা)-এর কাজের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন (অনু.)।

٢٩٥٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ

ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَىْءَ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهٰذَا الْفَىْءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِّنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنَا عَلٰى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

২৯৫০। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ফাই সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, ফাই লাভের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অগ্রাধিকারী নই এবং এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কেউই কারোর চেয়ে অগ্রাধিকারী নয়। বরং মহিমান্বিত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের বণ্টননীতি অনুযায়ী আমরা নিজ নিজ অবস্থানে আছি। কাজেই ব্যক্তি ও তার প্রাচীনত্ব, ব্যক্তি ও তার বীরত্ব, ব্যক্তি ও তার সন্তান-সন্ততি এবং ব্যক্তি ও তার প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনা করে তা বণ্টন করা হবে।

টীকা ঃ ফাই, গনীমত ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যক্তির অবদানকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হতো (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ قَسْمِ الْفَىْءِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ফাইলব্ধ সম্পদ বণ্টন

٢٩٥١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِيْنَ فَإِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِيْنَ.

২৯৫১। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মু'আবিয়া (রা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি (মু'আবিয়া) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আপনার প্রয়োজন বলুন। তিনি বললেন, আযাদকৃত গোলামদের অংশ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। কেননা আমি (ইবনে উমার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তাঁর কাছে ফাইলব্ধ মাল আসলে প্রথমেই তিনি আযাদকৃত গোলামদের অংশ দান করতেন।

টীকা ঃ যে গোলাম তার মনিবের সাথে এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে পারলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এ ধরনের গোলামকে মুকাতাব গোলাম বলা হয়। ধার্যকৃত অর্থ সে এককালীন বা কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। হাদীসে তাদের কথাই বলা হয়েছে (অনু.)।

٢٩٥٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِظَبْيَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِىْ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

২৯৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আংটির একটি থলে নিয়ে আসা হলো। তিনি দাসত্বমুক্ত মহিলা ও বাঁদীদের মধ্যে তা বন্টন করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা (রা) দাসত্বমুক্ত পুরুষ লোক ও ক্রীতদাসদের মধ্যে ফাই বন্টন করতেন।

٢٩٥٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفّٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ جَمِيْعًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَىْءُ قَسَمَهُ فِىْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْأَهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا. زَادَ ابْنُ الْمُصَفّٰى فَدُعِيْنَا وَكُنْتُ أُدْعٰى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيْتُ فَأَعْطَانِىْ حَظَّيْنِ وَكَانَ لِىْ أَهْلٌ ثُمَّ دُعِىَ بَعْدِىْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأُعْطِىَ حَظًّا وَاحِدًا.

২৯৫৩। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন ফাইলব্ধ সম্পদ আসতো, তিনি সেদিনই তা বণ্টন করে দিতেন। তিনি বিবাহিতদের দুইভাগ এবং অবিবাহিতদের এক ভাগ দিতেন। ইবনুল মুসাফফার বর্ণনায় আরো আছে, আমাদেরকে ডাকা হলো এবং আমাকে আম্মারের আগে ডাকা হলো। আমার নামে ডাক পড়লো, তিনি আমাকে দুই ভাগ দিলেন। কেননা আমার পরিবার-পরিজন ছিল। আমার পর আম্মার ইবনে ইয়াসিরের ডাক পড়লো, তাকে এক ভাগ দেয়া হলো (কেননা তিনি অবিবাহিত ছিলেন)।

بَابٌ فِىْ أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মুসলমানদের সন্তানদের ভাগ দেয়া

٢٩٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ.

২৯৫৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ আমি মুমিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক নিকটে। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যাবে তা তার পরিবার-পরিজনের জন্য। যে ব্যক্তি ঋণ অথবা পোষ্য রেখে যাবে তা আমার যিম্মায় এবং এর দায়দায়িত্ব আমার উপর।

٢٩٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا.

২৯৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের জন্য। আর যে ব্যক্তি অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তা আমার যিম্মায়।

٢٩٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَىَّ وَمَن تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

২৯৫৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের পক্ষে তার নিজের চেয়েও অধিক নিকটে (কল্যাণকামী)। যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-মাল রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের জন্য।

بَابُ مَتَى يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتَلَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সেনাবাহিনীতে যোগদানের বয়সসীমা

٢٩٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ.

২৯৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদের যুদ্ধের দিন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হলো। তখন তার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি তাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দেন নাই। খন্দকের যুদ্ধের সময় পনর বছর বয়সে তাকে পুনরায় তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দিলেন।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْاِفْتِرَاضِ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ শেষ যমানায় অসৎ উদ্দেশ্যে উপঢৌকন দেয়া হবে

٢٩٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ شَيْخٌ مِّنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً أَوْ حُضَضًا وَقَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ دَيْنِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمِ ابْنِ مُطَيْرٍ.

২৯৫৮। সুলাইম ইবনে মুতাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা মুতাইর আমার কাছে আলোচনা করেছেন। তিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি আস-সুয়াইদা নামক স্থানে পৌছলেন, এক ব্যক্তি ঔষধের খোঁজে তার কাছে আসলো। সে বললো, আমাকে এমন এক ব্যক্তি অবহিত করেছেন, যিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। এ সময় তিনি লোকদের সমাবেশে ওয়াজ-নসীহত করছিলেন। তিনি তাদেরকে উত্তম কাজের আদেশ এবং গর্হিত কাজ করতে নিষেধ করছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ হে লোকসকল! ততক্ষণ উপঢৌকন গ্রহণ করো যতক্ষণ তা উপঢৌকনের পর্যায়ে থাকে। কুরাইশরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং এ সময় দান কর্জের আকারে পাওয়া যাবে, তখন তোমরা তা পরিত্যাগ করবে।

٢٩٥٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيْمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رُشًا فَدَعُوْهُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا ذُو الزَّوَائِدِ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৫৯। সুলাইম ইবনে মুতাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ তিনি তখন লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বললো, হে আল্লাহ! হ্যাঁ (তিনি পৌঁছে দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি বললেন ঃ কুরাইশরা যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং উপঢৌকন ঘুষে পরিণত হবে তখন তোমরা এ জাতীয় উপঢৌকন গ্রহণ করো না। (প্রথম রাবী সম্পর্কে) বলা হলো, কে এই ব্যক্তি? লোকেরা বললো, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী যুল-যাওয়ায়েদ (রা)।

بَابٌ فِيْ تَدْوِيْنِ الْعَطَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দান প্রাপকদের নাম তালিকাভুক্ত করা

٢٩٦٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِىُّ أَنَّ جَيْشًا مِّنَ الْأَنْصَارِ كَانُوْا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيْرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوْشَ فِيْ كُلِّ عَامٍ فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذٰلِكَ الثَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِيْنَا الَّذِىْ أَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضًا.

২৯৬০। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত একদল যোদ্ধা তাদের অধিনায়কের সাথে পারস্যে অবস্থান করছিলেন। উমার (রা) প্রতি বছর সেনাবাহিনীকে স্থানান্তর করতেন। একবার তিনি অন্য কাজে (সরকারী বিভাগসমূহের সংস্কারে) ব্যস্ত থাকায় স্থানান্তরের কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে সীমান্তের সেনাদল (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন

করে। উমার (রা) তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করলেন এবং তাদেরকে ধমকালেন। অথচ তারা সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তারা বললেন, হে উমার! আপনি আমাদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। আপনি আমাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত ও অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে ঃ এক বাহিনীর পিছনে অপর বাহিনী প্রেরণ এবং পরের বাহিনী তদস্থলে অবস্থান করবে।

٢٩٦١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنِيْ فِيْمَا حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَدْلاً مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللّٰهُ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيْهَا بِخُمُسٍ وَلاَ مَغْنَمٍ.

২৯৬১। আদী আল-কিন্দী (র)-র এক পুত্র থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) কর্মচারীদের লিখলেন, যে ব্যক্তি ফাই-এর খাতসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইবে তাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নির্দেশিত নীতি অনুসরণ করতে বলবে। কেননা মুমিনগণ তার অনুসৃত নীতিকে ন্যায়ানুগ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছে। মহান আল্লাহ উমার (রা)-র মুখ ও অন্তর দ্বারা সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি উপঢৌকন প্রবর্তন ও নির্ধারণ করেছেন। জিয্য়া প্রদানের বিনিময়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ জিয্য়াতে এক-পঞ্চমাংশ নেই বা এটা গনীমতের অনুরূপ সম্পদও নয়।

টীকা ঃ ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মালের নিরাপত্তার যে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে এবং তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান থেকে অব্যাহতি দিয়ে থাকে– এজন্য তাদের কাছ থেকে যে কর গ্রহণ করা হয় তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'জিয্য়া' বলে (অনু.)।

٢٩٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ.

২৯৬২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উমারের মুখে সত্যকে স্থাপন করেছেন। তিনি সত্য কথাই বলতেন (ন্যায়নিষ্ঠার সাথেই কথা বলতেন)।

بَابٌ فِيْ صَفَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنَ الْأَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বিশেষ অংশ বা 'সাফী'

٢٩٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِيْنَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيْرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَإِنِّيْ قَدْ أَمَرْتُ فِيْهِمْ بِشَيْءٍ فَاقْسِمْ فِيْهِمْ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِيْ بِذٰلِكَ فَقَالَ خُذْهُ فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا ثُمَّ جَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا. قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا يَعْنِيْ عَلِيًّا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَجَلْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْهُمَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا قَدَّمَا أُولٰئِكَ النَّفَرَ لِذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولٰئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالاَ نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ خَصَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. فَكَانَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَفَاءَ عَلٰى رَسُوْلِهِ بَنِي النَّضِيْرِ فَوَاللّٰهِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلاَ أَخَذَهَا دُوْنَكُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى أُولٰئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ أَنْتَ وَهٰذَا إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيْرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثُ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيَهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ أَبِيْ بَكْرٍ فَوَلِيْتُهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ أَلِيَهَا فَجِئْتَ أَنْتَ وَهٰذَا وَأَنْتُمَا جَمِيْعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيْهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا عَلٰى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ أَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيْهَا فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّيْ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ وَاللّٰهِ لاَ أَقْضِيْ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِنَّمَا سَأَلاَهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاَ أَنَّهُمَا جَهِلاَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَإِنَّهُمَا كَانَا لاَ يَطْلُبَانِ إِلاَّ الصَّوَابَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أُوْقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسَمِ أَدَعُهُ عَلٰى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

২৯৬৩। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেশ বেলা হলে উমার (রা) আমাকে ডেকে নেয়ার জন্য পাঠালেন। আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি খেজুরের ছোবরার তৈরী একটি তক্তপোষের উপর বসে আছেন। আমি যখন তার কাছে উপস্থিত হলাম, তিনি বললেন, হে মালেক! তোমার কাওমের কিছু সংখ্যক লোক আমার কাছে এসেছে। আমি কিছু জিনিস তাদেরকে দেয়ার হুকুম করেছি। তুমি তাদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও। আমি বললাম, আপনি যদি আমি ছাড়া অন্য কাউকে বণ্টনের এ দায়িত্ব দিতেন (সেটাই ভালো হতো)। তিনি বললেন, এটা নাও (এবং বণ্টন করো)। খাদেম ইয়ারফা এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! উসমান ইবনে আফফান (রা), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তিনি বললেন, হাঁ, তাদেরকে আসতে বলো। অতএব তারা প্রবেশ করলেন। ইয়ারফা পুনরায় এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আল-আব্বাস ও আলী (রা) ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলে তারা প্রবেশ করলেন। আল-আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ও আলীর মাঝে ফয়সালা করে দিন। উপস্থিত কতক লোক বললেন, হাঁ, আমীরুল মুমিনীন! তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন এবং তাদের শান্তি বিধান করুন। মালেক ইবনে আওস (রা) বলেন, আমার মনে হলো, তারা উভয়ে উসমান (রা) ও তার সাথের লোকদেরকে এ উদ্দেশ্যে আগে এখানে পাঠিয়েছেন। উমার (রা) বললেন, ধৈর্য ধরো, শান্ত হও। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের সেই মহান আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, যাঁর নির্দেশে আসমান ও জমীন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। আপনাদের কি জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য?" তারা সকলে বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি আলী ও আল-আব্বাসকে বললেন, আপনাদের উভয়কে সেই মহান আল্লাহর শপথ করে জিজ্ঞেস করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও জমীন অস্তিত্বমান! আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন উত্তরাধিকার নাই, অমারা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য?" তারা উভয়ে বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ব্যতিক্রম করেছেন, বিশেষত্ব দিয়েছেন, তাতে অন্য কোন লোককে বিশেষত্ব দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যে ধন-মাল আল্লাহ তাদের (ইহূদীদের) দখল থেকে বের

করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, তা এমন নয় যার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট ছুটিয়েছ। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান" (সূরা আল-হাশর ঃ ৬)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী নাযীর গোত্রের ধন-সম্পদ ফাইস্বরূপ দান করেছেন। আল্লাহর শপথ! এই সম্পদের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকার দেননি এবং তিনি তোমাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পদ থেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের ভরণপোষণের পরিমাণ নিতেন এবং অবশিষ্ট অংশ মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করতেন।

উমার (রা) পুনরায় উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি আপনাদের সেই মহান আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যাঁর অনুমতি সাপেক্ষে আসমান ও জমীন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে! এসব আপনারা কি জানেন? তারা বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি আল-আব্বাস ও আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও জমীন টিকে আছে। আপনাদের কি এসব জানা আছে? তারা উভয়ে বললেন, হাঁ। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, এখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। আপনি এবং ইনি (আলী) আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে আসলেন। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পদে আপনার মীরাস দাবি করলেন এবং ইনি তার স্ত্রীর পিতার সম্পদে তার (স্ত্রীর) মীরাস দাবি করলেন। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকারূপে গণ্য।" আল্লাহ জানেন, তিনি (আবু বাক্‌র) ছিলেন সত্যবাদী, কল্যাণকামী, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী। তিনি (খলীফা হিসাবে) উক্ত সম্পদের মুতাওয়াল্লী হলেন। আবু বাক্‌র (রা) যখন ইন্তেকাল করেন, আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও উত্তরসুরি এবং আবু বাক্‌র (রা)-রও প্রতিনিধি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি এখন এই সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। আপনি এবং ইনি আমার কাছে এসেছেন। আপনাদের উভয়ের ছিল একই উদ্দেশ্য, একই কথা। আমি তা আপনাদের নিকট অর্পণ করতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে, আপনারা আল্লাহর ওয়াদা মেনে চলবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পদের বেলায় যে নীতি অবলম্বন করেছেন আপনাদেরকেও তা অনুসরণ করতে হবে।

উল্লেখিত শর্তে আপনারা তা আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। অতঃপর আপনারা পুনরায় আমার কাছে এসেছেন। আপনারা চাচ্ছেন, এখন আমি পূর্বের ফয়সালার বিপরীত ফয়সালা দেই। আল্লাহর শপথ! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এর বিপরীত ফয়সালা করবো না। যদি আপনারা এর ব্যবস্থাপনায় অপারগ হন, তবে এর দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত করুন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আল-আব্বাস (রা) ও আলী (রা) এই সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার তাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করার জন্য উমার (রা)-র কাছে আবেদন করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "আমরা যা রেখে যাই তাতে উত্তরাধিকার প্রযুক্ত নয়। এটা সদাকা হিসাবে গণ্য"। এ হাদীস তাদের উভয়ের জানা ছিলো না তা নয়। বরং তারাও সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, এই প্রেক্ষিতে উমার (রা) বললেন, এ সম্পদ আমি ভাগ-বাটোয়ারা করবো না, বরং এর পূর্বাবস্থায়ই এটাকে রেখে দিবো।

টীকা ঃ মহানবী (সা) কোন যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করলে গনীমতের সম্পদে অন্যান্য যোদ্ধাদের সাথে তাঁর অংশ ছাড়াও সেনাপতি হিসাবে একটা বিশেষ অংশও পেতেন। এটাই সাফী (صَفِيْ) নামে পরিচিত (অনু.)।

٢٩٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا يَعْنِىْ عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ بَنِى النَّضِيْرِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُوْقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ قَسْمٍ.

২৯৬৪। মালেক ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (উপরে উল্লেখিত) এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়ে অর্থাৎ আলী ও আব্বাস (রা) খায়বারের সেই ফাইলব্ধ সম্পদ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলেন– যা বনী নাযীর গোত্রের নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (ফাই হিসাবে) দান করেছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উমার (রা)-র ইচ্ছা ছিল এই মালের উপর ভাগ-বণ্টনের নামটাও যেন পতিত হতে না পারে।

٢٩٦٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنٰى أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلٰى أَهْلِهِ قُوْتَ سَنَةٍ فَمَا بَقِىَ جَعَلَ فِى الْكُرَاعِ وَعُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ.

২৯৬৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নাযীর গোত্রের সম্পদ এমন ছিল, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দান করেন। এগুলো অর্জন করতে মুসলমানদের না ঘোড়া দাবড়াতে হয়েছে আর না উট। এই মাল বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এর আয় থেকে তিনি তাঁর পরিবারের সারা বছরের

ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো তা দিয়ে ঘোড়া ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতেন। ইবনে আবদাহ (র) বলেন, ঘোড়া ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তা ব্যয় করা হতো।

٢٩٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ هٰذِهِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرًى عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ. وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاسْتَوْعَبَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ قَالَ أَيُّوْبُ أَوْ قَالَ حَظٌّ إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُوْنَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ.

২৯৬৬। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন, (মহান আল্লাহর বাণী), "আর যে ধন-মাল আল্লাহ তাদের দখল থেকে বের করে তাঁর রাসূলের হস্তগত করে দিলেন, তা অর্জনের জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট দৌড়াওনি" (সূরা আল-হাশর ঃ ৬)। আয-যুহরী (র) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, উরাইনা, ফাদাক ইত্যাদি এলাকা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যা কিছুই আল্লাহ এই জনপদের লোকদের থেকে তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ, রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য। (উপরন্তু এই মাল) সেইসব মুহাজিরের জন্যও, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পদ থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়েছে। (এই মাল তাদের জন্যও) যারা এই মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে দারুল হিজরতেই (মদীনায়) বসবাসকারী ছিল। আর যারা তাদের পরে হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে..." (দ্র. সূরা আল-হাশর ঃ ৭-১০)। এই আয়াতগুলো সব লোককে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমন কোন মুসলমান নাই যার যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অধিকার নাই (প্রত্যেকেরই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে)। আইউব (র) বলেন, অথবা রাবী حَقٌّ (অধিকার)-এর স্থলে حَظٌّ (অংশ) শব্দ বলেছেন। হাঁ, তোমাদের কিছু গোলাম এ থেকে বাদ পড়েছে।

٢٩٦٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَجُزْءًا نَفَقَةً أَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ.

২৯৬৭। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) নিজের বক্তব্যের অনুকূলে যুক্তি পেশ করে বললেন, শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই ফাই-এর সম্পদে তিনটি বিশেষ অংশ ছিল ঃ বনী নাযীর, খায়বার ও ফাদাক। বনী নাযীর এলাকা থেকে প্রাপ্ত আয় দৈনন্দিনের প্রয়োজন পূরণের জন্য খরচ করা হতো (যেমন মেহমানদারী, যুদ্ধের সরঞ্জাম ও মুজাহিদদের যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি)। ফাদাক থেকে অর্জিত আয় মুসাফির বা পথিক-পরিব্রাজকদের সাহায্য ও আপ্যায়নের জন্য ব্যয় করা হতো। খায়বার এলাকার আয়কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন অংশে বিভক্ত করেছেন। দুই অংশ মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হতো এবং অপর অংশ দ্বারা তাঁর পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করা হতো। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকতো তা নিঃস্ব গরীব মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করা হতো।

٢٩٦٨- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ

خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِّنْ هٰذَا الْمَالِ وَإِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبٰى أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَّدْفَعَ إِلٰى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا.

২৯৬৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-কে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কাছে লোক পাঠালেন। তিনি তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদে তার ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করলেন। উক্ত সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মদীনায় ও ফাদাকে ফাইস্বরূপ এবং খায়বারে গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে দান করেছিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস নাই, আমাদের পরিত্যক্ত জিনিস সদাকা হিসাবে গণ্য।" মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার এই মাল থেকে কেবল ভরণপোষণের পরিমাণই গ্রহণ করবে। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর এই সদাকার যে অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল আমি তার কিছুমাত্র পরিবর্তন করবো না। এই মালের ব্যাপারে আমি ঠিক সেরূপ নীতিই অনুসরণ করবো যেরূপ নীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করেছেন। আবু বাক্‌র (রা) উক্ত সম্পদের কোন অংশ ফাতিমা (রা)-র কাছে হস্তান্তর করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন।

٢٩٦٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَفَاطِمَةُ حِيْنَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ فِىْ هٰذَا الْمَالِ يَعْنِىْ مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَّزِيْدُوْا عَلَى الْمَأْكَلِ.

২৯৬৯। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) তাকে এই হাদীসটি অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় পরিত্যক্ত সদাকা, ফাদাকের ফাই ও খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ সম্পদে (খলীফা আবু বাক্‌রের নিকট) নিজের উত্তরাধিকার দাবি করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস নাই, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা।" এই মাল থেকে অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া এই সম্পদ থেকে মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার তাদের ভরণপোষণের জন্য পরিমাণ মত গ্রহণ করবে (এটা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে না)।

٢٩٧٠- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ اِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِيْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا اِلٰى مَنْ وَلِيَ الْاَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ.

২৯৭০। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে এই হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন। উরওয়া এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আবু বাক্‌র (রা) ফাতিমা (রা)-কে এই সম্পদ থেকে অংশ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন নীতিই পরিত্যাগ করবো না। তিনি যেটা যেভাবে করেছেন আমি ঠিক সেটা সেভাবেই করবো। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যদি আমি তাঁর নির্দেশের কিছু পরিমাণও ছেড়ে দেই বা ব্যতিক্রম করি তবে আমি বাঁকা পথে চলে যাবো। (রাবী বলেন), মদীনায় অবস্থিত মহানবীর সদাকার সম্পত্তি উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-র নিকট অর্পণ করলেন। পরে আলী (রা) একাই তা দখল করে নেন। খায়বার ও ফাদাকের সম্পত্তি উমার (রা) নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, এই দু'টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাকার সম্পত্তি। তাঁর বিভিন্নমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য এটা ব্যয় করা হতো। তিনি এই সম্পত্তি সমসাময়িক রাষ্ট্রপ্রধানের তত্ত্বাবধানে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, তখন পর্যন্ত তা এভাবেই ছিল (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ছিল)।

٢٩٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ قَوْلِهِ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ. قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ فَدَكَ وَقُرًا قَدْ سَمَّاهَا لاَ اَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَارْسَلُوْا اِلَيْهِ بِالصُّلْحِ قَالَ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ قِتَالٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيْرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا لَمْ يَفْتَحُوْهَا عَنْوَةً افْتَتَحُوْهَا عَلٰى صُلْحٍ فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ.

২৯৭১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী, "তা অর্জনের জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট হাঁকাওনি..." সম্পর্কে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাক ও অন্য একটি গ্রামের লোকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। গ্রামের নাম তিনি (যুহরী) উল্লেখ করলেও আমি (মা'মার) মনে রাখতে পারিনি। তিনি এসময় অপর একটি জনপদ অবরোধ করেছিলেন। তারা মহানবী (সা)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলো। মহান আল্লাহ বললেন, "তা অর্জনের জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট হাঁকাওনি"। অর্থাৎ তা বিনা যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে। যুহরী বলেন, বনী নাযীর গোত্রের এলাকাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। তারা এ এলাকাটি বল প্রয়োগে জয় করেননি, বরং সন্ধির মাধ্যমে জয় করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করলেন এবং আনসারদের এ থেকে কিছুই দেননি। মাত্র দু'জন (আনসার) লোককে দিয়েছেন। কেননা তাদের (সাহায্যের) খুবই প্রয়োজন ছিল।

٢٩٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلٰى صَغِيْرِ بَنِيْ هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا اَيِّمَهُمْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ اَنْ يَّجْعَلَهَا لَهَا فَاَبٰى فَكَانَتْ كَذٰلِكَ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا اَنْ وُلِّيَ اَبُوْ بَكْرٍ عَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَيَاتِهِ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا اَنْ وُلِّيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيْهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلاَ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ

اَقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَرَأَيْتُ اَمْرًا مَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَانِّي اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلٰى مَا كَانَتْ يَعْنِي عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْخِلاَفَةَ وَغَلَّتُهُ اَرْبَعُوْنَ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَتُوُفِّيَ وَغَلَّتُهُ اَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ اَقَلَّ.

২৯৭২। আল-মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে যখন খলীফা নিযুক্ত করা হলো, তিনি মারওয়ানের পুত্রদেরকে ডেকে একত্র করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাকের সম্পত্তির মালিক ছিলেন। এর আয়ে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করতেন, গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করতেন, হাশিম গোত্রের নাবালক শিশুদের দান করতেন এবং তাদের স্বামীহীনা নারীদের বিবাহে খরচ করতেন। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এই সম্পত্তি চাইলে তিনি তা দিতে সম্মত হননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা এভাবেই থাকলো। আবু বাক্‌র (রা) যখন খলীফা হলেন, তিনি তার জীবদ্দশায় এই সম্পত্তির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করলেন। উমার (রা)-ও খলীফা হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত উভয় পূর্বসূরীর নীতি অনুসারে কাজ করলেন। অতঃপর মারওয়ান (উসমান রা. অথবা নিজের শাসনামলে) এই সম্পত্তি জায়গীর হিসাবে দখল করে নেন। এখন উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) এর মালিক। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বললেন, আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সম্পত্তি ফাতিমা (রা)-কে দিতে অস্বীকার করলেন তা আমার জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে! তাতে আমার কোন অধিকার নাই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি অবশ্যই এই সম্পত্তিকে সেই অবস্থায় নিয়ে যাবো যে অবস্থায় তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল।

আবু দাউদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন উক্ত সম্পত্তির মূল্য ছিল চল্লিশ হাজার দীনার এবং তাঁর ইন্তেকালের সময় এর মূল্য দাঁড়ায় চার হাজার দীনার। তিনি জীবিত থাকলে এর মূল্য আরো কমে যেতো।

٢٩٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِيْ يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهِ.

২৯৭৩। আবুত তুফাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার মীরাস দাবি করলেন। রাবী বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ যখন কোন নবীকে জীবন ধারণের কোন উৎসের ব্যবস্থা করে দেন, তাঁর পরে তার হকদার হয় তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি।

٢٩٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَؤُوْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَؤُوْنَةُ عَامِلِيْ يَعْنِيْ اَكَرَةَ الْاَرْضِ.

২৯৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার ওয়ারিসগণ আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একটি দীনারও বন্টন করবে না। আমার স্ত্রীদের ভরণপোষণ ও কর্মচারীদের বেতন দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সদাকা হিসাবে গণ্য হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'আমার কর্মচারী' অর্থাৎ কৃষি শ্রমিক।

٢٩٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ حَدِيْثًا مِنْ رَجُلٍ فَاَعْجَبَنِيْ فَقُلْتُ اُكْتُبْهُ لِيْ فَاَتَى بِهِ مَكْتُوْبًا مُذَبَّرًا دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدٍ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةٌ اِلاَّ مَا اَطْعَمَهُ اَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ اِنَّا لاَ نُوْرَثُ قَالُوْا بَلَى قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى اَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِيَهَا اَبُوْ بَكْرٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِيْ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ.

২৯৭৫। আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির কাছে আমি একটি হাদীস শুনলাম এবং তা আমার পছন্দ হলো। আমি বললাম, এটা আমাকে লিখে দিন। তিনি তা পরিষ্কারভাবে লিখে নিয়ে আসলেন ঃ আব্বাস (রা) ও আলী (রা) উমার (রা)-র কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তার কাছে তালহা (রা), যুবাইর (রা), সা'দ (রা) ও আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত ছিলেন। তারা উভয়ে (আব্বাস ও আলী) বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তালহা (রা), যুবাইর (রা), আবদুর রহমান (রা) ও সা'দ (রা)-কে উমার (রা) বললেন, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত মাল সদাকা হিসাবে গণ্য, শুধু তাঁর পরিবারের খাওয়া-পরার জন্য যতটুকু ব্যয় হয় তা ছাড়া। আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নাই"? তারা বললেন, হাঁ, জানি। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাল থেকে নিজ পরিবারের জন্য খরচ করতেন এবং অবশিষ্ট অংশ দান করে দিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। আবু বাক্‌র (রা) দুই বছর যাবত তাঁর সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সম্পত্তির আয় যেসব খাতে ব্যয় করতেন, আবু বাক্‌রও তাই করলেন। আবুল বাখতারী হাদীসের কিছু অংশ মালেক ইবনে আওস (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدْنَ اَنْ يَّبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

২৯৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কাছে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের এক-অষ্টমাংশ ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করবেন। আয়েশা (রা) তাদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য?"

٢٩٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قُلْتُ اَلاَ تَتَّقِيْنَ اللّٰهَ اَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَاِنَّمَا هٰذَا الْمَالُ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَاِذَا مُتُّ فَهُوَ اِلٰى مَنْ وَلِيَ الْاَمْرَ مِنْ بَعْدِيْ.

২৯৭৭। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদ পরম্পরায় (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আছে– আমি (আয়েশা) বললাম, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনোনি ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই। আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা। এই (ফাইয়ের) সম্পত্তি মুহাম্মাদ-পরিবারের দৈনন্দিনের খরচা ও মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট। আমার ইন্তেকালের পর যে ব্যক্তি খলীফা হবে, এই সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে থাকবে?"

بَابٌ فِيْ بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মহানবী (সা) গনীমতের মাল থেকে যে এক-পঞ্চমাংশ নিতেন তা ব্যয়ের খাতসমূহ এবং নিকটাত্মীয়দের অংশ

٢٩٧٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَسَمْتَ لِاِخْوَانِنَا بَنِى الْمُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِيْ نَوْفَلٍ مِنْ ذٰلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ

قَسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِيْ قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْهِمْ قَالَ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيْهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ.

২৯৭৮। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং উসমান ইবনে আফফান (রা) গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন সম্পর্কে আলাপ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, যা তিনি (নবী) হাশিম বংশের ও মুত্তালিব বংশের লোকদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভাই মুত্তালিব বংশীয়দের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করলেন, আর আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আপনার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনের দিক থেকে তারা এবং আমরা একই পর্যায়ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাশিম বংশীয়রা এবং মুত্তালিব বংশীয়রা একই জিনিস (এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই)। জুবাইর (রা) বলেন, তিনি বনী আবদে শামস ও বনী নাওফাল বংশীয়দেরকে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে দেন নাই, যেভাবে তিনি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবদেরকে তা দিয়েছেন। রাবী বলেন, আবু বাক্‌র (রা)-ও এক-পঞ্চমাংশের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করতেন। ব্যতিক্রম ছিল, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দেরকে (ধনী হওয়ার কারণে) এক-পঞ্চমাংশ থেকে ভাগ দিতেন না, যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দিতেন। কিন্তু উমার (রা) এবং পরবর্তীতে উসমান (রা) তাদেরকে তা থেকে দিয়েছেন।

টীকা ঃ আবদে মানাফের চার ছেলে, হাশিম, মুত্তালিব, নাওফাল ও আবদে শামস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশিম বংশে, উসমান (রা) আবদে শামস বংশে এবং জুবাইর (রা) নাওফাল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের মধ্যে পূর্ব থেকেই সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ৬১৭ খৃষ্টাব্দে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশ বনূ হাশিমকে যখন সামাজিকভাবে বয়কট করা হয় তখন নাওফাল ও আবদে শামস গোত্রের লোকেরা তাদের বিপক্ষে যোগদান করে। কিন্তু এই চরম দুর্যোগের সময়ও মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা হাশিম গোত্রের লোকদের পরিত্যাগ করেনি, বরং পূর্বেকার সম্পর্ক অটুট রেখেছে। এ কারণেই মহানবী (সা) তাদেরকে গনীমতের অংশ দিয়ে তাদের ইহসানের প্রতিদান দিলেন (অনু.)।

٢٩٧٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا جُبَيْرُ ابْنُ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِيْ نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ

وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعْطِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيْهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ.

২৯৭৯। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবকে যেভাবে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিয়েছিলেন, তদ্রূপ বনী আবদে শামস ও বনী মাওফালকে তা থেকে কোন অংশই দেন নাই। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করেছিলেন, আবূ বাক্‌র (রা)-ও ঠিক সেভাবেই বণ্টন করেছেন। তবে ব্যতিক্রম ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে যেভাবে দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে (ধনবান হওয়ার কারণে) সেভাবে দেন নাই। কিন্তু উমার (রা) ও তার পরবর্তী খলীফা (উসমান রা.) তাদেরকে এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিয়েছেন।

٢٩٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبٰى فِيْ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِيْ نَوْفَلٍ وَبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَتّٰى اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ هَاشِمٍ لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِيْ وَضَعَكَ اللّٰهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ اِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ اَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لاَ نَفْتَرِقُ فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ اِسْلَامٍ وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৮০। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন খায়বার এলাকা বিজিত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাশিম বংশীয় ও মুত্তালিব বংশীয় আত্মীয়দের মধ্যে গনীমত বণ্টন করলেন, কিন্তু নাওফাল ও আবদে শামস বংশীয়দেরকে বাদ দিলেন। আমি ও উসমান ইবনে আফফান (রা) রওয়ানা হয়ে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা হাশিম বংশীয়দের মর্যাদা অস্বীকার করি না। কেননা আল্লাহ আপনাকে এই বংশে পয়দা করেছেন। কিন্তু মুত্তালিব গোত্রের ভাইদের জন্য কি করা হলো। তাদেরকে গনীমতের অংশ দিলেন, অথচ আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন। আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে আমরা ও তারা একই পর্যায়ের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আমরা ও মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা না জাহিলিয়াতের সময়ে (ইসলাম-পূর্ব যুগে) সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, আর না ইসলামী যুগে। আমরা এবং তারা একই জিনিস।' এই বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন।

٢٩٨١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِيْ ذِى الْقُرْبٰى قَالَ هُمْ بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

২৯৮১। আস-সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (গনীমত সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখিত সূরা আনফাল ঃ ৪১) যিল-কুরবা (নিকটাত্মীয়)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে নিকটাত্মীয় বলতে মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

٢٩٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرْمُزَ اَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ حِيْنَ حَجَّ فِيْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَقُوْلُ لِمَنْ تَرَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِقُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذٰلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُوْنَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَاَبَيْنَا اَنْ نَقْبَلَهُ.

২৯৮২। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বিদ্রোহের বছর (হারুরা অঞ্চলের খারিজী নেতা) হজ্জ করতে এসেছিল। (গনীমতের মালে) নিকটাত্মীয়ের অংশ সম্পর্কে জানতে চেয়ে তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে চিঠি বা লোক পাঠালেন। তিনি লিখলেন, এ ব্যাপারে আপনার কি মত তা জানাবেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, (আয়াতে নিকটাত্মীয় বলতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দের বুঝানো হয়েছে। তিনি নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করেছেন। উমার (রা) (তার শাসনামলে) আমাদেরকে প্রাপ্য অংশ থেকে কম দিলেন। আমরা দেখলাম, এতে আমাদের অধিকার খর্ব হয়েছে। তাই আমরা তাকে তা ফেরত দিলাম এবং তা গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলাম।

٢٩٨٣- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ وَلاَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيَاةَ اَبِيْ بَكْرٍ وَحَيَاةَ عُمَرَ فَاُتِيَ بِمَالٍ فَدَعَانِيْ فَقَالَ خُذْهُ فَقُلْتُ لاَ اُرِيْدُهُ فَقَالَ خُذْهُ فَاَنْتُمْ اَحَقُّ بِهِ قُلْتُ قَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ.

২৯৮৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক-পঞ্চমাংশের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র জীবদ্দশায় এটা তার নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে থাকলাম। অতঃপর উমারের কাছে কিছু মাল আসলে তিনি (উমার) আমাকে ডেকে বললেন, এগুলো নাও। আমি বললাম, আমি এগুলো চাই না। পুনরায় তিনি বললেন, এগুলো নাও, কেননা তুমিই এটার অধিক হকদার। আমি বললাম, আমি এর মুখাপেক্ষী নই। অতঃপর তিনি তা বাইতুল-মালে জমা করে নিলেন।

টীকা ঃ গনীমতের এক-পঞ্চমাংশকে 'খুমুস' বলা হয়। এই খুমুসকে পুনরায় পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগের উপর আলী (রা)-কে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয় (অনু.)।

٢٩٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيْدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اجْتَمَعْتُ اَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُوَلِّيَنِيْ حَقَّنَا مِنْ هٰذَا الْخُمُسِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْلاَ يُنَازِعَنِيْ اَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلاَّنِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ اٰخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِيْ عُمَرَ فَاِنَّهُ اَتَاهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى

وَبِالْمُسْلِمِيْنَ اِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِيْ اِلَيْهِ اَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَلَقِيْتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لاَ يُرَدُّ عَلَيْنَا اَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا.

২৯৮৪। আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি, আব্বাস (রা), ফাতিমা (রা) এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একত্র হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কিতাবে আমাদের জন্য গনীমতের এক-পঞ্চমাংশে যে ভাগ নির্ধারিত করা হয়েছে, আপনি সমীচীন মনে করলে আপনার জীবদ্দশায়ই আমাকে তার মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করুন। আমি তা এমনভাবে বণ্টন করবো, যেন কেউ আপনার মৃত্যুর পর আমার সাথে বিবাদ না করতে পারে। আলী (রা) বলেন, তিনি তাই করলেন। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তা বণ্টন করলাম। অতঃপর আবু বাক্র (রা) আমাকেই এর মোতাওয়াল্লী রাখলেন এবং উমারের খিলাফতকাল পর্যন্ত তা চলতে থাকলো। তার শাসনামলের শেষের বছর যথেষ্ট ধন-সম্পদ এসে জমা হলো। তিনি এ থেকে আমাদের অংশ পৃথক করলেন এবং তা নেয়ার জন্য আমার কাছে খবর পাঠালেন। আমি বললাম, এ বছর এই সম্পদের অংশ আমাদের প্রয়োজন নাই, বরং অন্যান্য মুসলমানের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং তা তাদেরকে দিন। তিনি তা তাদেরকে দিলেন। উমারের পর আর কেউই আমাকে এই মাল (এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ) নেয়ার জন্য কখনো ডাকেনি। উমারের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে আমি আব্বাস (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, হে আলী! আজ তুমি আমাদেরকে এমন এক জিনিস থেকে বঞ্চিত করলে, যা আর কোন দিন আমাদেরকে দেয়া হবে না। আব্বাস (রা) ছিলেন বিচক্ষণ লোক।

٢٩٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوْلاَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَغْنَا مِنَ السِّنِّ مَا تَرٰى وَاَحْبَبْنَا اَنْ نَتَزَوَّجَ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُهُمْ وَلَيْسَ عِنْدَ اَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلْنُؤَدِّ

إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي الْعُمَّالُ وَلْنُصِبْ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ مِرْفَقٍ فَأَتَى عَلِيُّ بْنُ
أَبِيْ طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَنَا إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَسْتَعْمِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ
رَبِيْعَةُ هٰذَا مِنْ أَمْرِكَ قَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا
أَبُوْ حَسَنٍ الْقَوْمُ وَاللّٰهِ لاَ أَرِيْمُ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا
بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ
فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتّٰى نُوَافِقَ صَلاَةَ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا
مَعَ النَّاسِ ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُمْنَا بِالْبَابِ حَتّٰى
أَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِأُذُنِيْ وَأُذُنِ الْفَضْلِ ثُمَّ
قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِيْ وَلِلْفَضْلِ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا
الْكَلاَمَ قَلِيْلاً ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ قَدْ شَكَّ فِيْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ
كَلَّمَهُ بِالَّذِيْ أَمَرَنَا بِهِ أَبَوَانَا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتّٰى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لاَ
يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا حَتّٰى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا
تُرِيْدُ أَنْ لاَ تَعْجَلاَ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَمْرِنَا ثُمَّ
خَفَّضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هٰذِهِ
الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ
أُدْعُوْا لِيْ نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ فَدُعِيَ لَهُ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا
نَوْفَلُ أَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِيْ نَوْفَلُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْعُوْا لِيْ مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُبَيْدٍ كَانَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَحْمِيَةَ اَنْكِحِ الْفَضْلَ فَاَنْكَحَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يُسَمِّهُ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ.

২৯৮৫। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে নাওফাল আল-হাশিমী (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবী'আ আল-হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাকে অবহিত করেছেন। তার পিতা রবী'আ ইবনুল হারিস এবং আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবী'আ ও ফাদল ইবনে আব্বাসকে বললেন, তোমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি। আমরা বিবাহ করতে আগ্রহী। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক কল্যাণকামী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের সমাদরকারী। আমাদের উভয়ের পিতার মোহরানা আদায় করে আমাদের বিবাহ করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি নাই। হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সদাকা (যাকাত) বিভাগের কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করুন। অপরাপর কর্মচারীরা আপনাকে যা দিচ্ছে আমরাও আপনাকে তাই দিবো এবং সদাকা থেকে আমরা নির্ধারিত অংশ (বেতন হিসাবে) লাভ করবো। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবী'আ বলেন, আমরা এই আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, এমন সময় আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এসে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্য থেকে কোন লোককে সদাকা (যাকাত) বিভাগে নিয়োগ করবেন না। রবী'আ তাকে বললেন, এটা আপনি নিজের মত বলছেন। আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। সেজন্য আপনার প্রতি আমরা কোন হিংসা পোষণ করি না। একথা শুনামাত্র আলী (রা) তার গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি হাসানের পিতা– যার সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আল্লাহর শপথ! যে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের পুত্রদ্বয়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাচ্ছো, তারা এতে নিরাশ হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমি ও ফাদল বের হয়ে পড়লাম। পৌঁছে দেখি যুহরের নামায শুরু হচ্ছে। আমরা লোকদের সাথে নামায পড়লাম। অতঃপর আমি আর ফাদল তড়িঘড়ি করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার (কোঠা বা ঘর) দরজার কাছে গেলাম। তিনি এ সময় যয়নাব বিনতে জাহ্শের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলেন। তিনি আমার ও ফাদলের কান ধরে বললেন ঃ তোমাদের গোপন মতলবটা প্রকাশ করে ফেলো। এ বলে তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ও ফাদলকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ যাবত পরস্পরকে

কথা তুলতে বললাম। অতঃপর আমি অথবা ফাদল তাঁর কাছে কথা তুললাম– যা বলার জন্য আমাদের উভয়ের পিতা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলেন। মনে হলো তিনি আমাদের কথার কোন উত্তর দিবেন না। ইত্যবসরে দেখতে পেলাম, যয়নাব (রা) পর্দার আড়াল থেকে হাত দিয়ে ইশারা করে আমাদেরকে বললেন, তাড়াহুড়া করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিষয়টি নিয়েই চিন্তা করছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা অবনত করলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ এই সদাকা (যাকাত) হচ্ছে মানুষের (সম্পদের) আবর্জনা বা ময়লা। এটা মুহাম্মাদের জন্যও হালাল নয় এবং মুহাম্মাদের পরিবারের লোকদের জন্যও হালাল নয়। নাওফাল ইবনুল হারিসকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। সুতরাং তাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন ঃ হে নাওফাল! আবদুল মুত্তালিবকে বিবাহ করাও (তোমার কন্যা তাঁর নিকট বিবাহ দাও)। অতঃপর নাওফাল আমাকে বিবাহ করালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মাহমিয়া ইবনে জাযইকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। এই ব্যক্তি যুবাইদ গোত্রের লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (গনীমতের) এক-পঞ্চমাংশ আদায়ের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। মাহমিয়াকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ফাদলকে তোমার কন্যার সাথে) বিবাহ করাও। অতএব তিনি তার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহমিয়াকে বললেন ঃ উঠো! উভয়ের পক্ষ থেকে এক-পঞ্চমাংশের তহবিল থেকে এতো এতো মোহর আদায় করে দাও। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আমার কাছে মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

٢٩٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَانِيْ شَارِفًا مِّنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَّرْتَحِلَ مَعِيْ فَنَاْتِيْ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ

وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَقْبَلْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَاِذَا بِشَارِفَيَّ قَدِ اجْتُبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَاَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوْا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَاَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِيْ غِنَائِهَا : اَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ. فَوَثَبَ اِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا فَاَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَيَّ فَاَجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاْذَنَ فَاُذِنَ لَهُ فَاِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ فَاِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لِاَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

২৯৮৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন গনীমতের সম্পদ থেকে আমার ভাগে একটি হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রী পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ থেকে আমাকে আর একটি হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রী দান করেন। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা

ফাতিমার সাথে বাসর যাপনের ইচ্ছা করলাম। এজন্য আমি কাইনুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারকে আমার সঙ্গে গিয়ে ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) আনার জন্য ঠিক করলাম। ইচ্ছা ছিল ঐগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা আমার বিবাহভোজে কিছুটা সাহায্য হবে। আমি আমার উষ্ট্রী, হাওদা, ঘাসের জাল, দড়ি ইত্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত হলাম। উষ্ট্রী দু'টি এক আনসারীর ঘরের পাশে শোয়া ছিল। সব কিছু সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখতে পেলাম— আমার উষ্ট্রী দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং পেট ফেঁড়ে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে এ নিষ্ঠুর কাজ করেছে? লোকে বললো, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এই অপকর্ম করেছে। সে আনসারদের কতক শরাবপায়ীর সাথে এ ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। তাকে ও তার সঙ্গীদের এক ক্রীতদাসী গান গেয়ে শুনিয়েছে। সে তার গানের মধ্যে বলেছে, 'সাবধান হে হামযা! মোটাতাজা উষ্ট্রীর দিকে লক্ষ্য করো'। এতে উত্তেজিত হয়ে তিনি তার তরবারির দিকে ছুটলেন, উষ্ট্রী দু'টির কুঁজ কাটলেন এবং পেট ফেঁড়ে কলিজা বের করে নিলেন। আলী (রা) বলেন, আমি সেখান থেকে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চেহারা দেখেই আমার বিপদ বুঝতে পারলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কী হয়েছে? আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজকের মত দুর্দিন আমার জন্য আর কখনো আসেনি। হামযা আমার উষ্ট্রী দু'টিকে অত্যাচার করেছে। সে এর কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পেটের দু'পাশ ফেঁড়ে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর সে এখনও একটি ঘরের মধ্যে মদখোরদের সাথে মত্ত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর নিয়ে ডাকলেন। তা গায়ে জড়িয়ে তিনি পায়ে হেঁটে চললেন। আমি ও যায়েদ ইবনে হারিসাও তার অনুসরণ করলাম। হামযা যে ঘরে অবস্থান করছিলেন তিনি সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। ঘরে প্রবেশ করে তিনি লোকজনকে মাতাল অবস্থায় দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আর হামযা ছিলেন নেশাগ্রস্ত, রক্তচক্ষু। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর দৃষ্টি সরিয়ে তিনি তাঁর হাঁটুদ্বয়ের প্রতি নযর করলেন, কিছুক্ষণ পর আবার দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর নাভির দিকে লক্ষ্য করলেন; পুনরায় দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর চেহারার দিকে তাকালেন; অতঃপর বললেন, তোমরা তো আমার পিতার দাস বৈ কিছু নও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, হামযা এখন নেশাগ্রস্ত। মাতাল অবস্থায় তার ক্রোধ আরো বেড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে আসলাম।

টীকা ঃ এটা শরাব পান হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা (অনু.)।

٢٩٨٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ اَنَّ اُمَّ الْحَكَمِ اَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَى الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ اِحْدَاهُمَا اَنَّهَا قَالَتْ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ اَنَا وَاُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَاَلْنَاهُ اَنْ يَّاْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى بَدْرٍ وَلٰكِنْ سَاَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَّثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَّثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَّلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. قَالَ عَيَّاشٌ وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৮৭। আল-ফাদল ইবনুল হাসান আদ-দামরী (র) থেকে বর্ণিত। যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র দুই কন্যা উম্মুল হাকাম অথবা দবা'আহ (রা) তার কাছে বলেছেন। তাদের উভয়ের একজনের কাছ থেকে অপরজন বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসলো। আমি, আমার বোন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের দুরবস্থার কথা বললাম। কিছু যুদ্ধবন্দী আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমরা তাঁর কাছে আবেদন করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বদরের ইয়াতীমগণ (যাদের পিতারা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন) তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার পেয়েছে। বরং আমি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের সন্ধান দিবো যা তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর (খাদেম) চেয়ে অধিক কল্যাণকর হবে। তোমরা প্রতি নামাযের পর তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান), তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহিমান্বিত), তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর কর্তৃত্বশীল) এই তাসবীহ পড়বে। আইয়াশ (র) বলেন, মহিলাদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন ছিলেন।

٢٩٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ عَنْ اَبِي الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ اَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيٌّ اَلاَ اُحَدِّثُكَ عَنِّيْ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ اَحَبِّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ اِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَ فِيْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَ فِيْ نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتّٰى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ اَتَيْتِ اَبَاكِ فَسَأَلْتِيْهِ خَادِمًا فَاَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَاَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَتْ فِيْ يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا فَلَمَّا اَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ اَمَرْتُهَا اَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيْهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيْهِ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ يَا فَاطِمَةُ وَاَدِّيْ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِيْ عَمَلَ اَهْلِكِ فَاِذَا اَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِيْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدِيْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرِيْ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ.

২৯৮৮। ইবনে আ'বুদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করবো না? তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তাঁর কাছে ফাতিমা (রা)-ই ছিল সর্বাপেক্ষা স্নেহভাজন। আমি বললাম, হাঁ, বলুন। তিনি বললেন, যাঁতা ঘুরানোর ফলে তার (ফাতিমার) হাতে এবং কলসে করে পানি টানতে টানতে তার কাঁধে দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘরে ঝাড়ু দেয়ার ফলে তার পরনের কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে যেতো। এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (যুদ্ধবন্দী হিসাবে) কিছু সংখ্যক খাদেম আসলো। আমি ফাতিমাকে বললাম, তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একটি খাদেম চাইতে! সে এসে দেখলো, তাঁর কাছে লোকজন বসে কথা বলছে। ফাতিমা ফিরে আসলো। পরদিন সকাল বেলা তিনি ফাতিমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি প্রয়োজনে তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে? ফাতিমা চুপ থাকলো। আমি (আলী) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বলছি। চাকতি ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে এবং কলসে করে পানি টানতে টানতে তার কাঁধে দাগ পড়ে গেছে। আপনার কাছে (গনীমতের) কিছু সংখ্যক খাদেম আসলে আমি তাকে হুকুম

দিয়েছিলাম, আপনার কাছে গিয়ে খাদেম চাওয়ার জন্য। এতে তার কষ্ট অনেকটা লাগব হবে। নবী (সা) বললেন ঃ হে ফাতিমা! আল্লাহকে ভয় করো, তোমার প্রতিপালকের নির্ধারিত ফরয (কর্তব্য) আদায় করো এবং সংসারের কাজকর্ম সম্পাদন করো। যখন বিছানায় শুইতে যাও তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ো। এভাবে এক শত পূর্ণ হবে। এটা তোমার জন্য খাদেমের চেয়েও কল্যাণকর। ফাতিমা (রা) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট আছি।

٢٩٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يُخْدِمْهَا.

২৯৮৯। ইমাম যুহরী (র) আলী ইবনে হোসাইনের নিকট থেকে উল্লেখিত ঘটনা বর্ণনা করেন। রাবী বলেন, তাকে (ফাতিমাকে) তিনি খাদেম দেন নাই।

٢٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ عِيْسٰى كُنَّا نَقُوْلُ اِنَّهُ مِنَ الْاَبْدَالِ قَبْلَ اَنْ نَسْمَعَ اَنَّ الْاَبْدَالَ مِنَ الْمَوَالِيْ قَالَ حَدَّثَنِي الدُّخَيْلُ بْنُ اِيَاسِ بْنِ نُوْحِ بْنِ مُجَّاعَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ سِرَاجِ بْنِ مَجَّاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُجَّاعَةَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ دِيَةَ اَخِيْهِ قَتَلَتْهُ بَنُوْ سَدُوْسٍ مِنْ بَنِيْ ذُهْلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُ لِاَخِيْكَ وَلٰكِنْ سَاُعْطِيْكَ مِنْهُ عُقْبٰى فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ مِنْ اَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِيْ بَنِيْ ذُهْلٍ فَاَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَاَسْلَمَتْ بَنُوْ ذُهْلٍ فَطَلَبَهَا بَعْدُ مَجَّاعَةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَاَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ بِاِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفِ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ اَرْبَعَةِ اٰلَافٍ بُرٍّ وَاَرْبَعَةِ اٰلَافٍ شَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةِ اٰلَافٍ تَمْرٍ كَانَ فِيْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَّاعَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَّاعَةَ

بْن مُّرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلْمٰى اِنِّيْ اَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ مِنْ اَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِيْ بَنِيْ ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ اَخِيْهِ.

২৯৯০। মুজ্জা'আহ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার ভাইয়ের রক্তমূল্য দাবি করলেন। যুহল গোত্রের সাদূস উপগোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি যদি কোন মুশরিকের রক্তমূল্য প্রবর্তন করতাম তবে তোমার ভাইয়ের রক্তমূল্যের ব্যবস্থাই আগে করতাম। তবে আমি তোমার জন্য এর বিনিময়ের ব্যবস্থা করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তার জন্য এক শত উট দেয়ার একটা ফরমান লিখিয়ে দিলেন। মুশরিক যুহল গোত্রের কাছ থেকে যে গনীমত পাওয়া যাবে তার পঞ্চমাংশ থেকে সর্বপ্রথম এই দাবি পূরণ করা হবে'। সে উটের কিছু অংশ নিয়ে নিলো এবং যুহল গোত্রের লোক ইতিমধ্যে মুসলমান হয়ে গেল। আবু বাক্‌র (রা)-র খিলাফতকালে মুজ্জা'আহ তার কাছে অবশিষ্ট উট দাবি করলো। সে তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানও নিয়ে আসলো। আবু বাক্‌র (রা) ইয়ামান প্রদেশে ধার্যকৃত সদাকা থেকে তার জন্য বার হাজার সা' খাদ্যশস্য দেয়ার নির্দেশ দিলেন। চার হাজার সা' আটা, চার হাজার সা' বার্লি এবং চার হাজার সা' খেজুর দিয়ে তা পরিশোধ করা হবে। মুজ্জা'আহকে লিখিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এ পত্রখানা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বনূ সুলমা গোত্রের মুজ্জা'আহ ইবনে মুরারাকে লিখিত। তার ভাইয়ের রক্তপণের বিনিময়ে আমি তাকে এক শত উট প্রদান করবো। মুশরিক বনী যুহল গোত্রের কাছ থেকে যে গনীমত পাওয়া যাবে তার এক-পঞ্চমাংশ থেকে সর্বপ্রথম এ দাবি পূরণ করা হবে।"

টীকা ঃ এক সা' প্রায় তিন সের নয় ছটাকের সমান। মুজ্জা'আহ (রা) পরে ইসলামগ্রহণ করেন (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَهْمِ الصَّفِيِّ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গনীমতের সম্পদে সেনাপতি বা নেতার অংশ

٢٩٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ اِنْ شَاءَ عَبْدًا وَاِنْ شَاءَ اَمَةً وَاِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ.

২৯৯১। আমের আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (গনীমতের সম্পদে একটা বিশেষ) অংশ নির্ধারিত ছিল। এ অংশটা

সাফী (صَفِيّ) নামে আখ্যায়িত ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে তা গোলাম, বাঁদী অথবা ঘোড়া যাই হোক, গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পূর্বেই নিয়ে নিতেন।

٢٩٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَأَزْهَرُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِّنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.

২৯৯২। ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদকে (গনীমতের সম্পদে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অংশ এবং তাঁর বিশেষ অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি যুদ্ধে উপস্থিত না থাকলেও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে তাঁকে (গনীমতের) একটা অংশ দেয়া হতো। তাঁর বিশেষ অংশ (সাফী) খুমুস বের করার পূর্বেই পৃথক করে রাখা হতো।

٢٩٩٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِى ابْنَ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذٰلِكَ السَّهْمِ وَكَانَ اِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّرْ.

২৯৯৩। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে তাঁর জন্য (গনীমত থেকে) একটা বিশেষ অংশ থাকতো। যেভাবে বা যেখানেই চাইতেন সেভাবেই তিনি এটা নিয়ে নিতেন। (হুয়াই-কন্যা সাফিয়্যা (রা) ছিলেন এই অংশ থেকে। যখন তিনি সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না তখন তাঁর জন্য একটা সাধারণ অংশ রাখা হতো কিন্তু তা তাঁর পছন্দ নির্ভর ছিলো না।

٢٩٩٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ.

২৯৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা) সাফীর [মহানবী (সা.)-এর বিশেষ অংশের] অন্তর্ভুক্ত।

٢٩٩٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ تَعَالَى الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا.

২৯৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারে আগমন করলাম। আল্লাহ তা'আলা (নবীর আকাঙ্ক্ষিত) দুর্গের পতন ঘটালেন। হুয়াইয়ের কন্যা সফিয়্যার রূপ-সৌন্দর্যের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করা হলো। তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা এবং তার স্বামী এই (খায়বারের) যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের জন্য বেছে নিলেন। অতঃপর তাকে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। আমরা সাদ্দুস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি মাসিক ঋতু থেকে পবিত্র হলেন (এবং ইদ্দাতও পূর্ণ হলো)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে নির্জনবাস করলেন।

٢٩٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা) প্রথমে দিহ্য়া আল-কালবী (রা)-র অধীনে ছিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীনে আসেন।

٢٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيْلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا وَتُهَيِّئُهَا قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا صَفِيَّةُ ابْنَةُ حُيَيٍّ.

২৯৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দিহ্য়া আল-কালবী (রা)-র ভাগে একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাতটি গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। তিনি তাকে উম্মু সুলাইম (রা)-র কাছে অর্পণ করলেন

সুসজ্জিত করে বধূবেশে সাজানোর জন্য। হাম্মাদ (র) বলেন, আমার মনে হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই উম্মু সুলাইমের ঘরে ইদ্দাত পূর্ণ করবে।

٢٩٩٨- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جُمِعَ السَّبْيُ يَعْنِيْ بِخَيْبَرَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِحْيَةَ قَالَ يَعْقُوْبُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ ثُمَّ اتَّفَقَا مَا تَصْلُحُ اِلاَّ لَكَ قَالَ اُدْعُوْهُ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا وَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

২৯৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধবন্দীদেরকে একত্র করা হলো। দিহ্য়া আল-কালবী (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যুদ্ধ বন্দীদের মধ্য থেকে একটি বন্দিনী দান করুন। তিনি বললেন ঃ যাও, একটি বাঁদী নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে বেছে নিলেন। অপর এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে আপনি দিহ্য়াকে দান করলেন। অথচ সে কেবল আপনার জন্যই উপযুক্ত। কেননা হুয়াই কন্যা বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর গোত্রের মোহনীয়া মহিলা (তার পিতা ছিল উভয় গোত্রের নেতা)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাফিয়্যাসহ দিহ্য়াকে ডেকে নিয়ে আসো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দিহ্য়াকে বললেন ঃ একে বাদ দিয়ে বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য একটি দাসী নিয়ে নাও। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করে বিবাহ করলেন।

٢٩٩٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَجَاءَ رَجُلٌ اَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ اَدِيْمٍ اَحْمَرَ فَقُلْنَا كَاَنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ اَجَلْ قُلْنَا نَاوِلْنَا هٰذِهِ الْقِطْعَةَ الْاَدِيْمَ الَّتِيْ فِيْ يَدِكَ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأْنَا مَا فِيْهَا فَاِذَا فِيْهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى بَنِيْ زُهَيْرِ بْنِ اُقَيْشٍ اِنَّكُمْ اِنْ شَهِدْتُمْ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ

اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَاَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ اَنْتُمْ اٰمِنُوْنَ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هٰذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৯৯। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল-মিরবাদ নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। উস্‌কো খুস্‌কো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তার হাতে ছিল এক টুকরা লাল রং-এ রঞ্জিত চামড়া। আমরা বললাম, সম্ভবত তুমি বনাঞ্চলের বাসিন্দা। লোকটি বললো, হাঁ। আমরা বললাম, তোমার হাতের চামড়ার ঐ রংগীন টুকরাটি আমাদের কাছে দাও। সে তা আমাদের দিলো এবং আমরা তার উপরের লেখাগুলো পড়লাম। তাতে লেখা ছিল ঃ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বনী যুহাইর ইবনে উকাইস গোত্রের লোকদেরকে। তোমরা যদি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং গনীমতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করো, তা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ এবং নেতার (বিশেষ) অংশ (সাফী) আদায় করো, তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই পত্র তোমাকে কে লিখে দিয়েছে? সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

بَابُ كَيْفَ كَانَ اِخْرَاجُ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মদীনা থেকে ইহূদীদেরকে কেন উচ্ছেদ করা হয়েছে

٣٠٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَاَهْلُهَا اَخْلَاطٌ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْثَانَ وَالْيَهُوْدُ وَكَانُوْا يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ فَاَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيْهِمْ

اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْاٰيَةَ فَلَمَّا اَبٰى كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ اَنْ يَنْزِعَ عَنْ اَذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ اَنْ يَّبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُوْنَهُ فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِه فَلَمَّا قَتَلُوْهُ فَزِعَتِ الْيَهُوْدُ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ فَذَكَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ كَانَ يَقُوْلُ وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَنْ يَّكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُوْنَ اِلٰى مَا فِيْهِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً صَحِيْفَةً.

৩০০০। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেক (রা) সেই তিন ব্যক্তির অন্যতম যাদের তওবা কবুল হয়েছিল। (ইহূদী সরদার) কা'ব ইবনে আশরাফ কুরাইশ কাফেরদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো এবং বিভিন্নভাবে উসকানি দিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন এখানকার লোকেরা মিলেমিশে বসবাস করতো। তাদের মধ্যে কতক মুসলমান, কতক মূর্তিপূজক মুশরিক এবং কতক ইহূদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইহূদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "(মুসলমানগণ), তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক দিয়ে পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট থেকে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬)। কা'ব ইবনে আশরাফ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার জন্য সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-কে একদল লোক পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-কে তাকে হত্যা করার জন্য পাঠালেন। অতঃপর তিনি (রাবী) তার হত্যার ঘটনা বর্ণনা করলেন। যখন তাকে হত্যা করা হলো, ইহূদী ও মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সকালবেলা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, রাতের বেলা কতিপয় লোক আমাদের সাথীর কাছে এসেছিল এবং সে তাদের হাতে নিহত হয়েছে। কা'ব ইবনে আশরাফ যে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো তা তিনি তাদের কাছে উল্লেখ করলেন। ইহূদী ও মুশরিকদেরকে তাদের বিরোধী ভূমিকা থেকে বিরত রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মধ্যে ও তাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার জন্য তাদেরকে আহ্বান করলেন। অতঃপর তিনি নিজের এবং সমস্ত মুসলমানের এবং ইহূদী ও মুশরিকদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন।

٣٠٠١- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ الْيَهُوْدَ فِيْ سُوْقِ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلَ مَا اَصَابَ قُرَيْشًا قَالُوْا يَا مُحَمَّدُ لاَ يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ اَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِّنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا اَغْمَارًا لاَ يَعْرِفُوْنَ الْقِتَالَ اِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ اَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَاَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ قَرَاَ مُصَرِّفٌ اِلٰى قَوْلِهِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِبَدْرٍ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ.

৩০০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে এসে বনূ কাইনুকা গোত্রের বাজারে ইহূদীদেরকে একত্র করে বললেন ঃ হে ইহূদী সম্প্রদায়! কুরাইশদের মত পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করো। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি স্বয়ং ধোঁকায় নিপতিত হবেন না। কেননা আপনি কুরাইশদের এমন একটি দলের সাথে যুদ্ধ করেছেন যারা না জানে যুদ্ধকৌশল আর না জানে যুদ্ধ করতে। আপনি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতেন তবে বুঝতে পারতেন আমরা কেমন যুদ্ধবাজ লোক! আপনি কখনো আমাদের মতো লোকের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হননি। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন, "(হে মুহাম্মাদ)! যারা তোমার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে বলে দাও, সেদিন খুব নিকটে যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। যারা (বদরে) পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল... (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২-১৩)।

٣٠٠٢- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ مَوْلًى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ بِنْتُ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهَا مُحَيِّصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدَ فَاقْتُلُوْهُ فَوَثَبَ مُحَيِّصَةُ عَلٰى شُبَيْبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ يَهُوْدَ كَانَ يُلاَبِسُهُمْ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُوَيِّصَةُ اِذْ ذَاكَ لَمْ يُسْلِمْ وَكَانَ اَسَنَّ مِنْ مُحَيِّصَةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ جَعَلَ حُوَيِّصَةُ يَضْرِبُهُ وَيَقُوْلُ اَيْ عَدُوَّ اللّٰهِ اَمَا وَاللّٰهِ لَرُبَّ شَحْمٍ فِيْ بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ.

৩০০২। মুহাইয়্যাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ইহূদী পুরুষদের যাকেই কাবুতে পাবে তাকেই হত্যা করবে। মুহাইয়্যাসা (রা) ইহূদী ব্যবসায়ী শুবাইবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এ সময় মুহাইয়্যাসা (রা) ইহূদীদের সাথে একই এলাকায় বসবাস করতেন। তার বড় ভাই হুয়াইআসা তখনো মুসলমান হননি। তিনি যখন শুবাইবাকে হত্যা করলেন, হুয়াইআসা তাকে প্রহার করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহর দুশমন (মুহাইয়্যাসা), আল্লাহর শপথ! তার মালের অনেক চর্বি তোর পেটে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

٣٠٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ اُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

৩০০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বেরিয়ে

আসলেন। তিনি বললেন ঃ চলো, ইহূদীদের এলাকায় যাই। আমরা তাঁর সাথে রওয়ানা হয়ে সেখানে গিয়ে পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে ইহূদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো শান্তিতে থাকতে পারবে। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি পৌছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় বললেন ঃ তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি পৌছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ এটাই (দাওয়াত পৌছে দেয়াই) আমার উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয় বারও তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করার পর বললেন ঃ জেনে রাখো! এই ভূখণ্ডের মালিকানা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই ভূখণ্ড (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করতে চাই। অতএব, তোমরা কোন বস্তু বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করে দাও। অন্যথায় জেনে রাখো! এ ভূখণ্ডের মালিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল।

بَابٌ فِيْ خَبَرِ النَّضِيْرِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বনূ নাযীর গোত্রের তথ্যাবলী সম্পর্কে

٣٠٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوْا اِلَى ابْنِ اُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْاَوْثَانَ مِنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ اِنَّكُمْ اٰوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَاِنَّا نُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ اَوْ لَنَسِيْرَنَّ اِلَيْكُمْ بِاَجْمَعِنَا حَتّٰى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَاءَكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ اجْتَمَعُوْا لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُمْ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيْدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيْدُكُمْ بِاَكْثَرَ مِمَّا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَكِيْدُوْا بِهِ اَنْفُسَكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا اَبْنَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ فَلَمَّا سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوْا فَبَلَغَ ذٰلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ

اِلَى الْيَهُوْدِ اِنَّكُمْ اَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُوْنِ وَاِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا اَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلاَ يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلاَخِيْلُ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيْرِ بِالْغَدْرِ فَاَرْسَلُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ اِلَيْنَا فِيْ ثَلاَثِيْنَ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلاَثُوْنَ حَبْرًا حَتّٰى نَلْتَقِيْ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوْا مِنْكَ فَاِنْ صَدَّقُوْكَ وَاٰمَنُوْا بِكَ اٰمَنَّا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ وَاللّٰهِ لاَ تَأْمَنُوْنَ عِنْدِيْ اِلاَّ بِعَهْدٍ تُعَاهِدُوْنِيْ عَلَيْهِ فَاَبَوْا اَنْ يُّعْطُوْهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدَ عَلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِى النَّضِيْرِ وَدَعَاهُمْ اِلٰى اَنْ يُّعَاهِدُوْهُ فَعَاهَدُوْهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا عَلٰى بَنِي النَّضِيْرِ بِالْكَتَائِبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتّٰى نَزَلُوْا عَلَى الْجَلاَءِ فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيْرِ وَاحْتَمَلُوْا مَا اَقَلَّتِ الْاِبِلُ مِنْ اَمْتِعَتِهِمْ وَاَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَخَشَبِهَا فَكَانَ نَخْلُ بَنِى النَّضِيْرِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ تَعَالٰى وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَاَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَا ذَوِيْ حَاجَةٍ لَمْ يَقْسِمْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غَيْرِهِمَا وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيْ فِيْ اَيْدِيْ بَنِيْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

৩০০৪। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, কুরাইশ কাফেররা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সহযোগী আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে একটি পত্র পাঠালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। (চিঠির ভাষ্য ছিল) ঃ তোমরা আমাদের এক

ব্যক্তিকে (মহানবী) আশ্রয় দিয়েছ। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো অথবা তাকে বহিষ্কার করো। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে হামলা করবো, তোমাদের যুদ্ধবাজ লোকদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদের বন্দী করবো।

এই চিঠি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার মূর্তিপূজক সঙ্গীদের কাছে পৌঁছলো– তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একতাবদ্ধ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর জানতে পেরে তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে কুরাইশদের চরমপত্র (চরম হুমকি) পৌঁছেছে। আসলে তারা তোমাদের ততটা ক্ষতি করতে পারবে না– যতটা ক্ষতি তোমরা নিজেরা তোমাদের জন্য ডেকে আনবে। কেননা তোমরা নিজেদের ভাই-বন্ধু ও সন্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ কথা শুনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো (এবং যুদ্ধের মনোভাব ত্যাগ করলো)।

এ কথা কুরাইশ কাফেরদের কানে গিয়ে পৌঁছলো। বদর যুদ্ধের পর কুরাইশ কাফেররা ইহূদীদেরকে লিখলো, তোমরা অস্ত্রে সুসজ্জিত ও দুর্গের অধিকারী লোক। তোমরা হয় আমাদের সাথীর (মুহাম্মাদ সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, অন্যথায় আমরা এই এই পদক্ষেপ নিবো। তখন আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীলোকদের বেড়ি পরানোর (বাঁদী বানানোর) মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

ইহূদীদেরকে লেখা এই পত্রের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন। বনূ নাযীর গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে সঙ্ঘবদ্ধ হলো। তারা লোক পাঠিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি আপনার তিরিশজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে বের হন এবং আমরাও আমাদের তিরিশজন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে বের হই। আমরা উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হবো। তারা আপনার কথা (আপনার ধর্মমত) শুনবে। যদি তারা (আলেমগণ) আপনার (ধর্মের) সত্যতা স্বীকার করে আপনার প্রতি ঈমান আনে, তবে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনবো।

তিনি সাহাবাদেরকে তাদের এই প্রস্তাবের কথা জানিয়ে দিলেন। পরের দিন সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈন্যসহ তাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে অবরোধ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা যতক্ষণ আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ না হবে ততক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। কিন্তু তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে তারা অস্বীকার করলো। ফলে সেদিনই তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন।

পরের দিন তিনি বনূ নাযীরকে ত্যাগ করে সেনাবাহিনী নিয়ে বনূ কুরাইযাকে অবরোধ করলেন। তিনি তাদেরকে সন্ধি করার জন্য আহ্বান জানালেন। তারা তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পরের দিন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে বনূ নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। তারা দেশত্যাগ করতে সম্মত হলো। তারা

দেশত্যাগ করলো। তাদের উটগুলে যতটা বোঝা বহন করতে সক্ষম তারা তা নিয়ে নিলো এবং ঘরের দরজা ও কাঠগুলোও খুলে নিয়ে গেলো।

বনূ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান এককভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানায় আসলো। আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে এই বাগান দান করলেন এবং শুধু তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আল্লাহ যে ধন-সম্পদ তাদের দখল থেকে বের করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, তা অধিকার করার জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট হাঁকাওনি" (সূরা আল-হাশর ঃ ৬)।

বিনা যুদ্ধে এই সম্পদ অর্জিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পত্তির অধিকাংশই মুহাজিরদেরকে দান করলেন এবং তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। দু'জন অভাবী আনসারকেও তিনি এর ভাগ দিলেন এবং অন্য কোন আনসারকে এর ভাগ দেন নাই। সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাকার খাতে অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই অংশটা ফাতিমা (রা)-র বংশধরদের তত্ত্বাবধানে ছিল।

টীকা ঃ ৬২২ খৃস্টাব্দে মহানবী (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন এখানে প্রধানত চারটি গোত্রের লোক বসবাস করতো : খৃস্টান আওস ও খাযরাজ এবং ইহূদী বনূ নাযীর ও বনূ কুরাইযা। এখানকার কাইনুকা' বনূ কুরাইযারই একটি শাখাগোত্র ছিল। তাছাড়া এখানে কিছু সংখ্যক পৌত্তলিকও বসবাস করতো। নবী (সা) মদীনায় পদার্পণ করেই তাদের সকলের সাথে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটা 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করে। ইহূদী গোত্রগুলো শান্তিচুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বনূ কাইনুকা বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধের পর তারা অত্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দেশদ্রোহিতার অপরাধে তৃতীয় হিজরী সনে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। উহুদের যুদ্ধের সময় বনূ নাযীর গোত্র কুরাইশদের সাহায্য করে সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। এমনকি মহানবী (সা) একদা কোন কারণে তাদের বসতি এলাকায় গেলে এক ব্যক্তি ঘরের ছাদ থেকে তাঁর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা করে। এসব গুরুতর কার্যকলাপের জন্য চতুর্থ হিজরী সনে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময় (৬২৭ খৃ.) মদীনা যখন চরম সংকটের সম্মুখীন হয় এবং কাফেররা কয়েক দিক থেকে শহরটিকে অবরোধ করে ফেলে তখন বনূ নাযীর গোত্র শত্রুপক্ষের সমর্থন করে। যুদ্ধের পর তাদেরকেও মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

বিতারিত ইহূদীরা সিরিয়ার সীমান্তবর্তী খায়বার নামক এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারা এখানে সমবেত হয়ে এখানকার বনূ সা'দ ও বনূ গাতাফান গোত্রদ্বয়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। তাদের সহযোগিতায় চার হাজারের একটি সশস্ত্র বাহিনী সংগ্রহ করে তারা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। এমনকি তারা কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাদের বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন করে। এ খবর পেয়ে মহানবী (সা) পনের শত সৈন্য নিয়ে ৬২৯ খৃস্টাব্দে খায়বার আক্রমণ করেন। এলাকাটি দখল করে তিনি তার অর্ধাংশ মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক নিজের পরিবারের ভরণপোষণ, বিভিন্ন সরকারী প্রয়োজন পূরণ, যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ, বিপদাপদ মোকাবিলা ও গরীব-দুঃখীদের সাহায্যের জন্য নিজ কর্তৃত্বে রেখে দেন। ইহূদীরা আত্মসমর্পণ করে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সেখানে বসবাস করার জন্য নবী (সা)-এর কাছে আবেদন করে। তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। এরপরও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। বনূ কুরাইযার এক স্ত্রীলোক বকরীর গোশতের সাথে বিষ প্রয়োগ করে তা খেতে দিয়ে মহানবী (সা)-কে হত্যার কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অতঃপর তিনি তাদেরকে এখান থেকেও বিতাড়িত করেন (অনু.)।

٣٠٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ يَهُوْدَ النَّضِيْرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى النَّضِيْرِ وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَوْلاَدَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا وَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ وَيَهُوْدَ بَنِيْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِيٍّ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ.

৩০০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইহূদী বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর গোত্রদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীর গোত্রকে উচ্ছেদ করলেন এবং বনূ কুরাইযা গোত্রের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন এবং তাদেরকে উচ্ছেদ করেননি। অতঃপর বনূ কুরাইযাও যখন সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের স্ত্রীলোক, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করলেন। কিন্তু তাদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলো। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করলেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসবাসকারী সমস্ত ইহূদী গোত্রকে উচ্ছেদ করলেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র গোত্র বনূ কাইনুকা, ইহূদী বনূ হারিসা গোত্র এবং মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য সব ইহূদীদেরকে তিনি মদীনা থেকে বিতাড়িত করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ اَرْضِ خَيْبَرَ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ খায়বারের ভূমি সংক্রান্ত নির্দেশসমূহ

٣٠٠٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى الْاَرْضِ وَالنَّخْلِ وَاَلْجَاَهُمْ اِلٰى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوْهُ عَلٰى اَنَّ لِرَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلٰى اَنْ لاَ يَكْتُمُوْا وَلاَ يُغَيِّبُوْا شَيْئًا فَاِنْ فَعَلُوْا فَلاَ ذِمَّةَ لَهُمْ وَلاَ عَهْدَ فَغَيَّبُوْا مَسْكًا لِحُيَيٍّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيْرِ حِيْنَ اُجْلِيَتِ النَّضِيْرُ فِيْهِ حُلِيُّهُمْ وَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْيَةَ اَيْنَ مَسْكُ حُيَيٍّ بْنِ اَخْطَبَ قَالَ اذْهَبَتْهُ الْحُرُوْبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقُتِلَ ابْنَ اَبِي الْحُقَيْقِ وَسُبِيَ نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ وَاَرَادَ اَنْ يُّجْلِيَهُمْ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلْ فِيْ هٰذِهِ الْاَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطْرُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْ كُلَّ امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ ثَمَانِيْنَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ شَعِيْرٍ.

৩০০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেখানকার জমি ও খেজুর বাগান দখল করলেন এবং তাদেরকে তাদের দুর্গে ও বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। তারা তাঁর সাথে এই শর্তে সন্ধি করলো ঃ সোনা, রূপা ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাবেন। অপরদিকে তাদের প্রত্যেকের উট যে পরিমাণ মাল বহন করে নিয়ে যেতে পারবে তা তারা নিতে পারবে, কোন কিছু লুকাতে পারবে না এবং গায়েব করে দিতেও পারবে না। যদি তারা তা করে তবে তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নাই (মুসলমানদের কোন দায়দায়িত্ব নাই) এবং কোন চুক্তিও কার্যকর থাকবে না। তারা হুয়াই ইবনে আখতাবের স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই করা চামড়ার থলেটা গোপন করে ফেললো। সে খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে নিহত হয়েছিল। যখন বনূ নাযীর গোত্রকে (মদীনা থেকে) উচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন সে এ থলে ভর্তি করে তাদের স্বর্ণমুদ্রা সাথে করে নিয়ে এসেছিল।

রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাই'আহকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুয়াই ইবনে আখতাবের স্বর্ণমুদ্রার থলেটা কোথায়? সে বললো, যুদ্ধের সময় তা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ হয়ে গেছে। সাহাবাগণ তা খোঁজ করে পেয়ে গেলেন। তিনি ইবনে আবুল হাকীককে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দী করলেন। তিনি তাদেরকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করলেন। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাদেরকে ছেড়ে দিন, আমরা এখানকার জমিজমা চাষাবাদ করবো। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক আমরা নিবো আর অর্ধেক আপনাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রত্যেককে (এখানকার উৎপন্ন ফসল থেকে) আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক বার্লি দিতেন।

٣٠٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَنْ نُخْرِجَهُمْ اِذَا شِئْنَا وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَاِنِّيْ مُخْرِجٌ يَهُوْدَ فَاَخْرَجَهُمْ.

৩০০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বললেন, হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের ইহূদীদেরকে এই শর্তে সেখানকার কৃষি ভূমিতে নিযুক্ত করলেন ঃ "আমরা যখন ইচ্ছা তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করবো।" অতএব সেখানকার ইহূদীদের হাতে যার যে মাল রয়েছে সে যেন তা হস্তগত করে নেয়। কেননা আমি ইহূদীদেরকে বহিষ্কার করবো। অতঃপর তিনি তাদেরকে উচ্ছেদ করলেন।

٣٠٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا اُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقِرَّهُمْ عَلٰى اَنْ يَّعْمَلُوْا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقِرُّكُمْ فِيْهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَكَانُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ اَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا وَعِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ شَعِيْرٍ فَلَمَّا اَرَادَ عُمَرُ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ اَرْسَلَ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ اَحَبَّ مِنْكُنَّ اَنْ اَقْسِمَ لَهَا نَخْلاً بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسْقٍ فَيَكُوْنُ لَهَا اَصْلُهَا وَاَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِيْنَ وَسْقًا فَعَلْنَا وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ نَعْزِلَ الَّذِيْ لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا.

৩০০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার এলাকা যখন বিজিত হলো, ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলো যে, তাদেরকে সেখানে বসবাস করতে দেয়া হোক। তারা জমিতে কাজ করবে এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উল্লেখিত শর্তে আমি তোমাদেরকে যতদিন ইচ্ছা বসবাসের অনুমতি দিলাম। তারা এই শর্তে সেখানে থেকে গেলো। খায়বারে উৎপন্ন খেজুরের অর্ধেক কয়েক ভাগে ভাগ করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উৎপন্ন ফসলের) এক-পঞ্চমাংশ নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রত্যেককে এক-পঞ্চমাংশ থেকে একশো ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক বার্লি দিতেন। অতঃপর উমার (রা) যখন (তার খিলাফতকালে) ইহূদীদেরকে উচ্ছেদ করতে মনস্থ করলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের বলে পাঠালেন ঃ "আপনাদের মধ্যে যিনি চান আমি অনুমানের ভিত্তিতে একশো ওয়াসাক খেজুর হওয়ার পরিমাণ গাছ তাকে ছেড়ে দিতে পারি। এ অবস্থায় বাগানের ও গাছের তত্ত্বাবধান এবং পানিসেচের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। অনুরূপভাবে কৃষি উৎপাদনের বেলায়ও তাদের প্রত্যেককে অনুমানের ভিত্তিতে বিশ ওয়াসাক পরিমাণ বার্লি উৎপাদনের জমি ছেড়ে দিতে পারি। এ ক্ষেত্রেও জমির তত্ত্বাবধান ও সেচের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। তাদের কেউ ইচ্ছা করলে, পূর্ব থেকে যেভাবে এক-পঞ্চমাংশ থেকে আমরা (একশো ওয়াসাক খেজুর ও বিশ ওয়াসাক বার্লি) বণ্টন করে আসছি, সেভাবেও গ্রহণ করতে পারেন।

٣٠٠٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَاَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ.

৩০০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের (ইহূদীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করলেন। আমরা শক্তিবলে তা দখল করলাম। অতঃপর বন্দীদের একত্র করা হলো।

٣٠١٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا.

৩০১০। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকা দু'ভাগে ভাগ করলেন। অর্ধেকটা তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা ও নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য রাখলেন এবং বাকি অর্ধেক মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করলেন। তিনি তাদের মধ্যে এটা আঠারো ভাগে বিভক্ত করলেন।

٣٠١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلٰى سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمَعَ كُلَّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ الْوَطِيْحَةَ وَالْكُتَيْبَةَ وَمَا أُحِيْزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ نِصْفَ الْاٰخَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الشَّقَّ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُحِيْزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا أُحِيْزَ مَعَهُمَا.

৩০১১। বাশীর ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার এলাকা ফাইস্বরূপ দান করলেন, তিনি তা ছত্রিশ অংশে বিভক্ত করলেন। এর প্রতিটি অংশ আবার এক শত অংশে বিভক্ত ছিল। এর অর্ধেকটা তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রেখে দিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আল-ওয়াতীহাহ্, আল-কুতায়বা এবং এতদুভয়ের পার্শ্ববর্তী ও সংলগ্ন এলাকাসমূহ রেখে দিলেন। অবশিষ্ট অর্ধেক তিনি মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এ ভাগে ছিল আশ-শাক্ক, আন-নাতাআহ ও এতদুভয় সংলগ্ন এলাকা। এ দুই অর্ধাংশের সংলগ্নেই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ।

٣٠١٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ اٰدَمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِيْ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِيْنَ لِمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الْاُمُوْرِ وَالنَّوَائِبِ.

৩০১২। বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীকে এই হাদীসটি আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, (খায়বারের সম্পদের) অর্ধাংশে ছিল মুসলমানদের অংশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ। অবশিষ্ট অর্ধেক তিনি মুসলমানদের বিভিন্নমুখি প্রয়োজন পূরণ ও বিপদাপদ মোকাবিলার জন্য পৃথক করে রাখেন।

٣٠١٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْاَنْصَارِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلٰى سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمَعَ كُلَّ سَهْمٍ مَائَةَ سَهْمٍ فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ النِّصْفُ مِنْ ذٰلِكَ وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيْ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُوْدِ وَالْاُمُوْرِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ.

৩০১৩। আনসার সম্প্রদায়ের মুক্তদাস বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার এলাকা জয় করলেন, তিনি তা ছত্রিশটি অংশে বিভক্ত করলেন। এর প্রত্যেক অংশকে আবার এক শত ভাগে বিভক্ত করলেন। মোট সম্পদের অর্ধাংশ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের জন্য। অবশিষ্ট অর্ধাংশ তিনি প্রতিনিধি দলের আপ্যায়ন, বিভিন্ন কাজের (যুদ্ধাস্ত্র, যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা এবং জনসাধারণের বিপদাপদ মোকাবিলা করার জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন।

٣٠١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي بْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَهَا سِتَّةً وَثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمْعًا فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَجْمَعُ كُلَّ سَهْمٍ مِائَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ اَحَدِهِمْ وَعَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ الْوَطِيْحَ وَالْكُتَيْبَةَ وَالسُّلَالِمَ وَتَوَابِعَهَا فَلَمَّا

صَارَتِ الْاَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُوْنَهُمْ عَمَلَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُوْدَ فَعَامَلَهُمْ.

৩০১৪। বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যখন খায়বার এলাকার সম্পদ ফাইস্বরূপ দান করলেন, তিনি সমস্ত সম্পদকে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করলেন। এর অর্ধেক-আঠার ভাগ সম্পদকে তিনি মুসলমানদের জন্য রাখলেন। এর প্রতিটি ভাগ একশো (মোট আঠার শত) ভাগে বিভক্ত ছিল। সাহাবাদের সাথে তাদের প্রত্যেকের ভাগের সমান একটি ভাগ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পেলেন। বাকি আঠার ভাগ (অর্ধেক) তিনি নিজের (সরকারী) প্রয়োজন পূরণ এবং মুসলমানদের সমূহ বিপদাপদ মোকাবিলার জন্য পৃথক করে রাখলেন। এ অংশে ছিল আল-ওয়াতীহ, আল-কুতাইবা, আস-সালালিম এবং এগুলোর সাথে সংযুক্ত এলাকা। যখন এ সম্পদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের হাতে এসে গেলো, তখন তাদের এমন কোন কাজের লোক ছিলো না যারা এসব জমি চাষাবাদ করতে পারে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থানীয় ইহূদীদের ডেকে এনে তাদেরকে জমির কাজে নিযুক্ত করলেন (অর্থাৎ ভাগচাষে দিলেন)।

٣٠١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ لِيْ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ اَحَدُ الْقُرَّاءِ الَّذِيْنَ قَرَأُوا الْقُرْاٰنَ قَالَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَاَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا.

৩০১৫। মোজাম্মে' ইবনে জারিয়া আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একজন অন্যতম কারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) ছিলেন। তিনি বলেন, খায়বারের গনীমত হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যেও বণ্টন করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানকার সম্পদের অর্ধাংশ আঠার ভাগে বিভক্ত করলেন। সৈন্যসংখ্যা ছিল পনেরশো', এর মধ্যে অশ্বারোহী ছিল তিনশো। তিনি অশ্বারোহীদের প্রত্যেককে দুই ভাগ এবং পদাতিকদের প্রত্যেককে এক ভাগ করে গনীমতের মাল দান করলেন।

٣٠١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالُوْا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ فَتَحَصَّنُوْا فَسَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ أَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوْا عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ.

৩০১৬। আয-যুহরী, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার কতিপয় সন্তান থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, খায়বার বিজয়ের পর সেখানে অবশিষ্ট কিছু সংখ্যক লোক দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলো এবং এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। তিনি তাদের আবেদন কবুল করলেন। ফাদাকের লোকেরা যখন এটা শুনতে পেলো, তারাও অনুরূপ প্রস্তাব করলো (তিনি তাদেরকেও এলাকা ত্যাগ করার অনুমতি দিলেন)। এ এলাকাটি বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কেননা এটা জয় করতে ঘোড়া দৌড়াতে হয়নি এবং উটও হাঁকাতে হয়নি।

টীকা ঃ বনূ নাযীর গোত্রের লোকেরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফাদাকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে (অনু.)।

٣٠١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقُرِيءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكُتَيْبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةٌ وَفِيْهَا صُلْحٌ قُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا الْكُتَيْبَةُ قَالَ أَرْضُ خَيْبَرَ وَهِيَ أَرْبَعُوْنَ أَلْفَ عَذْقٍ.

৩০১৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের কোন এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে এবং কোন এলাকা সন্ধির মাধ্যমে দখল করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-হারিস ইবনে মিসকীনের সামনে (কিছু) পাঠ করা হলো। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ইবনে ওয়াহ্‌ব তোমাদেরকে

অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ইবনে শিহাবের সূত্রে মালেক আমাকে বলেছেন, খায়বারের কিছু এলাকা শক্তি প্রয়োগ এবং কিছু এলাকা সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত করা হলো। আমি (ইবনে ওয়াহ্‌ব) মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল-কুতাইবা' বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, খায়বারের জমি। এখানে চল্লিশ হাজার খেজুর গাছ ছিল।

٣٠١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ اَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ.

৩০১৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পর শক্তি প্রয়োগ করে খায়বার এলাকা জয় করেছেন। যুদ্ধের পর সেখানকার বাসিন্দাদেরকে অবরুদ্ধ দুর্গ থেকে এই শর্তে বাইরে আসতে দেয়া হয় যে, তারা এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যাবে।

٣٠١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ خَمَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا عَلٰى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ.

৩০১৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করলেন। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ সেখানে উপস্থিত এবং হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী (কিন্তু খায়বারে) অনুপস্থিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

٣٠٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً اِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.

৩০২০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি পরবর্তীকালের মুসলমান না থাকতো (অথবা পরবর্তী বংশধরদের কথা চিন্তা না করতাম) তবে আমি যে কোন জনপদই জয় করতাম, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়বার এলাকা বণ্টনের নীতি অনুসারে সাথে সাথে বণ্টন করে দিতাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَبَرِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-২৫ : মক্কা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

٣٠٢١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ

اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِاَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَاَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ.

৩০২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর (দিন) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। মাররুয-যাহরান নামক স্থানে পৌছে তিনি (আবু সুফিয়ান) ইসলাম গ্রহণ করলেন। আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান এমন লোক যে, এই (নেতৃত্বের) গৌরব অর্জনে আগ্রহী। যদি আপনি তার জন্য কিছু করতেন! তিনি বললেন ঃ হাঁ, যে ব্যক্তি (আজ) আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সেও নিরাপদ।

٣٠٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ قُلْتُ وَاللّٰهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْهُ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ اِنَّهُ لَهَلَاكُ قُرَيْشٍ فَجَلَسْتُ عَلٰى بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَلِّيْ اَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِيْ اَهْلَ مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجُوْا اِلَيْهِ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ فَاِنِّيْ لَاَسِيْرُ اِذْ سَمِعْتُ كَلَامَ اَبِيْ سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَنْظَلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِيْ فَقَالَ اَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا لَكَ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ قُلْتُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ قَالَ فَمَا الْحِيْلَةُ قَالَ فَرَكِبَ خَلْفِيْ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ

يُحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ اِلٰى دُوْرِهِمْ وَاِلَى الْمَسْجِدِ.

৩০২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুজাহিদদের নিয়ে) যখন মাররুয-যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন, আব্বাস (রা) মনে মনে বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! তারা এসে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনার পূর্বে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন তবে এটা কুরাইশদের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। আমি (আব্বাস) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরের পিঠে বসে মনে মনে বললাম, যদি আমি এমন একজন লোক পেতাম যার মক্কায় যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, সে মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানস্থল সম্পর্কে অবহিত করতো এবং তাঁর কাছে এসে তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করতো। এই চিন্তা করতে করতে আমি সওয়ারী অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার কথোপকথন শুনতে পেলাম। আমি বললাম, হে আবু হানযালা। সে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বললো, আবুল ফাদল নাকি? আমি বললাম, হাঁ। সে বললো, আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক! কি ব্যাপার? আমি বললাম, এই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথের সৈন্যবাহিনী। সে বললো, কি কৌশল অবলম্বন করা যায়? আব্বাস (রা) বলেন, সে (আবু সুফিয়ান) আমার পিছনে সওয়ার হলো এবং তার সঙ্গী ফিরে গেলো। যখন ভোর হলো, আমি তাকে নিয়ে সকাল সকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান এমন লোক যে এই (নেতৃত্ব) গৌরব অর্জনে আগ্রহী, তার জন্য কিছু করুন। তিনি বললেন, হাঁ। যে ব্যক্তি (আজ) আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ; যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে (বাড়ির বাইরে আসবে না) সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদুল হারামে আশ্রয় নিবে সেও নিরাপদ। রাবী বলেন, লোকেরা নিজেদের বাড়ি-ঘর ও মসজিদুল হারামে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

٣٠٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوْا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا قَالَ لاَ.

৩০২৩। ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কা বিজয়ের দিন কি তারা কোন গনীমত লাভ করেছিলেন? তিনি বললেন, না।

٣٠٢٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا

ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَاَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالْاَنْصَارِ قَالَ اُسْلُكُوْا هٰذَا الطَّرِيْقَ فَلاَ يُشْرِفَنَّ لَكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ اَنَمْتُمُوْهُ فَنَادٰى مُنَادٍ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَعَمَدَ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَغَصَّ بِهِمْ وَطَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ اَخَذَ بِجَنْبَتَيِ الْبَابِ فَخَرَجُوْا فَبَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلاَمِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ مَكَّةُ عَنْوَةً هِيَ قَالَ اَيْشَ يَضُرُّكَ مَا كَانَتْ قَالَ فَصُلْحٌ قَالَ لاَ.

৩০২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও খালিদ ইবনুল ওলীদকে ঘোড়ায় চড়ে (পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্য) পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আনসারদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তারা আসলে তিনি বললেন ঃ তোমরা এই এই পথ ধরে যাও। যে ব্যক্তিই তোমাদের সামনে পড়বে তাকে হত্যা করবে। একজন ঘোষক ঘোষণা করলেন, আজ আর কুরাইশরা অবশিষ্ট থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলো সে নিরাপদ। যে অস্ত্র সমর্পণ করলো সেও নিরাপদ। কুরাইশ নেতারা কা'বা ঘরে ঢোকার ইচ্ছা করলো এবং তাতে ঢুকলো। ফলে তাদের ভীড়ে কা'বা ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে (ইবরাহীমে) নামায পড়লেন, অতঃপর দরজার দু'দিকের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালেন। তারা বের হয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলামের বাই'আত গ্রহণ করলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَبَرِ الطَّائِفِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ তায়েফ বিজয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

٣٠٢٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ

الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ اِذْ بَايَعَتْ قَالَ اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلاَ جِهَادَ وَاَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ سَيَتَصَدَّقُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ اِذَا اَسْلَمُوْا.

৩০২৫। ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ছাকীফ গোত্রের লোকেরা যখন (মদীনায় এসে নবী (সা)-র কাছে) বাই'আত গ্রহণ করলো, তখন তারা কি কি শর্ত আরোপ করলো? তিনি বললেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এই শর্ত আরোপ করলো যে, তারা সদাকা (যাকাত) দিবে না এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন সদাকাও (যাকাত) দিবে, জিহাদও করবে।

টীকা ঃ আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র সেনাপতিত্বে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে তায়েফ বিজিত হয় (অনু.)।

٣٠٢٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ مَنْجُوْفٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُوْنَ اَرَقَّ لِقُلُوْبِهِمْ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَ يُحْشَرُوْا وَلاَ يُعْشَرُوْا وَلاَ يُجَبُّوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اَنْ لاَ تُحْشَرُوْا وَلاَ تُعْشَرُوْا وَلاَ خَيْرَ فِي دِيْنٍ لَيْسَ فِيْهِ رُكُوْعٌ.

৩০২৬। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তাদেরকে তিনি মসজিদে অবস্থান করালেন, যাতে তাদের মন নরম হয়। তারা তাঁর প্রতি শর্ত আরোপ করলো যে, তাদেরকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা যাবে না, তাদের কাছ থেকে উশর (উৎপাদিত ফসলের যাকাত) বা যাকাত আদায় করা যাবে না এবং তাদেরকে নামায পড়তেও বাধ্য করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও উশর প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। তবে যে দীনের মধ্যে রুকূ (নামায) নাই তার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ ইয়ামানের ভূমি সম্পর্কে যেসব নির্দেশ এসেছে

٣٠٢٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِيْ هَمْدَانُ هَلْ أَنْتَ آتٍ هٰذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا فَإِنْ رَضِيْتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ نَعَمْ فَجِئْتُ حَتّٰى قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِيْتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِيْ وَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْكِتَابَ إِلٰى عُمَيْرٍ ذِيْ مُرَّانَ قَالَ وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ إِلَى الْيَمَنِ جَمِيْعًا فَأَسْلَمَ عَكٌّ ذُوْ خَيْوَانَ قَالَ فَقِيْلَ لِعَكٍّ انْطَلِقْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ مِنْهُ الْأَمَانَ عَلٰى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ فَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَكٍّ ذِيْ خَيْوَانَ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِيْ أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيْقِهِ فَلَهُ الْأَمَانُ وَذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ.

৩০২৭। আমের ইবনে শাহর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইয়ামানের উদ্দেশে) বের হলেন। হামদান গোত্রের লোকেরা আমাকে বললো, তুমি কি আমাদের প্রতিনিধি হয়ে এ লোকটির (রাসূলুল্লাহর) কাছে যাবে? তুমি যেসব ব্যাপারে তাঁর সাথে সমঝোতায় আসবে আমরা তা গ্রহণ করবো। আর যেটাকে তুমি অপছন্দ করবে আমরাও তা অপছন্দ করবো। আমি বললাম, হাঁ, যাবো। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁর ফয়সালা মেনে নিলাম এবং আমার গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমায়ের যি-মাররান (রা)-র কাছে একখানা পত্র লিখালেন। রাবী বলেন, তিনি মালেক ইবনে মুরারা আর-রাহাবীকে সমস্ত ইয়ামনবাসীর নিকট (দীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য) প্রেরণ করলেন। অতঃপর আককু যু-খাইওয়ান ইসলাম কবুল করলো। রাবী বলেন, আক্কু-কে বলা হলো, তুমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁর কাছ থেকে তোমার গ্রাম ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আসো। অতএব সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তার জন্য নিরাপত্তাপত্র লিখালেন। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আককু যি-খাইওয়ানের প্রতি। যদি সে (ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তার গ্রাম, তার ধন-সম্পদ ও তার দাস-দাসীর যিম্মাদারী ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা) এ চিঠির মুসাবিদা লিখেছিলেন।

টীকা ঃ ৬৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের দিকে ইয়ামানের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে (অনু.)।

٣٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعِيْدٍ يَعْنِي ابْنَ اَبْيَضَ عَنْ جَدِّهِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ كَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّدَقَةِ حِيْنَ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا اَخَا سَبَاءٍ لاَ بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ اِنَّمَا زَرْعُنَا الْقُطْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَاءٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ بِمَأْرِبَ فَصَالَحَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَبْعِيْنَ حُلَّةَ بَزٍّ مِنْ قِيْمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَا بِمَأْرِبَ فَلَمْ يَزَالُوْا يُؤَدُّوْنَهَا حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوْا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا صَالَحَ اَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحُلَلِ السَّبْعِيْنَ فَرَدَّ ذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى مَا وَضَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى مَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ انْتَقَضَ ذٰلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ.

৩০২৮। আবয়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, তখন তাঁর সাথে সদাকা (যাকাত) সম্পর্কে আলাপ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে সাবার অধিবাসীগণ! সদাকা অবশ্যই দিতে হবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কৃষি উৎপাদন হলো তুলা। আর 'সাবার' অধিবাসীরা তো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাদের কেউ অবশিষ্ট নেই, শুধু

মা'রিব শহরে মুষ্টিমেয় লোক আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তর জোড়া মু'আফিরী কাপড়ের মূল্যের বিনিময়ে তাদের সাথে সন্ধি করলেন। বাজ্জিল মা'আফিরের (কাপড় উৎপাদনকারী) লোকেরা প্রতি বছর এটা নিয়মিত আদায় করবে। মা'রিবে বসবাসকারী সাবার এই অবশিষ্ট লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত এই কর প্রদান করে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কর্মচারীরা তাঁর সাথে আব্‌য়াদ ইবনে হাম্মালের সত্তর জোড়া কাপড় প্রদানের চুক্তি লংঘন করে। আবু বাক্‌র (রা) এটা জানতে পেরে পূর্বের চুক্তিই পুনর্বহাল করলেন। আবু বাক্‌র (রা)-র মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকলো। আবু বাক্‌র (রা)-র মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি রহিত হয়ে গেলো এবং তারা অপরাপর মুসলমানদের ন্যায় সদাকা দিতে থাকলো।

টীকা ঃ 'সাবা' কুরআনে উল্লেখিত একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম। এলাকাটি বর্তমান ইয়ামানের অন্তর্ভুক্ত। 'মা'রিব' সাবার রাজধানী ছিল। বিলকিস এ রাজ্যের রাণী ছিলেন (অনু.)।

بَابٌ فِيْ اِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে ইহূদীদের উচ্ছেদের বিবরণ

٣٠٢٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصٰى بِثَلَاثَةٍ فَقَالَ اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اَجِيْزُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْ قَالَ فَاُنْسِيْتُهَا وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ اَدْرِيْ اَذَكَرَ سَعِيْدٌ الثَّالِثَةَ فَنَسِيْتُهَا اَوْ سَكَتَ عَنْهَا.

৩০২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে ওসিয়াত (উপদেশ) করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের (পৌত্তলিকদের) বহিষ্কার করো। আর আমি যেভাবে রাষ্ট্রদূতদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছি তোমরাও অনুরূপ ব্যবহার করবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। অথবা তিনি বলেছেন, আমি (ইবনে আব্বাস) তা ভুলে গেছি। আল-হুমাইদী (র)-সুফিয়ান (র) বলেন, সাঈদ (র) কি তৃতীয় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং আমি তা বিস্মৃত হয়েছি, না তিনি তা উল্লেখ করা থেকে নীরব থেকেছেন– এ ব্যাপারে আমি কিছু স্মরণ করতে পারছি না।

টীকা ঃ মুশরিকদের বহিষ্কার সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, এ নির্দেশ শুধু মদীনার জন্য প্রযোজ্য ছিল। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, হেজাজ অর্থাৎ মক্কা, মদীনা ও ইয়ামামা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইয়ামান এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ তিনি বলেছেন, আমি ভুলে গেছি অথবা তিনি নীরব থেকেছেন– কথাটার অর্থ এও হতে পারে : অধস্তন রাবী সুলায়মান বলেন, সাঈদ ইবনে জুবায়ের তৃতীয় বিষয়টি বলা থেকে চুপ থেকেছেন; অথবা সাঈদ বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) তৃতীয় বিষয়টি আমাকে বলেছেন কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। ইমাম মালেক তার 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে তৃতীয় বিষয়টি এরূপ উল্লেখ করেছেন : لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ وَثَنًا يُّعْبَدُ 'আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার কবরকে পূজ্যমূর্তিতে পরিণত করো না' (অনু.)।

٣٠٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ اَتْرُكُ فِيْهَا الاَّ مُسْلِمًا.

৩০৩০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি অবশ্যই আরব উপদ্বীপ থেকে ইহূদী-খৃস্টানদের বহিষ্কার করবো। এখানে আমি মুসলমানদের ছাড়া আর কাউকে থাকতে দিবো না।

٣٠٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ.

৩০৩১। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... উপরের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু পূর্বের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ।

٣٠٣٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُوْنُ قِبْلَتَانِ فِيْ بَلَدٍ وَّاحِدٍ.

৩০৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একই জনপদে (রাষ্ট্রে) দু'টি কিবলা থাকতে পারে না।

টীকা ঃ এ দ্বারা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)।

٣٠٣٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ سَعِيْدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جَزِيْرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِيْ اِلٰى اَقْصَى الْيَمَنِ اِلٰى تُخُوْمِ الْعِرَاقِ اِلٰى الْبَحْرِ.

৩০৩৩। উমার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, আরব উপদ্বীপের সীমা না হলো ঃ একদিকে ওয়াদিল কুরা থেকে ইয়ামানের সীমান্ত পর্যন্ত এবং অপরদিকে ইরাকের সীমান্ত থেকে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত।

টীকা ঃ আরব সাগর, ভূমধ্য সাগর, দাজলা ও ফোরাত নদী পরিবেষ্টিত এলাকা ; অথবা দৈর্ঘ্যে এডেন থেকে সিরিয়ার সীমান্ত এবং প্রস্থে জেদ্দা থেকে ইরাকের সবুজ-শ্যামল ভূমি পর্যন্ত এলাকা জাযীরাতুল আরাবের (আরব উপদ্বীপের) অন্তর্ভুক্ত (কামূস)।

٣٠٣٤- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُرِيءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكَ اَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ اَجْلٰى اَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلَوْا مِنْ تَيْمَاءَ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ فَاَمَّا الْوَادِيْ فَاِنِّىْ اَرٰى اَنَّمَا لَمْ يُجْلِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الْيَهُوْدِ اَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ اَرْضِ الْعَرَبِ. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ اَجْلٰى عُمَرُ يَهُوْدَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ.

৩০৩৪। আবু দাউদ (র) বলেন, হারিস ইবনে মিসকীনের সামনে (একটি হাদীস) পাঠ করা হলো। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আশহাব ইবনে আবদুল আযীয বলেন, মালেক বলেছেন, উমার (রা) নাজরানবাসীদের উচ্ছেদ করেছেন কিন্তু তাইমার অধিবাসীদের উচ্ছেদ করেননি। কেননা এটি আরব উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। ওয়াদিল কুরা সম্পর্কে আমি (মালেক) যতদূর জানি, সেখানকার ইহূদীদের নির্বাসন দেয়া হয়নি। কারণ তারা (উমার) এ এলাকাটিকে আরব উপদ্বীপের অংশ মনে করতেন না। মালেক (র) বলেন, উমার (রা) নাজরান ও ফাদাক এলাকার ইহূদীদের উচ্ছেদ করেছিলেন।

بَابٌ فِيْ اِيْقَافِ اَرْضِ السَّوَادِ وَاَرْضِ الْعَنْوَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ সন্ধির মাধ্যমে এবং জোরপূর্বক দখলকৃত এলাকা সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা স্থগিত রাখা

٣٠٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيْزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِيْنَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ اِرْدَبَّهَا وَدِيْنَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَاْتُمْ. قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلٰى ذٰلِكَ لَحْمُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

৩০৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে যখন ইরাকবাসীরা তাদের পরিমাপ পদ্ধতি ও দিরহাম ব্যবহার করা বন্ধ করে দিবে। সিরিয়ার অধিবাসীরাও তাদের পরিমাপ পদ্ধতি ও দীনার ব্যবহার করা থেকে বিরত হবে। মিসরবাসীরাও তাদের পরিমাপ পদ্ধতি ও দীনার ব্যবহার করা থেকে বিরত হবে। পরে তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছো সেখানেই ফিরে আসবে (অর্থাৎ কাফেররা তোমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিবে)। অধস্তন রাবী যুহাইর এ কথাটা তিনবার উচ্চারণ করেছেন যে, এ হাদীসের উপর আবু হুরায়রার রক্ত-মাংস সাক্ষী থাকলো।

টীকা ঃ এসব দেশ মদীনার শাসনাধীন এসে যাবে। ফলে উল্লেখিত অঞ্চলের লোকেরা কেন্দ্রের প্রবর্তিত মুদ্রা ও পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করতে বাধ্য হবে (অনু.)।

٣٠٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا وَاَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا وَاَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

৩০৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে কোন জনবসতিতে এসে উপস্থিত হও এবং সেখানে অবস্থান করো (অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে কোন এলাকা দখলে আসলে) তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট অংশই পাবে (তা গনীমতরূপে বণ্টিত হবে না)। আর যে কোন জনপদই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো (এবং যুদ্ধ করে তোমরা তা দখল করলে), এখান থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের।

بَابٌ فِيْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ জিয্য়া আদায় করার বর্ণনা

٣٠٣٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلٰى اُكَيْدِرِ دُوْمَةَ فَاَخَذُوْهُ فَاَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.

৩০৩৭। আনাস ইবনে মালেক ও উসমান ইবনে আবু সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনুল ওলীদকে দূমাতুল জান্দালের (খৃস্টান শাসক) উকাইদির ইবনে আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে (অভিযানে) প্রেরণ করলেন। তারা (খালিদ ও তার সাথীরা) তাকে গ্রেফতার করে নবী (সা)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। তিনি তার জীবনভিক্ষা দিলেন এবং জিয্য়া দেয়ার শর্তে তার সাথে সন্ধি করলেন।

٣٠٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِيْ مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيْ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ.

৩০৩৮। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিলেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (অমুসলিম) ব্যক্তির নিকট থেকে এক দীনার করে জিয্য়া আদায় করবে অথবা এর সমমূল্যের ইয়ামানে উৎপাদিত মু'আফিরী কাপড় আদায় করবে।

٣٠٣٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৩০৩৯। মু'আয (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٠٤٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هَانِيْءٍ اَبُوْ نُعَيْمٍ النَّخْعِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَئِنْ بَقِيْتُ لِنَصَارى بَنِيْ تَغْلِبَ لَاَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَاَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ فَاِنِّيْ كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَنْ لاَ يُنَصِّرُوْا اَبْنَاءَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَبَلَغَنِيْ عَنْ اَحْمَدَ اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِنْكَارًا شَدِيْدًا. قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَقْرَأْهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِى الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ.

৩০৪০। যিয়াদ ইবনে হুদাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যদি বেঁচে থাকি তবে খৃস্টান বনূ তাগলিব গোত্রের যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে অবশ্যই হত্যা করবো এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করবো। কেননা আমি তাদের ও নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র লিখেছিলাম ঃ "তারা তাদের সন্তানদের খৃস্টান বানাতে পারবে না।"
আবু দাউদ (র) বলেন, এটি একটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস। আমি জানতে পারলাম, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হাদীসটি চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারো কারো মতে এটা মাতরূক (পরিত্যক্ত) হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। অধস্তন রাবী আবদুর রহমান ইবনে হানীর কারণে লোকেরা এটাকে মুনকার হাদীস মনে করতেন। আবু আলী বলেন, ইমাম আবু দাউদ যখন তার এই সংকলন দ্বিতীয়বার পাঠ করে শুনান, তখন তিনি এর মধ্যে উল্লেখিত হাদীসটি আর পাঠ করেননি।

٣٠٤١- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ نَجْرَانَ عَلٰى اَلْفَىْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِيْ صَفَرٍ وَالنِّصْفُ فِيْ رَجَبٍ يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَعَارِيَةِ ثَلاَثِيْنَ دِرْعًا وَثَلاَثِيْنَ فَرَسًا وَثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا وَثَلاَثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ اَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُوْنَ بِهَا وَالْمُسْلِمُوْنَ ضَامِنُوْنَ لَهَا حَتّٰى يَرُدُّوْهَا عَلَيْهِمْ اِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ ذَاتُ غَدْرٍ عَلٰى اَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بِيْعَةٌ وَلاَ يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلاَ يُفْتَنُوْا عَنْ دِيْنِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوْا حَدَثًا اَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَقَدْ اَكَلُوا الرِّبَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا اَنْقَضُوْا بَعْضَ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ اَحْدَثُوْا.

৩০৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদের সাথে বছরে দুই হাজার জোড়া কাপড় প্রদানের শর্তে সন্ধি স্থাপন করলেন। তারা অর্ধেক কাপড় সফর মাসে এবং বাকি অর্ধেক রজব মাসে মুসলমানদের কাছে পরিশোধ করবে এবং তারা তিরিশটি লৌহবর্ম, তিরিশটি ঘোড়া, তিরিশটি উট এবং প্রত্যেক প্রকারের তিরিশটি করে যুদ্ধাস্ত্র তাদেরকে জিহাদ করার জন্য ধার দিবে। যদি ইয়ামানে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে বা বিদ্রোহ করে তবে তা দমন করার জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে। যুদ্ধের পর মুসলমানরা এগুলো তাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এই ধার দেয়ার বিনিময়ে তাদের (নাজরানের খৃস্টানদের) গীর্জাসমূহ ধ্বংস করা হবে না, তাদের পুরোহিতদের বহিষ্কার করা হবে না এবং তাদের ধর্মের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। চুক্তির এ শর্তগুলো ততক্ষণই বলবৎ থাকবে যতক্ষণ

তারা কোনরূপ বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি না করবে এবং সুদের ব্যবসায় লিপ্ত না হবে। (অধস্তন রাবী) ইসমাঈল বলেন, নাজরানবাসীরা সুদের কারবারে লিপ্ত হয়ে এ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিল।

بَابٌ فِيْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوْسِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ মজুসীদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করার বর্ণনা

٣٠٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ اِبْلِيْسُ الْمَجُوْسِيَّةَ.

৩০৪২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পারস্যের অধিবাসীদের নবী যখন মারা গেলেন, ইবলীস তাদেরকে অগ্নিপূজায় লিপ্ত করলো।

٣٠٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ وَاَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ اِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اُقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِيْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِيْ يَوْمٍ ثَلاَثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَحَرِيْمِهِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيْرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلٰى فَخِذِهِ فَاَكَلُوْا وَلَمْ يُزَمْزِمُوْا وَاَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ اَوْ بَغْلَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

৩০৪৩। বাজালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহনাফ ইবনে কায়েসের চাচা জাযই ইবনে মু'আবিয়ার কাতেব (সচিব) ছিলাম। উমার (রা)-র মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তার লেখা একখানা পত্র আমাদের হস্তগত হলো। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা করো, প্রত্যেক মুহরিম মুজূসী স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করো এবং তাদেরকে যামযামা থেকে বিরত রাখো। আমরা একদিনে তিন জাদুকরকে হত্যা করলাম এবং আল্লাহর কিতাবে (মুহরিম হিসাবে) বিধিবদ্ধ প্রতিটি মজূসী পুরুষ ও তার মুহরিম

স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম। তিনি (জাযই) অনেক খাবার তৈরি করিয়ে পারসিকদের ডাকালেন। তিনি তার উরুর উপর তরবারি রাখলেন। তারা খাবার খেলো কিন্তু যামযামা করলো না। তারা এক অথবা (রাবীর সন্দেহ) দুই খচ্চর বোঝাই রূপা (কর হিসাবে) উপস্থিত করলো। কিন্তু উমার (রা) কখনো মজূসীদের কাছ থেকে জিযয়া আদায় করেননি। যখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাজার' এলাকার মজূসীদের কাছ থেকে জিযয়া আদায় করেছেন তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন।

টীকা : মজূসীরা খাবার গ্রহণের সময় অস্পষ্ট স্বরে যে মন্ত্র পাঠ করতো তার নাম 'যামযামা'(অনু.)।

٣٠٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَسْبَذِيِّيْنَ مِنْ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَهُمْ مَجُوْسُ اَهْلِ هَجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُ مَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فِيْكُمْ قَالَ شَرٌّ قُلْتُ مَهْ قَالَ الْاِسْلَامُ اَوِ الْقَتْلُ. قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَتَرَكُوْا مَا سَمِعْتُ اَنَا مِنَ الْاَسْبَذِيِّ.

৩০৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাহরাইনের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ওমানের রাজবংশের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। এরা হাজার এলাকার মজূসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সে কিছুক্ষণ তাঁর কাছে অবস্থান করলো, অতঃপর বেরিয়ে আসলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের জন্য কি ফয়সালা দিলেন? সে বললো, অবাঞ্ছিত ফয়সালা। আমি বললাম, চুপ করো! সে বললো, হয় ইসলাম গ্রহণ করো অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে জিযয়া আদায় করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকেরা আবদুর রহমান (রা)-র বক্তব্যই গ্রহণ করলো এবং আসবাযীর কাছে শ্রুত আমার বক্তব্য বর্জন করলো।

টীকা : আসবাযী বা উসবাযী। শব্দটির বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। শাব্দিক অর্থ অশ্ব-পূজারী। (১) উমানের শাসক, (২) অগ্নি-উপাসক, (৩) বাহ্‌রাইনের আসবায নামক এলাকার বাসিন্দা, (৪) পারসিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নাম। উমানের শাসক আল-মুনযির ইবনে সাওয়া আল-আসবাযী (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী (অনু.)।

بَابٌ فِي التَّشْدِيْدِ فِيْ جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ জিয্য়া আদায়ে কঠোরতা করা নিষেধ

٣٠٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلٰى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِّنَ الْقِبْطِ فِيْ اَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا.

৩০৪৫। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রা) দেখলেন, হিমসের শাসক কিছু সংখ্যক কিবতীকে তাদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করার জন্য রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনি বললেন, এ কী? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যারা দুনিয়াতে মানুষকে অকারণ শাস্তি দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

بَابٌ فِيْ تَعْشِيْرِ اَهْلِ الذِّمَّةِ اِذَا اخْتَلَفُوْا بِالتِّجَارَةِ.

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যিম্মীদের ব্যবসায়ের লাভ থেকে উশূর (এক-দশমাংশ শুল্ক) আদায় করা

٣٠٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهٖ اَبِيْ اُمِّهٖ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ.

৩০৪৬। হারব ইবনে উবাইদুল্লাহ (র) থেকে তার নানা অর্থাৎ তার মায়ের পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (নানা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উশূর (এক-দশমাংশ বাণিজ্য শুল্ক) ইহূদী ও নাসারাদের (ব্যবসায়িক পণ্যের) উপর ধার্য করা হবে এবং মুসলমানদের উপর ধার্য হয় না।

টীকা ঃ দু'টি স্বতন্ত্র পরিভাষা– উশ্র (عُشْرٌ এক-দশমাংশ) ও উশূর (عُشُوْرٌ - শুল্ক)। জমির উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ বা উশর মুসলমানদের উপর ধার্য হয়। তাদের ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ধার্য হয়। আর অমুসলিমদের ব্যবসায়িক পণ্যের উপর উশূর (বাণিজ্য শুল্ক) ধার্য হয়। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে

উক্ত বাণিজ্যশুল্ক আরোপ করা জরুরী নয়, ঐচ্ছিক। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অমুসলিম দেশে বাণিজ্যরত মুসলমানদের উপর বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করা হলে, মুসলিম দেশের অমুসলিমদের উপর বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করা হবে (অনু.)।

٣٠٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُوْرِ.

৩০৪৭। হারব ইবনে উবাইদুল্লাহ (র) তার সনদ পরম্পরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই (উপরের) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে উশূরের স্থলে খারাজ (খাজনা) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُعَشِّرُ قَوْمِي قَالَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى.

৩০৪৮। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বাক্‌র ইবনে ওয়াইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি তার মামার কাছ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে উশূর আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ উশূর ইহূদী ও খৃস্টানদের উপর ধার্য হয়।

٣٠٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِى الْاِسْلَامَ وَعَلَّمَنِيْ كَيْفَ اٰخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ اَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّمَا عَلَّمْتَنِيْ قَدْ حَفِظْتُ اِلاَّ الصَّدَقَةَ اَفَاُعَشِّرُهُمْ قَالَ لاَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى النَّصَارٰى وَالْيَهُوْدِ.

৩০৪৯। ছাকীফ গোত্রের হারব ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমাইর (র) থেকে তার নানার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (নানা) বনূ তাগলিব গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন। আমার গোত্রের যে সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের কাছ থেকে কিভাবে সদাকা (যাকাত) আদায় করবো তাও তিনি আমাকে শিক্ষা

দিলেন। আমি তাঁর কাছে পুনরায় ফিরে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তার সবই আমার মনে আছে। আমি সদাকার বিধান মনে রাখতে পারিনি। আমি কি তাদের কাছ থেকে উশূর আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ না, উশূর কেবলমাত্র ইহূদী-খৃস্টানদের উপর ধার্য হয়।

٣٠٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا اَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ عُمَيْرٍ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِدًا مُنْكَرًا فَاَقْبَلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَلَكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا حُمُرَنَا وَتَاْكُلُوْا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوْا نِسَاءَنَا فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِرْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ اَلاَ اِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِمُؤْمِنٍ وَاَنِ اجْتَمِعُوْا لِلصَّلاَةِ قَالَ فَاجْتَمَعُوْا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَةٍ قَدْ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلاَّ مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اَلاَ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ قَدْ وَعَظْتُ وَاَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَكْثَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ بِاِذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلاَ اَكْلَ ثِمَارِهِمْ اِذَا اَعْطَوْكُمُ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ.

৩০৫০। সুলাইম গোত্রের ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারে অবতরণ করলাম। তাঁর সাথে যেসব সাহাবা এসেছিলেন তারাও। খায়বার এলাকার সরদার ছিল বিদ্রোহী ও ধুর্ত। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাদের গাধাগুলোকে যবেহ করা, আমাদের ফল খাওয়া এবং আমাদের স্ত্রীলোকদেরকে নির্যাতন করা তোমাদের জন্য কি হালাল? একথা শুনে নবী আলাইহিস সালাম ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি ইবনে আওফকে বললেন ঃ তুমি ঘোড়ায় চড়ে ঘোষণা করে দাও ঃ "কেবলমাত্র মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য জান্নাত হালাল নয়; তোমরা নামাযের জন্য একত্র হও।" রাবী বলেন, তারা (সাহাবাগণ) একত্র হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের

নামায পড়ালেন; অতঃপর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে মত প্রকাশ করবে, আল্লাহ কোন জিনিস হারাম করেননি, শুধু তাই (হারাম করেছেন) যা এই কুরআনে আছে। সাবধান! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কোন কোন ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছি এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছি তা কুরআনেরই অনুরূপ বা তার অতিরিক্ত (অধিক)। আহলে কিতাবদের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা, তাদের স্ত্রীলোকদের নির্যাতন করা এবং তাদের উপর ধার্যকৃত ফল (জিয্য়া) তোমাদের দিলে তাদের ফল খাওয়া তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হালাল (জায়েয) করেননি।

টীকা ঃ অর্থাৎ আমার আদেশ-নিষেধের সংখ্যা কুরআনের আদেশ-নিষেধের সংখ্যার সমান অথবা তার চেয়ে বেশী (অনু.)।

٣٠٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيْفٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَتَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُوْنَكُمْ بِاَمْوَالِهِمْ دُوْنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيْدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَيُصَالِحُوْنَكُمْ عَلٰى صُلْحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلاَ تُصِيْبُوْا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذٰلِكَ فَاِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ.

৩০৫১। জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খুব সম্ভব তোমরা এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর বিজয়ী হবে। তারা নিজেদের জীবন ও সন্তানদের রক্ষার জন্য তোমাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিবে। সাঈদ (র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, তারা তোমাদের সাথে সন্ধি করবে। তোমরা তাদের কাছ থেকে ধার্যকৃত পরিমাণের অধিক আদায় করো না। কেননা এটা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়।

٣٠٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ الْمَدَنِيُّ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اٰبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩০৫২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কিছু সংখ্যক সন্তান থেকে বর্ণিত। তারা তাদের বাপ-চাচার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যারা ছিল পরস্পর আত্মীয়, তিনি বলেন ঃ সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির উপর যুলুম করবে অথবা তার প্রাপ্য কম দিবে অথবা তার সামর্থ্যের বাইরে তাকে কিছু করতে বাধ্য করবে অথবা তার সম্মতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু আদায় করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষেবাদী হবো।

بَابٌ فِى الذِّمِّىِّ الَّذِيْ يُسْلِمُ فِىْ بَعْضِ السَّنَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বছরের কোন সময় যিম্মী মুসলমান হলে

٣٠٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلٰى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ.

৩০৫৩-৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের উপর জিয্য়া ধার্য হবে না।

٣٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ يَعْنِيْ عَنْ تَفْسِيْرِ هٰذَا فَقَالَ اِذَا اَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ.

৩০৫৪। সুফিয়ান সাওরী (র)-কে উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যখন সে ইসলাম গ্রহণ করবে তার উপর জিয্য়া ধার্য হবে না।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يُقْبِلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ইমাম (শাসক) কর্তৃক মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ

٣٠٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ لَقِيْتُ بِلاَلاً مُؤَذِّنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَبَ فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ اَنَا الَّذِيْ اَلِيْ ذٰلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اِذَا اَتَاهُ الْاِنْسَانُ

مُسْلِمًا فَرَاٰهُ عَارِيًا يَاْمُرُنِيْ فَاَنْطَلِقُ فَاَسْتَقْرِضُ فَاَشْتَرِيْ لَهُ الْبُرْدَةَ فَاَكْسُوْهُ وَاُطْعِمُهُ حَتّٰى اِعْتَرَضَنِيْ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ يَا بِلاَلُ اِنَّ عِنْدِيْ سَعَةً فَلاَ تَسْتَقْرِضْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ مِنِّيْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لِاُوَذِّنَ بِالصَّلاَةِ فَاِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ اَقْبَلَ فِيْ عِصَابَةٍ مِّنَ التُّجَّارِ فَلَمَّا اَنْ رَاٰنِيْ قَالَ يَا حَبَشِيُّ قُلْتُ يَا لَبَّاهُ فَتَجَهَّمَنِيْ وَقَالَ لِيْ قَوْلاً غَلِيْظًا وَقَالَ لِيْ اَتَدْرِيْ كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ قَرِيْبٌ قَالَ اِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَرْبَعٌ فَاٰخُذُكَ بِالَّذِيْ عَلَيْكَ فَاَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاَخَذَ فِيْ نَفْسِيْ مَا يَاْخُذُ فِيْ اَنْفُسِ النَّاسِ حَتّٰى اِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَهْلِهِ فَاسْتَاْذَنْتُ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لِيْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِيْ كُنْتُ اَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِيْ عَنِّيْ وَلاَ عِنْدِيْ وَهُوَ فَاضِحِيْ فَأْذَنْ لِيْ اَنْ اٰبِقَ اِلٰى بَعْضِ هٰؤُلاَءِ الْاَحْيَاءِ الَّذِيْنَ قَدْ اَسْلَمُوْا حَتّٰى يَرْزُقَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَسُوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِيْ عَنِّيْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا اَتَيْتُ مَنْزِلِيْ فَجَعَلْتُ سَيْفِيْ وَجِرَابِيْ وَنَعْلِيْ وَمِجَنِّيْ عِنْدَ رَأْسِيْ حَتّٰى اِذاَ انْشَقَّ عَمُوْدُ الصُّبْحِ الْاَوَّلِ اَرَدْتُ اَنْ اَنْطَلِقَ فَاِذَا اِنْسَانٌ يَسْعٰى يَدْعُوْ يَا بِلاَلُ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَاِذَا اَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ اَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَاْذَنْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ اَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْاَرْبَعَ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ اِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَاِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا اَهْدَاهُنَّ اِلَيَّ عَظِيْمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِى الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ قُلْتُ قَدْ قَضَى اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ اَفَضَلَ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ انْظُرْ اَنْ تُرِيْحَنِيْ مِنْهُ فَانِّيْ لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ اَهْلِيْ حَتّٰى تُرِيْحَنِيْ مِنْهُ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِيْ فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِيْ قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ مَعِيْ لَمْ يَأْتِنَا اَحَدٌ فَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيْثَ حَتّٰى اِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِيْ مِنَ الْغَدِ دَعَانِيْ قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِيْ قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ اَرَاحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ شَفَقًا مِنْ اَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذٰلِكَ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلٰى امْرَاَةٍ امْرَاَةٍ حَتّٰى اَتٰى مَبِيْتَهُ فَهٰذَا الَّذِيْ سَاَلْتَنِيْ عَنْهُ.

৩০৫৫। আবদুল্লাহ আল-হাওযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলেপ্পোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন বিলাল (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি বললাম, হে বিলাল! আমাকে বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ কিভাবে চলতো? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (রাসূল হিসাবে) প্রেরণের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর পরিবারের যাবতীয় ব্যাপারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলাম। তাঁর কাছে যখন কোন মুসলমান আসতো এবং তিনি তাকে বস্ত্রহীন দেখতেন, আমাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন এবং আমি কর্জ করার জন্য বের হয়ে পড়তাম। আমি তার জন্য কাপড় কিনে নিয়ে এসে তাকে পরিয়ে দিতাম এবং আহার করাতাম। এমতাবস্থায় মুশরিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো, হে বিলাল! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। তুমি অন্য কারো কাছে ধার না করে আমার কাছ থেকে কর্জ নিও। অতএব আমি তাই করলাম।

ইতিমধ্যে আমি একদিন উযু করে নামাযের আযান দেয়ার জন্য উঠলাম। এমন সময় মুশরিক লোকটি একদল ব্যবসায়ীর সাথে এসে উপস্থিত হলো। সে আমাকে দেখামাত্র বললো, হে হাবশী। আমি বললাম, উপস্থিত আছি। সে আমাকে কটূক্তি করাতে আমার মনে খুব বাঁধলো। সে আমাকে আরো বললো, তুমি কি জানো, তোমার ও এই মাসের মাঝে কত দিন বাকী আছে? আমি বললাম, নিকটেই (ঋণ পরিশোধের সময়)। সে

বললো, তোমার ও তার (ঋণ পরিশোধের সময়ের) মাঝে চার দিনের ব্যবধান আছে। মাসশেষে আমি তোমাকে আমার দেয়া ঋণের পরিবর্তে ধরে নিয়ে যাবো; অতঃপর মেষপালের রাখাল নিযুক্ত করে তোমাকে তোমার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবো।

অন্যান্য লোকের মত স্বভাবতই আমাকে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার পেয়ে বসলো। এ অবস্থায় আমি যখন ইশার নামায আদায় করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিজনের কাছে ফিরে আসলেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি তা মঞ্জুর করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি যে মুশরিক ব্যক্তির কাছ থেকে কর্জ নিয়েছিলাম সে আমাকে এই এই কথা বলেছে। আমার এই ঋণ পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য আপনারও নেই, আমারও নেই। সে আমাকে অপদস্থ করে ছাড়বে। আপনি আমাকে ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে এরূপ যে কোন মুসলিম জনপদে পলায়ন করার অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচুর সম্পদের ব্যবস্থা করে দেয়া পর্যন্ত, যা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ করা যাবে, ততোদিন আমাকে আত্মগোপনের অনুমতি দিন।

একথা বলে আমি আমার ঘরে চলে আসলাম। আমি আমার তরবারি, মোজা, জুতা ও ঢাল গুছিয়ে আমার মাথার কাছে রাখলাম। ইচ্ছা ছিল, ভোরের আভা ফুটে উঠলেই বের হয়ে পড়বো। হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে আমাকে বললো, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে স্মরণ করেছেন। আমি রওয়ানা হয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলাম। দেখি কি, চারটি উট পিঠে বোঝাই মাল নিয়ে বসে আছে। আমি অনুমতি চাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করো! আল্লাহ তা'আলা তোমার দেনা পরিশোধ করার জন্য এগুলো পাঠিয়েছেন। পুনরায় তিনি বললেন ঃ তুমি কি বসা এই চারটি জন্তু দেখতে পাচ্ছো না? আমি বললাম, হাঁ, দেখছি। তিনি বললেন ঃ এই উট এবং এদের পিঠে বোঝাই সব মাল তোমার জন্য। এদের পিঠ বোঝাই বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য– এগুলো ফাদাকের শাসক আমার জন্য পাঠিয়েছে। এগুলো নিয়ে তোমার দেনা পরিশোধ করো। আমি তাই করলাম (নিয়ে নিলাম এবং দেনা পরিশোধ করলাম)।

অতঃপর বিলাল (রা) বললেন, আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে যে মাল আছে তার অবস্থা কি, দেনা কি পরিশোধ হয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত দেনা পরিশোধ করার তৌফিক দিয়েছেন। এখন আর কিছু বাকি নাই। তিনি বললেন ঃ কিছু মাল অবশিষ্ট আছে কি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ অবশিষ্ট মাল তাড়াতাড়ি ব্যয় করো। তুমি যতক্ষণ আমাকে এই অবশিষ্ট মাল থেকে রেহাই না দিবে, ততক্ষণ আমি আমার পরিবারের কারো কাছে যাবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়ে আমাকে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছের মালের অবস্থা কি? আমি বললাম, তা আমার কাছেই আছে। কোন লোকই আমার কাছে আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদেই রাত কাটালেন। রাবী হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করলেন। এমনকি পরবর্তী দিনের ইশার নামায পড়ে তিনি আমাকে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছের অবশিষ্ট মালের অবস্থা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে তা থেকে চিন্তামুক্ত করেছেন। তিনি তাকবীর বললেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, হয়তো তাঁর মৃত্যু হয়ে যাবে অথচ ঐ মাল তাঁর কাছে থেকে যাবে। অতঃপর আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসে এক এক করে তাদের প্রত্যেককে সালাম দিলেন, এভাবে তিনি তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। এই হলো ঘটনা যা তুমি (আবদুল্লাহ আল-হাওযানী) আমাকে জিজ্ঞেস করেছো।

টীকা ঃ 'আলেপ্পো' সিরিয়ার অন্তর্গত একটি শহর। মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর বিলাল (রা) মদীনা থেকে এখানে চলে আসেন (অনু.)।

٣٠٥٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِمَعْنَى اِسْنَادِ اَبِيْ تَوْبَةَ وَحَدِيْثِهِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَا يَقْضِيْ عَنِّيْ فَسَكَتَ عَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَمَزْتُهَا.

৩০৫৬। মু'আবিয়া (র) থেকে আবু তাওবার সূত্রে (উপরে) বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে, বিলাল বললেন, ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য আপনারও নাই আমারও নাই। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। এ অবস্থাটা আমার কাছে খুব অসহনীয় ও কঠিন মনে হলো।

٣٠٥٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ اَهْدَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ اَسْلَمْتَ قُلْتُ لاَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِالْمُشْرِكِيْنَ.

৩০৫৭। ইয়াদ ইবনে হিমার থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি উষ্ট্রী উপঢৌকন দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইসলাম কবুল করেছ? আমি বললাম, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাকে মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

টীকা ঃ সামাজিক ও মানবিক সৌজন্য রক্ষার্থে অমুসলিম ব্যক্তির উপহারাদি গ্রহণ এবং তাকেও উপহারাদি প্রদান জায়েয। ইয়াদ ইবনে হিমার পরে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন (অনু.)।

بَابٌ فِيْ اِقْطَاعِ الْاَرَضِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ জায়গীর হিসাবে কাউকে জমি দান করা

٣٠٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَهُ اَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

৩০৫৮। ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামাওত এলাকায় তাকে একখণ্ড জমি জায়গীর হিসাবে দান করেছিলেন।

٣٠٥٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

৩০৫৯। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) নিজ সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ خَطَّ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ اَزِيْدُكَ اَزِيْدُكَ.

৩০৬০। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আমাকে ঘর তোলার জন্য একখণ্ড জমি দিলেন এবং তীরের ফলা দিয়ে এর সীমা চিহ্নিত করে দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাকে আরো দিবো, আরো দিবো।

টীকা ঃ "আরো দিবো, আরো দিবো" কথাটার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা ঃ এ পরিমাণ কি তোমার জন্য যথেষ্ট না, আরো দিবো? এটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট, আর চেও না; আপাতত এটুকুই লও, পরে আরো দিবো (অনু.)।

٣٠٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اِلَّا الزَّكَاةُ اِلَى الْيَوْمِ.

৩০৬১। রবী'আ ইবনে আবু আবদুর রহমান (র) একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানীকে আল-ফুর' অঞ্চলের আল-'কাবালিয়া' নামক স্থানের খনিসমূহ জায়গীরস্বরূপ দান করেছিলেন। আজ পর্যন্ত এর উপর যাকাত ছাড়া অন্য কিছু ধার্য করা হয়নি।

টীকা ঃ ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে, খনিজ দ্রব্যের যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে, খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে। বর্তমান কালে জনস্বার্থে খনিজ সম্পদের মালিক হয় সরকার। অতএব তাতে যাকাত বা খুমুস আরোপের প্রশ্ন উঠে না (অনু.)।

٣٠٦٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا. وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هٰذَا مَا أَعْطٰى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ بِلاَلَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ. قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلٰى بَنِي الدِّيْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

৩০৬২। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাইনা গোত্রের বিলাল ইবনুল হারিসকে কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্ন ভূমির খনিসমূহ (জায়গীরস্বরূপ) দান করেছিলেন। তিনি তাকে কুদস পাহাড়ের কৃষিভূমিও দান করেছিলেন। আব্বাস ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী 'জালসিয়া' ও 'গাওরিয়া' শব্দের স্থলে পর্যায়ক্রমে 'জালসা' ও 'গাওরা' শব্দের উল্লেখ করেছেন। তিনি কোন মুসলমানের মালিকানাধীন জমি তাকে দান করেননি বা এ জমির উপর কোন মুসলমানের মালিকানা স্বত্ব ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (হারিসকে) একটি সনদও লিখে দিয়েছিলেন ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ মুযাইনা গোত্রের বিলাল ইবনুল হারিসকে কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্নভূমির খনিসমূহ এবং কুদস পাহাড় সংলগ্ন কৃষিভূমি (জায়গীরস্বরূপ) দান করেছেন। তিনি কোন মুসলমানের হক তাকে দান করেননি। অন্যান্য রাবী জালসিয়া ও গাওরিয়ার পরিবর্তে জালসা ও গাওরা শব্দ বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ মহানবী (সা) তাকে এটা দান বা উপঢৌকনস্বরূপ দিয়েছিলেন। তাই এতে মুসলমানদের হক এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) ধার্য করা হয়নি (অনু.)।

٣٠٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْحُنَيْنِيَّ قَالَ قَرَأْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْنِي كِتَابَ قَطِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّضْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَا اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ اَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ. قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. زَادَ ابْنُ النَّضْرِ وَكَتَبَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

৩০৬৩। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাইনা গোত্রের বিলাল ইবনুল হারিসকে কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্ন ভূমির খনিসমূহ (জায়গীর হিসাবে) দান করেছিলেন। ইবনুন নাদর (র) তার বর্ণনায় বলেন, এর (কাবালিয়ার) সংলগ্ন ভূমি এবং যাতুন-নুসুব এলাকাও। অতঃপর উভয় রাবী একইরূপ বর্ণনা করেছেন এবং কুদস পাহাড়ের কৃষিভূমিও। তিনি বিলাল ইবনুল হারিসকে কোন মুসলমানের হক দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখে দিয়েছিলেন ঃ বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্ন ভূমির খনিসমূহ এবং এর সংলগ্ন কুদস পাহাড়ের কৃষিভূমি দান করলেন। তিনি তাকে কোন মুসলমানের মালিকানাধীন জমি দান করেননি। ইবনে আব্বাসও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনুন নাদরের বর্ণনায় আরো আছে, মহানবী (সা)-এর দানপত্রটি উবাই ইবনে কা'ব (রা) লিখেছিলেন।

٣٠٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ عَنْ سُمَىِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ اَبْيَضَ ابْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ. قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِيْ بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا اَنْ وَلّٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ اَتَدْرِيْ مَا قَطَعْتَ لَهُ اِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمٰى مِنَ الْاَرَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ اَخْفَافُ الْاِبِلِ.

৩০৬৪। আব্ইয়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি তাঁর কাছে দান হিসাবে 'লবন কূপটি' চাইলেন। ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, এটা মা'রিবে (ইয়ামানে) অবস্থিত ছিল। তিনি (নবী) তাকে তা দান করলেন। আব্ইয়াদ যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, আপনি কি জানেন তাকে কী দান করেছেন? আপনি তাকে প্রস্রবণের (ঝরণার) অফুরন্ত পানি দিয়েছেন। তিনি (লোকটি) বলেন, অতঃপর তিনি (নবী) তার কাছ থেকে এটা ফেরত নিলেন। তিনি বলেন, আব্ইয়াদ তাঁকে এও জিজ্ঞেস করেন, আরাক গাছের কোনটি রক্ষিত করা যায়। তিনি বললেন ঃ যা ক্ষুর পায় না। ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, ক্ষুর বলতে উটের পায়ের ক্ষুর বুঝানো হয়েছে।

টীকা ঃ 'প্রস্রবণের অফুরন্ত পানি দিয়েছেন' অর্থাৎ প্রস্রবণের পানি যেভাবে অনায়াসে পাওয়া যায়, এ কূপের লবণও তেমনি অনায়াসে পাওয়া যায়। যেসব খনিজ দ্রব্য অল্প পরিশ্রমেই তোলা যায় তা সরকারী মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। 'উটের ক্ষুর পায়না' অর্থাৎ উট তার মাথা উপরে উত্তোলন করে গাছের যতখানি তার নাগালে পায়, তার পাতা খায়। আরাক গাছের পাতা উটের খাদ্য। তাই এটা ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষিত করে রাখার অধিকার দেয়া হয়নি (অনু.)।

٣٠٦٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ مَا لَمْ تَنَلْهُ اَخْفَافُ الْاِبِلِ يَعْنِيْ اِنَّ الْاِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهٰى رُئُوْسِهَا وَيُحْمٰى مَا فَوْقَهُ.

৩০৬৫। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-মাখযূমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যা

উটের ক্ষুর পায় না' অর্থাৎ উট তার নাগালে (আরাক গাছের) যতখানি পায় ততখানি খায়, এর উপরে যা থাকে তা রক্ষিত করা যায় (অনু.)।

٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِمَى الْاَرَاكِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِمٰى فِى الْاَرَاكِ فَقَالَ اَرَاكَةٌ فِيْ حِظَارِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِمٰى فِى الْاَرَاكِ قَالَ فَرَجٌ يَعْنِيْ بِحِظَارِى الْاَرْضَ الَّتِيْ فِيْهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا.

৩০৬৬। আব্ইয়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরাক গাছ সমৃদ্ধ ভূমি তাকে দান করার জন্য আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আরাক গাছের ভূমি ব্যক্তিগত ... দেয়া যায় না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তা আমার জমির প্রাচীরের মধ্যে থাকলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আরাক গাছ সমৃদ্ধ ভূমি রক্ষিত করা যায় না। ফারাজ (রাবী) বলেন, হিদার (حِضَارٌ) হলো চারদিক ঘেরা কৃষি জমি।

٣٠٦٧- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَبُوْ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا ثَقِيْفًا فَلَمَّا اَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ فِيْ خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ حِيْنَئِذٍ عَهْدَ اللّٰهِ وَذِمَّتَهُ اَنْ لاَ يُفَارِقَ هٰذَا الْقَصْرَ حَتّٰى يَنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ صَخْرٌ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ ثَقِيْفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلٰى حُكْمِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنَا مُقْبِلٌ اِلَيْهِمْ وَهُمْ فِيْ خَيْلٍ فَاَمَرَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً فَدَعَا لِاَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاَحْمَسَ فِيْ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا وَاَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّ صَخْرًا اَخَذَ عَمَّتِيْ وَدَخَلَتْ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ اِلَى الْمُغِيْرَةِ عَمَّتَهُ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِبَنِيْ سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوْا عَنِ الْاِسْلاَمِ وَتَرَكُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَنْزِلْنِيْهِ اَنَا وَقَوْمِيْ قَالَ نَعَمْ فَاَنْزَلَهُ وَاَسْلَمَ يَعْنِي السُّلَمِيِّيْنَ فَاَتَوْا صَخْرًا فَسَأَلُوْهُ اَنْ يَّدْفَعَ اِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَاَبَوْا فَاَتَوْا نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَسْلَمْنَا وَاَتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ اِلَيْنَا مَاءَنَا فَاَبٰى عَلَيْنَا فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا اَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ اِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ قَالَ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذٰلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ اَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَاَخْذِهِ الْمَاءَ.

৩০৬৭। উসমান ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা সাখর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সাখর (রা) যখন এটা জানতে পারলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যের জন্য কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে রওয়ানা হলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিনা বিজয়ে ফিরে আসতে দেখলেন। তখন সাখর (রা) আল্লাহর নামে শপথ করলেন এবং নিজে দায়িত্ব নিলেন যে, যতক্ষণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দুর্গ থেকে বের হয়ে না আসবে ততক্ষণ তিনি তা অবরোধ করে রাখবেন। ব্যাপার তাই হলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলো। তখন সাখর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে চিঠি লিখলেন ঃ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর, হে আল্লাহর রাসূল! ছাকীফ গোত্রের লোকেরা আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করেছে। আমি তাদের নিকট যাচ্ছি। তারা ঘোড়সওয়ার অবস্থায় বেরিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর জানতে পেরে জামা'আতে নামায পড়ার জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি

আহ্‌মাস গোত্রের জন্য দশবার দু'আ করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আহ্‌মাস গোত্রের ঘোড়া ও জনশক্তিতে বরকত দিন'।

অতঃপর সব লোক তাঁর কাছে আসলো। তাদের পক্ষ থেকে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! সাখর (রা) আমার ফুফুকে ধরে নিয়ে এসেছে। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন ঃ হে সাখর! যখন কোন গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের রক্তের (জীবনের) ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে। মুগীরার ফুফুকে তার কাছে ফেরত দাও। তিনি (সাখর) তাকে মুগীরার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

তিনি (সাখর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বনূ সুলাইম গোত্রের পানির কূপটি প্রার্থনা করলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার ভয়ে এই কূপ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল। সাখর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে ও আমার গোত্রকে এই কূপের কাছে বসবাস করার অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। তিনি তাদেরকে সেখানে বসবাস করার অনুমতি দিলেন।

ইতিমধ্যে সুলাইম গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা তার (সাখর) কাছে এসে তাদের কূপ ফেরত চাইলো। কিন্তু তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর সাখরের কাছে এসে আমাদের কূপটি ফেরত চাইলাম, কিন্তু তিনি তা ফেরত দিতে রাজী নন। নবী (সা) তাকে ডেকে এনে বললেন ঃ হে সাখর! কোন সম্প্রদায় যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করে। সুতরাং তাদের পানির কূপটি তাদেরকে ফেরত দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! ঠিক আছে (ফেরত দিচ্ছি)। এ সময় আমি লক্ষ্য করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। কারণ সাখরের কাছ থেকে বাঁদী (মুগীরার ফুফু) ও কূপ ফেরত নেয়া হয়েছিল। (অর্থাৎ সাখর (রা) দুর্গ অধিকার করলেন, কিন্তু তাকে কোন প্রতিদান দেয়া গেলো না। উপরন্তু ঐ দু'টি জিনিসও তার কাছ থেকে ফেরত নেয়া হলো)।

٣٠٦٨– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ ثُمَّ

سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ بِبَعْضِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْنِيْ بِهِ كُلِّهِ.

৩০৬৮। সাবুরা ইবনে আবদুল আযীয ইবনুর রবী' আল-জুহানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুহাইনা গোত্রের বসতিতে) একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে মসজিদের স্থানে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি তাবূকের দিকে রওয়ানা হলেন। জুহাইনা গোত্রের লোকেরা এক প্রশস্ত ভূমিতে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলো। তিনি তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে কারা বসবাস করে? তারা বললো, জুহাইনা গোত্রের উপগোত্র বনূ রিফা'আ। তিনি বললেন ঃ আমি এ জমিটা বনূ রিফা'আকে দিলাম। তারা এটা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলো। তাদের মধ্যে কেউ নিজ অংশ বিক্রি করে দিল আবার কেউ বিক্রি করলো না। তারা এতে কৃষিকাজ করলো। ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আমি সাবুরার পিতা আবদুল আযীযকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার কাছে এর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

টীকা ঃ 'দাওমা' শব্দের অর্থ মোটা গাছ, ঘন বৃক্ষরাজী, মাকাল ফলের গাছ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এখানে তখন মসজিদ ছিলো না। পরবর্তী কালে তা নির্মিত হয়েছে (অনু.)।

٣٠٦٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِيْ ابْنَ اٰدَمَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلاً.

৩০৬৯। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার স্বামী) যুবায়েরকে এক খণ্ড খেজুর বাগান জায়গীরস্বরূপ দান করেছিলেন।

٣٠٧٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتَايَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيْهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا قَالَتْ قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ تَقَدَّمَ صَاحِبِيْ تَعْنِيْ حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِيْ تَمِيْمٍ بِالدَّهْنَاءِ أَنْ لاَ يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ

مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِزٌ فَقَالَ اكْتُبْ لَهُ يَا غُلاَمُ بِالدَّهْنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِي وَهِيَ وَطَنِي وَدَارِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ إِنَّمَا هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسِكْ يَا غُلاَمُ صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمُ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْفُتَّانِ.

৩০৭০। উলাইবার কন্যাদ্বয় সফিয়া ও দুহাইবা (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে মাখরামার কন্যা কাইলা (রা)-র তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছেন। তিনি তাদের পিতার দাদী ছিলেন। তিনি তাদের উভয়কে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমার সঙ্গী বাক্‌র ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের প্রতিনিধি হুরাইস ইবনে হাসসান অগ্রসর হয়ে নিজের ও তার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণের বাই'আত কবুল করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও বনূ তামীম গোত্রের মধ্যে আদ-দাহনাকে সীমান্ত হিসাবে চিহ্নিত করে দিন। তাদের কেউ এ স্থানটি অতিক্রম করে আমাদের এদিকে আসতে পারবে না, তবে পথিক ও মুসাফিরের কথা স্বতন্ত্র। তিনি বললেন ঃ হে যুবক! তাকে আদ-দাহনা সম্পর্কে লিখে দাও। কাইলা (রা) বলেন, আমি যখন দেখলাম, তিনি তাকে ঐ স্থানটি লিখে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে ফেলেছেন, তখন আমার চিন্তা হলো। কেননা আদ-দাহনা ছিল আমার জন্মভূমি। এখানেই রয়েছে আমার ঘরবাড়ী। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার কাছে সঠিক সীমানা ইনসাফ সহকারে বলেনি। এই আদ-দাহনা হচ্ছে উট বাঁধার এবং বকরী চরাবার জায়গা বা চারণভূমি। বনূ তামীম গোত্রের নারী ও শিশুরা এর পিছনেই রয়েছে (অর্থাৎ এর পাশেই তাদের বসবাস)। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ হে যুবক! থামো (লিখো না)। এ মহিলাটি সত্যিই বলেছে। মুসলমান পরস্পরের ভাই। একজনের পানি এবং গাছের দ্বারা অন্যজন উপকৃত হবে এবং বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করবে।

٣٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَتْنِي أُمُّ جُنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ.

৩০৭১। আসমার ইবনে মুদাররিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (ইসলামের) বাই'আত গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পানির উৎসের কাছে সর্বপ্রথম পৌছেছে, যার কাছে তার পূর্বে অন্য কোন মুসলমান পৌছেনি, তা তারই। রাবী বলেন, লোকেরা বেরিয়ে পড়লো এবং (পানিতে নিজের মালিকানা লাভ করার জন্য একে অপরের আগে) নিশান দিতে লাগলো।

٣٠٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَاَجْرٰى فَرَسَهُ حَتّٰى قَامَ ثُمَّ رَمٰى بِسَوْطِهِ فَقَالَ اَعْطُوْهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

৩০৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের (রা)-কে তার ঘোড়ার এক দৌড় পরিমাণ জমিন জায়গীরস্বরূপ দান করলেন। তিনি তার ঘোড়া ছুটালেন, অতঃপর তা থেমে গেলো, তিনি সেখানে তার চাবুক নিক্ষেপ করলেন। নবী (সা) বললেন ঃ তাকে তার চাবুক পৌছার স্থান পর্যন্ত দাও।

بَابٌ فِيْ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ পতিত জমি আবাদ করা

٣٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

৩০৭৩। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পতিত জমি আবাদ করবে তা তারই হবে। অন্যায়ভাবে দখলকারীর পরিশ্রমের কোন প্রাপ্য (মূল্য) নেই।

٣٠٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ اَحَدُهُمَا نَخْلاً فِيْ اَرْضِ الْاٰخَرِ فَقَضٰى لِصَاحِبِ الْاَرْضِ بِاَرْضِهِ وَاَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ اَنْ يُّخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَاِنَّهَا لَتُضْرَبُ اُصُوْلُهَا بِالْفُؤُسِ وَاِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتّٰى اُخْرِجَتْ مِنْهَا.

৩০৭৪। ইয়াহ্ইয়া ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সেই তার মালিক হবে। হাদীসটি উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উরওয়া (র) বলেন, যিনি আমাকে এই হাদীসটি বলেছেন, তিনি আমাকে আরো অবহিত করেছেন যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য আসলো। তাদের একজন অন্যজনের জমিতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করেছিল। তিনি জমির মালিকের পক্ষে জমি তারই বলে রায় দিলেন এবং খেজুর গাছের মালিককে জমি থেকে গাছ তুলে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, আমি দেখলাম, গাছটির গোড়ায় অবিরত কোদাল পড়ছে। গাছটি বেশ লম্বা ছিল। অবশেষে সেখান থেকে গাছটি তুলে ফেলা হলো।

٣٠٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكْثَرُ ظَنِّيْ اَنَّهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ فَاَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِيْ اُصُوْلِ النَّخْلِ.

৩০৭৫। ইবনে ইসহাক (র) তার নিজস্ব সনদসূত্রে অনুরূপ (উপরে উল্লেখিত) হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় আছে, উরওয়া (র) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলেছেন। আমার ধারণায় খুব সম্ভব তিনি হলেন আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)। তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম, লোকটি খেজুর গাছের জড় কাটছে।

٣٠٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْاٰمُلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَضٰى اَنَّ الْاَرْضَ اَرْضُ اللّٰهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا جَاءَنَا بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ.

৩০৭৬। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন ঃ জমিনও আল্লাহর, বান্দাহও আল্লাহর। যে ব্যক্তি পতিত জমি কৃষি উপযোগী করবে সে-ই এর অগ্রগণ্য প্রাপক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ হাদীস আমাদের কাছে এমন লোকেরাই নিয়ে এসেছেন, যারা তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্য নামায নিয়ে এসেছেন।

টীকা ঃ এর অর্থ হাদীসটি খুবই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত (অনু.)।

٣٠٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَاطَ حَائِطًا عَلٰى اَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

৩০৭৭। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মালিকানাহীন) জমির চারপাশে দেয়াল (আল) বেঁধেছে তা তারই প্রাপ্য।

٣٠٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ الْعِرْقُ الظَّالِمُ اَنْ يَّغْرِسَ الرَّجُلُ فِيْ اَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا بِذٰلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا اَخَذَ وَاحْتَفَرَ وَغَرَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

৩০৭৮। মালেক (র) থেকে বর্ণিত। হিশাম (র) বলেন, অন্যায়ভাবে দখলকারী ঐ ব্যক্তি, যে নিজের অবৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অন্যের জমিতে গাছ লাগায়। মালেক (র) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (কারো) পতিত জমি থেকে কিছু নেয়, এতে গর্ত খনন করে অথবা কিছু রোপণ করে সে-ই যালেম।

٣٠٧٩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيٰى عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ يَعْنِيْ ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوْكَ فَلَمَّا اَتٰى وَادِيَ الْقُرٰى اِذَا امْرَاَةٌ فِيْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ اُخْرُصُوْا فَخَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَيْنَا تَبُوْكَ فَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ يَعْنِي بِبَحْرِهِ قَالَ فَلَمَّا اَتَيْنَا وَادِي الْقُرٰى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ كَانَ فِيْ حَدِيْقَتِكِ قَالَتْ عَشْرَةَ اَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ.

৩০৭৯। আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। যখন তিনি ওয়াদিল কুরা এলাকায় পৌছলেন, এক মহিলাকে তার বাগানের মধ্যে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বললেন ঃ এ বাগানে কি পরিমাণ ফল হতে পারে তা অনুমান করো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই (বাগানের ফল) দশ ওয়াসাক অনুমান করলেন। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন ঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল হয় তা ওজন করে দেখবে। আমরা তাবূকে এসে পৌছলাম। আইলার সামন্ত-রাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি সাদা খচ্চর উপহার পাঠালেন। তিনি রাজাকে একটি চাদর দিলেন এবং জিযয়ার বিনিময়ে তার এলাকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করে তাকে সনদপত্র লিখে পাঠালেন। রাবী বলেন, আমরা যখন ওয়াদিল কুরায় প্রত্যাবর্তন করলাম, তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন ঃ তোমার বাগানে কতো ফল এসেছে? সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশ ওয়াসাক অনুমান করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি খুব তাড়াতাড়ি মদীনায় পৌছতে চাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যে আমার সাথে দ্রুত (মদীনায়) পৌছতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি রওয়ানা করে।

٣٠٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُوْمٍ عَنْ زَيْنَبَ اَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِيْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِيْنَ مَنَازِلَهُنَّ اَنَّهَا تَضِيْقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُوَرَّثَ دُوْرَ الْمُهَاجِرِيْنَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ.

৩০৮০। যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উঁকুন তুলছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে উসমান ইবনে আফফান (রা)-র স্ত্রী এবং কতক মুহাজির স্ত্রীলোকও উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের বাসস্থানের অপর্যাপ্ততা ও সংকীর্ণতার অভিযোগ তাঁর কাছে পেশ করলেন। তাদেরকে (স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসগণ কর্তৃক) ঘর থেকে বহিষ্কার করা হতো। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন ঃ মুহাজিরদের (মৃত্যুর পর) তাদের স্ত্রীগণ তাদের বাসস্থানের উত্তরাধিকারী হবে। অতএব আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ইন্তেকাল করলে তার স্ত্রী তার মদীনার বাসস্থানের ওয়ারিস হলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُوْلِ فِيْ اَرْضِ الْخَرَاجِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ খাজনা ধার্যকৃত জমি ক্রয় করা

٣٠٨١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِيْ عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩০৮১। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (কোন কাফেরের নিকট থেকে) জিয্য়ার জমি ক্রয় করেছে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হলো।

٣٠٨٢- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ اَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنِيْ سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِيْ شَبِيْبُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْاِسْلَامَ ظَهْرَهُ قَالَ فَسَمِعَ مِنِّيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِيْ اَشَبِيْبُ حَدَّثَكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ اِلَيَّ بِالْحَدِيْثِ قَالَ فَكَتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَاَعْطَيْتُهُ فَلَمَّا قَرَاَهُ تَرَكَ مَا فِيْ يَدَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ حِيْنَ

سَمِعَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صَاحِبُ شُعْبَةَ.

৩০৮২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিয্য়া আরোপিত জমি ক্রয় করে সে তার হিজরত বাতিল করলো। আর যে ব্যক্তি কোন কাফেরের অমর্যাদা তার ঘাড় থেকে নিজ ঘাড়ে তুলে নিলো, সে যেন ইসলাম থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। অধস্তন রাবী সিনান (র) বলেন, খালিদ ইবনে মা'দান আমার কাছে এ হাদীসটি শুনলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শাবীব কি তোমাকে এ হাদীস শুনিয়েছেন? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি যখন পুনরায় তার কাছে যাবে তাকে বলবে, তিনি যেন আমাকে এ হাদীসটি লিখে দেন। সিনান বলেন, শাবীব তাকে এ হাদীসটি লিখে দিলেন। আমি যখন খালিদের কাছে আসলাম, তিনি আমার কাছে লিখিত কাগজটি চাইলেন। আমি সেটা তাকে দিলাম। তিনি তা পড়ে নিজ মালিকানাধীন সমস্ত জিয্য়ার জমি ছেড়ে দিলেন, এই হাদীস শুনার পর। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই ইয়াযীদ ইবনে খুমাইর আল-ইয়াযান্নী (অধস্তন রাবী) শো'বার ছাত্র নন।

بَابٌ فِي الْاَرْضِ يَحْمِيهَا الْاِمَامُ اَوِ الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ ইমাম বা কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক চারণভূমি রক্ষিত করা

٣٠٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ حِمَى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ.

৩০৮৩। আস-সা'ব ইবনে জাসসামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত চারণভূমি রক্ষিত করার অধিকার অপর কারো নেই। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন-নাকী'-র চারণভূমি রক্ষিত করেছিলেন।

টীকা ঃ জাহিলিয়াতের যুগে ধনী লোকেরা চারণভূমিসমূহ তাদের পশু চড়ানোর জন্য জবরদখল করে রাখতো। এতে সাধারণ মানুষের পশু চড়াতে কষ্ট হতো। মহানবী (সা) এসে এ প্রথা রহিত করে দেন। একমাত্র সরকার ব্যতীত কারো জন্য এভাবে চারণভূমি সংরক্ষণের অনুমতি নাই (অনু.)।

٣٠٨٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ وَقَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৩০৮৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আস-সা'ব ইবনে জাসসামা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনার নিকটবর্তী) আন-নাকী' নামক চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো চারণভূমি সংরক্ষণ করার অধিকার নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রিকায বা গুপ্তধন ও তার বিধান

٣٠٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

৩০৮৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে এ হাদীস বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গুপ্তধনে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হবে।

٣٠٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيْ.

৩০৮৬। আল-হাসান (র) বলেন, রিকায অর্থ ইসলাম-পূর্ব যুগে ভূগর্ভে প্রোথিত সঞ্চিত ধন।

টীকা ঃ 'রিকায' হানাফী মতে– শব্দটির অর্থ হলো, ভূগর্ভে প্রাপ্ত দ্রব্য, চাই খনিতে প্রাপ্ত হোক বা কোথাও প্রোথিতরূপে। অন্যান্য ইমামদের মতে, এর অর্থ হলো, জাহিলী যুগে জমিনে প্রোথিত দ্রব্য (অনু.)।

٣٠٨٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اُمِّهَا كَرِيْمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهَا قَالَتْ ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيْعِ الْخَبْخَبَةِ فَاِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِيْنَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِيْنَارًا دِيْنَارًا حَتّٰى اَخْرَجَ

سَبْعَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا ثُمَّ اَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِىْ فِيْهَا دِيْنَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَهَبَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هَوَيْتَ اِلَى الْجُحْرِ قَالَ لاَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا.

৩০৮৭। আল-মিকদাদ (রা)-কন্যা কারীমা (র) থেকে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হিশামের কন্যা দাবাআ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-মিকদাদ (রা) নিজ প্রয়োজনে নাকীউল খাবখাবা নামক স্থানে গেলেন। তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন, একটি বিরাট ইঁদুর গর্ত থেকে একটি একটি করে দীনার বের করছে। এটা একাধারে সতেরটি দীনার বের করে, অতঃপর একটি লাল রঙের পুটুলি বের করলো। তার মধ্যেও একটি দীনার ছিল। সর্বমোট আঠারটি দীনার হলো। এগুলো নিয়ে তিনি (মিকদাদ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে ঘটনা অবহিত করলেন এবং বললেন, এর যাকাত নিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি গর্তের মধ্য থেকে বের করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এই সম্পদে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।

بَابُ نَبْشِ الْقُبُوْرِ الْعَادِيَةِ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمَالُ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ কাফেরদের ধনভর্তি পুরাতন কবর খোদাই করা

٣٠٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ اَبِيْ بُجَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ خَرَجْنَا مَعَهُ اِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا قَبْرُ اَبِيْ رِغَالٍ وَكَانَ بِهٰذَا الْحَرَمِ يُدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ اَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِيْ اَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهٰذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيْهِ وَاٰيَةُ ذٰلِكَ اَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِّنْ ذَهَبٍ اِنْ اَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ اَصَبْتُمُوْهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ.

৩০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তায়েফের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কবরটি আবু রিগালের (সে ছিল ছাকীফ গোত্রের ঊর্ধতন পুরুষ এবং সামূদ জাতির লোক)। সে গযব থেকে বাঁচার জন্য হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে অবস্থান করতো। সে যখন (হেরেমের মধ্য থেকে) বের হয়ে এই স্থানে পৌঁছলো তখন সে সেই গযবে পতিত হলো, যাতে তার জাতির লোকেরা ধ্বংস হয়েছিলো। তাকে এখানে কবরস্থ করা হয়েছে। এর নিদর্শন হলো, তার সাথে লাঠি সদৃশ একটি স্বর্ণদণ্ড দাফন করা হয়েছে। যদি তোমরা তার কবর খুঁড়ে দেখো তবে এটা তার সাথেই পাবে। লোকেরা দ্রুত তার কবর খুঁড়ে (স্বর্ণের) লাঠিটা বের করে আনলো।

টীকা ঃ কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, 'আবু রিগাল' সামূদ কওমের লোক ছিলো। আবার কেউ বলেছেন, তামীম গোত্রের যে ব্যক্তি আবরাহাকে কা'বা ঘরের দিকে পথ দেখিয়ে এনেছিলো এ সেই আবু রিগাল (অনু.)।

অধ্যায় ঃ ২২

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

(জানাযা)

بَابُ الْأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوْبِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রোগ-ব্যাধির কারণে মুমিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয়

٣٠٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُوْرٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ أَخِي الْخُضْرِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ هُوَ الْخُضْرُ وَلٰكِنْ كَذَا قَالَ قَالَ إِنِّيْ لَبِبِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا لِوَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوْهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللّٰهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِيْ يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ

عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ لَمَّا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَمَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيْهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِىْ كِسَائِىْ فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلٰى رَأْسِىْ فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِىْ فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِىْ. قَالَ ضَعْهُنَّ عَنْكَ فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلاَّ لُزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَتَعْجَبُوْنَ لِرُحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَوَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ اَللّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا ارْجِعْ بِهِنَّ حَتّٰى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ.

৩০৮৯। আল-খুদর গোত্রের নামকরা তীরন্দাজ আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নুফাইলী বলেন, শব্দটি ‘খাদরি’ নয়, বরং খুদর, কিন্তু ব্যবহারে ঐরূপ প্রচলিত হয়ে গেছে। তিনি (আমের) বলেন, আমি আমাদের শহরেই ছিলাম। ইত্যবসরে আমরা কিছু পতাকা উড্ডীন দেখতে পেলাম। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি? তারা বললো, এসব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা। আমি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি তখন একটি গাছের নিচে তাঁর জন্য বিছানো একটি কম্বলের উপর বসা ছিলেন। তাঁর চারপাশে তাঁর সাহাবাগণও বসা ছিলেন। আমি তাদের কাছে বসলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতঃপর আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করে দেন, এটা তার অতীতের গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য নসীহত (শিক্ষা) গ্রহণের উপায় হয়। পক্ষান্তরে কোন মুনাফিক রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তাকে তা থেকে মুক্তি দেয়া হলো। সে এমন উটতুল্য যাকে তার মালিক সজোরে বাঁধলো আবার ছেড়ে দিলো। কিন্তু সে কিছুই বুঝলো না, কেনই বা মালিক তাকে কষিয়ে বাঁধলো আবার কেনই বা ছেড়ে দিলো। তাঁর আশপাশে বসা লোকদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! রোগ আবার কি? আল্লাহর শপথ! আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি আমাদের এখান থেকে উঠে যাও, কেননা তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

(রাবী বলেন) আমরা তাঁর কাছে বসে আছি। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তার গায়ে ছিল কম্বল এবং তার হাতে কি একটা জিনিস ছিলো। সে

বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যখনই আমি আপনাকে দেখতে পেলাম, তখনই আপনার কাছে উপস্থিত হলাম। গাছপালার মধ্য দিয়ে আমি পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় আমি পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি সেগুলো ধরে আমার কম্বলের মধ্যে রাখলাম। বাচ্চাগুলোর মা এসে আমার মাথার উপর চক্কর দিতে লাগলো। আমি বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের জন্য কম্বলের মধ্য থেকে বের করে দিলাম। পাখিটি এসে বাচ্চাগুলোর সাথে মিলিত হলো। আমি সবগুলোকে আমার কম্বল দিয়ে লেপটিয়ে ধরে ফেললাম। এখন সবগুলো পাখি আমার সাথে আছে। তিনি বললেন ঃ সেগুলো বের করে রাখো। অতএব আমি তা বের করে রাখলাম। কিন্তু মা পাখিটা বাচ্চাদের রেখে যেতে চাইলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বললেন ঃ বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটার মায়া-মমতায় তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছো না! তারা বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন! বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটার যে স্নেহ ও মমতা রয়েছে, আল্লাহ অবশ্য-অবশ্যই তাঁর বান্দাদের প্রতি আরো অধিক দয়াশীল। তুমি যেখান থেকে বাচ্চাগুলোকে ধরে নিয়ে এসেছো মা-সহ তাদেরকে সেখানে রেখে এসো। অতএব সে পাখিগুলো নিয়ে সেখানে রেখে আসলো।

٣٠٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيْصِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ السُّلَمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِّنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللّٰهُ فِيْ جَسَدِهِ أَوْ فِيْ مَالِهِ أَوْ فِيْ وَلَدِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلٰى ذٰلِكَ. ثُمَّ اتَّفَقَا حَتّٰى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى.

৩০৯০। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির জন্য বিনাশ্রমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদার আসন নির্ধারিত হলে আল্লাহ তার দেহ অথবা মাল অথবা সন্তানকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে শেষ পর্যন্ত বরকতময় মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদার স্তরে উপনীত হয়।

بَابُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কোন ব্যক্তি নিয়মিত কোন সৎকাজ করতে থাকে, অতঃপর রোগ বা সফরের কারণে তা করতে বাধাগ্রস্ত হলে

٣٠٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ.

৩০৯১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার দুইবার নয়, বহুবার বলতে শুনেছি ঃ কোন বান্দা যখন নেক কাজ করে, অতঃপর রোগ অথবা সফর তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখে, এমতাবস্থায় সুস্থ ও আবাসে অবস্থানকালে তার কৃত সৎ কাজের ন্যায় তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে।

٣٠٩٢- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ قَالَتْ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضَةٌ فَقَالَ أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

৩০৯২। উম্মুল 'আলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তিনি বললেন ঃ হে 'আলার মা! সুসংবাদ গ্রহণ করো, আগুন যেভাবে সোনা-রূপার মলিনতা দূর করে তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলমানের রোগের দ্বারা তার গুনাহসমূহ দূর করেন (ক্ষমা করেন)।

٣٠٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَيَّةُ آيَةٍ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. قَالَ أَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُسْلِمَ

تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ أَوِ الشَّوْكَةُ فَيُكَافِى بِأَسْوَءِ عَمَلِهِ وَمَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا. قَالَ ذَاكُمُ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِىْ مُلَيْكَةَ.

৩০৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে কঠোর আয়াতটি আমি অবশ্যই জানি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আয়েশা! তা কোন আয়াত? তিনি বললেন, আল্লাহর তা'আলার বাণী, "যে পাপ করবে, সে-ই তার প্রতিফল প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ বিরুদ্ধে সে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩)। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি জানো, কোন মুসলমান যখন বিপদগ্রস্ত অথবা নির্যাতনের স্বীকার হয়, এতে তার কাজের খারাপ দিকগুলো (পাপকাজ) দূরীভূত হয়ে যায়? যার হিসাব নেয়া হবে সে মারা পড়বে বা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ কি বলেননি, "যার কিতাব (আমলনামা) তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে" (সূরা আল-ইনশিকাক ঃ ৮)? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! এর অর্থ কেবল আমল পেশ করা। অন্যথায় যার হিসাবে কড়াকড়ি করা হবে সে তো মারা পড়বে (শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই)।

بَابٌ فِى الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

٣٠٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَىٍّ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيْهِ الْمَوْتَ. قَالَ قَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ يَهُوْدَ. قَالَ فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهْ. فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَىٍّ قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ فَنَزَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

৩০৯৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই

(মুনাফিক সর্দার) মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে বের হলেন। তিনি যখন তার কাছে প্রবেশ করলেন তার চেহারায় মৃত্যুর ছাপ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে ইহূদীদেরকে ভালোবাসতে (সম্পর্ক রাখতে) নিষেধ করতাম। আবদুল্লাহ বললো, তাদের (ইহূদীদের) প্রতি আস'আদ ইবনে যুরারাহ বিদ্বেষ পোষণ করে কী পেয়েছে (সেও তো মারা গেছে)। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে আবদুল্লাহ (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেছে। তাকে কাফন দেয়ার জন্য আপনার একটি জামা দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়ের জামাটি খুলে তাকে দান করলেন।

টীকা ঃ মোনাফিক নেতা উবাই ইবনে কা'ব ইবনে সালূলকে মহানবী (সা)-এর জামা দেয়া প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ চারটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (এক) মহানবী (সা) উবাই-পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-র প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে জামা দিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম। (দুই) উবাইর কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কোন জিনিস চাইলে সে তাঁকে তা দিয়েছে, কখনো অসম্মতি প্রকাশ করেনি। (তিন) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধে বিবস্ত্র অবস্থায় বন্দী হন এবং তার পরিধানের উপযোগী জামাও পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন উবাই ইবনে কা'ব তার জামাটি তাকে দান করে। এর প্রতিদানস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জামা তার কাফনের জন্য দান করেন। (চার) জামা দেয়ার ঘটনাটি সূরা আত-তওবার ৮৪ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার, যেখানে মেনাফিকদের জানাযা পড়তে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِيْ عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া

٣٠٩٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلاَمًا مِنَ الْيَهُوْدِ كَانَ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ بِيْ مِنَ النَّارِ.

৩০৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী যুবক (রাসূলের খাদেম) রোগাক্রান্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার শিয়রে বসে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে তার পিতার দিকে তাকালো। সেও তার শিয়রেই বসা ছিলো। তার পিতা তাকে বললো, আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে আসতে আসতে বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি দিলেন।

بَابُ الْمَشْىِ فِى الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পদব্রজে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

٣٠٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلاً وَلاَ بِرْذَوْنٍ.

৩০৯৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। তিনি খচ্চর অথবা তুর্কী ঘোড়ায় চড়ে আসেননি।

بَابُ فِىْ فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلٰى وُضُوْءٍ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ উযূ করে রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলাত

٣٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ رَوْحٍ ابْنِ خُلَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ الْوَاسِطِىُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا الْخَرِيْفُ قَالَ الْعَامُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالَّذِىْ تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّوْنَ مِنْهُ اَلْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضِّىءٌ.

৩০৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোন (রুগ্ন) মুসলিম ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর খারীফ (সত্তর বছরের) পথ দূরে রাখা হবে। আমি (সাবিত আল-বানানী) আবু হামযাকে জিজ্ঞেস করলাম, খারীফ শব্দের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, বছর (বা এক বছর)। আবু দাঊদ (র) বলেন, বসরার মুহাদ্দিসগণ কেবল 'উযূ অবস্থায় রোগী দেখার' বাক্যাংশটুকু বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ যে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার লোক আছে তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত। আর যার এরূপ লোক নাই তার তত্ত্বাবধান করা ওয়াজিব।

টীকা ঃ 'এক খারীফ' অর্থ এক বছরের পথ। কোন লোক কোন রোগীকে দেখতে গেলে তাকে জাহান্নাম

থেকে সত্তর বছরের পথের দূরত্বে রাখা হবে। অন্য এক বর্ণনায় সত্তর খারীফের স্থলে ষাট খারীফ উল্লেখিত হয়েছে (অনু.)।

٣٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا مُمْسِيًا إِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ.

৩০৯৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন ব্যক্তি বিকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে যায়, সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সঙ্গী হয় এবং তারা তার জন্য ভোর হওয়া পর্যন্ত (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। উপরন্তু বেহেশতে তাকে একটি বাগান দেয়া হয়। আর যে কোন লোক দিনের প্রথমভাগে তাকে দেখতে আসে তার সাথেও সত্তর হাজার ফেরেশতা রওয়ানা হয় এবং তারা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। বেহেশতে তাকেও একটি বাগান দেয়া হয়।

٣٠٩٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَرِيْفَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَكَمِ كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ.

৩০৯৯। আলী (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরোল্লেখিত হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত। কিন্তু এই বর্ণনায় খারীফ (خَرِيْف) শব্দের উল্লেখ নেই।

٣١٠٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ غُلاَمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ أَبُوْ مُوْسٰى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُوْدُهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَاقَ مَعْنٰى حَدِيْثِ شُعْبَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أُسْنِدَ هٰذَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ صَحِيْحٍ.

৩১০০। আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' (র) বলেন, আবু মূসা (রা) অসুস্থ আল-হাসান ইবনে আলী (রা)-কে দেখতে এলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের

বর্ণনা শো'বা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র নবী (সা) পর্যন্ত পৌছানো হয়েছে, কিন্তু তা যথার্থ নয়।

بَابٌ فِى الْعِيَادَةِ مِرَارًا

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রোগীকে বারবার দেখতে যাওয়া

٣١٠١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُصِيْبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

৩১০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে সা'দ ইবনে মু'আয (রা) যখন (তার বাহুতে) আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য মসজিদের মধ্যে একটি তাঁবু টানালেন। যাতে তিনি নিকট থেকে তাকে সর্বদা দেখতে পারেন।

بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কারো চক্ষু প্রদাহ হলে তাকে দেখতে যাওয়া

٣١٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَىَّ.

৩১০২। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চোখে ব্যথা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন।

بَابُ الْخُرُوْجِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ প্লেগ-মহামারী উপদ্রুত এলাকা ত্যাগ করা

٣١٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّاعُوْنَ.

৩১০৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কোন এলাকায় প্লেগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কথা শুনতে পেলে সেখানে যেও না। আর তা যদি কোন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরাও সেখানে থেকে থাকো, তবে সে এলাকা থেকে পলায়ন করে চলে এসো না।

টীকা ঃ প্লেগ-মহামারী আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার সেখান থেকে পলায়ন করলে অন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলতে পারে। এজন্যই হাদীসে প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করতে বলা হয়েছে (অনু.)।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيْضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য দু'আ করা

٣١٠٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِىْ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِىْ وَبَطْنِىْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ.

৩১০৪। সা'দ-কন্যা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমার কপালে হাত রাখলেন এবং আমার বুক ও পেট মলে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্তি দান করুন এবং তার হিজরতকে পূর্ণ করুন।

টীকা ঃ সা'দ (রা) বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল হিজরতের স্থান মদীনায় তার মৃত্যু হোক। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আর বরকতে তিনি রোগমুক্ত হন। এরপরও তিনি চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন (বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১২১০ নম্বর হাদীস দ্রষ্টব্য)।

٣١٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ. قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِى الْأَسِيْرُ.

৩১০৫। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করো, রুগ্ন ব্যক্তির সাথে দেখা-সাক্ষাত করো এবং বন্দীকে মুক্ত করো। সুফিয়ান আস-সাওরী (র) বলেন, 'আল-'আনী' অর্থ বন্দী।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيْضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ করা

٣١٠٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَبُوْ خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ.

৩১০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন রোগীকে দেখতে যায় যার অন্তিম সময় আসেনি, সে যেন তার সামনে সাতবার বলে ঃ "আমি মহান আরশের প্রভু মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন," তাহলে (দর্শনকারীর দু'আর কল্যাণে) তাকে নিশ্চয়ই রোগমুক্তি দান করা হবে।

٣١٠٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَيٍّ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِيْ لَكَ إِلٰى جَنَازَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِلٰى صَلاَةٍ.

৩১০৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন লোক কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে আরোগ্য দান করো যাতে সে তোমার উদ্দেশ্যে শত্রুকে আঘাত হানতে পারে এবং তোমার (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য জানাযায় বা নামাযে শরীক হতে পারে।"

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নয়

٣١٠٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

৩১০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের উপর বিপদাপদ আসার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। বরং সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! যে পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, আমাকে ততক্ষণ জীবিত রাখো এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন আমাকে মৃত্যু দান করো"।

٣١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৩১০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসে অনুরূপ।

بَابٌ فِي مَوْتِ الْفُجْأَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আকস্মিক মৃত্যু

٣١١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ.

৩১১০। বনী সুলাইম গোত্রের উবায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধস্তন রাবী মুসাদ্দাদ

কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এটা মরফূ' হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন আবার কখনও উবায়েদ ইবনে খালিদের কাছ থেকে মওকুফ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা.) বলেছেন ঃ আকস্মিক মৃত্যু গযবের দ্বারা গ্রেপ্তারস্বরূপ।

টীকা ঃ কেননা আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তওবা করার সুযোগ পাওয়া যায় না, রোগাক্রান্ত হলে গুনাহ মাফ হওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তাও হারাতে হয়। এজন্য মহানবী (সা) আকস্মিক মৃত্যু থেকে পানাহ চাইতেন। শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবী (র) তার 'আশি'আতুল লুম'আত' গ্রন্থে একটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেছেন, আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্য সৌভাগ্য, কেননা সে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আর কাফিরের জন্য এ ধরনের মৃত্যু গযবস্বরূপ (অনু.)।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُوْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলাত

٣١١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ عَتِيْكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيْكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُوْ أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ جَابِرَ بْنَ عَتِيْكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيْعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ. قَالُوْا وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمَوْتُ. قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ شَهِيْدًا فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلٰى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِىْ يَمُوْتُ تَحْتَ

الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْجُمْعُ أَنْ يَكُوْنَ وَلَدُهَا مَعَهَا.

৩১১১। জাবের ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রা)-কে দেখতে গেলেন। তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তিনি দেখলেন, সে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুশব্দে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সারা দিতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে"– সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৬) পাঠ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবুর রবী'! আমরা তোমার ব্যাপারে পরাজিত হলাম (আমরা তোমার হায়াত কামনা করেছি কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত লিখন বিজয়ী হয়েছে। একথা শুনে) স্ত্রীলোকেরা সজোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং কাঁদতে লাগলো। ইবনে আতীক (রা) তাদেরকে থামাতে চেষ্টা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওদেরকে স্বঅবস্থায় ছেড়ে দাও। যখন ওয়াজিব হয়ে যাবে, কোন ক্রন্দনকারিণীই কাঁদবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াজিবের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যু। আবদুল্লাহ ইবনে সাবিতের কন্যা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি মনে করেছিলাম, তুমি (পিতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত) শহীদ হবে। কেননা তুমি জিহাদের সরঞ্জাম ও রসদপত্র সংগ্রহ করেছিলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ নিশ্চয়ই তার নিয়াত অনুসারে তার প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তোমরা কাকে শহীদ বলে গণ্য করো? তারা বললেন, আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) নিহত ব্যক্তিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়া ব্যক্তি ছাড়াও সাত প্রকার শহীদ আছে। মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তি শহীদ, পক্ষাঘাতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মরা ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মরা ব্যক্তি শহীদ এবং প্রসবকালীন কষ্টে মারা যাওয়া স্ত্রীলোক শহীদ। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-জুমউ' অর্থ গর্ভবতী স্ত্রীলোক (যে গর্ভাবস্থায় মারা যায়)।

بَابُ الْمَرِيْضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির নখ ও লজ্জাস্থানের চুল কাটা

٣١١٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ

عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا لِقَتْلِهِ فَاسْتَعَارَ مِنَ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَتْهُ فَوَجَدَتْهُ مُخْلِيًا وَهُوَ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا فِيهَا فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ أَجْمَعُوا يَعْنِي لِقَتْلِهِ اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ.

৩১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনুল হারিস ইবনে আমের ইবনে নাওফাল খুবাইব (রা)-কে ক্রয় করেছিল। ইনি সেই খুবাইব যিনি বদর যুদ্ধের দিন আল-হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রা) বন্দী অবস্থায় তাদের কাছে ছিলেন। তারা তাকে হত্যা করার জন্য জড়ো হলো। তিনি হারিসের কন্যার কাছে ক্ষৌরি হওয়ার জন্য একটি ছুরি চাইলেন। সে তাকে তা এনে দিলো। তার অজান্তে তার শিশু পুত্রটি খুবাইবের কাছে এসে পড়লো। স্ত্রীলোকটি এসে দেখলো, ছেলেটি তার উরুর উপর বসে আছে। আর তার হাতে সেই ধারাল ছুরি। সে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তার চেহারা দেখে তিনি (খুবাইব) তা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, তুমি কি আশংকা করছো আমি একে হত্যা করবো? (তোমার ভয় নেই), আমি কখনও তা করবো না।

টীকা ঃ ২৬৬০ নং হাদীসও পাঠ করুন। খুবাইব (রা)-কে আত-তানঈম-এ হত্যা করা হয়। বর্তমান মসজিদ আয়েশা (রা) ঐ স্থানেই নির্মাণ করা হয়েছে (অনু.)।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা বাঞ্ছনীয়

٣١١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ قَالَ لاَ يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ.

৩১১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মারা না যায় (অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করে দিবেন এই ধারণা যেন পোষণ করে)।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَطْهِيْرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু রোগীর পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার থাকা বাঞ্ছনীয়

٣١١٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوْتُ فِيهَا.

৩১১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো, তিনি নতুন কাপড় নিয়ে ডাকলেন এবং তা পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন লোক যে কাপড় পরিধান করে মারা যায়, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ কাপড়েই উঠানো হবে।

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে যে ধরনের কথা বলবে

٣١١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَقُوْلُ قَالَ قُوْلِي اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةً قَالَتْ فَأَعْقَبَنِيَ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১১৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হও তখন উত্তম কথা বলো। কেননা তোমরা যা বলো তার সাথে সাথে ফেরেশতারা আমীন আমীন

বলেন। আবু সালামা (রা) যখন মারা গেলেন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কী বলবো? তিনি বললেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও এবং আমাদেরকে কল্যাণকর পরিণতি দান করো।" উম্মু সালামা (রা) বলেন, এই দু'আর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আমার কল্যাণময় পরিণতি দান করলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর সাথে আমার বিবাহ হলো)।

بَابٌ فِى التَّلْقِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া

٣١١٦- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ أَبِىْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِهِ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩১১৬। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার সর্বশেষ বাক্য হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই), সে বেহেশতে যাবে।

টীকা ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি পড়তে সক্ষম হয় তবে তাকে কলেমা শাহাদাত ও তওবা-ইস্তিগফার ইত্যাদি পড়ানো এবং রোগী নিজে না পড়তে পারলে তার কাছে সশব্দে এগুলো পড়াকে তালকীন বলে (অনু.)।

٣١١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ.

৩১১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত (মুমূর্ষু) ব্যক্তিদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) তালকীন দাও।

بَابُ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেয়া

٣١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ أَبُوْ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ

سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى أَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَتَغْمِيْضُ الْمَيِّتِ بَعْدَ خُرُوْجِ الرُّوْحِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُقْرِئَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَيْسَرَةَ رَجُلاً عَابِدًا يَقُوْلُ غَمَّضْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلِّمَ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا فِىْ حَالَةِ الْمَوْتِ فَرَأَيْتُهُ فِىْ مَنَامِىْ لَيْلَةَ مَاتَ يَقُوْلُ أَعْظَمُ مَا كَانَ عَلَىَّ تَغْمِيْضُكَ لِىْ قَبْلَ أَنْ أَمُوْتَ.

৩১১৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামা (রা)-র কাছে প্রবেশ করলেন। তখনও তার চোখ খোলা ছিলো। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তিনি বললেন ঃ নিজেদের জন্য কল্যাণ কামনা ছাড়া তোমরা অযথা কিছু বলো না। কেননা তোমরা যা বলবে তার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ আমীন (আল্লাহ কবুল করুন) বলবেন। পুনরায় তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করো। তার পেছনে যারা রয়ে গেলো, তুমিই তাদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে সারা জাহানের প্রতিপালক! তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তা আলোকিত করে দাও।"

আবু দাউদ (র) বলেন, রূহ বের হয়ে যাওয়ার পর চোখ বন্ধ করে দিতে হবে। আবু মাইসারা (র) নামক একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি বলেছেন, আমি ইবাদতপ্রিয় জা'ফার আল-মু'আল্লিম (র)-এর মৃত্যুকালে তার চোখ বন্ধ করে দিয়েছি। তার মৃত্যুর রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম এবং তিনি বললেন, আমার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তুমি যে আমার চোখ বন্ধ করে দিয়েছিলে তা ছিল আমার প্রতি তোমার মহাঅনুগ্রহ।

بَابٌ فِى الْاِسْتِرْجَاعِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ইন্না লিল্লাহ্ পড়া সম্পর্কে

٣١١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَأْجُرْنِىْ فِيْهَا وَأَبْدِلْ لِىْ بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا.

৩১১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো উপর বিপদ-মুসীবত এসে পড়ে তখন সে যেন বলে, "আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আমার বিপদের কথা পেশ করলাম। অতএব আমাকে এর উত্তম প্রতিফল দান করো এবং এ বিপদকে আমার জন্য কল্যাণকর বস্তুতে পরিবর্তন করে দাও।"

بَابُ فِى الْمَيِّتِ يُسَجَّى

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মৃতের লাশ ঢেকে রাখা

٣١٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّىَ فِىْ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ.

৩১২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর ইন্তেকালের পর) একটি ডোরাদার কাপড় (চাদর) দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল।

بَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে কুরআন পাঠ করা

٣١٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّىٍّ الْمَرْوَزِىُّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَؤُا يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ. وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلاَءِ.

৩১২১। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত (মুমূর্ষু) ব্যক্তিদের নিকট তোমরা "সূরা ইয়াসীন" পাঠ করো।

টীকা ঃ সূরা ইয়াসীনে ঈমান ও আখিরাত সম্পর্কে জরুরী আলোচনা রয়েছে। মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে তা পাঠ করলে তার অন্তর ঈমানের বলে বলীয়ান হয় এবং তার মৃত্যুবরণ সহজ হয় (অনু.)।

بَابُ الْجُلُوْسِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ বিপদ-মুসীবতের সময় (মসজিদে) বসা

٣١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْحُزْنُ. وَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

৩১২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা, জা'ফার ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) যখন শহীদ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে বসলেন। তাঁর চেহারায় চিন্তা ও অস্থিরতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো।

টীকা ঃ উক্ত সাহাবীত্রয় মূতার যুদ্ধে শহীদ হন (অনু.)।

بَابُ التَّعْزِيَةِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মৃতের জন্য শোক প্রকাশ

٣١٢٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَبَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَعْنِيْ مَيِّتًا فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ وَقَفَ فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا ذَهَبَتْ إِذَا هِيَ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ قَالَتْ أَتَيْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ أَوْ

عَزَّيْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ. قَالَ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى فَذَكَرَ تَشْدِيدًا فِي ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَى فَقَالَ الْقُبُورُ فِيمَا أَحْسَبُ.

৩১২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একটি লাশ কবরস্থ করলাম। আমরা যখন অবসর হলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলেন। আমরাও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি ঘরের দরজার কাছে পৌছে থামলেন। আমরা এক মহিলার মুখোমুখি হলাম। রাবী বলেন, আমি অনুমান করলাম, তিনি (নবী সা.) মহিলাটিকে চিনতে পেরেছেন। মহিলা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন দেখা গেলো, তিনি তো ফাতিমা (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হে ফাতিমা! কোন জিনিস তোমাকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করলো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই বাড়ির লোকদের কাছে এসেছিলাম তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ খুব সম্ভব তুমি তাদের সাথে কবর পর্যন্ত গিয়েছিলে! তিনি বললেন, মা'আযাল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয় চাই। স্ত্রীলোকদের কবরস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে) আমি আপনার যাবতীয় আলোচনা শুনেছি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তাদের সাথে কবরস্তানে যেতে তাহলে আমি তোমাকে এই করতাম। তিনি এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করলেন। আমি (মুফাদ্দাল) রবী'আকে اَلْكُدٰى শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার ধারণামতে শব্দটির অর্থ কবর।

بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা

٣١٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي أَنْتَ بِمُصِيبَتِي فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

৩১২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার কাছে গেলেন। সে তার ছেলের মৃত্যুশোকে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ধৈর্য ধরো। স্ত্রীলোকটি বললো, তুমি আমার মতো বিপদে পড়ো নাই। তাকে বলা হলো, ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহিলাটি তাঁর বাড়িতে আসলো, কিন্তু দরজায় কোন দারোয়ান দেখতে পেলো না। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তখন আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ প্রকৃত ধৈর্য তো বিপদের প্রারম্ভে বা প্রথম চোটেই।

بَابٌ فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা

٣١٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ وَسَعْدٌ وَأَحْسِبُ أُبَيًّا أَنَّ ابْنِى أَوِ ابْنَتِى قَدْ حُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ فَقَالَ قُلْ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ إِلٰى أَجَلٍ فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا فَوُضِعَ الصَّبِىُّ فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هٰذَا قَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

৩১২৫। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (যয়নাব রা.) তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। আমি এবং সা'দ (রা) তাঁর সাথে ছিলাম। খুব সম্ভব উবাই (রা)-ও আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলে পাঠালেন, আমার একটি শিশু পুত্র অথবা (রাবীর সন্দেহে) কন্যা মুমূর্ষুপ্রায়। আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি তাকে (কন্যাকে) লোক মারফত সালাম পাঠিয়ে বললেন ঃ বলো, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন এবং যা দান করেন তা সবই তাঁর। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল আছে। তিনি পুনরায় কিরা-কসম দিয়ে লোক পাঠালেন (তিনি যেন অবশ্যই আসেন)। তিনি সেখানে গেলেন। বাচ্চাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে রাখা হলো। তখন তার প্রাণ ছটফট করছিল।

এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সা'দ (রা) তাঁকে বললেন, এ কি? তিনি বললেন ঃ এর নামই হচ্ছে দয়া-মায়া, আল্লাহ যাদেরকে চান তাদের অন্তরে তা স্থাপন করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদেরকে দয়া করেন।

٣١٢٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

৩১২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর নামানুসারে তার নাম রাখলাম (ইবরাহীম)। (অতঃপর ইমাম বুখারী) হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দেখলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে, অন্তর দুঃখভারাক্রান্ত হচ্ছে, আমরা শুধুমাত্র এমন কথাই বলবো যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন (অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহ...)। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত ও মর্মাহত।

بَابٌ فِي النَّوْحِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ বিলাপ করে কাঁদা

٣١٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ.

৩১২৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (মৃত্যুশোকে) বিলাপ করে উচ্চস্বরে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

٣١٢٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

৩১২৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাপকারিণীকে এবং তা শ্রবণকারিণীকে অভিসম্পাত করেছেন।

٣١٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهَلْ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَتْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى قَبْرِ يَهُودِيٍّ.

৩১২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। এ কথা আয়েশা (রা)-র কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, কেমন কথা, ইবনে উমার কোত্থেকে শুনেছে! একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এই কবরের বাসিন্দাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর তার পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি করছে। অতঃপর তিনি (আয়েশা) এই আয়াত পাঠ করলেন, "একের (পাপের) বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬৪, বনী ইসরাঈল ঃ ১৫, ফাতির ঃ ১৮, যুমার ঃ ৩৯, নাজম ঃ ৩৮)। হান্নাদ (র) আবু মু'আবিয়ার বরাতে বলেন, তিনি (নবী সা.) এক ইহুদীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

٣١٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ ثَقِيلٌ فَذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ أَوْ تَهُمَّ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَسَكَتَتْ قَالَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى قَالَ يَزِيدُ لَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا مَا قَوْلُ أَبِي

مُوْسٰى لَكِ اَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَكَتَتْ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ.

৩১৩০। যায়েদ ইবনে আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ আবু মূসা (রা)-কে দেখতে গেলাম, তার স্ত্রী কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, তুমি কি শোননি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, শুনেছি। রাবী বলেন, তিনি কান্না থামিয়ে নিশ্চুপ হলেন। রাবী বলেন, আবু মূসা (রা) যখন ইন্তেকাল করলেন, ইয়াযীদ বলেন, আমি মহিলার সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার জন্য আবু মূসার কী কথা ছিল? (তিনি বলেছিলেন), তুমি কি শোননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? অতঃপর আপনি চুপ করলেন। স্ত্রীলোকটি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী (মৃত্যুশোকে) মাথা মুড়িয়ে বিলাপ করে কাঁদে এবং কাপড় ছিঁড়ে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব মহিলারা নিজেদের কেউ মারা গেলে মাথা ন্যাড়া করতো এবং আরো অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠান পালন করতো (অনু.)।

٣١٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَلَى الرَّبَذَةِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَسِيْدُ ابْنُ أَبِيْ أَسِيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوْفِ الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيْهِ أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا وَلَا نَنْشُرَ شَعْرًا.

৩১৩১। আসীদ ইবনে আবু আসীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে) বাই'আত গ্রহণকারী এক মহিলার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যেসব সৎকাজ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে এও ছিল যে, আমরা (শপথ ভংগ করে) কখনও তাঁর অবাধ্য হবো না, (মৃত্যুশোকে) মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করবো না, বুক চাপড়াবো না, ধ্বংস ডাকবো না, কাপড়-চোপড় ফাঁড়বো না এবং চুল এলোমেলো করবো না।

بَابُ صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মৃতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠানো

٣١٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ.

৩১৩২। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জা'ফর পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠাও। কেননা তাদের কাছে এমন দুঃসংবাদ পৌঁছেছে যা তাদেরকে (খাবার তৈরি থেকে) ব্যতিব্যস্ত রাখবে।

টীকা ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠানো মুস্তাহাব। তবে তিন দিনের অতিরিক্ত নয় (অনু.)।

بَابُ فِي الشَّهِيدِ يُغْسَلُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ শহীদকে গোসল দেয়া সম্পর্কে

٣١٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ. قَالَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১৩৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি তীর এসে এক ব্যক্তির বুকে অথবা কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হলো এবং তাতে সে মারা গেলো। সে যেভাবে নিজের কাপড় পরিহিত ছিলো ঠিক সেভাবেই তাকে (মৃতকে) ঐ কাপড়ে জড়ানো হলো। এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ছিলাম।

টীকা ঃ শহীদদেরকে বিনা গোসলে রক্তমাখা দেহে দাফন করতে হয়। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ একমত (অনু.)।

٣١٣٤- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الطَّرْطُوسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ

يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَأَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. وَهٰذَا لَفْظُ زِيَادٍ.

৩১৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, তাদের শরীর থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও চামড়ার বস্ত্র খুলে নিতে হবে এবং তাদের রক্ত ও পরিধানের বস্ত্রসহ তাদেরকে দাফন করতে হবে।

٣١٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَدُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

৩১৩৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। তাদেরকে রক্তমাখা দেহেই দাফন করা হয়েছে এবং তাদের জানাযাও পড়া হয়নি।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈর মতানুসারে শহীদগণের জানাযা পড়তে হবে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে শহীদদের জানাযা পড়তে হবে। তাদের জানাযা পড়ার ব্যাপারে যে হাদীস উল্লেখ আছে, তার ধারণা অনুযায়ী এগুলোই অধিক বিশ্বস্ত। তবে যারা জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়নি, বরং অন্য কারণে মারা গিয়েছে, কিন্তু শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তাদের গোসল দিতে হবে এবং জানাযা পড়তে হবে (অনু.)।

٣١٣٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ يَعْنِيْ الْمَرْوَانِيَّ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعْنٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِيْ نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتّٰى يُحْشَرَ مِنْ بُطُوْنِهَا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلٰى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكَفَّنُوْنَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. زَادَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْاٰنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

৩১৩৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রা)-র (মৃতদেহের) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, তার (অংগ-প্রত্যংগ কেটে চরমভাবে) লাশ বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ যদি (হামযার বোন) সাফিয়্যার অন্তর দুঃখ না পেতো তাহলে আমি তার লাশ ফেলে রাখতাম এবং হিংস্র জন্তু তা খেয়ে নিতো। কিয়ামতের দিন তাকে এদের পেট থেকেই উত্থিত করা হতো। এ সময় কাফনের কাপড়ের অভাব ছিলো, কিন্তু মৃতদেহের সংখ্যা ছিল অধিক। ফলে এক, দুই, এমনকি তিন ব্যক্তিকে একই কাপড়ে জড়িয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। (অধস্তন রাবী) কুতাইবার বর্ণনায় আরো আছে ঃ অতঃপর তাদেরকে একই কবরে দাফন করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করতেন ঃ এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন পারদর্শী ছিল। তিনি তাকে কবরে কিবলার দিকে (ডানপাশে) রাখতেন।

٣١٢٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ.

৩১৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রা)-র লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তার মৃতদেহ বিকৃত করা হয়েছে। তিনি হামযা (রা) ছাড়া অন্য কোন শহীদের জানাযা পড়েননি।

٣١٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى أُحُدٍ وَيَقُوْلُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلٰى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

৩১৩৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দুই-দুইজনকে একই কাপড়ে কাফন দিতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করতে থাকলেন ঃ এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন শিখেছে। যখন তাদের কোন এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হতো তাকেই তিনি প্রথমে কবরে রাখতেন। তিনি বললেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষী হবো। (রাবী বলেন), তিনি তাদেরকে রক্তমাখা দেহে দাফন করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের গোসল দিলেন না।

٣١٣٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى أُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

৩১৩৯। লাইস (র) থেকে (উপরে উল্লেখিত হাদীসের) অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, (নবী সা.) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দুই-দুইজনকে একই কাপড়ে একত্রে কাফন দিলেন।

بَابٌ فِىْ سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ গোসলের সময় মৃতের সতর ঢেকে দেয়া

٣١٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَّلاَ مَيِّتٍ.

৩১৪০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার উরু (রান) কখনও অনাবৃত করো না এবং জীবিত ও মৃত কারো উরুর প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করো না।

টীকা ঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সবসময় ঢেকে রাখা ফরয। এ অংশটুকু সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রান বা উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত (অনু.)।

٣١٤١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ لَمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا نَدْرِىْ أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا أَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتّٰى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِىْ صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِن نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوْا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيَدْلُكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ دُوْنَ أَيْدِيْهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ.

৩১৪১। আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাহাবীগণ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (লাশের) গোসল দিতে চাইলেন, তারা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, আমরা যেভাবে সাধারণ লোকের মৃতদেহ থেকে বস্ত্র খুলে নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কি সেভাবে বস্ত্রহীন করে নিবো না কি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রসহ তাঁকে গোসল দিবো? যখন তারা এ নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ঘুম চাপিয়ে দিলেন। ঘুমের ঘোরে তাদের প্রত্যেকের থুতনি (চিবুক) নিজ নিজ বুকের সাথে ঠেকে গেলো। এমতাবস্থায় ঘরের এককোণ থেকে অদৃশ্য আওয়াজ আসলো। কে সেই আওয়াজ দিলো তা জানা গেলো না। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড়ে আবৃত অবস্থায়ই গোসল দাও।" একথা শুনে তারা জেগে উঠলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জামা পরিহিত অবস্থায় গোসল দিলেন। তারা জামার উপর পানি ঢাললেন এবং হাতের পরিবর্তে জামা দিয়ে তাঁর শরীর রগরালেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি পরে যা জানতে পারলাম তা যদি পূর্বে মনে আসতো তাহলে তাঁর স্ত্রীরাই তাঁর গোসল দিতেন।

টীকা ঃ পরে যে কথাটি আয়েশা (রা)-র মনে পড়লো তা হচ্ছে- নবী (সা) তাকে বলেছিলেন ঃ "তুমি যদি আমার জীবদ্দশায় মারা যাও তাহলে আমি তোমাকে গোসল দিবো এবং কাফন পরাবো।" ফাতিমা (রা)-কে আলী (রা) গোসল দিয়েছিলেন। জমহূর আলেমদের মতে স্বামীকে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামী গোসল দিতে পারে। কিন্তু কুফার ফিক্‌হবিদদের মতে স্বামীকে গোসল দেয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয হলেও স্ত্রীকে গোসল দেয়া স্বামীর জন্য জায়েয নয় (অনু.)।

بَابُ كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মৃতকে কিভাবে গোসল দিবে

٣١٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنٰى عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ

فَآذَنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مَالِكٍ تَعْنِي إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا.

৩১৪২। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (যয়নাব রা.) যখন ইনতিকাল করলেন, তিনি আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন ঃ আবশ্যকবোধে তোমরা তাকে কুল পাতাসহ সিদ্ধ পানি দিয়ে তিন অথবা পাঁচ অথবা তদপেক্ষা অধিকবার গোসল করাও। শেষবারে কাফুর বা কিছু কাফুর দিবে। যখন তোমরা গোসল দেয়া শেষ করবে আমাকে খবর দিবে। (রাবী বলেন) অতএব আমরা গোসল দেয়া শেষ করে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি তাঁর একখানা কাপড় ছুড়ে দিয়ে আমাদেরকে বললেন ঃ এটা তাকে জামা হিসেবে পরিয়ে দাও। মালেকের বর্ণনায় আছে, তা ছিলো তাঁর পরিধানের কাপড়।

٣١٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَبُوْ كَامِلٍ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ أَنَّ يَزِيْدَ ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ.

৩১৪৩। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তার (যয়নাব রা.) চুলগুলো তিন গোছায় ভাগ করেছিলাম।

٣١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَضَفَرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا.

৩১৪৪। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তার (যয়নাবের) মাথার চুলগুলোকে তিন গোছায় বিভক্ত করলাম। অতঃপর কপালের চুল (এক গোছা) এবং মাথার দু'পাশের চুল (দুই গোছা) তার পিছনের দিকে ফেলে দিলাম।

টীকা ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে মহিলাদের চুল দু'ভাগে বিভক্ত করে বুকের উপর ছেড়ে দিতে হয়। হাদীসে উল্লেখিত নিয়ম উম্মে আতিয়্যার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত (অনু.)।

٣١٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِيْ غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

৩১৪৫। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যার (যয়নাবের) গোসল সম্পর্কে তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং উযুর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল দেয়া শুরু করবে।

٣١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هٰذَا. وَزَادَتْ فِيهِ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ.

৩১৪৬। ইমাম আবু দাউদ বলেন, তার উর্ধ্বতন রাবী মালেক (র) তার বর্ণনা পরম্পরায় সাহাবী উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে হাফসা (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে একথাগুলোও রয়েছে ঃ (নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে বললেন)... অথবা (তাকে) সাতবার বা ততোধিক বার গোসল দান করো– যদি তোমরা আবশ্যক মনে করো।

٣١٤٧- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ.

৩১৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে আতিয়্যা (রা)-র কাছে (মৃতের) গোসল দেয়ার বিধান শিখেছেন। তিনি (মুহাম্মাদ) বলেছেন, কুলের পাতাসহ গরম করা পানি দিয়ে দুইবার এবং কাফুর (কর্পুর) মিশ্রিত পানি দিয়ে একবার গোসল দিতে হবে।

بَابٌ فِي الْكَفَنِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ কাফনের বর্ণনা

٣١٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذٰلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

৩১৪৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন খুতবা দিলেন (বক্তৃতা করলেন)। তাতে তিনি তাঁর এক

সাহাবীর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাকে অপর্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল এবং রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে রাতের বেলা কবর দেয়ার ব্যাপারে তিরস্কার করলেন, যাতে (লোকের) তার জানাযা পড়ার সুযোগ পায়। হাঁ, কেউ যদি রাতে কবর দিতে একান্তই বাধ্য হয়ে পড়ে সেটা ভিন্ন কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার (মুসলমান) ভাইকে কাফন পরালে সে যেন তাকে উত্তমরূপে কাফন দেয়।

টীকা ঃ কোন কোন মনীষী বলেছেন, মৃতকে রাতের বেলা দাফন করলে বহুলোক জানাযায় শরীক হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য মহানবী (সা) রাতের বেলা লাশ দাফন করাতে তিরস্কার করেছেন। হাসান বসরীর মতে রাতের বেলা দাফন করা মাকরূহ, তবে জরুরতের সময় জায়েয। জমহুর (সর্বাধিক সংখ্যক) আলেমের মতে, রাতের বেলা দাফন করা জায়েয। কেননা আবু বাক্‌র (রা)-সহ বহু সংখ্যক মনীষীকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছে।

টীকা ঃ 'উত্তম' অর্থে এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত কাফনকেই বুঝানো হয়েছে। কাপড় নতুন এবং মূল্যবান হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই (অনু.)।

٣١٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ.

৩১৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর ইন্তেকালের পর) একটি ডোরদার ইয়ামানী চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তাঁর উপর থেকে তা তুলে নেয়া হয় এবং সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিলো।

٣١٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ.

৩১৫০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন মারা যায় এবং তার পরজিন যদি সচ্ছল হয় তবে তারা যেন ডোরাদার ইয়ামানী চাদর দিয়ে তার কাফন দেয়।

٣١٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ

قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِىْ قَالَ أَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.

৩১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়ামানের তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কাফনে কোন কামীস (জামা) ও পাগড়ী ছিলো না।

٣١٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِىَ بِالْبُرْدِ وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ.

৩১৫২। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা (উরওয়া) আয়েশা (রা)-র কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে সুতীর কাপড়ের কথা উল্লেখ আছে। কেউ আয়েশা (রা)-র কাছে লোকজনের বক্তব্য 'তাঁর কাফনে দু'টি সাদা কাপড় ও একটি কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর ছিলো' উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ইয়ামানী চাদরখানা (তাঁর কাফনের জন্য) দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাহাবাগণ তা ফেরত দিয়েছেন এবং তারা তাঁকে ঐ চাদর দিয়ে কাফন দেননি।

٣١٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيْصُهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيْصِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ.

৩১৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এগুলো ছিল নাজরান এলাকার তৈরী। এই তিনখানা কাপড়ের একটি ছিল চাদর, একটি ছিল লুঙ্গি এবং অপরটি ছিল মৃত্যুশয্যায় তাঁর পরনের জামা। আবু দাঊদ (র) বলেন, উসমান ইবনে আবু শাইবার বর্ণনায় আছে, তিনখানা কাপড়ে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল– লাল বর্ণের দু'টি চাদর এবং যে জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُغَالاَةِ فِي الْكَفَنِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ কাফনের জন্য মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ

٣١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُوْ مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ لاَ تُغَالُ لِيَ فِيْ كَفَنٍ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيْعًا.

৩১৫৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাফনের জন্য যেন বেশী দামী কাপড় ব্যবহার করা না হয়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কাফনের জন্য তোমরা বেশী দামী কাপড় ব্যবহার করো না। কেননা তা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে।

টীকা ঃ আবু বাক্‌র (রা) মৃত্যুর সময় তাঁর কন্যা আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, আমার পরনের জামা ও লুঙ্গিটি ধুয়ে পরিষ্কার করে এ দিয়ে আমার কাফন দিও। আয়েশা (রা) বললেন, আব্বা! আমরা কি এতই গরীব যে, আপনাকে পুরাতন কাপড়ে কাফন দিবো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নতুন কাপড়গুলো বরং জীবিতদেরই বেশী প্রয়োজন হবে (অনু.)।

٣١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الإِذْخِرِ.

৩১৫৫। আবু ওয়াইল (র) থেকে খাব্বাব (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তার কাফনের জন্য একটি কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমরা তা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে তার পদদ্বয় উন্মুক্ত হয়ে যেতো, আবার তার পদদ্বয় ঢাকলে তার মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ দিয়ে তার মাথা পর্যন্ত ঢেকে দাও এবং তার উভয় পায়ের উপর ইযখির ঘাস বিছিয়ে দাও।

٣١٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِيْ نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ.

৩১৫৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উত্তম কাফন হচ্ছে হুল্লা এবং কুরবানীর জন্য উত্তম পশু হচ্ছে শিংবিশিষ্ট দুম্বা।

টীকা ঃ হুল্লা ইয়ামানের তৈরী কাপড়ের জোড়া। এতে একটি লুঙ্গি একটি চাদর থাকতো (অনু.)।

بَابٌ فِيْ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ স্ত্রীলোকের কাফনের বর্ণনা

٣١٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ نُوْحُ بْنُ حَكِيْمٍ الثَّقَفِىُّ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ أَبِىْ سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَيْلٰى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الْآخَرِ قَالَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا.

৩১৫৭। ছাকীফ গোত্রের কানিফের কন্যা লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মে কুলছুম (রা)-র ইন্তেকালের পর তার গোসল দানকারী মহিলাদের সাথে আমিও ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কাফনের জন্য) প্রথমে দিলেন ইজার (তহবন্দ), অতঃপর কামীস (জামা), অতঃপর ওড়না (দোপাট্টা), অতঃপর চাদর, অতঃপর অন্য একটি কাপড় দিলেন। তা দ্বারা কাফনের উপর দিয়ে লাশ পেচিয়ে দেয়া হলো। লায়লা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাফনের কাপড়সহ দরজার কাছে বসা ছিলেন। তিনি একটা একটা করে কাপড়গুলো আমাদেরকে দিলেন।

بَابٌ فِى الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মৃতের জন্য কস্তুরী ব্যবহার করা

٣١٥٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ

أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ.

৩১৫৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সুগন্ধির মধ্যে কস্তুরীই সর্বোত্তম।

بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ লাশ দ্রুত দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা এবং বিলম্ব করা মাকরূহ

٣١٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُوْ سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَزْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ إِنِّيْ لاَ أُرٰى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتُ فَآذِنُوْنِيْ بِهِ وَعَجِّلُوْا فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.

৩১৫৯। আল-হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তালহা ইবনুল বারাআ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন ঃ আমি দেখছি তালহার মৃত্যু আসন্ন। অতএব তোমরা আমাকে তার খবর জানাবে এবং দ্রুত তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে। কেননা কোন মুসলমানের মৃতদেহ তার পরিবারের মধ্যে আটকে রাখা সংগত নয়।

টীকা ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "তোমরা লাশ যথাসম্ভব দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো। সে উত্তম লোক হয়ে থাকলে– তোমরা তাকে উত্তম স্থানের দিকে (দ্রুত) এগিয়ে দিলে। আর সে বদকার লোক হলে তোমরা তাকে তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে রাখলে" (তিরমিযী, জানাইয, বাব ৩০, নং ১০১৫)।

بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর গোসল করা

٣١٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الْمَيِّتِ.

৩১৬০। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি যুবায়ের (রা)-কে এ হাদীস শুনিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার অবস্থায় গোসল করতেন ঃ সহবাসের গোসল, জুমু'আর দিনের গোসল, রক্তমোক্ষণ করানোর গোসল এবং মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল।

টীকা ঃ মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর গোসল করা ওয়াজিব নয়, বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য গোসলের কথা বলা হয়েছে (অনু.)।

٣١٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

৩১৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলো সে যেন গোসল করে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করলো সে যেন উযু করে।

٣١٦٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلٰى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ يُجْزِيْهِ الْوُضُوْءُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَدْخَلَ أَبُوْ صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِيْ إِسْحَاقَ مَوْلٰى زَائِدَةَ قَالَ وَحَدِيْثُ مُصْعَبٍ ضَعِيْفٌ فِيْهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

৩১৬২। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা সম্পর্কিত হাদীস মানসূখ হয়েছে। আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলের কাছে শুনেছি, তাকে মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়ার পর গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

হলে তিনি বললেন, তার জন্য উযুই যথেষ্ট। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আবু সালেহ এ হাদীসের সনদে তার ও আবু হুরায়রার মাঝখানে ইসহাকের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুস'আবের হাদীস দুর্বল। তাতে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তদনুসারে আমল করা হয় না।

بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ লাশকে চুমা দেয়ার বর্ণনা

٣١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

৩১৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসমান ইবনে মাযউনের লাশে চুমা দিতে দেখেছি। আমি তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখেছি।

টীকা ঃ উসমান ইবনে মাযউন (রা) মহানবী (সা)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। তাকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-র অন্যতম ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম সাহাবী ছিলেন (অনু.)।

بَابٌ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রাতের বেলা দাফন করা

٣١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.

৩১৬৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা লোকেরা কবরস্থানে আগুন (আলো) দেখতে পেলো। তারা সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলো। তিনি

বললেন ঃ তোমাদের সাথীকে আমার কাছে দাও। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি উচ্চস্বরে যিকির করতো।

بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ মৃতদেহ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নেয়া এবং তা অবাঞ্ছনীয়

٣١٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ.

৩১৬৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে নিহত লোকদেরকে দাফনের জন্য আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক এসে ঘোষণা করলেন, নিহতদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানে (উহুদের ময়দানে) দাফন করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমরা তাদেরকে (পূর্বের স্থানে) ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম।

টীকা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বেলায় এই বিধান। অন্যথায় সাধারণ মৃতের বেলায় প্রয়োজনবোধে তাদের লাশ অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ও সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) আল-আকীক নামক স্থানে ইনতেকাল করেন এবং তাদের লাশ মদীনায় এনে দাফন করা হয়। আরো অনেক সাহাবীর লাশ অন্যত্র নিয়ে দাফন করা হয়েছে (আওনুল মা'বূদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪)।

بَابٌ فِي الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ জানাযার নামাযের কাতার

٣١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ. قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.

৩১৬৬। মালেক ইবনে হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক মারা গেলে এবং মুসলমানদের তিন কাতার লোক তার জানাযা পড়লে (আল্লাহ তার জন্য বেহেশত) নির্ধারণ করেন। অতঃপর জানাযায় কম লোক হলে মালেক (র) তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করে দিতেন, এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য।

টীকা ঃ 'জানাযা' শব্দের অর্থ লাশ বা মৃতদেহ। মৃতদেহকে সামনে রেখে যে নামায পড়া হয় তাকেও প্রচলিত অর্থে জানাযা বলে। এ নামায ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কতক লোক পড়লে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পূরণ হয়ে যায়। আর কেউ না পড়লে সকলেই গুনাহগার হয় (অনু.)।

بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ

٣١٦٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

৩১৬৭। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মহিলাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

টীকা ঃ উম্মু আতিয়্যা (রা)-র বিবৃতির তাৎপর্য হলো– রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করাকে হারাম ঘোষণা করেননি, বরং নিরুৎসাহিত করেছেন। অর্থাৎ মহিলারা ইচ্ছা করলে জানাযার নামাযে শরীক হতে পারে, কিন্তু শরীক না হওয়াই তাদের জন্য উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে মহিলাদের জানাযার জামা'আতে উপস্থিত হওয়া অনুচিত (অনু.)।

بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَتَشْيِيعِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ জানাযায় অংশগ্রহণ এবং লাশের সাথে যাওয়ার ফযীলাত

٣١٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

৩১৬৮। আবু সালেহ (র) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করে এবং তার জানাযা পড়ে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন

করে এবং দাফন শেষ করা পর্যন্ত শরীক থাকে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। এ দু'টির মধ্যকার ক্ষুদ্রটি উহুদ পাহাড়ের সমান অথবা উভয়ের একটি উহুদ পাহাড়ের সমান।

টীকা ঃ এক কীরাত এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ। এখানে শব্দটি সওয়াব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিমাণ আল্লাহই ভালো জানেন। উহুদ পাহাড়ের উল্লেখ করে বিরাট পুরস্কারের দিকে ইংগিত করা হয়েছে (অনু.)।

٣١٦٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُسَيْنٍ الْهَرَوِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُوْ صَخْرٍ وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ ابْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُوْرَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ.

৩১৬৯। দাউদ ইবনে আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। দাউদের পিতা আমের (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ক্ষুদ্র কুটিরবাসী খাব্বাব (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমার! আপনি কি শুনছেন না আবু হুরায়রা (রা) কী বলছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতের ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে তার পিছনে পিছনে যায় এবং তার জানাযা আদায় করে... সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমার (এই হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য) আয়েশা (রা)-র কাছে লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা ঠিকই বলেছেন।

٣١٧٠- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُوْنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ صَخْرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.

৩১৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি এমন চল্লিশজন লোক তার জানাযায় শরীক হয় যারা কখনও আল্লাহর সাথে শরীক করে নাই তবে তার জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

بَابٌ فِيْ اتِّبَاعِ الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

অনুচ্ছেদ- ৪৫ ঃ আগুন সাথে নিয়ে লাশের অনুগমন

٣١٧١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ زَادَ هَارُوْنُ وَلاَ يُمْشٰى بَيْنَ يَدَيْهَا.

৩১৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শোরগোল ও কান্নাকাটি করে এবং আগুন নিয়ে লাশের পিছে পিছে যাওয়া যাবে না। (অধস্তন রাবী) হারূনের বর্ণনায় আরো আছে, লাশের আগে আগেও চলা যাবে না।

بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ লাশের সম্মানার্থে দাঁড়ানো

٣١٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ.

৩১৭২। আমের ইবনে রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা জানাযা (লাশ) বহন করে নিয়ে যেতে দেখলে তা নিয়ে তোমাদেরকে অতিক্রম করে না যাওয়া পর্যন্ত অথবা নিচে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়িয়ে থাকো।

٣١٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوْا حَتّٰى تُوْضَعَ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى الثَّوْرِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ فِيْهِ حَتّٰى تُوْضَعَ بِالْأَرْضِ. وَرَوَاهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَتّٰى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ.

৩১৭৩। ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন লাশের সাথে সাথে যাও তখন তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসো না। আবু দাঊদ (র) বলেন, সুফিয়ান সাওরী এই হাদীসখানা সুহাইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার পিতার সূত্রে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ লাশ মাটিতে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকো। আবু মু'আবিয়াও হাদীসটি সুহাইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ লাশ কবরে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকো। আবু দাঊদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) আবু মু'আবিয়ার তুলনায় অধিক স্মৃতিধর।

٣١٧٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُوْمُوْا.

৩১৭৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা (লাশ) নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তা দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর আমরা তা বহন করতে অগ্রসর হয়ে দেখি সেটা এক ইহূদীর লাশ। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো এক ইহূদীর লাশ। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই মৃত্যু একটি ভয়াবহ ঘটনা। অতএব যখন তোমরা কোন লাশ নিয়ে যেতে দেখবে, উঠে দাঁড়াবে।

টীকা ঃ শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবী (র) তাঁর "আশি'আতুল লুম'আত" গ্রন্থে বলেছেন, মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃতের প্রতি সম্মান ও তার ঈমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব (অনু.)।

٣١٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ

مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ.

৩১৭৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশ নিয়ে যেতে দেখে প্রথমে দাঁড়াতেন, অতঃপর বসে থাকতেন (দাঁড়ানো ত্যাগ করেন)।

টীকা ঃ হাসান ইবনে আলী, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের, আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র মতে, লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়াতে হবে এবং লাশের সাথে যারা যাবে তারা মৃতদেহ কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না। উল্লেখিত সাহাবাদের এ মত সমর্থন করেছেন ঃ ইমাম আওযাঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ও মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র)। তাদের মতে উল্লেখিত হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়নি। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আলকামা, আসওয়াদ, নাফে ইবনে জুবায়ের, আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, মৃতদেহ দেখে দাঁড়ানোর নির্দেশ মানসূখ হয়েছে। কিন্তু লাশের অনুগমনকারীরা লাশ মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না– এ নির্দেশ বহাল রয়েছে (অনু.)।

٣١٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ هٰكَذَا نَفْعَلُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اجْلِسُوْا خَالِفُوْهُمْ.

৩১৭৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে জানাযা (লাশ) নিয়ে যাওয়া হলে তিনি দাঁড়াতেন এবং তা কবরে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন। একদা এক ইহুদী আলেম তাঁর কাছে এসে বললো, আমরাও এরূপ করে থাকি। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ তাদের বিপরীত করার জন্য তোমরা বসে পড়ো।

بَابُ الرُّكُوْبِ فِي الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ সওয়ারীতে চড়ে লাশের সাথে যাওয়া

٣١٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

عَوْفٍ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبٰى أَنْ يَّرْكَبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِيْ فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ.

৩১৭৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি সওয়ারীর জন্তু আনা হলো। তিনি তখন একটি লাশের সাথে সাথে যাচ্ছিলেন। তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। যখন তিনি (লাশ দাফন করে) অবসর হলেন, তাঁকে সওয়ারী দেয়া হলে তিনি তাতে আরোহণ করলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ ফেরেশতারা পদব্রজে লাশের সাথে যাচ্ছিলেন। তাদের হেঁটে যাওয়া অবস্থায় আমার সওয়ারীতে চড়ে যাওয়া সংগত মনে করলাম না। তারা বিদায় নিলে আমি সওয়ারীতে আরোহণ করলাম।

টীকা ঃ প্রয়োজনবোধে যানবাহনে আরোহণ করে লাশের সাথে সাথে যাওয়া জায়েয (অনু.)।

٣١٧٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُوْدٌ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتّٰى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعٰى حَوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১৭৮। সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনুদ দাহ্দাহ্ (রা)-এর জানাযা পড়লেন। আমরাও তাতে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর একটি ঘোড়া আনা হলে, তিনি তা বেঁধে রাখলেন, অতঃপর তাতে আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি দ্রুত যেতে থাকলে আমরাও তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) চারপাশে সাথে সাথে দৌড়িয়ে যেতে থাকলাম।

بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ লাশের আগে আগে যাওয়া

٣١٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

৩১৭৯। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে লাশের আগে আগে যেতে দেখেছি।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা ও আওযাঈ'র মতে, লাশের পিছনে চলাই উত্তম, তবে আগে আগে যাওয়াও দূষণীয় নয়। ইমাম মালেক, শাফি'ঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে, লাশের আগে আগে চলাই উত্তম। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য কতিপয় ইমামের মতে, আগে-পিছে উভয়ই সমান (অনু.)।

٣١٨٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.

৩১৮০। যিয়াদ ইবনে জুবায়ের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। অধস্তন রাবী ইউনুস (র) বলেন, আমার ধারণা, যিয়াদ পরিবারের লোকেরা আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি (যিয়াদ) হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সওয়ারীতে আরোহিত ব্যক্তি লাশের পিছনে পিছনে যাবে এবং পদব্রজে যাওয়া ব্যক্তি লাশের পিছনে, সামনে, ডানে, বামে এবং নিকটস্থ হয়েও যেতে পারে। অপূর্ণাঙ্গভাবে প্রসবিত বাচ্চারও জানাযা পড়তে হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে।

টীকা ঃ এই হাদীস অনুসারে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মৃত্য অবস্থায় প্রসবিত বাচ্চারও জানাযা পড়তে হবে। কেননা হাদীসে জীবিত থাকার শর্ত নাই। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ'র মতে, জীবিত প্রসবিত হলেই কেবল জানাযা পড়তে হবে। তিরমিযী (বাব ৪৩, নং ১০৩২) ও ইবনে মাজা (বাব ২৬, নং ১৫০৮) গ্রন্থে জাবের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস তাদের দলীল (অনু.)।

بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা

٣١٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

৩১৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মৃতের দাফন-কাফনের কাজ তরান্বিত করবে। কেননা সে যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকে তবে তো ভালো। তাকে তোমরা তার কল্যাণকর পরিণতির দিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিলে। আর যদি অন্যরূপ (মন্দ লোক) হয় তবে অমঙ্গল। আর অমঙ্গলকে (দ্রুত) তোমাদের ঘাড় থেকে রেখে দিলে।

٣١٨٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ فِيْ جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَكُنَّا نَمْشِيْ مَشْيًا خَفِيْفًا فَلَحِقَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَلاً.

৩১৮২। উয়াইনা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুর রহমান) উসমান ইবনে আবুল আস (রা)-র লাশের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা মৃদু গতিতে হাঁটছিলাম। ইতিমধ্যে আবু বাক্‌রা (রা) এসে আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তার চাবুক উত্তোলন করে বললেন, আমরা অবশ্যই দেখছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (লাশ নিয়ে) দ্রুত গতিতে গিয়েছি।

٣١٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا عِيسٰى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ عُيَيْنَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالاَ فِيْ جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوٰى بِالسَّوْطِ.

৩১৮৩। উয়াইনা (র) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে তিনি বলেছেন, এই ঘটনা আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-র জানাযার সাথে সংশ্লিষ্ট। আবু বাক্‌রা (রা) তার খচ্চর দৌড়ালেন এবং (দ্রুত চলার জন্য লোকদেরকে) তার চাবুক দিয়ে ইশারা করলেন।

٣١٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى الْمُجَبِّرِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ مَاجِدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مَا دُوْنَ الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَجَّلَ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلاَ تَتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ

تَقَدَّمَهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَحْيَى الْجَابِرُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا كُوْفِيٌّ وَأَبُوْ مَاجِدَةَ بَصْرِيٌّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ مَاجِدَةَ هٰذَا لاَ يُعْرَفُ.

৩১৮৪। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানাযার (লাশের) সাথে সাথে যাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ দ্রুত কদমে যেতে হবে (তবে দৌড়ে নয়)। যদি তা উত্তম লোকের জানাযা হয়ে থাকে তবে তাকে আমরা দ্রুত তার উত্তম পরিণতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছি। যদি (মৃত ব্যক্তি) এর বিপরীত হয়ে থাকে তবে আগুনের বাসিন্দারা ধ্বংস হয়েছে। জানাযা (লাশ) আগে আগে থাকবে আর লোকজন তার পিছে পিছে যাবে। যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে যায় সে যেন জানাযার সাথেই যাচ্ছে না (অর্থাৎ সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত)।

আবূ দাঊদ (র) বলেন, রাবী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তিনি হলেন ইয়াহ্ইয়া আল-জাবির। আবূ দাঊদ (র) আরো বলেন, তিনি হলেন কূফার অধিবাসী আর আবূ মাজিদা হলেন বসরার অধিবাসী। আবূ দাঊদ (র) বলেন, এই আবূ মাজিদা হলেন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী।

টীকা ঃ 'খাবাব' (اَلْخَبَبُ) শব্দটি ধীরে চলা, রং ঢং ও তামাশা করে চলা ইত্যাদি বুঝায়।

টীকা ঃ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ আপত্তি উত্থাপন করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসের রাবী আবূ মাজিদ অপরিচিত (মাজহূল) লোক। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, সে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) এবং ইমাম বুখারী বলেছেন, সে যঈফ (দুর্বল)। অতএব, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ (র)-এর পর্যালোচনা থেকেও তাই প্রতিভাত হয় (অনু.)।

بَابُ الإِمَامِ لاَ يُصَلِّيْ عَلٰى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ ইমাম আত্মহননকারীর জানাযা পড়বে না

٣١٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ

فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَاٰهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذًا لاَ أُصَلِّيْ عَلَيْهِ.

৩১৮৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো (বা তার পরিবারের লোকেরা কান্নাকাটি করতে লাগলো)। তার এক প্রতিবেশী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কিভাবে জানলে? সে বললো, আমি তাকে দেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই সে মরেনি। রাবী বলেন, লোকটি ফিরে গেলো এবং পুনর্বার তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো। সে (প্রতিবেশী) পুনরায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, সে মারা গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই সে মারা যায়নি। রাবী বলেন, সে ফিরে গেলো এবং পুনর্বার তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। রোগীর স্ত্রী তার প্রতিবেশীকে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে খবর দাও। সে বললো, হে আল্লাহ! এর (রোগীর) প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করো। রাবী বলেন, লোকটি রোগীর কাছে এসে দেখলো, সে তার কাছে রক্ষিত তীরের ফলার সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে। সে পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জানালো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কিভাবে জানলে? লোকটি বললো, আমি দেখেছি, সে তার তীরের সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি সরাসরি দেখেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে আমি তার জানাযা পড়বো না।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মহত্যার মত কবীরা গুনাহর প্রতি ঘৃণাবশত তার জানাযার নামায পড়েননি, যাতে লোকজন উপদেশ গ্রহণ করে। ঘৃণাবশত কতিপয় লোকের জানাযা পড়া নিষেধ। যেমন আত্মহত্যাকারী, ডাকাতি অথবা ব্যভিচার করতে গিয়ে নিহত হওয়া ব্যক্তি ইত্যাদি। উমার ইবনে আবদুল আযীয ও আল-আওযাঈ (র)-এর মতে আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়া নিষেধ। কিন্তু জমহূর (সর্বাধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ)-এর মতে তার জানাযার নামায পড়তে হবে (অনু.)।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُوْدُ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ হদ্দ কার্যকর করার ফলে অপরাধী নিহত হলে তার জানাযা পড়বে

٣١٨٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ

نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

৩১৮৬। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'ইয ইবনে মালেকের জানাযা পড়েননি এবং তার জানাযা পড়তে নিষেধও করেননি।

টীকা ঃ 'হদ্দ' বা শাস্তির দণ্ড কার্যকর করে যাকে হত্যা করা হয়েছে তার জানাযা পড়া হবে কিনা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বিমত রয়েছে। ইমাম মালেকের মতে শাসক এদের জানাযা পড়বে না, তবে জনগণ পড়বে। ইমাম আহমাদ বলেন, ইমাম অথবা গণ্যমান্য লোকেরা যেন এদের জানাযা না পড়ে। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ প্রমুখ বলেন, যারা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও কিবলার অনুসারী তারা চাই ফাসেক হোক বা শাস্তির দণ্ডপ্রাপ্ত হোক তাদের জানাযা পড়া হবে। মা'ইয ইবনে মালেক (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি যেনা করে তার স্বীকারোক্তি করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপর হদ্দ কার্যকর করেন এবং এতে তিনি মারা যান।

অতএব শাস্তি কার্যকর করার ফলে অপরাধী মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে, তাকে মুসলমানদের গোরস্তানে দাফন করতে হবে, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং তার সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মা'ইয (রা) মারা যাওয়ার পর মহানবী (সা) তার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেন এবং তার জানাযার নামায পড়ান (বুখারী, কিতাবুল হুদূদ, বাব ২৫, নং ৬৮২০ ফাকালান-নাবিয়্যু (সা) খাইরান ওয়া সাল্লা আলাইহি)। যদিও আবু দাউদের বর্ণনাগুলোতে মহানবী (সা) কর্তৃক তার প্রশংসা করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি তার জানাযা পড়েননি বলে উল্লেখিত হয়েছে (আবু দাউদ, নং ৪৪২১ ও ৪৪৩০)।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা) বললেন ঃ তোমরা মা'ইয ইবনে মালেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। সে এমন তওবা করেছে যে, তা উম্মাতের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলে তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে (মুসলিম, হুদূদ, বাব ৪, নং ৪৪৩১/২২)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মা'ইয (রা)-র ঘটনার পর একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দুই ব্যক্তিকে মা'ইয সম্পর্কে কটূক্তি করতে শুনলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি একটি গাধার লাশ দেখতে পান। তিনি লোক দু'টিকে ডেকে এনে বলেন, তোমরা উভয়ে এই লাশের গোশত খাও। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি খাওয়া যায়! তিনি বললেন, তোমাদের এক ভাই সম্পর্কে এইমাত্র কটূক্তি করে তোমরা যা আহার করলে তা তো এটা আহার করার চেয়েও নিকৃষ্ট। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এখন সে তো জান্নাতের ঝর্ণাসমূহে আনন্দে সাঁতার কাটছে (আবু দাউদ, হুদূদ, বাব ২৪, নং ৪৪২৮)।

এক ব্যক্তি শরাব পানের অপরাধে শাস্তিভোগের পর চলে যাওয়ার সময় উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে এক লোক বললো, হে আল্লাহ! তাকে অভিশপ্ত করুন। নবী (সা) বললেন ঃ তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহর শপথ! আমি যতদূর জানি, সে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে (বুখারী, হুদূদ, বাব ৫, নং ৬৭৮০)। অপর বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ তোমাকে অপমানিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সহায়তা করো না (বুখারী, ঐ, নং ৬৭৮১)।

এই হলো অপরাধী সম্পর্কে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গি। শাস্তি দেয়া হয় ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধনের জন্য, শিক্ষা গ্রহণের জন্য, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয় (অনু.)।

بَابٌ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ শিশুর লাশের জানাযা পড়া

٣١٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম (রা) আঠার মাস বয়সে মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়েননি।

টীকা ঃ কতক মনীষী বলেছেন, নবী (সা)-এর সন্তান হওয়ার যে সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদা তিনি লাভ করেছেন, এজন্য তাঁর জানাযা পড়া হয়নি। যেমন নবী-রাসূল এবং শহীদদের জানাযা পড়া হয় না তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে। এ ছাড়াও কতগুলো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সেদিন নবী (সা) কুসূফের (সূর্যগ্রহণের) নামাযে ব্যস্ত থাকায় তার জানাযা পড়ার সুযোগ পাননি; অথবা তিনি না পড়লেও অন্যরা জানাযা পড়েছেন; অথবা তিনি জামা'আতে পড়েননি, স্বতন্ত্রভাবে পড়েছেন (অনু.)।

٣١٨٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ وَائِلِ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَهِيَّ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيِّ قِيْلَ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ لَيْلَةً.

৩১৮৮। ওয়াইল ইবনে দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বাহীকে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম (রা) যখন ইন্তেকাল করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বসার স্থানে তার (ইবরাহীমের) জানাযা আদায় করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে ইয়া'কূব আত-তালাকানীর সামনে এ হাদীস পাঠ করলাম। ইবনুল মুবারক (র) আপনাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়া'কূব ইবনে কা'কা'র সূত্রে, তিনি আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীমের জানাযা পড়েছেন। তখন তার বয়স হয়েছিল সত্তর দিন।

টীকা ঃ এটি মুরসাল হাদীস। উপরের হাদীসই সহীহ (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ মসজিদে জানাযার নামায পড়া

٣١٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلاَنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ.

৩১৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদার জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন।

টীকা ঃ আয়েশা (রা)-র বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফিঈ (র) মসজিদে জানাযা পড়া জায়েয মনে করেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (র) মসজিদে জানাযা পড়া মাকরূহ মনে করেন, তবে সংগত কোন অসুবিধা থাকলে মসজিদে পড়া যায় (অনু.)।

٣١٩٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيْهِ.

৩১৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইদার দুই পুত্র- সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন।

٣١٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِىْ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

৩১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (যুক্তিসংগত ওজর ব্যতীত) মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায পড়েছে, এতে তার কোন গুনাহ হবে না (বা সে কোন সওয়াব পাবে না)।

بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَغُرُوْبِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ সূর্য উদয় ও অস্তকালে লাশ দাফন করা

٣١٩٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ

عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَنَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا قَالَ.

৩১৯২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সময়ে আমাদেরকে নামায পড়তে এবং আমাদের মৃত ব্যক্তিদের লাশ দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উদিত হওয়ার সময় থেকে তা উপরে না উঠা পর্যন্ত; ঠিক দুপুরের সময় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় তা সম্পূর্ণ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন।

টীকা ঃ এ তিন সময়ে নামায পড়া নিষেধ (অনু.)।

بَابُ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ একই সাথে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের লাশ উপস্থিত হলে কার লাশ আগে থাকবে।

٣١٩٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُوْمٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ ذٰلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُوْ قَتَادَةَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالُوْا هٰذِهِ السُّنَّةُ.

৩১৯৩। আল-হারিস ইবনে নাওফালের মুক্তদাস আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে কুলছুম (রা) ও তার ছেলের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। ছেলেকে ইমামের সন্নিকটে রাখা হলো। আমি এর প্রতিবাদ করলাম। উপস্থিত জনতার মধ্যে ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী, আবু কাতাদা ও আবু হুরায়রা (রা)-ও ছিলেন। তারা বললেন, এটাই সুন্নাত তরীকা।

بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ মৃতের জানাযা পড়ার সময় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন

٣١٩٤- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ نَافِعٍ أَبِيْ غَالِبٍ

قَالَ كُنْتُ فِيْ سِكَّةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ وَمَعَهَا نَاسٌ كَثِيْرٌ قَالُوْا
جِنَازَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيْقٌ
عَلَىٰ بُرَيْذِيْنَتِهِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيْهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا
الدِّهْقَانُ قَالُوْا هٰذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ
فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لاَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ
فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوْا يَا أَبَا
حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوْهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ
عَجِيْزَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلاَءُ
بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاَتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُوْمُ عِنْدَ رَأْسِ
الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ
الْمُشْرِكُوْنَ فَحَمَلُوْا عَلَيْنَا حَتّٰى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُوْرِنَا وَفِي
الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ
بِهِمْ فَيُبَايِعُوْنَهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللّٰهُ بِالرَّجُلِ الَّذِيْ كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ
يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَجِيْءَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ تُبْتُ إِلَى اللّٰهِ فَأَمْسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لاَ يُبَايِعُهُ لِيَفِيَ الْآخَرُ بِنَذْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدّٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ لاَ يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَذْرِيْ
قَالَ إِنِّيْ لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلاَّ لِتُوْفِيَ بِنَذْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

اللّٰه أَلاَّ أَوْمَضْتَ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُوْمِضَ. قَالَ أَبُوْ غَالِبٍ فَسَأَلْتُ عَنْ صَنِيْعِ أَنَسٍ فِيْ قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا فَحَدَّثُوْنِيْ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوْشُ فَكَانَ الْإِمَامُ يَقُوْمُ حِيَالَ عَجِيْزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ نَسَخَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِيْ قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ إِنِّيْ قَدْ تُبْتُ.

৩১৯৪। নাফে' আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-মিরবাদের গলিপথে যাচ্ছিলাম। জানাযা (আমাকে অতিক্রম করে) যাচ্ছিল, তার সাথে ছিল অনেক লোক। তারা বললো, আবদুল্লাহ ইবনে উমাইরের (উমার) মৃতদেহ। আমিও লাশের পিছনে চললাম। ইতিমধ্যে আমি একজন লোককে দেখতে পেলাম, যার গায়ে ছিল হালকা কাপড়। তিনি একটি ছোট্ট মাথাবিশিষ্ট ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন এবং নিজ মাথায় এক টুকরা কাপড় দিয়ে রোদ থেকে আত্মরক্ষা করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি? লোকেরা বললো, আনাস ইবনে মালেক (রা)। লাশ যখন নামিয়ে রাখা হলো, আনাস (রা) দাঁড়িয়ে তার জানাযা পড়ালেন। আমি তার পিছনেই দাঁড়ালাম; তার ও আমার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক ছিলো না। তিনি লাশের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। তিনি চার তাকবীরে নামায পড়লেন এবং নামায না দীর্ঘ করলেন আর না সংক্ষিপ্ত করলেন।

অতঃপর তিনি গিয়ে বসলে লোকেরা বললো, হে আবু হামযা! এই আনসারী মহিলার (জানাযা পড়ুন)। লাশ তার নিকটে নিয়ে আসা হলো। সে একটি সবুজ গেলাফে আবৃত ছিল। তিনি তার নিতম্ব বরাবর দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি যে নিয়মে পুরুষ লোকটির জানাযা পড়লেন ঠিক সেভাবেই তার জানাযা আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বসলে আলা ইবনে যিয়াদ তাকে বললেন, হে আবু হামযা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার নামাযের অনুরূপ নিয়মেই মৃতের নামায আদায় করতেন? তিনিও কি স্ত্রীলোকদের নামাযে চার তাকবীর বলতেন এবং পুরুষের মাথা বরাবর এবং মহিলাদের কোমর বরাবর দাঁড়াতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

তিনি (আলা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হামযার পিতা! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি তাঁর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে যোগদান করেছি। মুশরিকরাও আমাদের বিরুদ্ধে বের হলো। তারা আমাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করলো। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম, আমাদের লোকেরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করছে। শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি আমাদের উপর আক্রমণ

করে যাচ্ছিল। সে তরবারির আঘাতে আমাদের আহত করতে এবং মারতে লাগলো। পরিশেষে আল্লাহ তাদের পরাস্ত করলেন। তিনি তাদের নিয়ে এলেন এবং তারা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণের বায়'আত করলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, আমার একটি মানত আছে। তা হলো, সেদিন যে লোকটি আমাদের আহত করে যাচ্ছিল, আল্লাহ যদি তাকে আমাদের করায়ত্ত করেন তবে আমি তাকে হত্যা করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার কথা শুনে) নীরব থাকলেন। লোকটিকে হাযির করা হলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি (অনুতপ্ত হয়েছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বায়'আত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন এবং অপর ব্যক্তিকে তার মানত পূর্ণ করার সুযোগ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সাহাবী) তাকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, তিনি (সাহাবী) কিছুই করছেন না, তখন তিনি তার (শত্রুপক্ষের লোকটিকে) বায়'আত গ্রহণ করলেন। সেই সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মানত কিভাবে পূর্ণ হবে? তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমার মানত পূর্ণ করার জন্য তার বায়'আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইশারা করেননি কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন নবীর পক্ষে ইশারা করে কিছু বলা শোভন নয়।

আবু গালিব (র) বলেন, স্ত্রীলোকের কোমর বরাবর আনাস (রা)-র দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে বললেন, পূর্বে এরূপই করা হতো। কেননা তখন কোন খাটিয়ার ব্যবস্থা ছিলো না। অতএব ইমাম মহিলাদের কোমর বরাবর দাঁড়িয়ে লোকদের ও লাশের মাঝে একটি আড়াল (পর্দা) সৃষ্টি করতো।

টীকা ঃ আল-মিরবাদ' ইরাকের অন্তর্গত বসরার একটি জায়গার নাম।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ'র মতে স্ত্রীলোকের জানাযায় ইমাম তার কোমর বরাবর দাঁড়াবে। ইমাম আহ্মাদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ইমাম পুরুষের লাশের মাথা এবং মহিলার লাশের কোমর বরাবর এবং ইমাম মালেক (র)-এর মতে পুরুষের কোমর ও নারীর কাঁধ বরাবর দাঁড়াবে। হানাফী মাযহাব মতে, নারী-পুরুষ উভয়ের জানাযায় ইমাম লাশের বুক বরাবর দাঁড়াবে (অনু.)।

٣١٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا.

৩১৯৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এক মহিলার জানাযা পড়েছিলাম। তিনি নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি তার নামাযে তার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

টীকা ঃ সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকদের অনূর্ধ চল্লিশ দিন যে রক্তস্রাব হয় তাকে 'নিফাস' বলে (অনু.)।

بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ জানাযার তাকবীর সংখ্যা

٣١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ فَصَفُّوا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ.

৩১৯৬। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা (রাসূল সা. ও সাহাবাগণ) কাতারবন্দী হয়ে চার তাকবীরে নামায আদায় করলেন। আমি (আবু ইসহাক) আশ-শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কে এ হাদীস বলেছেন? তিনি বললেন, একজন বিশ্বস্ত লোক যার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সাক্ষাত করেছেন।

٣١٩٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا. قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى اَتْقَنُ.

৩১৯৭। ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) আমাদের জানাযার নামাযে চার তাকবীর দিতেন। একদা তিনি এক জানাযায় পাঁচ তাকবীর দিলেন। আমি এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনও) পাঁচ তাকবীরও দিতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইবনুল মুছান্নার হাদীসটি যত্নসহকারে স্মরণ রেখেছি।

টীকা ঃ জানাযার তাকবীর সংখ্যা চার হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত (অনু.)।

بَابُ مَا يَقْرَاُ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ জানাযার নামাযে কিরাআত পড়া

٣١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ انَّهَا مِنَ السُّنَّةِ.

৩১৯৮। তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে জানাযার নামায পড়েছি। তিনি সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করলেন। তিনি বললেন, এটা (ফাতিহা পাঠ করা) সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈর মতে, জানাযার নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান সাওরীর মতে, নবী (সা) জানাযার নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। কোন কোন সাহাবী তা দু'আ অথবা সানা হিসাবেই পাঠ করেছেন, কিরাআত হিসাবে নয়। শুধু নামাযেই কিরাআত পাঠ করা জরুরী (অনু.)।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মৃতের জন্য দু'আ করা

٣١٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

৩১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে।

٣٢٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبُو الْجُلاَسِ عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ اَوْ سِنَانٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ شَمَّاخٍ قَالَ شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَمَعَ الَّذِيْ قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَلاَمٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلاَمِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ لَهُ فَاغْفِرْ لَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَخْطَأَ شُعْبَةُ فِيْ اِسْمِ عَلِىِّ بْنِ شَمَّاخٍ قَالَ فِيْهِ عُثْمَانُ بْنُ شَمَّاسٍ. قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ اِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيَّ يُحَدِّثُ اَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ قَالَ مَا اَعْلَمُ اَنِّي جَلَسْتُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مَجْلِسًا اِلاَّ نَهَى فِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

৩২০০। আলী ইবনে শাম্মাখ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মারওয়ানের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মৃতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জানাযা পড়তেন তাতে আপনি তাঁকে কি দু'আ পড়তে শুনেছেন? তিনি বললেন, তুমি কি এই কথার সাথেই আমাকে জিজ্ঞেস করছো? মারওয়ান বললেন, হাঁ। ইবনে শাম্মাখ বলেন, ইতিপূর্বে তাদের উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। আবু হুরায়রা বললেন, তিনি এই দু'আ পড়তেন, "হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো, তুমি তাকে ইসলামের পথে হেদায়াত দান করেছো, তুমি তার রূহ হরণ করেছো, তুমি তার গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জানো। আমরা তোমার কাছে তার সুপারিশকারীরূপে এসেছি, তুমি তাকে মাফ করো।"

আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) আলী ইবনে শাম্মাখ (র)-এর নামে ভুল করেছেন। তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন, উসমান ইবনে শাম্মাস। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-মাওসিলীকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, আমি যে সভায়ই হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র)-এর সাথে যোগদান করেছি, তাতে তিনি আবদুল ওয়ারিছ ও জা'ফর ইবনে সুলায়মানের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٠١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ اَللّٰهُمَّ لاَ تُحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

৩২০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযা পড়তেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়ো, পুরুষ-স্ত্রী এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখো তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করো তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ!

তার (মৃত্যুতে আমাদের যে কষ্ট হয়েছে তার) সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং তার (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।"

٣٢٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ وَحَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِيْ ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ.

৩২০২। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এ দু'আ করতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে থাকলো, তুমি তাকে কবরের ফিতনা ও বিপদ থেকে রক্ষা করো।" আবদুর রহমানের বর্ণনায় আছে ঃ "তোমার দায়িত্বে ও তোমার প্রতিবেশিত্বের আশ্রয়ে থাকলো। অতএব তুমি তাকে কবরের বিপদ ও দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। তুমিই প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো এবং তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করো। কেননা তুমিই একমাত্র ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ কবরের উপর (দাফন করার পর) জানাযা পড়া

٣٢٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اِمْرَاَةً سَوْدَاءَ اَوْ رَجُلاً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقِيْلَ مَاتَ فَقَالَ اَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِيْ بِهِ قَالَ دُلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

৩২০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোক অথবা পুরুষলোক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতো। একদা তাকে দেখতে না পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? তিনি বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে (কবর) দেখিয়ে দিলে তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযা পড়লেন।

টীকা ঃ ওলামা সাধারণ দাফন করার পরও জানাযা পড়া জায়েয মনে করেন, পূর্বে জানাযা পড়া হোক বা না হোক। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নাখঈর মতে, পূর্বে জানাযা না পড়া হয়ে থাকলে এবং লাশ গলে গিয়ে না থাকলে দাফন করার পরও জানাযা পড়া জায়েয (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوْتُ فِيْ بِلاَدِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ মুশরিকদের দেশে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানের জানাযা

٣٢٠٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

৩২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যেদিন নাজ্জাশী মারা যান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ জানালেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে ঈদের মাঠে গেলেন এবং সেখানে সারিবদ্ধ হলেন, অতঃপর চার তাকবীরে জানাযা পড়লেন।

টীকা ঃ 'নাজ্জাশী' তৎকালীন আবিসিনিয়ার শাসকের উপাধি ছিল। তার নাম নিয়ে মতোবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারীর মতে তার নাম 'আসহামাহ'। মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে একমাত্র নাজ্জাশীই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদেরকে নিয়ে গায়েবী জানাযা পড়েছিলেন। এই হাদীস অনুসারে ইমাম শাফিঈ অনুপস্থিত লাশের গায়বী জানাযা জায়েয মনে করেন। আজ-কাল মক্কা-মদীনাসহ বিশ্বের হানাফী আলেমগণও এরূপ জানাযা পড়ে থাকেন এবং তা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, এরূপ জানাযা জায়েয নয় (অনু.)।

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْطَلِقَ اِلَى اَرْضِ النَّجَاشِيِّ فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ قَالَ النَّجَاشِيُّ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّهُ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلاَ مَا اَنَا فِيْهِ مِنَ الْمُلْكِ لاَتَيْتُهُ حَتَّى اَحْمِلَ نَعْلَيْهِ.

৩২০৫। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। রাবী অতঃপর পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করেছেন...। নাজ্জাশী বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সেই রাসূল, যাঁর সম্পর্কে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি যদি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত না থাকতাম তবে আমি তাঁর কাছে যেতাম এবং তাঁর জুতাজোড়া বহন করতাম।

টীকা ঃ ৬১৫ খৃষ্টাব্দে (নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে) এগারজন পুরুষ ও চারজন মহিলা সর্বপ্রথম ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাদের যাওয়ার দুই-তিন মাস পর আঠারজন মহিলাসহ প্রায় একশোজন মুসলমান তথায় হিজরত করে তাদের সাথে মিলিত হন। মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে নাজ্জাশী তাদের প্রতি যে মানবিকতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন, তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে (অনু.)।

بَابٌ فِيْ جَمْعِ الْمَوْتٰى فِيْ قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ একই কবরে একাধিক লাশ দাফন এবং কবরের নিশানা রাখা

٣٢٠٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اسْمَاعِيْلَ بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً اَنْ يَّأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ كَثِيْرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِيْ يُخْبِرُنِيْ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ اَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ اَخِيْ وَاَدْفِنُ اِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِيْ.

৩২০৬। আল-মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাযউন (রা) মারা গেলে তার লাশ নিয়ে আসা হলো, অতঃপর তা দাফন করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে একটি পাথর নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন। কিন্তু সে তা তুলে আনতে পারলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার দুই হাতা গুটালেন। (অধস্তন রাবী) কাসীর (র) বলেন, আল-মুত্তালিব বললেন, যে ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমাকে বলেছেন তিনি বললেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি যখন তিনি তাঁর দুই হাতের (জামার) আস্তিন গুটিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তা (পাথর) দুই হাতে বেষ্টন করে তুলে এনে তার (উসমান ইবনে মাযউনের কবরের) শিয়রে স্থাপন করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারবো এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার কাছে দাফন করবো।

টীকা ঃ উসমান ইবনে মাযউন (রা) মহানবী (সা)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। তাকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذٰلِكَ الْمَكَانَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ কবর খননকারী খননকালে হাড় দেখতে পেলে সে স্থান পরিহার করবে কিনা

٣٢٠٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

৩২০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা যেন তার জীবিতকালে তার হাড় চূর্ণ করাতুল্য।

بَابٌ فِى اللَّحْدِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ কবরের ধরন

٣٢٠٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

৩২০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লাহ্‌দ (কবর) আমাদের জন্য, শাক্‌ক (কবর) আমাদের ছাড়া অন্যদের জন্য।

টীকা ঃ কারো মতে 'আমাদের' অর্থে মুসলমান এবং 'অন্যদের' অর্থে ইহূদী-খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও মুসলমানদের মত দাফন করা হয়। আবার কারো মতে, 'আমাদের' অর্থে মদীনাবাসীদের এবং অন্যদের অর্থে মক্কাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা মদীনার মাটি শক্ত ও লাহ্‌দ কবরের উপযোগী এবং মক্কার মাটি বালুকাময় ও নরম এবং শাক্‌ক কবরের উপযোগী। অন্যথায় উভয় ধরনের কবর খননই জায়েয (অনু.)।

بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ কতজন কবরে (লাশ রাখার জন্য) নামবে

٣٢٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ أَوِ ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ انَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ.

৩২০৯। আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী (রা), আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) গোসল করিয়েছিলেন। তারাই তাঁকে কবরে নামিয়ে রেখেছিলেন। আশ-শা'বী (র) বলেন, মারহাব অথবা ইবনে আবু মারহাব আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তারা আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কেও তাদের সাথে শরীক করলেন। দাফন সম্পন্ন করে আলী (রা) বললেন, মৃত ব্যক্তির দাফন কাজ তার পরিবারের লোকদেরই সম্পন্ন করা উচিত।

٣٢١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي مَرْحَبٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً.

৩২১০। আবু মারহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে অবতরণ করেছিলেন। আমি যেন তাদের চারজনকে এখনও দেখছি।

بَابُ كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ লাশ কিভাবে কবরে রাখতে হবে

٣٢١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ.

৩২১১। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হারিস (রা) তার মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়াত করে গেলেন– আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) যেন তার জানাযা পড়ান। অতএব তিনি তার জানাযা পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখলেন (পায়ের দিক আগে নামালেন)। তিনি বললেন, এটাই সুন্নাত তরীকা।

টীকা ঃ শাফিঈ মতে, মুর্দাকে মাথার দিক থেকে কবরে নামানো সুন্নাত; হানাফী মতে ডান দিক থেকে নামানো সুন্নাত (অনু.)।

بَابٌ كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ কবরের পাশে কিভাবে বসবে

٣٢١٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ.

৩২১২। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বের হলাম। আমরা সেখানে পৌছে দেখলাম, তখনও কবর খনন করা শেষ হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখি হয়ে বসে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে বসলাম।

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ লাশ কবরে রাখার সময় তার জন্য দু'আ করা

٣٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِى الْقَبْرِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

৩২১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লাশ কবরে রাখতেন, তখন বলতেন ঃ "আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার (দীনের) উপর রাখা হলো।"

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوْتُ لَهُ قَرَابَةُ مُشْرِكٍ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ কোন মুসলমানের মুশরিক নিকটাত্মীয় মারা গেলে

٣٢١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ اَبَاكَ ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَأْتِيَنِيْ فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَاَمَرَنِيْ فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِيْ.

৩২১৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা আবু তালিব মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি গিয়ে তোমার পিতার গর্ত খনন করে তাকে মাটি দিয়ে আমার কাছে না আসা পর্যন্ত মাঝখানে অন্য কিছু করো না। রাবী বলেন, আমি তাকে মাটি দিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন। অতএব আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন।

بَابٌ فِيْ تَعْمِيْقِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ কবর গভীর করে খনন করা

٣٢١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِيْ ابْنَ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتِ الْاَنْصَارُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالُوْا اَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ احْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ قِيْلَ فَاَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ اَكْثَرُهُمْ قُرْاٰنًا. قَالَ اُصِيْبَ اَبِيْ يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ فَدُفِنَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اَوْ قَالَ وَاحِدٌ.

৩২১৫। হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমরা আহত হয়েছি এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদেরকে (লাশ দাফন করার ব্যাপারে) কি হুকুম করেন? তিনি বললেন ঃ প্রশস্ত কবর খনন করো এবং একই কবরে দুই-তিন জনকে দাফন করো। জিজ্ঞেস করা হলো, কাকে অগ্রগামী করা হবে (ডানপাশে রাখা

হবে)? তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক কুরআন জানতো। তিনি (হিশাম) বলেন, সেদিন আমার পিতা আমের (রা)-ও শহীদ হয়েছিলেন। তাকে দু'জনের অথবা (তিনি বলেছেন) একজনের সাথে কবর দেয়া হয়েছে।

টীকা ঃ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একই কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা যেতে পারে, অন্যথায় নয় (অনুবাদক)।

٣٢١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ يَعْنِى الْاَنْطَاكِىَّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيْهِ وَاَعْمِقُوْا.

৩২১৬। হুমাইদ ইবনে হিলাল (র) থেকে একই সনদ সূত্রে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ কবর গভীর করো।

٣٢١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي بْنَ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩২১৭। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের (র) থেকে এ সূত্রে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِىْ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ কবর সমতল করা

٣٢١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ هَيَّاجٍ الاَسَدِىِّ قَالَ بَعَثَنِىْ عَلِىٌّ قَالَ لِيْ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ اَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتُهُ وَلاَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتُهُ.

৩২১৮। আবুল হাইয়ায আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি তোমাকে এমন কাজে পাঠাচ্ছি যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা হলো ঃ কোন উঁচু কবর দেখলে আমি যেন তা সমতল না করা পর্যন্ত পরিত্যাগ না করি এবং কোন প্রতিকৃতি দেখলে তা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেই।

٣٢١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُوْدُسَ بِأَرْضِ الرُّوْمِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رُوْدُسُ جَزِيْرَةٌ فِي الْبَحْرِ.

৩২১৯। আমর ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। আবু আলী আল-হামদানী (র) তাকে এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা)-র সাথে আর-রূম (এশিয়া মাইনর) এলাকার অন্তর্ভুক্ত রূযেস দ্বীপে ছিলাম। আমাদের এক ব্যক্তি এখানে মারা গেলো। তার কবরের ব্যাপারে ফাদালা (রা) নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা সমতল করা হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবর সমতল করার জন্য নির্দেশ দিতে শুনেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, 'রূযেস' সমুদ্রে অবস্থিত একটি দ্বীপের নাম।

٣٢٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِيءٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُوْرٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ يُقَالُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২২০। আল-কাসেম (ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র কাছে এসে বললাম, ফুফু! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দুই সাথী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কবর খুলে আমাকে একটু দেখান। তিনি তিনটি কবরই আমাকে (পর্দা) খুলে দেখালেন। আমি দেখলাম তা খুব উঁচুও ছিলো, না আবার একেবারে সমতলও ছিলো না। কবর তিনটির উপর আল-আরসা নামক স্থানের লাল কাঁকর বিছানো ছিলো। আবূ আলী (র) বলেন, কথিত আছে যে, সম্মুখভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, আবু বাক্‌র (রা)-র কবর তাঁর মাথার দিকে এবং উমার (রা)-র কবর তাঁর পায়ের দিকে অবস্থিত। উমার (রা)-র মাথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের কাছে।

মহানবী (সা) ঈসা (আ)-এর জন্য রক্ষিত

(পূর্ব) উমার (রা) আবু বাক্‌র (রা) (পশ্চিম)→
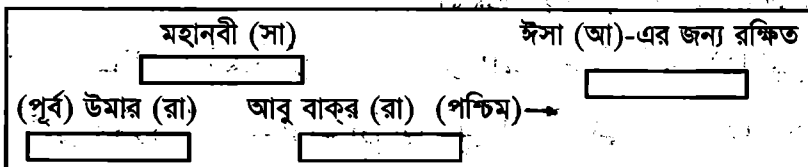
بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِىْ وَقْتِ الْاِنْصِرَافِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ দাফনশেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

٣٢٢١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَحِيْرِ بْنِ رَيْسَانَ عَنْ هَانِىءٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْأَلُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَحِيْرُ بْنُ رَيْسَانَ.

৩২২১। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সে যেন (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে সেজন্য দু'আ করো। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কবরের কাছে পশু যবেহ করা নিষিদ্ধ

٣٢٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَقْرَ فِى الْاِسْلَامِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً اَوْ شَاةً.

৩২২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে কোন হত্যা বা বলিদান নেই। আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা কবরের কাছে গরু অথবা ছাগল বলিদান করতো।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে যেসব লোক মানুষকে প্রশস্ত মনে পানাহার করিয়ে সুনাম অর্জন করতো, তাদের কবরের পাশে উট যবেহ করা হতো। তাদের ধারণা ছিল, এসব লোকের মৃত্যুর পর তাদেরকে পশু-পাখির গোশত খাওয়ানো হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুসংস্কারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِيْنٍ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ পরবর্তীকালে কবরের উপর জানাযা পড়া

٣٢٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৩২২৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে বের হয়ে উহুদের শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে মৃতের জন্য জানাযার অনুরূপ নিয়মে নামায পড়লেন, অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন।

টীকা ঃ উহুদ যুদ্ধের অষ্টম বছরে মহানবী (সা) যুদ্ধের শহীদদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার পদ্ধতিতে তাদের জন্য দু'আ করেন। এটা তার জানাযার নামায ছিলো না– এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত রয়েছে (অনু.)।

٣٢٢٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِىْ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ.

৩২২৪। ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট বছর পর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য নামায পড়েছেন জীবিত ও মৃতের জন্য দু'আ করার ন্যায়।

بَابٌ فِى الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা

٣٢٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَاَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنٰى عَلَيْهِ.

৩২২৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের উপর বসতে, তাতে চুনকাম করতে এবং তার উপর কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করতে শুনেছি।

٣٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى أَوْ أَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ وَأَنْ.

৩২২৬। জাবের (রা) থেকে এ সূত্রেও একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত। রাবী উসমানের বর্ণনায় আছে, তাতে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে নিষেধ করেছেন। সুলায়মান ইবনে মূসার বর্ণনার আরো আছে, নবী (সা) কবরের উপর লিখতেও নিষেধ করেছেন। উসমানের বর্ণনায় অতিরিক্ত কথা মুসাদ্দাদের বর্ণনায় নাই।

٣٢٢٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

৩২২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহ সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ الْقُعُوْدِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ কবরের উপর বসা নিষেধ

٣٢٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتّٰى تَخْلُصَ إِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ.

৩২২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জ্বলন্ত অংগারের উপর বসা এবং তাতে তার পরিধেয় বস্ত্র পুড়ে যাওয়া, অতঃপর তার (শরীরের) চামড়া পর্যন্ত ভেদ করা– কবরের উপর তার বসা অপেক্ষা উত্তম।

٣٢٢٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا.

৩২২৯। আবু মারছাদ আল-গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবরের উপর বসো না এবং তার দিকে ফিরে নামায পড়ো না।

بَابُ الْمَشْىِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِى النَّعْلِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ কবরস্থানের উপর দিয়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় হাঁটা

٣٢٣٠- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوْسِىِّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ بَشِيْرٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمَ بْنَ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ بَشِيْرٌ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اُمَاشِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ اَدْرَكَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثُمَّ حَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَةٌ فَاِذَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فِى الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ اَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمٰى بِهِمَا.

৩২৩০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে তার নাম ছিল জাহম ইবনে মা'বাদ। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বললেন, জাহম। নবী (সা) বললেন ঃ বরং তোমার নাম বাশীর। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি

মুশরিকদের কতিপয় কবরের কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন ঃ এরা বিরাট কল্যাণ লাভের আগেই অতীত হয়ে গেছে (ইসলাম আসার পূর্বেই মারা গেছে)। কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কতিপয় কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন ঃ এরা প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন– সে জুতা পায়ে কবরস্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ হে জুতা পরিধানকারী! তোমার জন্য দুঃখ হয়, জুতা খুলে ফেলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালো। তাঁকে চিনতে পেরে সে তার পায়ের জুতাজোড়া খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো।

٣٢٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

৩২৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয়, অতঃপর তার সাথীরা সেখান থেকে ফিরে যেতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

بَابٌ فِىْ تَحْوِيْلِ الْمَيِّتِ لِلْاَمْرِ يَحْدُثُ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কবর থেকে লাশ স্থানান্তরিত করা

٣٢٣٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِىْ مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِىْ رَجُلٌ فَكَانَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذٰلِكَ حَاجَةٌ فَاَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَمَا اَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا اِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِىْ لَحْيَتِهِ مِمَّا يَلِى الْاَرْضَ.

৩২৩২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে (একই কবরে) অন্য এক ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছিলো। এজন্য আমি তার লাশ অন্যত্র সরিয়ে নিতে চাইলাম। ছয় মাস পর আমি তাকে (পিতাকে) তুলে (অন্য একটি কবরে দাফন করলাম)। তার শরীরের কোন অংশই পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র দাড়ির কিছু চুল মাটির সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিলো।

টীকা ঃ সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে এক স্থানে দাফন করার পর সেখান থেকে অন্যত্র সরানো জায়েয নয়। তবে অপরের জমিতে তার অনুমতি ব্যতিরেকে দাফন করলে সরানো যায় (অনু.)।

بَابٌ فِى الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা

٣٢٣٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ شَهِيْدٌ.

৩২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিলো। তারা তার উত্তম প্রশংসা করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (বেহেশত অথবা শুভ প্রতিদিন) তার জন্য ওয়াজিব (অবধারিত) হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তাঁর সামনে দিয়ে আর একটি লাশ নিয়ে গেলো। তারা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলো। তিনি বললেন ঃ (দোযখ অথবা পরিণতি) তার জন্য ধার্য হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

بَابٌ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ কবর যিয়ারত করা

٣٢٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ تَعَالٰى عَلٰى اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَاسْتَاْذَنْتُ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ.

৩২৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবরের কাছে আসলেন। তখন তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর চারপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আমার মহান প্রভুর কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর আমি তার কবর

যিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করলাম এবং আমাকে তার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

টীকা ঃ কবর যিয়ারত করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। যিয়ারতের সময় মৃতদের জন্য দু'আ করতে হয়। কুরআন পাঠ করলে খুবই উপকার হয়। কিন্তু কোনক্রমেই কবরে সিজদা দেয়া, মৃতের কাছে কিছু চাওয়া জায়েয নয়।

টীকা ঃ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা গ্রন্থসমূহেও সন্নিবেশিত হয়েছে। এটা সহীহ হাদীস। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায়, মহানবী (সা)-এর মাতা (এবং পিতাও) কুফরী প্রথার উপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ মতই পোষণ করেন। কতিপয় লোক বলেন, মি'রাজের রাতে তাদেরকে রূহ জগতে মুসলমান করে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ অভিমত যথার্থ নয়। কেননা তিনি (৬২০ খৃ.) মি'রাজের পর এবং (৬২২ খৃ.) মদীনায় হিজরতের পর তাঁর মায়ের যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন (অনুবাদক)।

٣٢٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّ فِيْ زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً.

৩২৩৫। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত করো। কেননা কবর যিয়ারতের মধ্যে (নসীহত গ্রহণ করার) সুযোগ রয়েছে।

بَابٌ فِيْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُوْرَ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ মহিলাদের কবর যিয়ারত করতে যাওয়া

٣٢٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

৩২৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে আলোকসজ্জাকারীদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

টীকা : মোল্লা আলী আল-কারী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে সম্ভবত ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, নিত্য বহির্গমনের অভ্যাসে পরিণত না হলে নারীদের জন্য কবর যিয়ারতে বাধা নেই। কারণ পুরুষদের মত নারীদেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করার

প্রয়োজন রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, অনভিপ্রেত কিছু ঘটনার সম্ভাবনা না থাকলে অধিকাংশ আলেমের মতে মহিলাদের কবর যিয়ারতে যেতে কোন বাধা নেই। "নবী (সা) কোথাও যাওয়ার সময় এক নারীকে একটি কবরের নিকট কাঁদতে দেখে বলেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।" ইবনে হাজার (র) বলেন, নবী (সা) উক্ত মহিলাকে কবরের নিকট বসতে নিষেধ করেননি। এতে তাঁর অনুমোদন প্রমাণিত হয়। হাকেম নীশাপুরী তার আল-মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছে যে, আয়েশা (রা) তাঁর ভাই আবদুর রহমানের কবর যিয়ারত করতে গেলে তাঁকে বলা হলো, নবী (সা) কি এটা নিষেধ করেননি? তিনি বলেন, হাঁ, তিনি নিষেধ করেছিলেন এবং পরে তার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কবর যিয়ারত করতে গেলে কি বলবো? তিনি বলেন, তুমি বলবে ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাদ দিয়ার মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন..." (তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬০-১)। অতএব নারীগণ শালীনতা বজায় রেখে কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে, তবে সশব্দে কান্নাকাটি বা বিলাপ করা নিষেধ (অনু.)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا مَرَّ بِالْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় যা বলবে

٣٢٣٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ

৩২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতে গিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে মৃত্যুপুরীর মুমিনগণ। আল্লাহর মর্জিমাফিক আমরাও তোমাদের সাথে অচিরেই মিলিত হবো।"

بَابُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ اِذَا مَاتَ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কেউ ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তার দাফন-কাফনের বিধান

٣٢٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّيْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا

الْحَدِيْثِ خَمْسُ سُنَنٍ كَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ اَىْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ اَىْ اَنَّ فِى الْغَسَلاَتِ كُلِّهَا سِدْرًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ.

৩২৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো। তার উষ্ট্রী তাকে (পিঠ থেকে) ফেলে দিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। ফলে সে ইহরাম অবস্থায় মারা যায়। তিনি বললেন ঃ তাকে তার ইহরামের দুই কাপড় দিয়েই কাফন পরাও, বরই পাতার নির্যাস দেয়া পানি দিয়ে তাকে গোসল দাও এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে এই হাদীসের পাঁচটি নীতি বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শুনেছি। (১) 'তার ইহরামের কাপড় দু'টি দিয়েই তাকে দাফন দাও'– অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে দুই কাপড়েই কাফন দিতে হবে। (২) 'তাকে কুল পাতা মিশিয়ে ফুটানো পানি দিয়ে গোসল দাও'– অর্থাৎ প্রতিটি লাশ কুল পাতার নির্যাস মেশানো পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে। (৩) ইহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মাথা ঢেকে দিও না। (৪) তার শরীরে সুগন্ধি লাগিও না এবং (৫) তার সমস্ত মাল থেকে প্রথমে তার কাফনের ব্যবস্থা করো (অতঃপর দেনা পরিশোধ করো, অতঃপর অবশিষ্ট মাল ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করো)।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র) মুহরিমকে তার ইহরামের দুই কাপড়েই দাফন করতে বলেন। ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, এটা তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মুহরিমকেও অন্যান্য মুর্দার ন্যায় কাফন দিতে হবে।

টীকা ঃ প্রত্যেক ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি হজ্জের সময় 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা...' বলে যে দু'আটি পাঠ করে তাকে তালবিয়াহ বলে। পরবর্তী হাদীসে 'তাহলীল' অর্থাৎ কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উল্লেখিত হয়েছে (অনু.)।

٣٢٣٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَاَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ قَالَ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ اَيُّوْبُ ثَوْبَيْهِ وَقَالَ عَمْرُو ثَوْبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ اَيُّوْبُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَقَالَ عَمْرُو فِىْ ثَوْبَيْهِ زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ.

৩২৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (নবী) বলেন ঃ তাকে দুই কাপড়ে কাফন দাও। আবু দাউদ (র) সুলায়মান থেকে, তিনি আইউব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ثَوْبَيْهِ শব্দ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমর فِىْ ثَوْبَيْهِ শব্দ

বর্ণনা করেছেন। একমাত্র সুলায়মানই وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ (তাকে সুগন্ধিযুক্ত করো না) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٣٢٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ فِي ثَوْبَيْهِ.

৩২৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও সুলায়মানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٤١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوْا رَاْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ.

৩২৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে তার ইহরাম অবস্থায় তার উষ্ট্রী (পিঠ থেকে) ফেলে দিয়ে হত্যা করে। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন ঃ তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও, কিন্তু তার মাথা (কাফন দিয়ে) ঢেকে দিও না এবং তার শরীরে সুগন্ধি দিও না। কেননা তাকে (কিয়ামতের দিন) তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

অধ্যায় ঃ ২৩

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

(শপথ ও মানত)

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মিথ্যা শপথ করার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী

٣٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ مَصْبُوْرَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৩২৪২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আটক অবস্থায় মিথ্যা শপথ করে সে নিজের জন্য জাহান্নামের বাসস্থান নির্ধারণ করে।

টীকা ঃ কেউ শাসকের চাপের মুখে শপথ করতে বাধ্য হলে সে যেন মিথ্যা শপথ না করে এবং কৃত শপথ পূর্ণ করে। মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ (অনু.)।

بَابُ فِيْمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لِاَحَدٍ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে ব্যক্তি পরের ধন আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করে

٣٢٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَقَالَ الْاَشْعَثُ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىَ

النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

৩২৪৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। আশ'আছ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! এ হাদীস আমার মোকদ্দমার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমার এবং এক ইহূদীর মধ্যে একটি অংশীদারী জমি ছিল। সে আমার মালিকানা অস্বীকার করলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার দলীল-প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বললেন ঃ শপথ করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে শপথ করবে এবং আমার জমি তার হাতে চলে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের জন্য কোন অংশই নির্দিষ্ট নেই..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭)।

٣٢٤٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ كُرْدُوْسٌ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمُوْتَ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضِىْ اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْ هٰذَا وَهِىَ فِىْ يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اُحَلِّفُهُ وَاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ اَنَّهَا اَرْضِىْ اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْهُ فَتَهَيَّاَ الْكِنْدِىُّ لِلْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْتَطِعُ اَحَدٌ مَالاً بِيَمِيْنٍ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ اَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِىُّ هِىَ اَرْضُهُ.

৩২৪৪। আশ'আছ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি ও হাদরামাওত এলাকার এক ব্যক্তি ইয়ামানে অবস্থিত এক খণ্ড জমির মালিকানা দাবি করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। হাদরামাওতের লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ জমি এই ব্যক্তির পিতা আমার কাছ থেকে জবরদখল করে নিয়েছে। এখন তা এই ব্যক্তির কাছে আছে। তিনি বললেন ঃ

তোমার কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি? সে বললো, না। তবে সে আল্লাহর নামে শপথ করে এ কথা বলুক, "আমার এ জমিটা যে তার পিতা জবরদখল করে নিয়েছে তা সে জানে না।" এ কথা শোনামাত্র কিন্দী শপথ করার জন্য উদ্ধত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে কোন লোক শপথের মাধ্যমে অন্য কারো মাল আত্মসাৎ করবে, সে হাত-পা কাটা অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাযির হবে। এ কথা শুনে কিনদী বললো, নিঃসন্দেহে এ জমিটা তার।

٣٢٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى اَرْضٍ كَانَتْ لِاَبِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ اَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ اَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِيْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلَّا ذَاكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالٍ لِيَاْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

৩২৪৫। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজর আল-হাদরামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদরামাওত থেকে এক ব্যক্তি এবং কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি আমার একটা পৈত্রিক সম্পত্তি জবরদখল করে নিয়েছে। কিনদী বললো, এটা আমার দখলেই আছে। আমিই তা চাষাবাদ করে আসছি, এতে তার কোন স্বত্ব নাই। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামীকে বললেন ঃ তোমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তোমাকে কিনদীর শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো দুষ্ট লোক। সে মিথ্যা শপথ করতে পরোয়া করবে না। সে কোন কিছুরই ভয় করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এছাড়া তোমার কোন বিকল্প নেই। কিন্দী শপথ করতে অগ্রসর হলো। সে যখন পিঠ ফিরালো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জেনে রাখো! সে যদি অন্যের সম্পদ জুলুমের

মাধ্যমে ভোগদখল করার জন্য শপথ করে, তবে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন।

টীকা ঃ হাদরামাওতের অধিবাসীকে হাদরামী এবং কিনদার অধিবাসীকে কিন্দী বলে। প্রথমোক্ত এলাকা বাহ্‌রাইনের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষোক্ত এলাকা ইরাকে অবস্থিত (অনু.)।

بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيْمِ الْيَمِيْنِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ (ص)

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ নবী (সা)-র মিম্বারের উপর মিথ্যা শপথ করা কঠিন গুনাহ

٣٢٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نِسْطَاسٍ مِنْ اٰلِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْلِفُ اَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلٰى يَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ اَخْضَرَ اِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

৩২৪৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মিম্বারের কাছে দাঁড়িয়ে মিথ্যা শপথ করবে, তা একটি তাজা মিসওয়াকের জন্যই হোক না কেন– সে তার বাসস্থান দোযখে ঠিক করে নিলো অথবা আগুন (দোযখ) তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেলো।

بَابُ الْيَمِيْنِ بِغَيْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা

٣٢٤٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ.

৩২৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে এবং তার শপথের মধ্যে বলে, লাতের শপথ; সে যেন বলে– "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই।" আর যে ব্যক্তি তার সহযোগীকে বলে, আসো তোমার সাথে জুয়া খেলি; সে যেন কিছু দান-খয়রাত করে।

টীকা ঃ 'লাত'– তৎকালীন আরব মুশরিকদের একটি প্রতিমার নাম (অনু.)।

٣٢٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلاَ بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالْاَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوْا اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ.

৩২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নিজেদের পিতা-মাতা অথবা দেবদেবীর নামে শপথ করো না। তোমরা কেবল আল্লাহর নামেই শপথ করবে। তোমরা আল্লাহর নামে কেবল সে বিষয়েই শপথ করবে যে সম্পর্কে তোমরা সত্যবাদী।

টীকা ঃ একমাত্র আল্লাহর নামেই শপথ করা জায়েয। অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (অনু.)।

٣٢٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَهُ وَهُوَ فِىْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَسْكُتْ.

৩২৪৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি কাফেলায় ছিলেন। তিনি তার পিতার নামে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কারো শপথ করার প্রয়োজন হয় তবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় চুপ থাকে।

٣٢٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَعْنَاهُ اِلٰى بِاٰبَائِكُمْ زَادَ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهٰذَا ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا.

৩২৫০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন... 'বাপ-দাদার নামে শপথ করো না' পর্যন্ত উপরের হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, উমার (রা)

বলেন, আমি আর কখনও ব্যক্তিগতভাবে বা অপরের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ শব্দ দ্বারা শপথ করিনি।

٣٢٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ.

৩২৫১। সাঈদ ইবনে আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে শপথ করতে শুনলেন, "না। এই কা'বার শপথ।" ইবনে উমার (রা) তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করলো সে শির্‌ক করলো।

٣٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ اَبِيْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ اَبِيْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ فِيْ حَدِيْثِ قِصَّةِ الْاَعْرَابِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ.

৩২৫২। আবু সুহাইল নাফে ইবনে মালেক ইবনে আবু আমের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-র কাছে জনৈক বেদুইনের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস শুনেছেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার (বেদুইনের) পিতার শপথ! যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে কৃতকার্য হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করলো। তার পিতার শপথ!

টীকা ঃ হাদীস বিশারদ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে পিতার নামে শপথ করা হয়েছিল অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে শব্দটি মুখে এসে গিয়েছে অথবা 'রব' শব্দটি উহ্য আছে, অর্থাৎ 'তার পিতার প্রভুর শপথ' (অনু.)।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْاَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫ ঃ আমানতের উল্লেখ করে শপথ করা মাকরূহ

٣٢٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ

الطَّائِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

৩২৫৩। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমানতের (উল্লেখ করে) শপথ করবে, সে আমাদের কেউ নয়।

بَابُ الْمَعَارِيْضِ فِى الْاَيْمَانِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ছলনার আশ্রয় নিয়ে শপথ করা

٣٢٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ. قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُمَا وَاحِدٌ عَبَّادُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ.

৩২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার শপথ তোমার প্রতিপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আব্বাদ ইবনে আবু সালেহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু সালেহ একই ব্যক্তি।

٣٢٥٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ اَبِيْهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ ابْنُ حُجْرٍ فَاَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ اَنْ يَّحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَّهُ اَخِىْ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَّحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَّهُ اَخِىْ قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ.

৩২৫৫। সুয়াইদ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের সাথে ওয়াইল ইবনে হুজর (রা)-ও ছিলেন। তার এক শত্রু তাকে ধরে ফেললো।

আমাদের দলের লোকেরা এ ব্যাপারে শপথ করতে সংকোচবোধ করলো। আমি হলফ করে বললাম, সে আমার ভাই। ফলে শত্রু তাকে ছেড়ে দিলো। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ঘটনা অবহিত করলাম এবং বললাম, লোকেরা এভাবে শপথ করাকে অন্যায় মনে করেছে। অতএব আমি শপথ করে বললাম, সে আমার ভাই। তিনি বললেন ঃ তুমি সঠিক বলেছো। কেননা এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শপথ করা

٣٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ قِلَابَةَ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلٰى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ.

৩২৫৬। সাবিত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গাছের নীচে (হুদায়বিয়ায়) শপথ গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত ছাড়া অন্য কোন মিল্লাতের (ধর্ম গ্রহণের) নামে মিথ্যা শপথ করলো (যেমন আমি যদি এ কাজ করি তবে ইহূদী হয়ে যাবো)– সে যেরূপ বলেছে তদ্রূপই হবে। কোন ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে তাকে কিয়ামতের দিন ঐ অস্ত্র দিয়ে অবিরত শাস্তি দেয়া হবে। কোন লোক এমন জিনিসের মানত করে যার মালিক সে নয়, এই মানতের কোন মূল্য নেই।

٣٢٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْاِسْلَامِ سَالِمًا.

৩২৫৭। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি হলফ করে বললো, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত। যদি সে মিথ্যা বলে থাকে তবে সে যেরূপ বলেছে তদ্রূপই হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তার পক্ষে নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ اَنْ لاَ يَتَأَدَّمَ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি হলফ করে বলে, সে তরকারি খাবে না

٣٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ تَمْرَةً عَلٰى كِسْرَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ.

৩২৫৮। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি রুটির উপর খেজুর রেখে বললেন ঃ এটা হলো এটার তরকারী।

٣٢٥٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ يَحْيٰ عَنْ يَزِيْدَ الْاَعْوَرِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ مِثْلَهُ.

৩২৫৯। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে এই সনদসূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ শপথে ইনশাআল্লাহ যোগ করা

٣٢٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنٰى.

৩২৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করার সাথে ইনশা আল্লাহ (আল্লাহর মর্জি) বললো, সে ব্যতিক্রম করলো (তার কোন গুনাহ নেই শপথ ভঙ্গ করাতে)।

٣٢٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنٰى فَاِنْ شَاءَ رَجَعَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ.

৩২৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি শপথ করে 'ইনশা আল্লাহ' বললো, সে ইচ্ছা করলে শপথ পূর্ণও করতে পারে আবার নাও করতে পারে, এতে কোন দোষ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথের ধরন ও পদ্ধতি

٣٢٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهٰذِهِ الْيَمِيْنِ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ.

৩২৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শপথ করতেন ঃ "লা ওয়া মুকাল্লিবিল কুলূব" (না! অন্তরের পরিবর্তনকারীর শপথ)।

টীকা ঃ আল্লাহর গুণবাচক নাম বা গুণের উল্লেখ করে শপথ করা জায়েয (অনু.)।

٣٢٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اجْتَهَدَ فِى الْيَمِيْنِ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ اَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهٖ.

৩২৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব সহকারে শপথ করলে, তখন বলতেন ঃ "লা ওয়াল্লাযী নাফসু আবিল কাসিমে বিয়াদিহ" (না! শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আবুল কাসিমের অর্থাৎ মুহাম্মাদের প্রাণ)।

٣٢٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ ابْنُ حُبَّابٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُوْلُ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا حَلَفَ يَقُوْلُ لاَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

৩২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হলফ করতেন তখন বলতেন ঃ "লা ওয়া আসতাগফিরুল্লাহ" (না! আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই)।

٣٢٦٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَيَّاشٍ السَّمَعِيُّ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَلْهَمُ وَحَدَّثَنِيْهِ اَيْضًا الْاَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيْطٍ اَنَّ لَقِيْطَ بْنَ عَامِرٍ خَرَجَ وَافِدًا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيْطٌ فَقَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيْثًا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرُ اِلٰهِكَ.

৩২৬৫। আসিম ইবনে লাকীত (রা) থেকে বর্ণিত। লাকীত ইবনে আসিম (রা) একটি প্রতিনিধি দলসহ রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হলেন। লাকীত (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "লাআমরু ইলাহিকা" (তোমার ইলাহ-এর শপথ)।

بَابُ الْحِنْثِ اِذَا كَانَ خَيْرًا

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজের জন্য শপথ ভঙ্গ করা

٣٢٦٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّى وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ قَالَ اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِيْنِىْ.

৩২৬৬। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোন কাজ করার শপথ করি, অতঃপর তার বিপরীত দিকে কল্যাণ দেখতে পাই, তাহলে ইনশা আল্লাহ আমি শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিবো এবং অধিকতর কল্যাণকর কাজটি করবো। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আমি অধিকতর কল্যাণকর কাজটি করবো এবং আমার শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করবো।

٣٢٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَمَنْصُوْرٌ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِيْنَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيْهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

৩২৬৭। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি কোন বিষয়ে শপথ করলে, অথচ তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে। এ অবস্থায় তুমি কল্যাণকর কাজটি করো এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম আহমাদ (র) শপথ ভঙ্গ করার পূর্বেই কাফফারা আদায় করা জায়েয মনে করেন।

٣٢٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ نَحْوَهُ قَالَ فَكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَادِيْثُ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رُوِىَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِىْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ.

৩২৬৮। আবদুর রহমান (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে রয়েছে ঃ "প্রথমে কাফফারা আদায় করো, অতঃপর কল্যাণকর কাজটি করো।" আবু দাউদ (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদ আবু মূসা আল-আশ'আরী, আদী ইবনে হাতেম ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কতগুলোতে শপথ ভঙ্গের পর কাফফারা

আদায় করার কথা আছে, অপরগুলোতে শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

بَابٌ فِي الْقَسَمِ هَلْ يَكُوْنُ يَمِيْنًا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কসম শব্দটি কি ইয়ামীন শব্দের সমার্থবোধক?

٣٢٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْسِمْ.

৩২৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে (কোন বিষয়ে) শপথ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ শপথ করো না।

টীকা ঃ এই অধ্যায়ে 'কসম', 'হলফ' ও 'ইয়ামীন' শব্দ তিনটি সমার্থবোধক। এর অর্থ শপথ করা, প্রতিজ্ঞা করা। কসম ও হলফ শব্দ দু'টি বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত (অনু.)।

٣٢٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ يَحْيَى وَكَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ اَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبَّرَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَأْتَ بَعْضًا فَقَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ لَتُحَدِّثَنِّيْ مَا الَّذِيْ اَخْطَأْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْسِمْ.

৩২৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। এই বলে সে স্বপ্নে যা দেখেছে তা বর্ণনা করলো। আবু বাক্‌র (রা) এর ব্যাখ্যা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি স্বপ্নের কিছু অংশের ব্যাখ্যা ঠিক বলেছ, আর কিছুটা ভুল করেছ। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক; আমি কি ভুল করেছি তা বলে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ শপথ করো না।

٣٢٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ زَادَ فِيْهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ.

৩২৭১। ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় 'শপথ' শব্দের উল্লেখ নাই। তবে এতে আরো আছে, তিনি আবু বাক্র (রা)-কে তার ভুল সম্পর্কে অবহিত করেননি।

بَابٌ فِي الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা

٣٢٧٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِي يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوْبَ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلٰى قَدْ فَعَلْتَ وَلٰكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِاِخْلاَصِ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُرَادُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.

৩২৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। বাদীর কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য-প্রমাণ চাইলেন। কিন্তু তার কাছে কোন দলীল-প্রমাণ ছিলো না। তিনি বিবাদীকে শপথ করতে বললেন। সে বললো, মহান আল্লাহর নামে শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, (আমি জানি) তুমি (মিথ্যা শপথ) করেছ। কিন্তু তোমাকে নিষ্ঠার সাথে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই' বলার কারণে ক্ষমা করা হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কাফফারা দেয়ার নির্দেশ দেননি।

টীকা ঃ 'তুমি মিথ্যা শপথ করেছো'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী অথবা ইলহামের মাধ্যমে তার মিথ্যাবাদিতার কথা জানতে পেরেছিলেন।

টীকা ঃ হাদীসের ভাষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, অপেক্ষাকৃত ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্যান্য হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কাফফারা আদায়

করতে হবে। এমনকি নবী (সা) নিজের ব্যাপারেও কাফফারা আদায় করার কথা বলেছেন। এটাই বর্তমান মনীষীদের প্রসিদ্ধ মত (অনু.)।

بَابُ كَمِ الصَّاعُ فِى الْكَفَّارَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ শপথ ভঙ্গের কাফফারা কত সা'?

٣٢٧٣- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى اَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبٍ بِنْتِ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ الْمُزَنِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ اَسْلَمَ ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَخٍ لِصَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَوَهَبَتْ لَنَا اُمُّ حَبِيْبٍ صَاعًا حَدَّثَتْنَا عَنِ ابْنِ اَخِىْ صَفِيَّةَ عَنْ صَفِيَّةَ اَنَّهُ صَاعُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَسٌ فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنِصْفًا بِمُدِّ هِشَامٍ.

৩২৭৩। আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীব আমাদেরকে একটি সা' দিলেন। তিনি তার দ্বিতীয় স্বামী (রাসূল-পত্নী) সাফিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রের সূত্রে আমাদেরকে বলেছেন, তিনি সাফিয়ার (ফুফু) সূত্রে বলেছেন, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা'। আনাস (ইবনে ইয়াদ) বলেন, আমি তা যাচাই করে দেখলাম, তার ওজন হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের সময়কার আড়াই মুদ্দের সমান।

টীকা ঃ মুদ্দ ও সা' তৎকালে আরব এলাকায় প্রচলিত বাটখারা বা পরিমাপের একটি একক (অনু.)।

٣٢٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ اَبُوْ عُمَرَ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا مَكُّوْكٌ يُقَالُ لَهُ مَكُّوْكُ خَالِدٍ وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُوْنَ. قَالَ مُحَمَّدٌ صَاعُ خَالِدٍ صَاعُ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ.

৩২৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাল্লাদ আবু আমর (র) বলেন, 'মাক্কূক খালিদ' নামে কথিত আমাদের একটি মাক্কূক ছিল। তা হারূনুর রশীদের আমলের পরিমাপকের দ্বিগুণ ছিল। মুহাম্মাদ (র) বলেন, খালিদের সা' ছিল হিশাম ইবনে মালেকের সা'।

٣٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ اَبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ لَمَّا وَلِىَ خَالِدُ الْقَسْرِىُّ اَضْعَفَ الصَّاعَ فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ قَتَلَهُ

الزَّنْجُ صَبْرًا فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَمَدَّ اَبُوْ دَاوُدَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطُوْنَ كَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ. قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِى النَّوْمِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ فَقَالَ اَدْخَلَنِى الْجَنَّةَ قُلْتُ فَلَمْ يَضُرُّكَ الْوَقْفُ.

৩২৭৫। উমায়্যা ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন খালিদ আল-কাসরী (হিজাজ ও কূফার) গভর্ণর হলেন তখন সা'-কে দ্বিগুণ করলেন। তাতে এক সা' ষোল রতলের সমান হলো। আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ খাল্লাদকে নিগ্রোরা বন্দী করে হত্যা করে। তিনি তার হাতের ইশারায় বলেন, এভাবে। আবু দাউদ (র) তার হাত প্রসারিত করেন এবং হস্তদ্বয়ের তালু মাটির দিকে উপুর করে বলেন, আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করেছেন। আমি বললাম, তাহলে আপনার আটকাবস্থা আপনার ক্ষতি করতে পারেনি।

بَابٌ فِى الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ শপথের কাফফারায় মুমিন বাঁদী আযাদ করা

٣٢٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَارِيَةٌ لِىْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَفَلاَ اُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِىْ بِهَا قَالَ فَجِئْتُ بِهَا قَالَ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

৩২৭৬। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি বাঁদী আছে। আমি তাকে জোরে একটি থাপ্পড় মেরেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এটা দুঃখজনক মনে হলো। আমি বললাম, তাকে আযাদ করে দেই? তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। রাবী বলেন, আমি তাকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায় আছেন? সে বললো, আসমানে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তাকে আযাদ করো, কেননা সে ঈমানদার।

٣٢٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيْدِ اَنَّ اُمَّهُ اَوْصَتْهُ اَنْ يُّعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ اَوْصَتْ اَنْ اُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَعِنْدِيْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوْبِيَّةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اَفَاُعْتِقُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُدْعُوْهَا لِيْ فَدَعَوْهَا فَجَاءَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَبُّكِ فَقَالَتْ اَللّٰهُ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيْدَ.

৩২৭৭। আশ-শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তার মা একটি মুমিন বাঁদী আযাদ করার জন্য তাকে ওসিয়াত করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা তার পক্ষ থেকে একটি মুমিন বাঁদী আযাদ করার জন্য আমাকে ওসিয়াত করেছেন। কিন্তু আমার কাছে নুবার একটি কাফ্রী ক্রীতদাসী আছে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের শেষাংশের অনুরূপ। আমি কি তাকে দাসত্বমুক্ত করবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাকে আমার কাছে ডেকে আনো। অতএব তিনি তাকে ডাকলে সে এসে উপস্থিত হলো নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার প্রতিপালক কে? সে বললো, আল্লাহ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বললো, আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে দাসত্বমুক্ত করো। কেননা সে ঈমানদার। আবু দাউদ (র) বলেন, খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ এটাকে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং আশ-শারীদের নাম উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ নূবা বর্তমান সুদানের একটি জনপদের নাম। এখানেই হযরত বিলাল (রা) জন্মগ্রহণ করেন (অনু.)।

٣٢٧٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجُوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنِي الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا اَيْنَ اللّٰهُ فَاَشَارَتْ اِلَى السَّمَاءِ بِاِصْبَعِهَا فَقَالَ لَهَا فَمَنْ اَنَا فَاَشَارَتْ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى السَّمَاءِ يَعْنِيْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

৩২৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি কৃষ্ণকায় বাঁদীসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি মুমিন দাসী আযাদ করতে হবে। তিনি (সা) দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে তার হাতের আঙ্গুলে আসমানের দিকে ইশারা করলো। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আকাশের দিকে ইশারা করে বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন ঃ তুমি তাকে দাসত্বমুক্ত করো, কেননা সে মুমিন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মানত করা বাঞ্ছনীয় নয়

٣٢٧٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّذْرِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَيَقُوْلُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النَّذْرَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا.

৩২৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানত কোন কিছুই ফিরাতে পারে না, শুধু কৃপণের কিছু অর্থ ব্যয় হয় মাত্র। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানত কোন কিছুই প্রতিরোধ বা প্রতিহত করতে পারে না।

٣٢٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَاْتِيْ ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ اَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ

وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيْلِ يُؤْتٰى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتٰى مِنْ قَبْلُ.

৩২৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মানত আদম সন্তানের তাকদীরকে এমন কিছু যোগান দিতে পারে না– যা আমি তার জন্য নির্ধারণ করিনি। বরং আমি তার তাকদীরে যা নির্ধারণ করেছি কেবল তাই মানত তাকে এনে দেয়। তা কৃপণের ধন থেকে কিছু পরিমাণ বের করে দেয়। তার কাছে এমন কিছু নিয়ে আসে যা ইতিপূর্বে তার কাছে আসেনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّذْرِ فِى الْمَعْصِيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাপের কাজে মানত করা

٣٢٨١– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

৩২৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যাচরণ না করে।

٣٢٨٢– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِى الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا هٰذَا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَّقُوْمَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ قَالَ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

৩২৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা (বক্তৃতা) দিচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি একটি লোককে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার ব্যাপারে (নাম-পরিচয়) জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললো, সে আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। তিনি বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও– সে যেন কথাবার্তা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পূর্ণ করে।

بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً اِذَا كَانَ فِيْ مَعْصِيَةٍ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ গুনাহের কাজের মানত করেন তা ভঙ্গ করলে যাদের মতে কাফফারা দিতে হবে

٣٢٨٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

৩২৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গুনাহের কাজে মানত করা জায়েয নেই। এর কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফফারার সমান।

টীকা ঃ শপথ বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে এক বেলা মধ্যম মানের খাদ্যদ্রব্য দেয়া অথবা তাদেরকে পরিধের বস্ত্র দান করা অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তি এর একটিও করতে সক্ষম না হবে সে তিন দিন রোযা রাখবে (দ্র. সূরা আল-মাইদা ঃ ৮৯)।

٣٢٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمَعْنَاهُ وَاِسْنَادِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ شَبُّوْيَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِىْ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ حَدَّثَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَدَلَّ ذٰلِكَ اَنَّ الزُّهْرِىَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ مَا حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ اَفْسَدُوْا عَلَيْنَا هٰذَا الْحَدِيْثَ. قِيْلَ لَهُ وَصَحَّ اِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ اَيُّوْبُ كَانَ اَمْثَلَ مِنْهُ يَعْنِىْ اَيُّوْبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَقَدْ رَوَاهُ اَيُّوْبُ.

৩২৮৪। ইবনুস সারহ (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে তার নিজস্ব সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইবনে শাব্বুয়াহ (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনুল মুবারক (র) এই হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, আবু সালামা (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথা ইঙ্গিত করে যে, আয-যুহ্‌রী (র) আবু সালামার নিকট এ হাদীস শোনেননি। আর আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আইউব ইবনে সুলায়মান (র) আমাদের নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা থেকে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে

শুনেছি, তারা আমাদের জন্য হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেলেছেন। তাকে বলা হলো, আপনি কী মনে করেন, এ হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত করা হয়েছে– একথা কি সত্য? ইবনে আবু উয়াইস ব্যতীত অপর কেউ কি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, বিশ্বস্ততায় আইউব ইবনে সুলায়মান ইবনে বিলাল আবু উয়াইসের সম-পর্যায়ের। হাদীসটি আইউবও বর্ণনা করেছেন।

٣٢٨٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ. قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ اِنَّمَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثُ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ اَرْقَمَ وَهِمَ فِيْهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِىُّ وَاَرْسَلَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى بَقِيَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِاِسْنَادِ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ.

৩২৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পাপকাজে কোনরূপ মানত নেই। এর জরিমানা শপথ ভঙ্গের জরিমানার অনুরূপ"। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী (র) বলেন, সঠিক সনদসূত্র হলো ঃ আলী ইবনুল মুবারক-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাছীর-মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর-তার পিতা-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল-মারওয়াযী এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ হাদীস সম্পর্কে সুলায়মান ইবনে আরকাম সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তার থেকে আয-যুহরী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মুরসালরূপে (অর্থাৎ আল-মারওয়াযীর নামোল্লেখ ব্যতীত)-আবু সালামা-আয়েশা (রা) সূত্রে। আবু দাঊদ (র) বলেন, বাকিয়্যা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আল-আওযাঈ-ইয়াহইয়া-মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর-আলী ইবনুল মুবারকের সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٢٨٦– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ قَالَ

اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زَحْرٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ.

৩২৮৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, তার বোন পদব্রজে এবং খালি মাথায় হজ্জ করার মানত করেছে (এর হুকুম কি?)। নবী (সা) বললেন ঃ তাকে ওড়না পড়তে, যানবাহনে আরোহণ করতে এবং তিন দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দাও।

٣٢٨٧- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ كَتَبَ اِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زَحْرٍ مَوْلَى لِبَنِيْ ضَمْرَةَ وَكَانَ اَيَّمَا رَجُلٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِيَّ اَخْبَرَنَا بِاِسْنَادِ يَحْيٰى مَعْنَاهُ.

৩২৮৭। মাখলাদ ইবনে খালিদ (র)... আবু সাঈদ আর-রু'আয়নী উপরোক্ত হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত সনদের অনুরূপ সনদে একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٨٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِيْ اَنْ تَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ فَاَمَرَتْنِيْ اَنْ اَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

৩২৮৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন পদব্রজে বাইতুল্লাহ (কা'বা ঘর) তাওয়াফ করতে যাওয়ার মানত করলেন। তিনি এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে আমাকে হুকুম দিলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ সে যেন পদব্রজেও যায় এবং যানবাহনেও যায়।

٣٢٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْبَيْتِ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا.

৩২৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন পদব্রজে বাইতুল্লায় (হজ্জে) যাওয়ার মানত করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সওয়ারীতে করে আসার এবং একটি কোরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

٣٢٩٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩২৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন, উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন পদব্রজে হজ্জ করার মানত করেছেন তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার মানতের মুখাপেক্ষী নন। তাকে যানবাহনে চড়ে হজ্জে আসার নির্দেশ দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। খালিদ (র)-ও ইকরিমা (র)-নবী (সা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اُخْتَ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنٰى هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ وَقَالَ فِيْهِ مُرْ اُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنٰى هِشَامٍ.

৩২৯১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন... হিশামের হাদীসের সমার্থবোধক। রাবী কুরবানীর উল্লেখ করেননি। এই বর্ণনায় আরো আছে, 'তোমার বোনকে নির্দেশ দাও– সে যেন জন্তুযানে চড়ে (হজ্জে যায়)। আবু দাউদ (র) বলেন, খালিদ (র) এ হাদীস ইকরিমার সূত্রে হিশামের হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٢- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِى يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُخْتِىْ نَذَرَتْ يَعْنِىْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهَا.

৩২৯২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোন পদব্রজে হজ্জ করার মানত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার বোনের জন্য কোন রকম কঠোরতা সৃষ্টি করে রাখেননি। সে যেন বাহনে চড়ে এসে হজ্জ করে এবং তার শপথের কাফফারা আদায় করে।

٣٢٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَاِنَّهَا لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِىٌّ عَنْ مَشْىِ اُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً.

৩২৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন পদব্রজে হজ্জ করার মানত করলেন। অথচ তার সেই দৈহিক সামর্থ্য ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই মহামহিম আল্লাহ তোমার বোনের পদব্রজে যাওয়ার মুখাপেক্ষী নন। অতএব সে যেন বাহনে চড়ে যায় এবং একটি উট কুরবানী করে।

٣٢٩٤- حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُخْتِىْ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِىَ اِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِمَشْىِ اُخْتِكَ اِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا.

৩২৯৪। উক্‌বা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার বোন বাইতুল্লাহ শরীফে পদব্রজে যাওয়ার মানত

করেছে। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার বোনের বাইতুল্লাহ শরীফে হেঁটে যেতে বাধ্য করার কিছু তৈরী করে রাখেননি।

٣٢٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِىَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩২৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে হেঁটে যেতে দেখলেন। তার সম্পর্কে তিনি জানতে চাইলে লোকেরা বললো, সে এভাবে হেঁটে (হজ্জ করতে) যাওয়ার জন্য মানত করেছে। তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তির নিজেকে এভাবে কষ্ট দেয়া থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি তাকে সওয়ারীতে চড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনে আবু আমর এ হাদীস আল-আ'রাজ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ يَقُوْدُهُ بِخِزَامَةٍ فِىْ اَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّقُوْدَهُ بِيَدِهِ.

৩২৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘর তাওয়াফকালে এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে গিয়ে দেখতে পেলেন- তার নাকে আংটিযুক্ত রশি লাগিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তা কেটে ফেললেন এবং তার হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার মানত করেছে

٣٢٩٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا

حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلّٰهِ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ اِذًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ نَحْوَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি (মক্কা) বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ যদি আপনাকে মক্কা বিজয়ের গৌরব দান করেন, তবে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে বাইতুল মুকাদ্দাসে দুই রাক'আত নামায পড়বো বলে মানত করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এখানে সেই নামায পড়ে নাও। সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি বললেন ঃ এখানে (মসজিদে হারামে) পড়ো। সে আবারও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা আছে (সেখানে গিয়ে নামায পড়ার)। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرًا وَقَالَ عَبَّاسٌ ابْنُ حَنَّةَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هٰهُنَا لَاَجْزَاَ عَنْكَ صَلَاةً فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ وَقَالَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২৯৮। উমার ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবার সূত্রে উপরের হাদীস বর্ণিত। এ বর্ণনায় আরো আছে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! তুমি যদি এখানে (কা'বার চত্বরে) তোমার মানতের নামায পড়ে নিতে তাহলে এটা তোমার বাইতুল মাকদিসে নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট হতো (তোমার মানত পূর্ণ হতো, বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না)।

بَابٌ فِيْ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করা

٣٢٩٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا.

৩২৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জানতে চেয়ে বললেন, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তার একটি মানত রয়েছে যা তিনি পূরণ করে যেতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে তুমি তা আদায় করো।

٣٣٠٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ اِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللّٰهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتّٰى مَاتَتْ فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا اَوْ اُخْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا.

৩৩০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক স্ত্রীলোক সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে মানত করলো, আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন তবে সে এক মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ তাকে সমুদ্রের বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু রোযা রাখার পূর্বেই সে মারা গেলো। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যাবে কিনা এ সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আবু হানীফার মতে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যাবে না। কেননা তিরমিযী শরীফে

আছে, "যে ব্যক্তি রোযা বাকি রেখে মারা গেলো তার পক্ষ থেকে প্রতিটি রোযার জন্য যেন একজন মিসকীনকে আহার করানো হয়।" মুওয়াত্তায় উল্লেখ আছে, "তোমাদের কেউ যেন কারো পক্ষ থেকে রোযা না রাখে।" ইমাম নববীর মতে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখাই উত্তম। ইমাম আহমাদেরও এই মত (অনু.)।

٣٣٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِوَلِيْدَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِي الْمِيْرَاثِ قَالَتْ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَمْرٍو.

৩৩০১। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করেছিলাম। তিনি বাঁদীটি রেখে মারা গেছেন। নবী (সা) বললেন ঃ 'তুমি পুরস্কার (সওয়াব) পাওয়ার অধিকারিণী হয়েছ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সে পুনরায় তোমার মালিকানায় ফিরে এসেছে'। সে বললো, তিনি এক মাসের রোযা বাকি রেখে মারা গেছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আমর ইবনে আওন বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কেউ কাযা রোযা অপূর্ণ রেখে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে

٣٣٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ الْمَعْنٰى عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّهُ كَانَ عَلٰى اُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَتَهٗ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُّقْضٰى.

৩৩০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন যে, তার মায়ের এক মাসের রোযা বাকি আছে।

(অতঃপর বলেন,) আমি কি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ করবো? তিনি বলেন ঃ যদি তোমার মা ঋণগ্রস্ত থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? মহিলা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য পরিশোধ করা অধিক অগ্রগণ্য।

٣٣٠٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

৩৩০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রোযা অনাদায়ী রেখে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ রোযা রাখবে।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মানত পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٣٣٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ اَوْفِىْ بِنَذْرِكِ قَالَتْ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيْهِ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لِصَنَمٍ قَالَتْ لاَ قَالَ لِوَثَنٍ قَالَتْ لاَ قَالَ اَوْفِىْ بِنَذْرِكِ.

৩৩০৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, একজন স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার মাথার উপর দফ বাজানোর মানত করেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার মানত পূর্ণ করো। স্ত্রীলোকটি আবার বললেন, আমি অমুক অমুক জায়গায় যবেহ করার মানত করেছি। রাবী বলেন, এসব স্থানে পৌত্তলিক যুগের লোকেরা যবেহ করতো। তিনি বললেন ঃ মূর্তির জন্য? স্ত্রীলোকটি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ প্রতিমার জন্য? মহিলাটি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমার মানত পূর্ণ করো।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে আসলে স্ত্রীলোকটি তাঁর মাথার উপর দফ বাজানোর মানত করেছিলেন। 'দফ' ঢোল জাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। এর একদিকের মুখ খোলা থাকে। দফ বাজানো মুবাহ (অনু.)।

٣٣٠٥- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَانَةَ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِّنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوْا لاَ قَالَ هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمْ قَالُوْا لاَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ.

৩৩০৫। সাবেত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবেহ করার মানত করেছিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবেহ করার মানত করেছি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন মূর্তি আছে? লোকেরা বললো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেখানে কি তাদের কোন মেলা বসতো? লোকেরা বললো, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার মানত পূর্ণ করো। কেননা আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের জন্য কৃত মানত পূর্ণ করা জায়েয নয় এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তাতেও কোন মানত নেই।

٣٣٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ سَارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيِّ اَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ اَبِيْ فِيْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اُبِدُّهُ بَصَرِيْ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِيْ وَهُوَ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْاَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُوْلُوْنَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِيْ فَاَخَذَ بِقَدَمِهِ. قَالَتْ فَاَقَرَّ لَهُ

وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ اِنْ وُلِدَ لِىْ وَلَدٌ ذَكَرٌ اَنْ اَنْحَرَ عَلٰى رَأْسِ بُوَانَةَ فِىْ عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ قَالَ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهَا قَالَتْ خَمْسِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بِهَا مِنَ الْاَوْثَانِ شَىْءٌ قَالَ لاَ قَالَ فَاَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلّٰهِ قَالَتْ فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَوْفِ عَنِّىْ نَذْرِىْ فَظَفِرَهَا فَذَبَحَهَا.

৩৩০৬। কারদাম-কন্যা মায়মূনা (রা) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম এবং লোকজনকে বলতে শুনলাম– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার পিতা তাঁর নিকট এলেন, তখন তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহিত ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল সচিবের চাবুকের ন্যায় একটি চাবুক। আমি লোকজনকে এবং বেদুঈনদের বলতে শুনলাম, চাবুক, চাবুক। আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর পা ধরলেন। রাবী বলেন, আমার পিতা তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং তাঁর কথা শুনলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি মানত করেছিলাম যে, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি বুওয়ানার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু সংখ্যক মেষ যবেহ করবো। অধস্তন রাবী বলেন, আমার মনে হয় মায়মূনা (রা) পঞ্চাশ সংখ্যক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেখানে কি কোন প্রতিমা আছে। তিনি বললেন, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি আল্লাহর নামে কৃত তোমার মানত পূর্ণ করো। রাবী বলেন, তিনি তার মেষগুলো একত্র করে যবেহ করতে লাগলেন। তার মধ্য থেকে একটি মেষ ছুটে পালালো। তিনি এই বলতে বলতে তার পিছু ধাওয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার পক্ষ থেকে আমার মানত পূর্ণ করুন'। অতএব তিনি সেটির নাগাল পেয়ে তাও যবেহ করলেন।

٣٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهَا نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ هَلْ بِهَا وَثَنٌ اَوْ عِيْدٌ مِنْ اَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لاَ قُلْتُ اِنَّ اُمِّىْ هٰذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ وَمَشْىٌ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ اَنَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৩৩০৭। কারদাম ইবনে সুফিয়ান-কন্যা মায়মূনা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, তবে সংক্ষিপ্তাকারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেখানে কি প্রতিমা আছে অথবা জাহিলী যুগের কোন মেলা বসে? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এই আমার মা, তার একটি মানত ও পদব্রজে (হজ্জ করার) সংকল্প আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

بَابٌ فِى النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মালিকানাস্বত্বহীন জিনিসের মানত

٣٣٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ فَأُسِرَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى وَثَاقٍ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلاَمَ تَأْخُذُنِى وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ قَالَ نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ قَالَ وَكَانَ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيمَا قَالَ وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ وَقَدْ أَسْلَمْتُ فَلَمَّا مَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهِمْتُ هٰذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسٰى نَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّى مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلٰى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِى إِنِّى ظَمْآنُ فَأَسْقِنِى قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ حَاجَتُكَ أَوْ قَالَ هٰذِهِ حَاجَتُهُ قَالَ فَفُودِىَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَحَبَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ قَالَ فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلٰى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا كَانَ

اللَّيْلَ يُرِيحُوْنَ اِبِلَهُمْ فِىْ اَفْنِيَتِهِمْ قَالَ فَنُوِّمُوْا لَيْلَةً وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لاَ تَضَعُ يَدَهَا عَلٰى بَعِيْرٍ اِلاَّ رَغَا حَتّٰى اَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ قَالَ فَاَتَتْ عَلٰى نَاقَةٍ ذَلُوْلٍ مُجَرَّسَةٍ قَالَ فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ لِلّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ نَاقَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَجِيْءَ بِهَا وَاُخْبِرَ بِنَذْرِهَا فَقَالَ بِئْسَ مَا جَزَتْهَا اَوْ جَزَيْتِيْهَا اِنِ اللّٰهُ اَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْمَرْأَةُ هٰذِهِ امْرَأَةُ اَبِىْ ذَرٍّ.

৩৩০৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আল-'আদবা' নামক উষ্ট্রী বনী আকীল গোত্রের এক ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল। এটি হজ্জে আসা কাফেলার আগে আগে চলতো। রাবী বলেন, লোকটিকে বন্দী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেঁধে নিয়ে আসা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ে চাদর জড়ানো অবস্থায় একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। আল-আদবার মালিক বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাকে এবং হাজ্জীদের আগে আগে চলা আমার উষ্ট্রীকে কি অপরাধে গ্রেপ্তার করলেন? তিনি বললেন ঃ তোমাকে তোমার বন্ধুগোত্র ছাকীফদের অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাবী বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে রেখেছিলো। আল-আদবার মালিক বললো, আমি মুসলমান অথবা সে বলেছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি এ কথাগুলো মুহাম্মাদ ইবনে ঈসার কাছ থেকে শিখেছি। তিনি (নবী সা.) যখন সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন, লোকটি তাঁকে ডাকলো, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তিনি তার ডাকে ফিরে এসে বললেন ঃ তুমি কি বলতে চাও? সে বললো, আমি মুসলমান। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি বন্দী হওয়ার পূর্বে এ কথা বলতে তাহলে তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যেতে। আবু দাউদ (র) বলেন, অতঃপর আমি সুলায়মানের বর্ণিত হাদীসে প্রত্যাবর্তন করলাম। লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি ক্ষুধার্ত আমাকে খাবার দিন, আমি পিপাসার্ত, আমাকে পান করান। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটাই তোমার উদ্দেশ্য অথবা এটাই তার উদ্দেশ্য। রাবী বলেন, এই বন্দীর বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে

আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আদবা নামক উষ্ট্রীটি নিজের সওয়ারীর জন্য রেখে দিলেন। অতঃপর মুশরিকরা মদীনায় এসে এখানকার মাঠে চড়ে বেড়ানো উটগুলো লুণ্ঠন করলো। তারা আদবাকেও নিয়ে গেলো এবং একজন মুসলিম মহিলাকেও বন্দী করে নিয়ে গেলো। রাবী বলেন, তারা রাতের বেলা উটগুলোকে আরাম করার জন্য মাঠে ছেড়ে দিত। এক রাতে তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। (মুসলিম বন্দী) স্ত্রীলোকটি গিয়ে যে উটের গায়েই হাত দিলেন সেটা আওয়াজ করলো। এভাবে তিনি আল-আদবার কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি একটি অনুগত ও সুদক্ষ উষ্ট্রীর কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি তার পিঠে সওয়ার হলেন, অতঃপর আল্লাহর নামে মানত করলেন, আল্লাহ যদি মুশরিকদের কবল থেকে তাকে মুক্তি দেন তবে তিনি এ পশুটি যবেহ করবেন। তিনি যখন মদীনায় পৌঁছে গেলেন লোকেরা চিনতে পারলো যে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ খবর পৌঁছানো হলে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে নিয়ে আসা হলো এবং তার মানত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন ঃ তুমি উষ্ট্রীকে যে প্রতিদান দিতে চাও তা খুবই নির্মম। আল্লাহ তাকে যে উষ্ট্রীর সাহায্যে মুক্তি দিয়েছেন সে তাকে যবেহ করতে চায় (অর্থাৎ যার পিঠে চড়ে সে মুক্তি পেয়েছে তাকে সে যবেহ করে তার প্রতিদান দিতে চায়)। আল্লাহর নাফরমানীর কাজে মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয নয় এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তার মানত করা ও তা পূর্ণ করা জায়েয নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, এ মহিলা ছিলেন আবু যার (রা)-র স্ত্রী।

بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ দান করার মানত করে

٣٣٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ.

৩৩০৯। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমি আমার সমস্ত মাল থেকে পৃথক হয়ে

যাবো এবং তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য দান করবো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দেয়াই তোমার জন্য উত্তম। কা'ব (রা) বলেন, আমি বললাম, খায়বার এলাকায় প্রাপ্ত আমার অংশ নিজের জন্য রেখে দিলাম।

٣٣١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِ اِنِّىْ اَنْخَلِعُ مِنْ مَالِىْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلٰى خَيْرٌ لَكَ.

৩৩১০। আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তার তওবা কবুল হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমি আমার সমস্ত মাল থেকে পৃথক হয়ে যাবো... 'তোমার জন্য উত্তম' পর্যন্ত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٣١١- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اَبُوْ لُبَابَةَ اَوْ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَهْجُرَ دَارَ قَوْمِى الَّتِىْ اَصَبْتُ فِيْهَا الذَّنْبَ وَاَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ يُجْزِىءُ عَنْكَ الثُّلُثُ.

৩৩১১। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি অথবা আবু লুবাবা অথবা আল্লাহ্র ইচ্ছায় অপর কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার তওবা কবুল হওয়ার বিনিময়ে আমি আমার গোত্রের যে বাড়িতে অপরাধের শিকার হয়েছি তা ত্যাগ করবো এবং আমার সমস্ত মাল দান-খয়রাত করবো। তিনি বলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ দান করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٣٣١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ لُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْقِصَّةُ لِاَبِىْ لُبَابَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بَعْضِ بَنِى السَّائِبِ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ مِثْلَهُ.

৩৩১২। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) বলেন, আবূ লুবাবা (রা) ছিলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক। ঘটনাটি আবূ লুবাবা (রা) সংশ্লিষ্ট। আবূ দাউদ (র) বলেন, ইউনুস-ইবনে শিহাব-বনূ সায়েব ইবনে আবূ লুবাবা সূত্রে বর্ণনা করেন। আয-যুবায়দী-আয-যুহরী-হুসাইন ইবনুস সায়েব ইবনে আবূ লুবাবা সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ فِىْ قِصَّتِهٖ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اِلَى اللّٰهِ اَنْ اَخْرُجَ مِنْ مَالِىْ كُلِّهٖ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ صَدَقَةً قَالَ لاَ قُلْتُ فَنِصْفَهُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثُلُثَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاِنِّىْ سَاُمْسِكُ سَهْمِىْ مِنْ خَيْبَرَ.

৩৩১৩। কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার (তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার) ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমি আমার সমস্ত মাল থেকে মুক্ত হয়ে যাবো এবং আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে দান করবো। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, খায়বারে প্রাপ্ত সম্পদ আমার নিজের জন্য রেখে দিবো।

بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْاِسْلاَمَ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জাহিলী যুগের মানত সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ

٣٣١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ.

৩৩১৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলিয়াতের যুগে মানত করেছিলাম, মসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মানত পুরা করো।

بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ যে ব্যক্তি নামোল্লেখ না করে মানত করেছে

٣٣١٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِيْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ.

৩৩১৫। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানতের কাফফারা শপথ ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ।

٣٣١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৩৩১৬। মুহাম্মাদ ইবনে আওফ (র)... উকবা ইবনে আমের (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابُ لَغْوِ الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ অর্থহীন শপথ

٣٣١٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي الصَّائِغَ عَنْ عَطَاءٍ فِي اللَّغْوِ فِي الْيَمِيْنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ كَلَّا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ الصَّائِغُ رَجُلًا صَالِحًا قَتَلَهُ اَبُوْ مُسْلِمٍ بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَيَّبَهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ دَاوُدُ بْنُ اَبِي الْفُرَاتِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ مَوْقُوْفًا عَلٰى عَائِشَةَ.

وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا.

৩৩১৭। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অর্থহীন শপথ সম্পর্কে বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির নিজ ঘরে বসে বলা– কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! এবং হাঁ, আল্লাহর শপথ! (এগুলো অর্থহীন শপথ"। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবরাহীম আস-সায়েগ (স্বর্ণকার) ছিলেন একজন দীনদার লোক। আবু মুসলিম খুরাসানী তাকে আরানদাস নামক স্থানে হত্যা করেন। রাবী বলেন, তিনি (স্বর্ণপিণ্ডে আঘাত করার জন্য) হাতুড়ি উত্তোলনের সাথে সাথে আযানধ্বনি শুনতে পেলে (আঘাত না করে) তা রেখে দিতেন (অর্থাৎ নামায পড়ার প্রস্তুতি নিতেন)। আবু দাউদ (র) বলেন, বিভিন্ন সনদে আয়েশা (রা) থেকে মওকূফ হাদীসরূপেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ فِيْمَنْ حَلَفَ عَلٰى طَعَامٍ لاَ يَأْكُلَهُ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি হলফ করেছে– সে খাদ্য গ্রহণ করবে না

٣٣١٨- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَوْ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ بِنَا اَضْيَافٌ لَنَا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لاَ اَرْجِعَنَّ اِلَيْكَ حَتّٰى تَفْرَغَ مِنْ ضِيَافَةِ هٰؤُلاَءِ وَمِنْ قِرَاهُمْ فَاَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالُوْا لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى يَأْتِىَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَضْيَافُكُمْ اَفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ قَالُوا لاَ قُلْتُ قَدْ اَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَاَبَوْا وَقَالُوْا وَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَجِيْءَ فَقَالُوْا صَدَقَ قَدْ اَتَانَا بِهِ فَاَبَيْنَا حَتّٰى تَجِيْءَ قَالَ فَمَا مَنَعَكُمْ قَالُوْا مَكَانُكَ قَالَ فَوَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوْا وَنَحْنُ وَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَطْعَمَهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ فِى الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ قَالَ قَرِّبُوْا طَعَامَكُمْ قَالَ فَقَرَّبَ طَعَامَهُمْ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوْا فَاُخْبِرْتُ اَنَّهُ اَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِىْ صَنَعَ وَصَنَعُوْا قَالَ بَلْ اَنْتَ اَبَرُّهُمْ وَاَصْدَقُهُمْ.

৩৩১৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কয়েকজন মেহমান আসলো। রাতের বেলা আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য যেতেন। তিনি আমাদের বলে গেলেন, তুমি মেহমানদের থেকে অবসর হওয়ার পর আমি আসবো। (অর্থাৎ আমার আসতে দেরী হবে, তুমি এদের আহারের ব্যবস্থা করবে)। তিনি তাদের খাবার নিয়ে আসলেন। মেহমানগণ বললেন, আবু বাক্‌র (রা) আসার আগে আমরা খাবার গ্রহণ করবো না। তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মেহমানরা কি করছেন, তাদের খাওয়া-দাওয়া করিয়েছ? ঘরের লোকেরা বললো, না। আমি বললাম, আমি তাদের খাবার নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তারা আপনাকে ছেড়ে খেতে রাযি হননি। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা খাবো না তিনি (আপনি) ফিরে না আসা পর্যন্ত। অতিথিরা বললেন, আবদুর রহমান সত্যিই বলেছেন। তিনি আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে সম্মত হইনি। তিনি বললেন, কোন জিনিস তোমাদেরকে বাধা দিলো? তারা বললেন, আপনার অনুপস্থিতি। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আজ রাতে আহার করবো না। তারাও বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরাও রাতে আহার করবো না যতক্ষণ আপনি না খাবেন। তিনি বললেন ঃ আমি এ রাতের মত অনিষ্টকর রাত আর কখনো দেখিনি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, খাবার নিয়ে আসো। রাবী বলেন, তাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করা হলো। তিনি বিসমিল্লাহ বলে খেতে আরম্ভ করলেন, তারাও খেলেন। আমি জানতে পারলাম, তিনি (পিতা) সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তিনি (রাতে) যা করেছেন এবং মেহমানরা যা করেছেন তা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বরং তুমি অধিক সৎকাজ সম্পাদনকারী ও সত্যবাদী। (কেননা তিনি শপথ ভঙ্গ করে অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজ করেছেন)।

٣٣١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ اَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَهُ. زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِي حَدِيْثِهِ قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

৩৩১৯। ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে বর্ণিত... এই হাদীসও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। সালেম (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আরো আছে– তিনি বলেন, কাফ্‌ফারার বিষয় আমি কিছু অবহিত হতে পারিনি।

بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ

٣٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ

حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لاَ تَمْلِكُ.

৩৩২০। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীরাস বণ্টনের একটা ব্যাপার ছিল। এক ভাই অন্য ভাইয়ের কাছে তা বণ্টন করার দাবি করলে সে বললো, তুমি যদি পুনরায় মীরাস বণ্টন করার কথা বলো তবে আমি আমার সমস্ত মাল কা'বা ঘরের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবো। উমার (রা) লোকটিকে বললেন, কা'বা ঘর তোমার মালের মুখাপেক্ষী নয়। তোমার শপথের জরিমানা আদায় করো এবং তোমার ভাইয়ের সাথে (ভাগ-বাটোয়ারার) কথা বলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান প্রভুর অবাধ্যাচরণে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনে এবং যে জিনিসের তুমি মালিক নও তাতে তোমার কোনরূপ শপথ ও মানত জায়েয নেই।

٣٣٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

৩৩২১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজেই কেবল মানত করা যেতে পারে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করা নিষিদ্ধ।

٣٣٢٢- حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

فَانَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهِ اِلاَّ فِيْمَا لاَ يُعْبَأُ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُلْتُ لِاَحْمَدَ رَوٰى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ تَرَكَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ وَكَانَ اَهْلاً لِذٰلِكَ قَالَ اَحْمَدُ اَحَادِيْثُهُ مَنَاكِيْرُ وَاَبُوْهُ لاَ يُعْرَفُ.

৩৩২২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতার সূত্রে, তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তার মধ্যে তার কোনো মানতও নেই শপথও নেই; আল্লাহর নাফরমানীর কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারেও কোনো মানত গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো লোক শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে সে তার শপথ পরিত্যাগ করে অধিকতর কল্যাণকর কাজটি করবে। পূর্বের শপথ পরিত্যাগ করাটাই শপথ ভঙ্গের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উধৃত এই বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত সহীহ হাদীসের বক্তব্য হলো– "তাকে তার শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে," কিন্তু যেসব হাদীস যথার্থ নয় সেগুলো ব্যতীত। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ (র)-কে বললাম, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবায়দুল্লাহর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহ্মাদ (র) বলেন, কিন্তু তিনি পরে এটি বর্জন করেছেন এবং তা করতে যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন। আহ্মাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবায়েদের হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যাত এবং তার পিতা অজ্ঞাত পরিচয়।

টীকা ঃ 'মানতও নেই, শপথও নেই'– কেউ যদি গুনাহের কাজ করার জন্য মানত অথবা শপথ করে, তা পূর্ণ করা তার জন্য জায়েয নয়। কোনো লোক যদি মানত করে– অমুকের গোলামটি অথবা জিনিসটি সে আল্লাহর নামে আযাদ করে দিবে, তবে তা পূর্ণ করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা তার শপথ অথবা মানত সঠিক হয়নি। ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে এসব ক্ষেত্রে কোনো কাফফারা দিতে হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে উভয় ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গের কাফফারার সম-পরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে (অনু.)।

بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِى بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কথা বলার পর শপথকারীর 'ইনশা আল্লাহ্' বলা

٣٣٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ

اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ اَسْنَدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْنَدَهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيْكٍ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ.

৩৩২৩। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কুরাইশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। অতঃপর তিনি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহর মর্জি হলে) বললেন। আবূ দাউদ (র) বলেন, একাধিক রাবী হাদীসটি শারীক-সিমাক-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল-ওলীদ (র) শারীকের সূত্রে বলেছেন, অতঃপর তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি।

٣٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ فِيْهِ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيْكٍ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ.

৩৩২৪। ইকরিমা (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (মারফূ' হাদীসরূপে) বর্ণনা করেন, তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। অতঃপর তিনি বললেন, ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান)। পুনরায় তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো ইনশা আল্লাহু তা'আলা। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি অচিরেই কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। তারপর তিনি চুপ থাকলেন, অতঃপর বললেন ঃ ইনশা আল্লাহ। আবূ দাউদ (র) বলেন, ওলীদ ইবনে মুসলিম (র) শারীক (র) থেকে হাদীসের শেষাংশে আরো বর্ণনা করেছেন, 'অতঃপর তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি'।

টীকা ঃ 'অতঃপর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি'– কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণনাকারীর এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা অষ্টম হিজরীতে মুসলমানরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কেউ বলেছেন, হাদীসটি সুস্পষ্টভাবেই মক্কা বিজয়ের পূর্বের এবং ঐ কথাটিও মক্কা বিজয়ের পূর্বের (অনু.)।

بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি এমন মানত করলো যা পূর্ণ করার সামর্থ্য তার নাই

٣٣٢٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ

حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْاَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ وَكِيْعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْهِنْدِ اَوْقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৩২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি নাম উল্লেখ না করে (নির্দিষ্ট না করে) মানত করলে তার জরিমানা শপথ ভঙ্গের জরিমানার অনুরূপ। কোনো ব্যক্তি গুনাহের কাজে মানত করলে তার জরিমানা শপথ ভঙ্গের জরিমানার সমান। কোন লোক এমন মানত করলো যা পূর্ণ করা তার সামর্থ্যের বাইরে, তার কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ। কোনো লোক সামর্থ্য অনুযায়ী মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী' প্রমুখ রাবীগণ এ হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ ইবনে আবুল হিন্দ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তারা এটাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে মওকূফ হাদীস হিসারে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

সুনান আবু দাউদ ৪র্থ খণ্ডের

প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ ৪র্থ খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

২৪৭৭। বুখারী, আদাব, বাব ৯৫; মুসলিম, ইমারাত, নং ৮৭; নাসাঈ, বায়আত, বাব ১১২; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ৬৪।

২৪৭৮। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৪ (অনুরূপ)।

২৪৭৯। দারিমী, জিহাদ, বাব ৬৯; আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৯৯।

২৪৮০। বুখারী, জিহাদ, বাব ফাদলিল জিহাদ; হজ্জ, বাব ফাদলিল হারাম, মুসলিম, ইমারাত, নং ১৩৫৩; হজ্জ, বাব তাহ্রীম মাক্কা; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৯০; নাসাঈ, জিহাদ; দারিমী, জিহাদ, ২খ, পৃ. ২৩৯, আহমাদ, নং ১৯৯১, ২৩৯৬ ও ২৮১৮।

২৪৮১। বুখারী, ঈমাম, বাব ৪, রিকাক, বাব ২৬; মুসলিম, ঈমান, নং ৪০।

২৪৮২। আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৮৪, ১৯৯, ২০৯, নং ৫৫৬২, ৬৮৭১, ৬৯৫২।

২৪৮৫। বুখারী, জিহাদ, বাব আফদালিন-নাস, রিকাক; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৮৮; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৬০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৭৮; নাসাঈ, জিহাদ, বাব ফাদলি মান জাহাদা বিনাফসিহি ওয়া মালিহি।

২৪৯০। বুখারী, তা'বীব, বাব ১২; জিহাদ, বাব ৩, ৮, ৬৩, ৭৫; ইসতি'যান, বাব ৪১; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১২; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৪৫ ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৭৬; নাসাঈ, ঐ; দারিমী, ঐ, নং ২৪২৬; মালিক; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ২৪০ ও ২৬৪।

২৪৯১। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৯৫। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯১।

২৪৯৬। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৭; নাসাঈ, জিহাদ, বাব হুরমাতি নিসাইল মুজাহিদীন।

২৪৯৭। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯০৬; নাসাঈ, জিহাদ; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৮৫; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৬৯।

২৫০০। তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬২১।

২৫০২। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১০; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩০৯৯।

২৫০৩। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৬২।

২৫০৪। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩০৯৮; দারিমী, জিহাদ, ২খ, পৃ. ২১৩; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১২৪, ১৫৩ ও ২৫১; ইবনে হিব্বান, নং ১৬১৮।

২৫০৭। বুখারী, জিহাদ, ফাদাইলুল কুরআন, তাফসীর; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৮; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩০৩৪; জিহাদ, নং ১৬৭০; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১০৪।

২৫০৮। বুখারী, মাগাযী, জিহাদ; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১১; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৬৪-৫।

২৫০৯। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬২৮; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৫৯।

২৫১০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮৯৬।

২৫১২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৭৬।

২৫১৩। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৩৭; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৬০৮; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১৯।

২৫১৪। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১৭; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮১৩।

২৫১৫। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৯০; মালিক, ঐ।

২৫১৭। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯০৪; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৪৬; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৮৩।

২৫২০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৮৭ (ইবনে মাসউদ)।

২৫২৪। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৮৭, বাব ৭৭; আহ্‌মাদ, নং ১৩৮৯, ১৪০১, ১৪০৩ ও ১৫৩৪।

২৫২৮। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৮২।

২৫২৯। বুখারী, জিহাদ, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৪৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৭১; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১০৫; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৬৫, নং ১৭২, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৭, ২২১।

২৫৩১। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮১০; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭৫।

২৫৩৬। আহ্মাদ (বিস্তারিত), নং ৩৯৪৯।

২৫৩৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০২; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৫২।

২৫৪১। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৪৩; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৫৪; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৯২।

২৫৪৩। নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৫৯৫।

২৫৪৫। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৫; আহ্মাদ, নং ২৪৫৪।

২৫৪৭। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৭৫; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৮; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৯০; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৫৯৬।

২৫৪৯। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৪২, ফাদাইল, নং ২৪২৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪০।

২৫৫০। বুখারী, মুসাকাত, বাব ৯; মাজালিম, বাব ২৩; আদাব, বাব ২৭; মুসলিম, সালাম, নং ২২৪৪; মুওয়াত্তা, সিফাতুন নাবিয়্যি (সা), নং ২৩; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৩৭৫, নং ৮৮৬১, পৃ. ৫১৭, নং ১০৭১০, পৃ. ৫২১, নং ১০৭৬২।

২৫৫২। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৩৯; মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৫; মালিক, আল-জামে।

২৫৫৩। নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৫৯৫।

২৫৫৫। মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৩; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৩।

২৫৫৬। মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৪।

২৫৫৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৫; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৫৩; ইবনে মাজা, যাবাইহ্; মালিক, আদাহী, নং ২৮; আহ্মাদ, ১খ, পৃ. ২১৯, ২২৬, ২৪১, ২৫৩ ও ৩২১।

২৫৫৯। বুখারী, জিহাদ, বাব ৪৬; মুসলিম, ঈমান, নং ৩০; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২২৮।

২৫৬১। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৫।

২৫৬২। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৮।

২৫৬৩। বুখারী, লিবাস, বাব ২২; যাবাইহ্, বাব ৩৫; মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৯।

২৫৬৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৭; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১০ (সমার্থবোধক)।

২৫৬৫। আহমাদ, নং ৭৬৬, ৭৮৫ ও ১৩৫৮।

২৫৬৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪২৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৩; আহ্মাদ, নং ১৭৪৩।

২৫৬৯। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯২৬; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৬২, বাব ৭৫।

২৫৭২। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৪।

২৫৭৪। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০০; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৬১৬; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৮; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২৫৬, ৩৫৮, ৪২৫ ও ৪৭৪।

২৫৭৫। বুখারী, সালাত, জিহাদ ও ই'তিসাম; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৭০; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৯; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৬১৪; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৭; দারিমী, জিহাদ, নং ২৪৩৪; মুওয়াত্তা, জিহাদ, নং ৪৫।

২৫৭৬। ইবনি মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৭।

২৫৭৮। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৭৯; আহ্মাদ, ৬খ, পৃ. ৩৯, ১২৯, ১৮২, ২৬১ ও ২৮০।

২৫৭৯। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৬।

২৫৮১। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১২৩; নাসাঈ, নিকাহ।

২৫৮৩। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭৬।

২৫৮৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭৭; তিরমিযী, ১৬৯১ নং হাদীসের পরে।

২৫ ৮৬। মুসলিম, বিরর, নং ২৬১৪; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ৩৫০।

২৫৮৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, বিরর, নং ২৬১৫; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭৬৯ (জাবির); ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৮।

২৫৮৮। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৬৪।

২৫৯১। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৮০; আহ্মাদ, ৪খ, পৃ. ২৯৭।

২৫৯২। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ৮১৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬৭৯; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৮৬৯, বাব ১০৬; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮১৭।

২৫৯৩। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৮১;' ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮১৮ (ইবনে আব্বাস); নাসাঈ (আনাস)।

২৫৯৪। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০২; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৮০; বুখারী, ঐ, বাব ৭৬; আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ১৯৮, ১খ, পৃ. ১৭৩।

২৫৯৬। দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৫৫; আহ্মাদ, ৪খ, পৃ. ৪৬।

২৫৯৭। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৮২; আহ্মাদ, ৪খ, পৃ. ২৮৯।

২৫৯৮। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৫০৩; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪২-৩।

২৫৯৯। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪৪; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৪৪।

২৬০০। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮২৬ (অনুরূপ); তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৩৮; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৭, ২৫, ৩৮, ১৩৬, ২৫৮।

২৬০২। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৪৩; আহ্মাদ, নং ৭৫৩, ৯৩০, ১০৫৬।

২৬৬৩। আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ১৩২, ৩খ, পৃ. ১২৪।

২৬০৪। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৩; আহ্মাদ, নং ১৪৩৯৩, ১৪৯৫৬ ও ১৫৩১৯।

২৬০৬। তিরমিযী, বুয়ূ, বাব ৬, নং ১২১২; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৩৬।

২৬ ০৭। মালিক, ইসতি'যান, বাব ৩৫; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৭৪, আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ১৭৬ ও ২১৪।

২৬১০। বুখারী, জিহাদ, বাব ১২৯; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৯; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৯; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৬, ৭, ১০, ৫৫, ৬৩, ৭৬ ও ১২৮; মালিক, জিহাদ, নং ৮।

২৬১১। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৫; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭২৮;

২৬১২। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৩১; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৭, দিয়াত, নং ১৪০৮; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫৮।

২৬১৫। বুখারী, মুযারাআ, বাব ৬; জিহাদ, বাব ১৫৪; মাগাযী, বাব ১৪; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৬; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫২; তাফসীর, নং ৩২৯৮ (সূরা হাশর); ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৪; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৮; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৬৩।

২৬১৬। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৩।

২৬১৮। মুসলিম, ইমারাত, ১৯০১; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ১৩৬।

২৬১৯। তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৯৬।

২৬২০। নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪১০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯৮।

২৬২২। তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৮৮; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯৯।

২৬২৩। বুখারী, লুকতা, বাব ৪৮; মুসলিম, লুকতা, নং ১৭২৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২৩০২; মালিক, ইসতি'যান, নং ১৭।

২৬২৪। বুখারী, তাফসীর (সূরা নিসা); মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৩৪; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৭২; নাসাঈ, বাইআত, নং ৪১৯৯; আহ্মাদ, নং ৩১২৪।

২৬২৫। বুখারী, আহ্কাম; আখবারুল আহাদ, বাব ১; মাগাযী; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৪০; নাসাঈ, বাইআত, নং ৪২১০; আহ্মাদ, ১খ, পৃ. ৮২, ৯৪ ও ১২৪।

২৬২৬। বুখারী, আহ্কাম; জিহাদ; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৩৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৭; নাসাঈ, বাইআত, নং ৪২১১; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৬৪।

২৬২৭। আহ্মাদ, ৪খ, পৃ. ১৯৩।

২৬৩১। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, ঐ, নং ১৭৪২; ইমারাত, নং ১৯০২; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৫৯।

২৬৩২। বুখারী, ইত্ক; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৩০; আহ্মাদ, নং ৪৮৫৭, ৪৮৭৫ ও ৫১২৪।

২৬৩৪। মুসলিম, সালাত, নং ৩৮২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৮; দারিমী, সিয়ার, ২খ, পৃ. ২১৭।

২৬৩৫। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৪৯।

২৬৩৬। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৫৭; মুসলিম, ঐ, নং ১৭৪০।

২৬৩৮। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪০; আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ৪৬; দারিমী, ২খ, পৃ. ২১৯।

২৬৪০। বুখারী, যাকাত, ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন; মুসলিম, ঈমান, নং ২১; তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬১০; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৪৫, জিহাদ, নং ৩০৯২; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯২৭।

২৬৪১। বুখারী, সালাত, বাব ফাদলি ইসতিকবালিল কিবলাহ; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০০৬; কিতাবুত তাহ্‌রীম।

২৬৪৩। বুখারী, গাযাওয়াত, বাব ৪৫; দিয়াত, বাব ওয়ামান আহ্‌য়াহা; মুসলিম, ঈমান, নং ৯৬।

২৬৪৪। বুখারী, গাযাওয়াত, দিয়াত; মুসলিম, ঈমান, নং ৯৫।

২৬৪৫। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬০৪।

২৬৪৬। বুখারী, তাফসীর, সূরা আনফাল।

২৬৪৭। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৬; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৭, ৮৬ ও ১১১।

২৬৪৯। বুখারী, ইকরাহ।

২৬৫০। বুখারী, মাগাযী, বাব ৯; তাফসীর, সূরা মুমতাহানা; আদাব, বাব ৭৪; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৪; তিরমিযী, তাফসীর সূরা মুমতাহানা; দারিমী রিকাক, নং ৪৮; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৮০, ২খ, পৃ. ২৯৬।

২৬৫৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৩৬।

২৬৫৪। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৪।

২৬৫৫। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১২; বুখারী, জিয্‌য়া।

২৬৫৮। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৬৭।

২৬৫৯। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫৯।

২৬৬০। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৭০।

২৬৬২। বুখারী, মাগাযী, জিহাদ, তাফসীর।

২৬৬৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ৭৮।

২৬৬৬। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৮১; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৩৯৩।

২৬৬৮। বুখারী, জিহাদ (ইবনে উমার); মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৪; তিরমিযী, ঐ, নং

১৫৯৬; দারিমী, সিয়ার; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪১; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১২২ ও ১২৩।

২৬৬৯। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৮২।

২৬৭০। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৩।

২৬৭২। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৪৬; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৫; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭০; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৩৯।

২৬৭৩। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৩ (আবু দাঊদ, নং ২৬১৬)।

২৬৭৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭১; বুখারী, নাসাঈ।

২৬৭৭। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৪৪।

২৬৭৯। বুখারী, সালাত, খুসূমাত, বাব ৭১; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৪;

২৬৮১। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৭৯।

২৬৮৩। নাসাঈ, তাহ্‌রীমুদ দাম, নং ৪০৭৩ (আবু দাঊদ, নং ৪৩৫৯)।

২৬৮৫। বুখারী, জাযাউস সায়দ, বাব ১৮; জিহাদ, বাব ১৬৯; মাগাযী, বাব ৪৮; লিবাস, বাব ১৭; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৭; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৩; নাসাঈ, মানাসিক, নং ২৮৭০; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ১৮০৫; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৬০; মানাসিক, নং ১৯৪৪; মালিক।

২৬৮৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০৮; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২৬০ (সূরা ফাত্‌হ); আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১২৪ ও ২৯০।

২৬৮৯। বুখারী, খুমুস, মাগাযী, বাব ১২।

২৬৯০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৩ (বিস্তারিত)।

২৬৯৩। বুখারী, ওয়াকালা, বাব ৭; খুমুস, বাব ১০; মাগাযী, বাব ৫৪; ইত্‌ক, বাব ১৩; আহ্‌কাম।

২৬৯৪। আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৮৪।

২৬৯৫। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী, বাব ৮; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫১; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৬১; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১৪৫, ৪খ, পৃ. ২৯।

২৬৯৭। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৫।

২৬৯৯। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৮৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৪৭।

২৭০০। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭১৬ (বিস্তারিত), মানাকিব আলী (রা)।

২৭০২। বুখারী, ফারদুল খুমুস, বাব ২০; মাগাযী, বাব ৩৮; যাবাইহ্‌, বাব ২২; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৭২; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৪০; দারিমী, সিয়ার, নং ২৫০৩; আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ৮৬, ৫খ, পৃ. ৫৬।

২৭১০। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৮।

২৭১১। বুখারী, আয়মান, বাব ৩৩; মাগাযী, বাব ৩৮; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৮৫৮; মুওয়াত্তা, জিহাদ, নং ২৫।

২৭১৩। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৬১।

২৭১৭। বুখারী, ফারদুল খুমুস, বুয়ূ, মাগাযী, আহ্‌কাম; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৫৭১; মুওয়াত্তা, জিহাদ; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৬২।

২৭১৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০৯, বাব গায়ওয়াতিন নিসা মাআর রিজাল।

২৭১৯। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৩।

২৭২৩। বুখারী, মাগাযী, বাব ৩৮, তা'লীকান।

২৭২৪। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার।

২৭২৫। বুখারী, মাগাযী, গাযওয়া খায়বার; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৫৯৫; মুসলিম।

২৭২৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮১২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৬; নাসাঈ, কাসমিল ফাই (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত)।

২৭৩০। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৭; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫৫; আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ২২৩; হাকিম, ২খ, পৃ. ১৩১।

২৭৩২। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮১৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৮৫৮; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৩২।

২৭৩৩। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৪; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫৪; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৭৫; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ২ ও ৬২।

২৭৪০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৮; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আনফাল, নং ৩০৮০; নাসাঈ।

২৭৪৪। বুখারী, জিহাদ (অনুরূপ), মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৯; মুওয়াত্তা, জিহাদ।

২৭৪৫। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৯।

২৭৪৮। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫১।

২৭৫০। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৮৫।

২৭৫২। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০৬ (পূর্ণাঙ্গ)।

২৭৫৫। নাসাঈ, কাসমিল ফাই, নং ৪১৪৩ (অনুরূপ); ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫০।

২৭৫৬। বুখারী, জিয্‌য়া, বাব ২২; আদাব, বাব ৯৯; হিয়াল, বাব ৯; ফিতান, বাব ২১; মুসলিম, জিহাদ, বাব ৮; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৪২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮১।

২৭৫৭। বুখারী, জিহাদ, নং ১০৯; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৪১; নাসাঈ, বাইআত, নং ২৪০১।

২৭৫৮। আহ্মাদ, ৬খ, পৃ. ৮।

২৭৫৯। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮০।

২৭৬০। নাসাঈ, কাসামা, বাব তা'জীমি কাতলিল মু'আহিদ।

২৭৬১। আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ৪৮৭।

২৭৬৩। বুখারী, গোসল, সালাত, জিহাদ, আদাব; মুসলিম, হায়েদ, নং ৩৩৬; সালাতুল মুসাফিরীন; মালিক; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭৩৫; নাসাঈ, তাহারাত; দারিমী, ১খ, পৃ. ৩৩৯; আহ্মাদ, ৬খ, পৃ. ৩৪৩, ৪২৩ ও ৪২৫।

২৭৬৫। মুসলিম ও নাসাঈ (বিস্তারিত ও সংক্ষেপিত); বুখারী, জিহাদ, বাব ৫৯; শুরূত, বাব ১৫।

২৭৬৭। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৮৯।

২৭৬৮। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৫৮; রাহ্ন, বাব ৩; মাগাযী, বাব ১৫; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০১।

২৭৭০। বুখারী, উমরা, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪৪; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৫০; নাসাঈ।

২৭৭২। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৫৪ ও ১৯২।

২৭৭৩। বুখারী, গাযওয়া তাবূক; মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৯; নাসাঈ, তালাক।

২৭৭৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭৮; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৯।

২৭৭৬। বুখারী, নিকাহ, বাব ১২০; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৩।

২৭৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৭৮। বুখারী, নিকাহ, বাব ১২২; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮১।

২৭৭৯। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৯৬ ও মাগাযী; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৮।

২৭৮০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৪।

২৭৮১। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৯৮; সালাত, বাব ৫৯, তাফসীর সূরা তাওবা, বাব ১৮; মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৯; সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৬; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭৩২।

২৭৮৮। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১২৫; নাসাঈ, আল-ফার' ওয়াল-আতীরা, নং ৪২২৭।

২৭৮৯। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৭০।

২৭৯০। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৫।

২৭৯১। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৬৭।

২৭৯২। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৩।

২৭৯৩। বুখারী, হজ্জ, বাব ১১৮।

২৭৯৪। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৯৪; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১২০।

২৭৯৫। ইবনে মাজা, আদাহী, নং ৩১২১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২০।

২৭৯৬। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৬; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১২৮।

২৭৯৭। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৮৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৪১।

২৭৯৮। বুখারী, আদাহী; মুসলিম, ঐ, নং ১৯৬৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫০০; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৩৮; আহ্মাদ, ৪খ, পৃ. ৪৪৯।

২৭৯৯। ইবনে মাজা, আদাহী, নং ৩১৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৮৯।

২৮০০। বুখারী, আদাহী; মুসলিম, ঐ, নং ১৯৬১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫০৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪০০; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৮০।

২৮০২। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৭৪; মালিক, দাহায়া।

২৮০৪। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৪২ (সংক্ষিপ্ত); আহ্মাদ, নং ৮৫১।

২৮০৫। নাসাঈ, আদাহী, নং ৪৩৮২; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৪৫, আরো দ্র. নং ১৫০৩।

২৮০৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩০৮; মালিক, আদাহী, নং ৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯০৪; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৯৮; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৭৮।

২৮০৮। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৯৮-৯৯।

২৮০৯। ২৮০৭ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

২৮১০। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫২১।

২৮১১। বুখারী, হজ্জ, বাব ১১৬; আদাহী; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৭১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬১।

২৮১২। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৩৬।

২৮১৩। নাসাঈ, আদাহী; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬০; মুসলিম।

২৮১৪। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৫।

২৮১৫। মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৫; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০৯; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৪৪১৯; দারিমী, আদাহী, নং ১৯৬৭।

২৮১৬। বুখারী, যাবাইহ; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৮৬; নাসাঈ, আদাহী, নং ৪৪৪৪।

২৮১৮। ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৭৩।

২৮১৯। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আনআম, নং ৩০৭১।

২৮২১। বুখারী, শিরকাত, জিহাদ, যাবাইহ্, সায়দ; মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৮; তিরমিযী, আদাহী, নং ২৮৯১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪০৮; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৮৩; দারিমী, আদাহী, বাব ১৫; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ৪৬৩-৪।

২৮২২। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪০৫; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৪৪।

২৮২৪। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪০৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৭৭।

২৮২৫। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৪৮১; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪১৩।

২৮২৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৪৭৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৯৯।

২৮২৯। বুখারী, সায়দ, বুয়ূ', তাওহীদ; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৪১; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৭৪; মালিক, যাবাইহ্।

২৮৩০। নাসাঈ, আতীরা, নং ৪২৩৩; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৭।

২৮৩১। বুখারী, আকীকা; মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৬; নাসাঈ, আতীরা, নং ৪২২৭; তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১২; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৮।

২৮৩৬। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬২; নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২২১।

২৮৩৭। বুখারী, আকীকা, নং ৫৪৭২।

২৮৩৮। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫২২; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৫; নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২২৫।

২৮৩৯। বুখারী, আকীকা; তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১৫; নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২১৯; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৪; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ১৭, ১৮, ২১৪, ৫খ, পৃ. ১২।

২৮৪১। নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২২৫;

২৮৪২। নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২১৭।

২৮৪৪। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৭৫; তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৯০; ইবনে মাজা; ঐ, নং ৩৩০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৯৪।

২৮৪৫। তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৮৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৮৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২০৪।

২৮৪৭। বুখারী, যাবাইহ্, বাব ৩; তাওহীদ, বাব ১৩; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯২৯; তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৬৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৬৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২১২ ও ৩২১৪।

২৮৪৮। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, বাব ২, নং ১৯২৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২০৮।

২৮৫০। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, বাব ৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৬৯।

২৮৫১। তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৬৭ (সংক্ষিপ্ত)।

২৮৫৪। বুখারী, সায়দ; মুসলিম, ঐ, নং ১৯২৯; তিরমিযী, ঐ, ১৪৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২১৪।

২৮৫৫। বুখারী, যাবাইহ্, সায়দ; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২১৭।

২৮৫৬। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২১১ (সংক্ষেপে)।

২৮৫৭। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩০১।

২৮৫৮। তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৮০ (পূর্ণাঙ্গ); ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২১৬।

২৮৫৯। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৫৭; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩১৪।

২৮৬২। বুখারী, ওয়াসায়া; মুসলিম, ঐ, নং ১৬২৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২১১৯; জানাইয, নং ৯৭৪; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৪৫ ও ৩৭০২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৯৯; মালিক, বাব ১; দারিমী, ওয়াসায়া, নং ৩১৭৯; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৪, ১০, ৩৪, ৫০, ৫৭, ১১৩, ১২৮, নং ৬১০০।

২৮৬৩। মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৯৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৫১।

২৮৬৪। বুখারী, ওয়াসায়া, জানাইয, বাব ৩৬, মানাকিবুল আনসার, বাব ৪৯, নাফাকাত, বাব ১, মারদা, বাব ১৩ ও ১৬, দাওয়াত, বাব ৪৩, ফারাইদ, বাব ৬; মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬২৮; তিরমিযী, ওয়াসায়া, নং ২১১৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭০৮; মালিক, ঐ, বাব ৪।

২৮৬৫। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ১০৩২; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৪১; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২৩১, ২৫০, ৪১৫ ও ৪৪৭।

২৮৬৭। তিরমিযী, ওয়াসায়া, নং ২১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭০৪।

২৮৬৮। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৫; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৯৭।

২৮৭০। তিরমিযী, ওয়াসায়া, নং ২১২১-২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১২-৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৭৩।

২৮৭১। নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৯৯।

২৮৭২। নাসাঈ, ওয়াসায়া, ওয়াসামা, নং ৩৬৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১৮।

২৮৭৪। বুখারী, ওয়াসামা, তিব্ব, মুহারিবীন; মুসলিম, ঈমান, নং ১৪৪; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৭০১।

২৮৭৬। বুখারী, জানাইয, বাব ২৮; মানাকিবুল আনসার, বাব ৪৫; মাগাযী, বাব ১৭ ও ২৬; রিকাক, বাব ১৬; মুসলিম, জানাইয, নং ৪৬; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৫২; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯০৪; আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ১০৯ এবং অন্যত্র।

২৮৭৭। মুসলিম, সাওম, নং ১১৪৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯২৯; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৫৯ (আবু দাউদ, নং ১৬৫৬)।

২৮৭৮। বুখারী, শুরূত, বাব ১৯; ওয়াসায়া, বাব ২৮; আয়মান, বাব ৩৩; মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৫; তিরমিযী, আহকাম, নং ১৩৭৫; নাসাঈ, আহ্বাস, নং ৩৬২৭; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৩৯৬; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ১১-১২।

২৮৮০। মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬৩১; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৮১; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৭৬।

২৮৮১। নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১৭; বুখারী, ঐ।

২৮৮২। বুখারী, ওয়াসায়া; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৮৫; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৬৯।

২৮৮৪। বুখারী, ওয়াসায়া; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৬৬; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪৩৪।

২৮৮৫। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৪।

২৮৮৬। বুখারী, ফারাইয, বাব মীরাছুল ইখওয়াতি ওয়াল-আখাওয়াত; মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২০৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২৮।

২৮৮৮। বুখারী, ফারাইয; মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৮; নাসাঈ।

২৮৮৯। তিরমিযী, তাফসীর সূরা নিসা, নং ৩০৪৫; মুসলিম, ফারাইদ, নং ১৬১৭; ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭২৬।

২৮৯০। বুখারী, ফারাইয; তিরমিযী, ঐ, নং ৩০৯৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২১।

২৮৯১। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২০৯৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২০।

২৮৯৩। বুখারী, ফারাইয, বাব, মীরাছিল বানাত।

২৮৯৪। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২৪।

২৮৯৬। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০০।

২৮৯৭। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩৩ (সমার্থক)।

২৮৯৮। বুখারী, ফারাইয; মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২০৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৪০।

২৮৯৯। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩৮।

২৯০২। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৩৩।

২৯০৫। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৪১।

২৯০৬। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৪২।

২৯০৯। বুখারী, মাগাযী, ফারাইয, বাব লা ইয়ারিছুল মুসলিমুল কাফির; হজ্জ; মুসলিম, ফারাইয, নং ১৬১৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২১০৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২৯; দারিমী, ঐ, বাব ২৯; মালিক, বাব ১০; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২০০ ও ২০৮।

২৯১০। বুখারী, ফারাইয, মাগাযী, জিহাদ, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫১; ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩০; মানাসিক, ২৯৪২।

২৯১১। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩১; তিরমিযী, ঐ, নং ২১০৯।

২৯১৪। ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৮৫; ফারাইয, নং ২৭৪৯ (ইবনে উমার)।

২৯১৫। বুখারী, ফারাইয; মুসলিম, 'ইত্ক, নং ১৫০৪; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৫; তালাক, নং ৩৪৭৯; বুয়ূ', নং ৪৬৪৬।

২৯১৬। বুখারী, ফারাইয, বাব মীরাছিস-সাইবাহ; তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১২৬; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৭৯।

২৯১৭। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩২।

২৯১৮। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৫২।

২৯১৯। বুখারী, 'ইত্ক, ফারাইয; মুসলিম, 'ইতক, নং ১৫০৬; তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৩৬; মালিক, ইত্ক; ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৪৭।

২৯২২। বুখারী, তাফসীর সূরা নিসা।

২৯২৫। মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫৩০।

২৯২৬। বুখারী, ই'তিসাম, বাব ১৬; কাফালা, আদাব, বাব ৬৮; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫২৯; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ১১১, ১৪৫ ও ২৮১।

২৯২৭। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১১১; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪২।

২৯২৮। বুখারী, জুমুআ, ইসতিকরাদ, ওয়াসায়া, 'ইত্ক, নিকাহ, আহ্কাম; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৫০৭।

২৯২৯। বুখারী, আয়মান, কাফ্ফারাত, আহ্কাম; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫২; ইমারাত, নং ১৩; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৯; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৩৮৬; ইবনে মাজা।

২৯৩০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৪, বাবুন নাহী আন তালাবিল ইমারাত; বুখারী, আহ্কাম, বাব মা ইয়াকরাহু মিনাল হিরসি আলাল-ইমারাত।

২৯৩৬। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৯।

২৯৩৯। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৩; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৬।

২৯৪০। বুখারী, আহ্কাম; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৭; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪১৯২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৯৩।

২৯৪১। বুখারী, আহ্‌কাম (সংক্ষেপে); শুরূত (সমার্থক); তালাক (সংক্ষেপে); মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৬।

২৯৪২। বুখারী, আহ্‌কাম, বাব বায়আতিস সাগীর।

২৯৪৪। বুখারী, আহ্‌কাম, বাব রিযকিল হুক্‌কাম ওয়াল-আমিলীনা আলাইহা; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬০৫; আহ্‌কাম, ১খ, পৃ. ৫২ (আবু দাঊদ, নং ১৬৪৭)।

২৯৪৬। বুখারী, আহ্‌কাম; বাব হাদায়াল উম্মাল; হেবা, আয়মান, হিয়াল; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৩; দারিমী, যাকাত, সিয়ার; আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ৪২৩।

২৯৪৮। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৩২-৩৩।

২৯৫৪। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৪৫; সাদাকাত, নং ২৪১৬; মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৬৭ (বিস্তারিত); নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৪ (আবু দাঊদ, নং ৩৩৪৩)।

২৯৫৫। বুখারী, ফারাইয, কাফালা, ইসতিকরাদ, তাফসীর সূরা আহ্‌যাব; মুসলিম, ফারাইয, নং ১৬১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২০৯১; জানাইয, নং ১০৭০; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৪৫; সাদাকাত, নং ২৪১৬; ফারাইয, নং ২৭৩৮; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৫।

২৯৫৭। বুখারী, মাগাযী, শাহাদাত; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৮; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১১; আহ্‌কাম, নং ১৩৬১; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪৩; তালাক, নং ৩৪৬১ (আবু দাঊদ, নং ৪৪০৬)।'

২৯৬২। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১০৮।

২৯৬৩। বুখারী, ই'তিসাম, ফারদুল খুমুস, ফারাইয; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১০; নাসাঈ, কাসমুল ফাই, নং ৪১৪০।

২৯৬৫। বুখারী, জিহাদ, বাব ৮০; মুসলিম, ঐ, নং ১৭৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭১৯; নাসাঈ, কাসমুল ফাই, নং ৪১৪৫।

২৯৬৮। বুখারী, ফারদুল খুমুস, বাব ১; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৯; নাসাঈ, কাসমুল ফাই, নং ৪১৪৬ (সংক্ষেপে)।

২৯৭৪। বুখারী, ফারদুল খুমুস; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬০।

২৯৭৬। বুখারী, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৮।

২৯৭৮। বুখারী, কাসমুল ফাই; নাসাঈ, ঐ, নং ৪১৪১; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৮১।

২৯৮২। নাসাঈ, কাসমুল ফাই নং ৪১৩৯।

২৯৮৬। বুখারী, ফারদুল খুমুস; মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৭৯।

২৯৮৮। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিকির, নং ২৭২৭ (আবু দাঊদ, আদাব, নং ৫০৬২-৩)।

২৯৯৬। বুখারী, জিহাদ, বুয়ূ'; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫৭; মুসলিম, নিকাহ, নং ৮৭।

২৯৯৭। মুসলিম, নিকাহ, নং ৮৭।

২৯৯৮। বুখারী, নিকাহ, জিহাদ; মুসলিম, নিকাহ, নং ৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৩৮২।

৩০০০। বুখারী, মাগাযী, বাব কাতলি কা'ব ইবনিল আশরাফ; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০১; নাসাঈ।

৩০০৩। বুখারী, জিয্য়া, ইকরাহ, ই'তিসাম; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৫; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৪৫১।

৩০০৫। বুখারী, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৬।

৩০০৮। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫১।

৩০০৯। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৩৬৫।

৩০২০। বুখারী, হারছ, খুমুস, মাগাযী।

৩০২৪। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৮০ (বিস্তারিত)।

৩০২৯। বুখারী, জিহাদ, জিয্য়া, মাগাযী; মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬৩৭; আহ্মাদ, ৪খ, পৃ. ২৭১।

৩০৩০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬০৬।

৩০৩২। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৩৩।

৩০৩৫। মুসলিম, ফিতান, বাব লা তাকূমুস-সাআতু ... কুরাত জাবাল যাহাব।

৩০৩৬। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৬।

৩০৩৮। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২৩ (বিস্তারিত); নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৩ (আবু দাউদ, নং ১৫৭৬)।

৩০৪৩। বুখারী, জিয্য়া (সংক্ষেপে); তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৬; নাসাঈ।

৩০৪৫। মুসলিম, বিরর, বাব ৩৩, নং ৬৬৫৭/১১৭; আহ্মাদ, ৩খ, নং ১৫৪০৫।

৩০৫৩। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৩৩।

৩০৫৭। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭৭।

৩০৫৮। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৮১।

৩০৬৪। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৮০; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৭৫।

৩০৭০। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৫ (সংক্ষিপ্ত)।

৩০৭৩। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৭৮-৯; নাসাঈ।

৩০৭৯। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৯২।

৩০৮৩। বুখারী, জিহাদ, শুরব।

৩০৮৫। বুখারী, যাকাত, দিয়াত; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭১০; তিরমিযী, আহ্কাম, নং

১৩৭৭; যাকাত নং ৬৪২; ইবনে মাজা, লুকতা, বাব ৪; দিয়াত, নং ২৬৭৩, মালিক, যাকাত, বাব ৯।

৩০৮৭। ইবনে মাজা, লুকতা, নং ২৫০৮।

৩০৯১। বুখারী, জিহাদ।

৩০৯৩। বুখারী+মুসলিম।

৩০৯৪। বুখারী, জানাইয, লিবাস, তাফসীর; মুসলিম, লিবাস; ফাদাইল, তাওবা; তিরমিযী, তাফসীর সূরা তাওবা, নং ৩০৯৭; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯০১-২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫২৩।

৩০৯৫। বুখারী, মারদা, জানাইয।

৩০৯৬। বুখারী, তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৫০।

৩০৯৯। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৪২।

৩১০১। বুখারী, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৯।

৩১০৩। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২২১৮।

৩১০৪। বুখারী, মারদা; বাব ওয়াদইল ইয়াদ আলাল-মারীদ (পূর্ণাঙ্গ)।

৩১০৫। বুখারী, আতইমা, নিকাহ্, আহ্কাম, জিহাদ, তিব্ব।

৩১০৬। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৮৪।

৩১০৭। ইবনে হিব্বান, হাকেম।

৩১০৮। বুখারী, মারদা; মুসলিম, ফিতান, নং ২৬৮০; তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৭১; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮২১; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪২৬৫।

৩১১১। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮৪৭, জিহাদ; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮০৩; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১৪ (আবু হুরায়রা)।

৩১১২। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়াতির-রাজী'।

৩১১৩। মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৭৭; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪১৬৭।

৩১১৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭৭; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৪৭ ও ১৫৯৮।

৩১১৭। মুসলিম, জানাইয, নং ৯১৬; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৪৫।

৩১১৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৪।

৩১১৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯১৮ (পূর্ণাঙ্গ)।

৩১২০। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, জানাইয, নং ৯৪২।

৩১২১। নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ...; ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৪৮।

৩১২২। বুখারী, জানাইয, মাগাযী; মুসলিম, জানাইয, নং ৯৩৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৪৮।

৩১২৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮৮১।

৩১২৪। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৮৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৯৬।

৩১২৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৮৮।

৩১২৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩১৫; বুখারী, জানাইয (অনুচ্ছেদাধীন)।

৩১২৭। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৩৬; নাসাঈ।

৩১২৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৫১।

৩১৩০। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮৬৬।

৩১৩২। তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬১০।

৩১৩৪। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৫১৫।

৩১৩৬। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০১৬।

৩১৩৮। বুখারী, জানাইয; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৩৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৪।

৩১৩৯। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৪০। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৬০।

৩১৪১। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৬৪, বাব গুসলির রাজুলি ইমরাআতাহু ...।

৩১৪২। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৮; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮২।

৩১৪৩। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯০।

৩১৪৪। মুসলিম, জানাইয, নং ৪১, বাব গুসলিল মায়্যিত।

৩১৪৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৪২; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮৫।

৩১৪৬। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮৯।

৩১৪৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৭৪।

৩১৫০। ৩১২০ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

৩১৫১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯৬।

৩১৫২। তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৯৬; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৬৯।

৩১৫৩। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৭১।

৩১৫৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৪৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৮৫২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯০৪।

৩১৫৬। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৭৩।

৩১৫৮। মুসলিম, আদাব, নং ২২৫২; তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৯১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯০৬।

৩১৬১। তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৩১৬৩। তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৪৫৬।

৩১৬৪। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৫৭।

৩১৬৫। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৭; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০০৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৬।

৩১৬৬। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০২৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯০।

৩১৬৭। বুখারী, জানাইয, বাব ইত্তিবাইন নিসাইল জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯২৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৭৭।

৩১৬৮। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৯৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৩৯।

৩১৬৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৫৬।

৩১৭০। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৪৭-৮ (পূর্ণাঙ্গ); ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৮৯ (সমার্থক); তিরমিযী, ঐ, নং ১০২৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৯৩।

৩১৭২। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪২।

৩১৭২। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯১৫, ২০০০।

৩১৭৪। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৬০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯২৩।

৩১৭৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪৪ (অনুরূপ)।

৩১৭৬। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪৫।

৩১৭৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৮৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০১৩।

৩১৭৯। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০০৭; নাসাঈ, ঐ, নং ১ ৯৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৮২।

৩১৮০। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৩১; নাসাঈ, ঐ, ১৯৪৪; ইবনে মাজা, ঐ।

৩১৮১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১০১৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৭৭।

৩১৮৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯১৩।

৩১৮৪। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০১১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৮৪ (সংক্ষিপ্ত)।

৩১৮৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭৮ (সংক্ষেপে ও সমার্থক); নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৬৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৬৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫২৬।

৩১৮৬। মুসলিম, জানাইয, নং ১৬৯৪, ১৬৯৫; বুখারী, জানাইয, হাদীসে মাইয; (আবু দাউদ, ৪৪৩০ ও ৪৪৩১ নং হাদীসও দ্র., কিতাবুল হুদূদ)।

৩১৮৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৩৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৮।

৩১৯০। মুসলিম, জানাইয, নং ১০১।

৩১৯১। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৫১৭।

৩১৯২। মুসলিম, সালাত, নং ৮২৫; তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ১০১৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৯।

৩১৯৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৭৯।

৩১৯৪। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯৪।

৩১৯৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৩৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯৩।

৩১৯৬। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৫৪; বুখারী, ঐ।

৩১৯৭। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১০২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫০৫।

৩১৯৮। বুখারী, জানাইয, (৬৫) বাব কিরাআতিল ফাতিহাতিল কিতাব আলাল জানাযা, নং ১৩৩৫, তিরমিযী, ঐ, বাব ৩৯, নং ১০২৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৭, নং ১৯৮৯-৯১।

৩১৯৯। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৯৭।

৩২০১। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০২৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৮৮।

৩২০২। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৯৯।

৩২০৩। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫২৭।

৩২০৪। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫১; তিরমিযী, ঐ, নং ১০২২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৩৪।

৩২০৭। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৫৪-৫, মুসলিম, ঐ, নং ৯৬৬।

৩২১২। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪৮; আহ্মাদ, হাকেম।

৩২১৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৯০; জানাইয, নং ২০০৮।

৩২১৫। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৩; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০১২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬০।

৩২১৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৩৩।

৩২১৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৩২।

৩২২৩। বুখারী, জানাইয, মাগাযী; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২২৯৬।

৩২২৪। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৩২২৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭০; নাসাঈ, ঐ, নং ২০২৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬২।

৩২২৬। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০২৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬৩ (সংক্ষেপে)।

৩২২৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫২৯; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৪৯।

৩২২৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬৬।

৩২২৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭২; নাসাঈ; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫০।

৩২৩০। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬৮।

৩২৩১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৭০; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫১ ও ২০৫৩।

৩২৩২। বুখারী, জানাইয, বাব হাল ইউখরাজুল মায়্যিত মিনাল কাবরি (অনুরূপ); নাসাঈ, ঐ, নং ২০২৩ (অনুরূপ)।

৩২৩৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৩৪-১৯৩৫; বুখারী, ঐ, বাব ছানাইন-নাস আলাল-মায়্যিত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯১; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫৮।

৩২৩৪। মুসলিম, জানাইয, বাব ৩৬, নং ২২৫৮/১০৫ ও ২২৫৯/১০৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ১০১, নং ২০৩৬; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৪৮, নং ১৫৭২।

৩২৩৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭৭; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৩৪ (অনুরূপ); তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫৪।

৩২৩৬। তিরমিযী, সালাত, নং ৩২০; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৭৫ (সংক্ষেপ)।

৩২৩৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪৯; নাসাঈ; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪৩০৬।

৩২৩৮। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৬; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৫১; নাসাঈ, মানাসিক; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০৮৪।

৩২৪১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৫; নাসাঈ, মানাসিক, নং ২৭১৪।

৩২৪৩। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, ঈমান, নং ২০; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৯; নাসাঈ, কুদাত; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২৩।

৩২৪৫। মুসলিম, ঈমান, নং ২২৩; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৪০; নাসাঈ।

৩২৪৬। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২৫।

৩২৪৭। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৪৭; তিরমিযী, নূযুর নং ১৫৪৫; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯৬; নাসাঈ, নুযূর।

৩২৪৯। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৪৬; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯৪।

৩২৫০। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৫১। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৫।

৩২৫২। ৩৯২ নং হাদীসের বরাত দ্র. (২য় খণ্ড)।

৩২৫৪। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৩; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৫৪; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১২০।

৩২৫৫। ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১১৯।

৩২৫৬। বুখারী, নুযূর, জানাইয, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ১৭৬; তিরমিযী, আয়মান, নং ১৫৪৩; নাসাঈ, আয়মান; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১১৯।

৩২৫৭। নাসাঈ, নুযূর, কাফ্ফারাত; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১০০।

৩২৬০। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩১; নাসাঈ, নুযূর; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১০৫ ও ২১০৬; তিরমিযী, আয়মান, নং ১৫৩২ (আবু হুরায়রা)।

৩২৬২। বুখারী, কাদর, তাওহীদ, আয়মান; তিরমিযী, আয়মান; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯২।

৩২৬৪। ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯৩।

৩২৬৬। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৪৯; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১০৭।

৩২৬৭। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৫২; নাসাঈ, নুযূর; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৯।

৩২৭০। বুখারী, রু'য়া; মুসলিম, ঐ, নং ২২৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২৪৯৪; ইবনে মাজা, তা'বীর রু'য়া, নং ৩৯১৮।

৩২৭৬। মুসলিম, সালাত, তিব্ব; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ২১৯; মালিক, ইতাকা।

৩২৭৭। নাসাঈ, ওয়াসায়া, বাব ফাদলিস সাদাকাত আলাল-মায়্যিত।

৩২৭৯। বুখারী, আয়মান, কাদর; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৩৯; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৩২; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৮; ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১২২।

৩২৮০। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪০ (অনুরূপ); নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৩৫; ইবনে মাজা, নুযূর, নং ২১২৩; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৮।

৩২৮১। বুখারী, আয়মান; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৬; নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৩৯; ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১২৬।

৩২৮২। বুখারী, নুযূর; ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১৩৬।

৩২৮৩। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৪।

৩২৮৫। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৫।

৩২৮৬। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৪৪; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৪৫; ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১৩৪।

৩২৮৮। বুখারী, জাযাউস-সায়দ, নুযূর; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪৪; নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৪৫।

৩২৯৯। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৩৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫৪৬; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৪৮; ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১৩২।

৩৩০০। নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৫০।

৩৩০১। মুসলিম, সিয়াম, নং ১১৪৯; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৬৭; হজ্জ; ইবনে মাজা, সিয়াম, নং ১৭৫৯, আহ্‌কাম।

৩৩০২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৮।

৩৩০৩। বুখারী; সাওম, মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৭; নাসাঈ (আবু দাউদ, নং ২৪০০)।

৩৩০৬। ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১৩১ (অর্থানুরূপ)।

৩৩০৮। মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪১; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৬৮ (আংশিক); নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৮০ (অংশবিশেষ); ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১২৪ (অংশবিশেষ)।

৩৩০৯। নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৫৬ (সংক্ষিপ্ত); বুখারী ও মুসলিমে বিস্তারিত।

৩৩১৪। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৬; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৯; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৫১।

৩৩১৫। মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪৫; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৬৩।

৩৩১৮। বুখারী, আদাব; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৫৭।

৩৩২২। নাসাঈ, নুযূর, বাবুল-ইয়ামীন ফীমা লা ইয়ামলিকু, নং ৩৮২৩।

৩৩২৫। ইবনে মাজা, কাফ্‌ফারাত, নং ২১২৮।

পরিশিষ্ট-২
সুনান আবী দাউদ
ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

৩. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৪. كِتَابُ صَلٰوةِ الاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৫. كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৬. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৭. كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ (রমযান মাস)

৮. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৯. كِتَابُ الْوِتْرِ (বিতর নামায)

১০. كِتَابُ الزَّكٰوةِ (যাকাত)

১১. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১২. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১৩. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১৪. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৫. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

১৬. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

১৭. كِتَابُ الضَّحَايَا (কুরবানী)

১৮. كِتَابُ الصَّيْدِ (শিকার)

১৯. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

২০. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন)

২১. كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْءِ وَالامَارَةِ (খাজনা ফাই ও প্রশাসন)

২২. كَتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)

২৩. كِتَابُ الاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ (শপথ ও মানত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

২৪. كِتَابُ الْبُيُوْعِ (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

২৫. كِتَابُ الاجَارَةِ (ইজারা)

২৬. كِتَابُ الْقَضَاءِ (বিচার ব্যবস্থা)

২৭. كِتَابُ الْعِلْمِ (ইলম বা জ্ঞানচর্চা)

২৮. كَتَابُ الاَشْرِبَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)

২৯. كِتَابُ الاَطْعِمَةِ (খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য)

৩০. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)

৩১. كِتَابُ الْكُهَانَةِ وَالطَّيْرِ (ভাগ্য গণনা ও শুভাশুভ লক্ষণ)

৩২. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)

৩৩. كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَةِ (কুরআনের শব্দাবলী কিরাআত)

৩৪. كِتَابُ الْحَمَّامِ (গোসলখানা)

৩৫. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩৬. كِتَابُ التَّرَجُّلِ (চুল আচড়ানো)

৩৭. كِتَابُ الْخَاتِمِ (আংটি, সীলমোহর)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)

৩৮. كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ (কলহ)

৩৯. كِتَابُ الْمَهْدِىِّ (ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব)

৪০. كِتَابُ الْمَلَاحِمِ (যুদ্ধ-বিগ্রহ)

৪১. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (হদ্দ বিশেষ শাস্তি)

৪২. كِتَابُ الدِّيَاتِ (শোণিত পণ)

৪৩. كِتَابُ السُّنَّةِ (সুন্নাতের অনুসরণ)

৪৪. كِتَابُ الاَدَبِ (শিষ্টাচার)